

নিত্যধর্মানুরাঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ ।

১৮৮৭ খ্রিঃ

—

সদ্বিচার জুষ্টিং নৃপাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্বাদকরী নিত্যধর্মানুরাঞ্জিকা

স্বীকৃতিসাধকঃ পরমপুরুষ পীত কৌশেয় বস্ত্রঃ ।

লালকেশঃ বহুল তান শ্যামলঃ মোহবত্ত্বঃ ।

প্রাচীণতঃ রুদ্রিতঃ মন্দমুখঃ পদেণঃ ।

কমল নয়নঃ চিত্তরূপঃ মনোমৈ ।

১৮৮৭ খ্রিঃ ১৮৮৭ খ্রিঃ ১৮৮৭ খ্রিঃ

নিত্যধর্মানুরাঞ্জিকা
অসিদ্ধাব্যয় বিদ্যাভাস
তৎপ্রসাদে নিক্সিয়ে (১৮৮৮) খ্রিঃ
অতিম করতঃ (১৮৮৫) খ্রিঃ
প্রতিষ্ঠা ইইলাম, হে ভগবান্ হে কালান্
সম্মিথানে এই প্রাপ্তনা করিতেছি, যে এই বক্তৃ

আমাদিগের চিত্ত যেন অস্থলিতপাদে ধৰ্ম্মপদবীতে অধা-
 কতা থাকে কোনমতে স্থলিতপাদ না হয় ! শ্রোত্র যেন ত
 গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া অবিরত আনন্দের আহৰ্ত্তা হয়, রস-
 যেন তব গুণানুকথনে অনারত রত থাকে ! করযুগল যে
 নিয়ত তৎসেবা পরিচর্যা কর্ণে নিযুক্ত হয় ! নয়ন যুগল যে
 নিয়ত নয়নানন্দ জনক তব মনোহর শ্রীমূৰ্ত্তি দর্শন করি
 পরানন্দ সাগরে নিমগ্ন হয় । পাদদ্বয় যেন সৰ্ব্বদা তবস্হা-
 দর্শন জন্য গমন কার্য্যে রত হয় ? হে জগদানন্দজনন ! হে
 জনন মরণ যন্ত্রণা নিবারণ করুণাবারিধে ! হে নিখিল কল্যা-
 যাক্ত শশাঙ্কমূৰ্ত্তে ! হে চুঃখকৈরব কুলেন্দুকপ ! হে মৃত্যুনাশক
 বোম্বাই ! হে প্রণতপালপরায়ন্ । ভো ভবান্বব নিস্তারক
 করুণাম ! আর এই সংসার-প ঘোরতর কলুবোর্ম্মিমালা
 ব্যাধিবিম্বোপাতিত অশ্মনাদিকে পরিত্রাণ করহ । একদা
 কালের কবলে পতিত হইয়া চিন্তা অজ্ঞরিতাশয় প্রযুক্ত
 যন্ত্রণাভোগ করিতেছি । হে করুণানিধান ! এই সংসার
 নট নটীকপে কাল নিয়তি নাট্য বিস্তার তরতঃ
 প্রদান করিতেছে, সেই কালের কপ ও নিয়তির
 নপাশ্রয় করিয়া কলকালের নিমিত্তও চিত্ত
 করিতে পারিতেছেন । নিয়তিবরাজনা সঙ্গরক্ষী
 কীত কেনা হয় ? এই বৰ্ত্তমান কাল কখন
 পশু পক্ষীত্যাতির কঙ্কাল রাশিতে ধরণীকে
 করিতেছে, কখন বা অশ্বশন নটমান কপাল-
 নপে মগ্নকে পিতৃবন করত উদ্ভট তাণ্ডবে মগ্ন চট্টমা

রহিয়াছে, কখন বা ঘনঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলবৎ দেখিতে
কলুষকলাপে জগৎকে অন্ধীভূত করিয়া তুলিতেছে। কদাপি
মহা মোহপাশে পাশী হইয়া পশুবৎ রাশিরাশি রূপে জগন্নি-
বাসি জনসকলকে পাশিত করিয়া চৰ্ৰ্বণ করিতেছে। কদাপি
মহানটী, ককুতপটী, মায়াঘটী, জনকঙ্কালমালা মণ্ডিতা নিয়-
তি, কালের সহচারিণী হইয়া জগৎঘাসে উদাতা হইতেছে।
তাহাদিগের এই দুঃস্থ নাট্য হইতে পরিজ্ঞান পাইবার
কোন উপায় নাই। অতএব আমরা অভ্যস্ত ভীত হইয়া
প্রার্থনা করিতেছি, হে নাথ ! হে অনাথনাথ দীনবন্ধো !
রূপাকলাপ বিকাশে সংসার ভীতিনাশে দাসে পরিজ্ঞান
করহ, যেন বর্তমান বর্ষে নিমগ্নাদ ক্ষুদ্র কর্মে অস্মদাদির
চিত্ত প্রসজ্জিত না হয় ? আর অনানিষ্ট করণে তাহার সাহস
না জন্মে ? সর্বদা মরণভীতির উদয়ে তব চরণানুস্মরণরূপ
মঙ্গলাচরণে চিত্ত সুতঃপর হয় ?



পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

ব্রহ্মপুত্র স্বরস্বতীসমুদ্র স্বয়ং কহিয়া গিয়াছেন, যে জগৎপতি
ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে লক্ষ শ্লোকে অব্যবহৃত চতুষ্পাদ বেদ-
প্রকাশ করতঃ স্বয়ং আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, আমি
তাহাই আপন বাক্যে সংক্ষেপোক্তি দ্বারা লংঘিতা রচনা
করিয়া মরীচি প্রভৃতি ঋষি সকলকে অধ্যয়ন করাইয়াছি,

তন্মধ্যে ভৃগু আমার নিকটে সৰ্বদা থাকিতেন এবিধায় তিনি বিশেষরূপে বেদার্থ সম্যক্ অধ্যয়ন করিরাছেন । এই প্রযুক্ত মৎপ্রণীতা সংহিতাকে ভৃগুপ্রোক্তা বলিয়া উক্ত করিয়া থাকে ।

অনন্তর দেবাসুরাদির সৃষ্টি বিষয়ের বর্ণনানন্তর নরসৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়া কালাবয়ব সত্যাদিযুগের সংখ্যা বর্ণনা করিব । এ বিষয়ে আর কাহারই প্রতি কটাক্ষপাত্ৰমাত্র থাকিবেক না, যুগে যুগে যে রূপ কার্য্য হইয়া আসিতেছে, যথা শাস্ত্র তাহারই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিব, তাহাতেও যদি কেহ কটাক্ষিত রূপে লক্ষ করেন, সে অশ্রদ্ধাদির পক্ষে দোষাবহ হইতে পারিবে না । দেবাসুরাদিকে মর্ত্যবাসিনরূপে কোন কোন বিজ্ঞাতীয়া পণ্ডিতেরা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, যে ইন্দ্র নামে কোন মনুষ্য দেবরাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাহার রাজধানী “শিথিয়া” দেশ ছিল । নতুবা “ইন্দ্র একজন মনুষ্য” সে যে সকলের প্রধান রাজা হইয়া চিরকাল জীবন ধারণ করিয়াছিল এমত না হইবেক, অর্থাৎ ঐ সিংহাসনে যে মনুষ্য যখন রাজা হইত সেই মনুষ্যকেই তখন ইন্দ্র, তাহার পত্নীকে শচী, তন্মন্ত্রীকে বৃহস্পতি, চিকিৎসককে ধন্বন্তরি বা অশ্বিনীকুমার, কোষাধ্যক্ষকে কুবের বলিয়া খ্যাত করিত অর্থাৎ ইত্যাদি উপাধি বিশিষ্ট মানবগণেরা নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিত, মধ্যে কোন সময়ে কোন কোন দেশীয় ছদ্মস্ত মনুষ্যেরা যখন তাহাদিগের প্রতিকূলে বেদধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়া

বলপূৰ্ণক সমুদায় ইন্দ্রের রাজ্য লইবার চেষ্টা করিত, তখন তাহাতে বেদধৰ্ম্মরক্ষক রাজাইন্দ্র, সৈন্য সমাবেশ, ও নানা প্রকার কৌশল দ্বারা অনুরগণকে বিনাশ করিতেন, কখন বা অনুরেরাও ইন্দ্রকে স্বস্থান ভ্রষ্ট করিয়া তাহার সমুদায় রাজ্য গ্রহণ করিত, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়, নচেৎ তত্ত্বিগ্ন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যে দেবরূপ এতযুক্তি সঙ্গত হয় না, সেই ইন্দ্রের রাজ্য-বধিকেই লোকে সত্যকাল বা সত্যযুগ বলিয়া থাকে, ইন্দ্রের রাজধানী যে কোন স্থানে ছিল এক্ষণে তাহার নির্দেশ হয় না, অনুমান হয় হিমালয়ের নিকটে কোন এক স্থান হইবে? বহুকাল গত হওয়াতে সেস্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাহার আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, একথা বিজাতীয় পণ্ডিতরা কোন প্রমাণে বলেন, আমরদের কোন শাস্ত্রেই এইরূপ যুক্তির কার্য প্রমাণ পাওয়া যায়না । বিশেষতঃ শিথিয়া ঐভূতি দেশ সকল আধুনিক কল্পিত ম্লেচ্ছ দেশের মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ ম্লেচ্ছ শাস্ত্রোক্ত জলপ্লাবনের পর নোয়ার বংশ দ্বারা তদেশ স্থাপিত হয়, দেবানুর বিষয়ক সংগ্রামাদির কথা বহু মন্বন্তর হইয়াছিল, সুতরাং বিজাতীয় পণ্ডিতদিগের একপ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিলে বিচক্ষণেরা অবশ্যই পরিহাস করিতে পারেন! পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর ন্যায় স্বর্গ একস্থান বিশেষ আছে, তাহাতেই একজন রাজাইন্দ্র তিনি চিরকাল জীবিত আছেন, অর্থাৎ চির শব্দে অনেককাল, অনেককাল পদে মন্বন্তর । ইহারা স্বর্গে থাকিয়া মর্ত্যলোকে কখনও বাস করিতেন,

সেই কালে রসাতলবাসি অমুরদিগের সহিত সংগ্রাম হইত অমুরেরা দৈববরে পরাক্রান্ত হইয়া কখন কখন দেবগণকে পরাভূত করতঃ স্বর্গস্থানকে অধিকার করিত, তাহাদিগের যুদ্ধ স্বর্গেই হইত, কখন বা যজ্ঞস্থান গ্রহণ জন্য মর্ত্যালোকেও দেবামুর যুদ্ধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, যুনিগণেরা ইহা নিশ্চয়্যাক-
রিয়া শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন । যথা “ স্বর্গান্নিরাকৃত্যঃ সর্বেভেন দেবগণা ভুবি । বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ ছুরাঅনা ইতি ” । মার্কণ্ডেয় পুরাণঃ । ছুরাআ মহিষামুর কর্তৃক সকল দেবগণেরা স্বর্গ হইতে নিরাকৃত হইয়া মনুবোর মত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । একথায় পৃথিবী হইতে উর্দ্ধ শূন্যস্থিত এক স্বর্গলোক আছে, ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে । বিশেষতঃ যেমন ইন্দ্র, তেমন চন্দ্র সূর্যা-
দিরাও দেবতা হন, যখন চন্দ্র ও সূর্যাদির নির্দিষ্ট স্থান ও তত্ত্বমণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইন্দ্র দেবতার মণ্ডল যে শূন্যে নাই, ইহাইবা তাহাদিগকে কে বলিয়াছে ? ফলিতার্থ স্বর্গ যেমন এক স্থান স্বতন্ত্র, সেই মত মনুব্যাকপ হইতে দেবকপও স্বতন্ত্র হয়, অতএব নরামর একত্র মিশ্রিত করিয়া বিক্রী যুক্তির অবলম্বন করিলে কেবল মৌঢ্যই প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ দেবতারা স্বর্গ হইতে কালেঃ মর্ত্যালোকে অন্নগ্রহণ করিয়াও মর্তলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অমুরেরাও মনুব্যাকপে তাহাদি-
গের প্রতি বিরোধী হয়, সেবিষয়ে আর বিতর্ক করার প্রয়ো-
জন নাই, এক্ষণে যেক্ষণে মর্ত্যরাত্য ভোক্তা মহাআ রাজাগণে
সাভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণনা করিতে বাধি হইলাম ।

নরশৰ্জ্জন প্রস্তুতকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি, ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রথম পুরুষ, তাহার পুত্র মাত্রেই দেবতা, কিন্তু সংকল্পানুসারে দেবতারা মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ হইয়া নরাদির সৃষ্টিকর্তা হইলেন। তাহার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া জানাইতেছি, ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু, তাহার মহিষী শতরূপা, ইহার প্রথম সন্তো উৎপন্ন হইয়া প্রজাপতির আজ্ঞায় প্রজাপত্য ধৰ্ম্মে লিপ্ত হইলেন। মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, ইহার ও ব্রহ্মার পুত্র, কিন্তু মনুষ্যাদি প্রজার সৃষ্টি কর্তা হইলেন। সুমেরু প্রভৃতি অষ্ট কুলাচল ইহার পর্কত হইয়াও জঙ্গম শরীররূপে প্রজা শৰ্জ্জক হইয়াছেন। ক্রমে কেহ কন্যা, কেহবা পুত্র, কেহবা পুত্র কন্যা উভয়েরই উৎপাদক হইলেন।

ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির মানস পুত্র কশ্যপ। ঐ কশ্যপ ঋষি প্রধান একজন প্রজাপতি, ইহার আশ্রম ধরণী মধ্যে কাশ্মীর দেশ। ব্রহ্মপুত্র দক্ষ, ইনি অস্তাচল কন্যা বিরিণীতে প্রথম হর্গ্যাস্থাদি অনেকপুত্র উৎপাদন করেন, সে সকল পুত্র নারদোপদেশে উদ্ধরেতা হইয়া তপসার্থে পশ্চিম সমুদ্র জলে প্রবেশ করেন। দক্ষের আশ্রম কুরবীর পুর, এক্ষণে তাহাকে কনখল বলে। পঞ্চশিখের মানস পুত্র কর্দ্দম ঋষি, ইহার আশ্রম বিন্দুসর এক্ষণে একান্ত কানন নামে দক্ষিণ দেশে খ্যাত আছে। পুলস্ত্য সুবেল গিরি কন্যা ভূদেবীকে বিবাহ করেন; তদন্ত্রে বিশ্ববা নামে এক পুত্র হয়, ইহার আশ্রম সূর্য্যারিক মুনিদেশ। পুলহ নাগবীধি নামে গন্ধমাদন কন্যাকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র গুহক মণিতত্ত্ব,

ইহার আশ্রম নেপাল গণ্ডকীতীরে শালগ্রাম তীর্থ । অঙ্গি-
রা মলয় গিরি কন্যা মলয়বতীকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র
বৃহস্পতি, পিতৃমানসী কন্যা তারাকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র
কচ ইহার আশ্রম গোদাবরী তীর্থ । ভৃগু অগ্নিকন্যা নালি-
নীকে বিবাহ করেন, তৎপুত্রদ্বয় শুক্র ও ঋচীক । তৎপুত্র তুর্ক,
তৎপুত্র চাবন, অমরদগ্নি ইহার আশ্রম হৈহয় দেশ, এক্ষণে
বোয়ে বলে । বশিষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র হইয়াও কুন্ত সন্তব হন অর্থাৎ
মিত্রাবরুণি নামে খ্যাত হইয়াছেন, তিনি ঋচীক কন্যা নর্মদা
ও মেধা তিথিকন্যা অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন, তাহাতে এক
শত পুত্র জন্মে, যাহারা বিশ্বামিত্র বিরোধে হত হয়, তদ্বংশে
শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র কৃষ্ণদৈপায়ন, তৎপুত্র শুক
ইত্যাদি বাশিষ্ঠবংশ । ইহার আশ্রমদ্বয় যথা চীনদেশ ও
কামরূপ । ইত্যাদি ঋষিদিগের বহুপুত্র পৌত্র হওয়াতে
ব্রাহ্মণ বংশ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে । সে সকল লিখিতে
হইলে অনেক বিস্তার হয়, একারণ পরিত্যাগ করিয়া রাজ
বংশ বিস্তার করিয়া কহিতেছি ।

স্বায়ম্ভব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই পুত্রদ্বয় জন্মে,
আর আকুতি, প্রমুতি ও দেবভৃতি নামে তিন কন্যা হয় । রুচি
মুনিকে আকুতি, কর্দম মুনিকে দেবভৃতি, দক্ষকে প্রমুতি,
প্রদান করেন । দক্ষ প্রজাপতি প্রমুতি ভার্য্যাতে (৬০)
কন্যার উৎপাদন করেন । তন্মধ্যে একাদশ ব্রহ্মকে ১১ কন্যা,
ধর্মরাজকে ৮ কন্যা । চন্দ্রকে ২৭ কন্যা । কৃশ্যপকে ১৩ কন্যা
সহাদেবকে ১ কন্যা প্রদান করেন । তাহাতে অনেক প্রজা

বুদ্ধি হইল। অনন্তর প্রতিলগ্নে পরস্পর অন্যান্য প্রজা পরস্পরা বহুশঃ পুত্র কন্যার উৎপত্তিতে প্রজায়ঃ পৃথিবী প্রায় পরিপূর্ণা হয়।

স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয়পুত্র প্রিয়ব্রতকে যখন রাজ্য সমর্পণ করতঃ তপোধৰ্ম্মে লিপ্ত হন, সেই সময় যুগসংখ্যার বিধিবদ্ধ হয়, যে দিবসে সংসার ত্যাগ করিয়া বনগামী হন, সেই দিবস বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া, তাহাতে সত্যের প্রথমাক্ত পাত হয় অর্থাৎ সামান্য রাজারা যেমন শকাব্দার অষ্টপাত করিয়া থাকেন। ঐ দিবস হইতে একাদিক্রমে সত্যের দিবস ও বৎসরের গণনা হইয়া আসিতেছে। অতএব ৩১সংখ্যানুসারে সত্য সমাপ্তিতে ত্রেতাদি যুগারম্ভের কথা লিখিয়া জানাইতেছি।

রাজা প্রিয়ব্রত সুরেন্দ্র কন্যা মেরুদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি, রাজধানী ব্রহ্মাবৰ্ত্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্ভ্রাতা উত্তানপাদ তৎকালে যুবরাজ, তিনি ধৰ্ম্মকন্যা সুনীতিকে বিবাহ করেন, এবং পারিপাত্র কন্যা সুরুচীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩১পুত্র উত্তম, সুনীতি পুত্র ধ্রুব, ইহার রাজধানী দণ্ডকারণ্যে ছিল। একথা পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। এক্ষণে দেবাসুরাদিরা যে মনুষ্যালোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া জাতি বিরোধচ্ছলে পরস্পর জিগীষাবশে সংগ্রামাদি করেন, ও পরস্পরের রাজ্যাদি পরস্পরে অপহরণ করিয়া লন, তৎপ্রকরণ সকল সংক্ষেপতঃ

পুৰোহিত দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপ প্রজাপতি বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের নাম। অদিতি, দিতি, সিংহিকা, ক্রোধা, কলা, বরিষ্ঠা, কপিল, কজ্র, বিনতা, শশা, অনন্ত, প্রধা এবং দনু, ও শুকী ইত্যাদি স্ত্রীতে দেব, দানব, গন্ধৰ্ব, অশুর, পশুগ, পতঙ্গ, গৃধ্র, সর্প, সরীসৃপ, গোলমেষ, প্রভৃতি বহুশঃ প্রজার উৎপত্তি হয়, আপাতত ইহকালীয় লৌকিক যুক্তিতে এসকল অযুক্ত বোধ হয়, একারণ প্রাকৃত বুদ্ধি লোকের বিশ্বাস যোগ্য হয় না, কলিতার্থ, সৃষ্টির আরম্ভে ঐশীক্ষমতাবান ঋষিগণের দ্বারা অভাবনীয়রূপে প্রজা সর্জন প্রতি বিতর্ক করিলে সৃষ্টির মূলই বিচ্ছিন্ন হয়, সেকথার প্রতি প্রোত্তপাত না করিয়া অক্ষোভেই কহিতেছি, যে ইহাতে যে ক্ষোভিত হয় হউক তন্নিমিত্তে সত্যের সত্যতার ব্যাঘাত জন্মিবে না।

অদিতি গত্র সন্তুত দেবকুল, দিতিগত্র জাত অশুর, দনু গত্র, দানব, বিনতা গত্র পক্ষী, কজ্রগত্র নাগ, ক্রোধাগত্র ক্রোধবশ সর্পাদি, কপিল গত্র গোজাতি, অনন্ত গত্র মহিষাস্থমেবাদি, বরিষ্ঠা গত্র সিংহাদি ৷ হিংস্রজাতি, ইত্যাদি প্রজা জন্মে। দেবানুরের বিরোধ উপলক্ষে অনেক প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আছে, কখন দেবতার জয়, কখন বা অশুরের জয় হয়, কিন্তু এসমস্তই স্বর্গে হইরাছিল, কখনও মর্ত্যলোকেও হইরাছে। দনুপুত্র দানবগণ, যথা বৃষপর্ক, বিপ্র দিগ, পুলোমা, শম্বর, ইত্যাদি। সিংহিকা পুত্র, রাহু ও কেতু

কবচ ইত্যাদি দেবচক্র । দিতির গন্ত্বে হিরণ্যাক হিরণ্যকশিপু
তৎপুত্র প্রহ্লাদ, তৎপুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি, তৎপুত্র
বাণ, প্রভৃতি দৈত্য । অনন্তর ইহাদিগের শাখা প্রশাখা ভেদে
অনেক হইয়া নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা হয় । ধন্য মালী,
কমলাক্ষ, ত্রিপুর, এই তিন দৈত্য এককালিন বলিষ্ঠ হইয়া মহা
উৎপাত করে, কিন্তু ইহারা তারকাসুরের পুত্র, তারকের
নিপাত অন্য দেবরাজ শিবপুত্র কার্তিকেয়কে সেনাপতি
করেন, ষড়ানন কর্তৃক তারক হত হইলে, তৎসেনাপতি ক্রোধে
অতি দর্পের সহিত কার্তিকেয় যুদ্ধে প্রস্তুত হয়, ক্রোধে পরাভূত
হইয়া পলাইয়া পার্বত্যগম্য বনপ্রদেশে আশ্রয় করিয়াছিল,
অবশেষে কার্তিকেয় কর্তৃক কোশলে ধৃত এবং হত হয়, সেই
স্থানের নাম ক্রোধদেশ, ইতিপূর্বে সে স্থানের নির্গম ছিল
না, ইদানীং নির্দিষ্ট হইয়াছে, যে যাহাকে আধুনিকেরা জর-
মেন দেশ বলে, সেই দেশই ক্রোধদেশ । বরং উক্তর
উইলসন সাহেবও একথা স্বীকার করিয়া স্বকৃত পুস্তকে
লিখিয়া গিয়াছেন । এইরূপ বৃদ্ধ নামে এক অসুর ইন্দ্ররাজ্য
আক্রমণ করিয়াছিল, সে কোনমতেই বৃষ্টি হইতে দিতনা,
তাহাকে ইন্দ্র নষ্ট করাতে তাহার মাতা বিস্তর রোদন করে,
ইহা শ্রবণে ইন্দ্রমুগ্ধ হইয়া উক্ত হইয়াছে । যথা

অপাদহস্তোহপুতন্যাদিহ্মমাস্য বজ্রমপিসানৌ জযান ।

বৃষ্টোবধিঃ প্রতিমানং বুভুন্সু পুরুতাব্রজো অশয়দ্যন্তঃ ॥ ৮ ॥

নীচাবয়া অভবৎ পুত্রৈশ্চো অস্যা অববধ জ্ঞাতার ।

উত্তরা সূর ধরঃ পুত্র আদীন্দ্রশয়ে সহবৎসান্বেষে ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রদ্বারা হিমপাদ হিমহস্ত এবং বহু বিধশর

বিদ্ধগাত্র, সৈন্যরাহিত হইয়াও অমুর স্বভাব প্রযুক্ত বৃত্ত বুদ্ধে-
 ক্ষার বিরত হয় নাই, অনন্তর মুখবাদান করতঃ ইন্দ্রকে
 গ্রাস করিতে উদ্যত হয় এতাদৃশ শত্রু অভিযুগাত দৃষ্টে
 তাহার পর্ত্ত শত্রু সদৃশ উন্নত মস্তকে অমোঘাত্ত বজ্র প্রহার
 করিয়াছিলেন । বৃত্ত আহত হইয়াও বুদ্ধেচ্ছা ত্যাগ করে
 নাই, যেমন হীনমুগ্ধ পুরুষ রেতসিঞ্চনে অশক্ত হইলেও যুবতি
 দর্শনে সঙ্গমেচ্ছা করে, তদ্রূপ বৃত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ইন্দ্র কর্তৃক
 সর্কাক্ষে ভাঙিত ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করে । ৮ ।
 বৃত্ত মাতা দানু অর্থাৎ দনুকন্যা দানবী নীচাবয়্যা অর্থাৎ
 পুত্রশোকে মৃতপ্রায়া, পূর্বে সংগ্রাম কালে পুত্র রক্ষার্থ বৃত্তের
 উপরে পতিতা হইয়াছিল, তৎকালে ইন্দ্র বৃত্তমাতার নিম্নে
 বৃত্তোপরি তদ্বধার্থ আয়ুধ অর্থাৎ বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন,
 তখন বৃত্তমাতা তাহার উপরি ভাগে ছিল, দানবী বৃত্তপুত্র
 কোলে করিয়া মৃতবৎ শয়ন করিল, যেমন ধেনু সকল বৎস
 সহিত গোকুলে শয়ন করে, অর্থাৎ মৃতপুত্র ক্রোড়ে ভূশায়িনী
 হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

বৃত্তের সেনাপতি কালকেয়গণ পলাইয়া সমুদ্রের নিম্ন
 ভাগে লুক্কায়িত হয়, সেই পাতালতল শব্দে নিম্নভাগে সমুদ্র
 মধ্য বনময় উপদ্বীপকে আশ্রয় করে, ঐ উপদ্বীপকে কুমা-
 রিকা উপদ্বীপ বলে, এক্ষণে তাহাকেই এমরিকা বলিয়া প্রা-
 কৃত লোকে খ্যাত করিয়াছে । মধ্যেঃ আসিয়া গো ব্রাহ্মণ
 দেবতাদিগের হিংসা করিত, পুনর্বার রাজদূত কর্তৃক ভাঙিত
 হইলে ঐ দ্বীপে গিয়া লুকাইয়া থাকিত, অগস্ত্যের সাহায্যে

সমুদ্র জল শোষণ হইলে তাহারা হত হয়, অবশিষ্ট বাহারা ছিল তাহারদিগকে দ্বাপর যুগে অজ্জুন বিনষ্ট করেন।



সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন—হে মহাত্মন! কালীপ্রভৃতি দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি প্রকরণ শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্বক বিস্তার করিয়া কহেন, যেহেতু এবিষয়ে অনেককেই অনেকপ্রকার কহিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল সন্দেহ মাত্র জন্মিয়া থাকে ?।

পরমহংসের উত্তর । অরে জ্ঞানাভিমানিন্! এইদশমহাবিদ্যা বিদ্যামধ্যে প্রধান, তদপেক্ষা অষ্টাদশমহাবিদ্যা, এবং শতকোটি মহাবিদ্যা ও উপবিদ্যা আছেন, তাহা সম্যক্ কহিতে কাহা রই সাধ্য নাই, ফলে ইহারা সকলেই ব্রহ্মস্বরূপা হইলেন। ইহাদিগের বেষভূবা ভূজপাদ আভরণাদি সকলই ব্রহ্মোপকরণ হয়, কেবল অজ্ঞতা দোষে লোকেরা বিতর্ক করিয়া থাকে? তবে এক এক দেবী রূপে লৌকিক কার্য্য অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাকেই অলৌকিক বলিয়া কেহকেহ যুক্তিসহ বোধ করেন না, কিন্তু বিচক্ষণ মুখীগণেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেন না ঈশ্বরকার্য্য নিরন্তর হয়, তন্মধ্যে কোনকার্য্য লৌকিক যুক্তির অনুকূল, কোনকার্য্য সম্যক্ রূপে অলৌকিক হয়, তাহাতে লোকের বিশ্বাস হউক বা না হউক, পরমেশ্বর সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সদসদাশক্, তাঁ-

হাতে যুক্ত অযুক্ত উভয়যুক্ত এপ্রযুক্ত, যুক্তপুরুষেরা যুক্তস্বভাব
ঈশ্বরে প্রকৃতি পুরুষযুক্ত একভাবে ভাব পদার্থে ভাবনাদ্বারা
উহ পূন্য হইয়া বিচার করিয়া থাকেন, কালীতারাদিরা
পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মতাব প্রদর্শন করাইয়া
গিয়াছেন । ফলে এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নহেন । যথা
নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে ।

দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা বা সতীলোকি বিক্রতা ।

কুপিষা দক্ষরাজমিৎ সত্যাত্যক্তা কলেবরং ॥

অনুগ্রহচ যেনায়াং জাতাত্যক্তা সাতদা ।

কালীনাম্নেতি বিখ্যাতা সৰ্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥

পূর্বে লোকবিক্রতা যে সতী মহারাজা দক্ষের গৃহেজন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন, সেই সতী দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে দক্ষের
প্রতি কুপিতা হইয়া দক্ষজ স্বকলেবর পরিত্যাগ করতঃ তদ-
নন্তর অনুগ্রহ প্রকাশে তুহিনাচল পত্নী মেনকাজঠরে আবি-
ভূতা হইলেন । সৰ্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই সতী তথায় কালী
নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন ॥ • ॥ সেই কালী কালে যে
এক রূপে অনেক রূপা হইলেন, এবং যে দিবসে যে দেশে যে
রূপে প্রথম আবিভূতা হন তাহা স্বতন্ত্র তন্ত্রে ব্যক্ত করিয়া-
ছেন । যথা ।

মহারাত্রিদিনেহবস্ত্যাং নগর্যাং জাতমেবতৎ ।

কালীরূপং মহেশানি সাক্ষাৎকৈবল্য দায়কং ॥

হে মহেশ্বর ! মহারাত্রি দিনে অবস্থানগরীতে কালীরূপ
প্রকাশ হয়, সেই কালীরূপ সাক্ষাৎ কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ-
প্রদায়ক জানিবে, এই মহারাত্রিপদে কাশ্মির নামের রূপা

একাদশী তাহাতে আবির্ভাব যে মূৰ্ত্তির হয় তাহারও নাম
কালী কিঞ্চিন্নাত্র কপভেদ ।

কালীমাহাত্ম্য ।

নারদপঞ্চরাত্রে ।

বিশ্বামিত্রোমূনিশ্ৰেষ্ঠ আরাধ্য কমলাসনঃ ।

নাবাপ ব্রাহ্মণস্যং হি ততো বিষ্ণুং জগামসঃ ॥

তস্মাদপি নচাবাপব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়োত্তমঃ ॥

সৰ্বজ্ঞানিশ্ৰেষ্ঠ মহর্ষিবিশ্বামিত্র বিধিবৎ অনুষ্ঠান দ্বারা
ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত না হওয়াতে, পুনর্বার
বিষ্ণুর আরাধনা করেন, কিন্তু তাঁহা হইতেও ক্ষত্রিয়োত্তম
বিশ্বামিত্র ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন না ।

এবং সৰ্বসুরানুগত্যা আরাধ্য চ বৃহস্পতী ॥

বৃহস্পতেরূপদেশা দারাধ্য বৃষভধ্বজঃ ।

মহেশদর্শনং লক্ষাকৃত কৃত্যোহিতবত্তদা ॥

এইরূপ সকল দেবতার নিকট গিয়া এবং বারম্বার তত্ত্ব
পূর্বক তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াও স্বীকৃতিলাভিত ব্রহ্ম
প্রাপ্ত হইলেন না, পরে সুরাচার্য্য বৃহস্পতির উপদেশে দেবা
ধিদেব মহাদেব বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া তদর্শন লাভে
কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন ॥ অর্থাৎ সাক্ষাতে মহাদেবকে স্তব
করেন । যথা ।

বিশ্বামিত্রউবাচ । দেবদেব মহাদেব ভগবৎস্বকৃপাময়ঃ ।

ব্রাহ্মণ্যং দেহিমহ্যং যদিদাতাসি মেবরং ॥

সদাশিব সাক্ষাৎ হওয়াতে বিশ্বামিত্র স্তুতিবাক্যে কহিতে-
ছেন । হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে ভগবন্ ! তুমি কৃপা-

ময় হও । অনুগ্রহ করিয়া যদি বরদাতা হন, তবে আমাকে
ব্রহ্মদ্ব প্রদান করুন ॥

ঈশ্বরউবাচ । একাক্ষরীমহাবিদ্যা কালিকায়ঃ সুচুল্লভা ।

অপংকুর মহাবাহো ততঃপ্রাপ্সসি বিপ্রতাং ॥

বিশ্বামিত্রের প্রার্থনানুসারে মহাদেব कहিলেন । হে মহা-
বাহো ! মহাবিদ্যা কালিকার সুচুল্লভা একাক্ষরী বিদ্যা তুমি
অপ করহ, তাহাতে সুল্লভ বিপ্রদ্ব প্রাপ্ত হইবে ॥

এবমুক্ত্বা মহাদেবো ইপ্যন্তুর্দ্বানং অগামসঃ ।

বিশ্বামিত্রোহপি বিধিনা আরাধ্যতাং অগময়ীং ॥

মন্ত্ৰসিদ্ধিং নচাবাপ ক্রোধেনচ শাপতাং ।

অনারাধ্যা ভবেতিহং আগমাতু ততঃ শিবঃ ॥

নিভংস্ত্র বহুধাতন্তু ইদমাহ মহেশ্বরঃ ॥

এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্দ্বান করিলেন, বিশ্বামিত্রও
বিধিপূৰ্ব্বক সেই অগম্য কালিকার আরাধনা করিয়া মন্ত্ৰ
সিদ্ধি প্রাপ্ত যখন না হইলেন, তখন ক্রোধেতে কালিকাকে
অভিশপ্তা করিলেন, যে অদ্যাবধি তুমি অনারাধ্যা হইবে,
এই শাপ প্রদান মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তৎসন্নিধানে সদাশিব
আগত হইয়া বহুবিধ প্রকারে ভৎসন করতঃ তাঁহাকে এই
কথা বলিলেন ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

কিমৰ্থং শপ্তবানসিদ্ধ্যাং শৃণুধ্বেনপার্থিব ।

রেকারুঢ় কঃকারেণ সিদ্ধি মাগ্সসিনানথা ॥

হে পার্থিব ! হে বিশ্বামিত্র ! তুমি কি নিমিত্ত কালীর
একাক্ষরী বিদ্যাকে অভিশপ্তা করিলে, তুমি বহু পূৰ্ব্বক অরণ

করহ, আমি শাপোদ্ধার করিয়া কহিতেছি, রেকোপরি
ককারসবিন্দুক ঐকার যুক্তা বিভা সৰ্বসিদ্ধি প্রদায়িনী হইবে
ইহার অন্যথা হইবেক না ॥ ০ ॥ অনন্তর ব্রহ্মা নারদকে
কহিতেছেন ॥ যথা পঞ্চরাত্রে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

অস্তুজ্ঞানং গতঃ শম্বু বিশ্বামিত্রোহপি নারদ ।

তথাবিধানং জপ্তাত্ত্ব যজ্ঞক্ৰং শম্বুনা পুরা ।

সাক্ষাদভূব সাকালী সহরুদ্রেণ তৎক্ষণাৎ ॥

এই কথা কহিয়া মহাদেব অস্তুজ্ঞান গত হইলে, বিশ্বামিত্রও
পূর্বে শিবোক্ত বিধান দ্বারা একাকরী বিদ্যাজপ করিতে
লাগিলেন । হে নারদ ! সেই মহামন্ত্র জপ প্রভাবে মহা
রুদ্রের সহিত তৎক্ষণাৎ কালী বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে সমা-
গতা হইলেন ।

দেব্যাচ ।

বরং বয়ম রাজেজ্ঞ দদামিতে বরং শিবং ।

ষদিচ্ছসি প্রদাস্যামি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

অনন্তর কালী বিশ্বামিত্রকে কহিলেন । হে রাজেজ্ঞ !
তুমি বর যাচিঞা করহ, আমি তোমার মঙ্গল কারণ বর প্র-
দান করিব । আর তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমি
প্রদান করিব সত্য কহিতেছি ইহাতে সংশয় নাই, ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

আরাধিতা ময়া সৰ্কে ব্রহ্মাদ্যা দেবভাগণাঃ ।

বিপ্রহং কেন মেদেবি নমস্তং স্বং প্রদাহিমে ॥

প্রত্যক্ষগতা কালিকা প্রতি বিশ্বামিত্র কহিতেছেন । হে

দেবি ! আমি ব্রহ্মাদি সকল দেবতাদিগের আরাধনা করি-
য়াছি, কিন্তু আরাধিত হইয়াও কেহ আমাকে বিপ্রত্ন প্রদান
করিতে পারেন নাই, এক্ষণে আপনি আমাকে বিপ্রত্ন প্র-
দান করুন ।

অহাবাকাং নৃণামাত্ত সাদেবী স্বামিনো মুখং ।

নিরীক্ষিত্ত ভাবেন সঙ্কেভেন উবাচতং ॥

বিশ্বামিত্রের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্ধিতৈষিণী কালিকা
দেবী স্বামির মুখ নিরীক্ষণ করতঃ সঙ্কেত পূর্বক তাঁহাকে
কহিলেন ।

মহা দেবোহপি তজ্জ্যোত্বা প্রীতি ভাবেন শঙ্করঃ ।

হস্তাত্মমপি চালিক্স্য বিপ্রত্নং প্রদমৌততঃ ॥

মহাদেবও মহাদেবীর সঙ্কেত বাক্যের ভাবগ্রহণ করতঃ
পার্বতী প্রতি প্রীতিভাব প্রকাশ দ্বারা, প্রসারিত হস্তদ্বয়ে
বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অনন্তর সুহৃৎ ভ বিপ্রত্ন প্রদান
করিলেন ।

তৎকণাদপি রাজাসৌ বিপ্রত্নং গতবান ধ্রুবং ।

সৰ্ব্ব শাস্ত্রৈক নিপুণঃ সৰ্ব্ব শাস্ত্রৈক পারগঃ ॥

রাজাবিশ্বামিত্র মহাদেব কর্তৃক আলিঙ্গিত হইবা মাত্রেই
তৎকণাৎ বিপ্রত্ন প্রাপ্ত হইলেন । আর সৰ্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্য
লাভ করিলেন, এবং সমস্ত শাস্ত্রের পারগামীও হইলেন ॥০॥
রে বৎস ! ব্রহ্মময়ী কালী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা, এইরূপ ধারণা
করিয়া বিশ্বের হিত সাধন জন্য উপদেশ করিয়াছেন. যে
কালীকূপের উপাসনায় নিরতিশয় ব্রহ্ম পদলাভ হইয়া থাকে,
অর্থাৎ সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়, ইত্যার্থে কালীব্রহ্ম প্রতি

সম্মত, যথা। “ ব্রহ্মবিবিদু কৈব ভবতীতি,, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি
ব্রহ্মই হয়, ইতিভাবঃ ।

কালী মহাত্মা সমাপ্তঃ ।

গৃহস্থধৰ্ম্ম কথন ।

গৃহস্থদিগের পক্ষে শৌচাচার অতি মঙ্গল দায়ক, শৌচা-
চার বিশিষ্ট ব্যক্তির ইহ পরকাল সংশুদ্ধ হয়। শৌচ দ্বিবি-
ধ প্রকার, এক বাহ্য শুদ্ধিঃ, অপর অভ্যন্তর শুদ্ধিঃ। এই
দ্বিবিধ প্রকার শৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির ঐহিক পারত্রিক কার্য্য
সাধনোপযোগী প্রধান ধৰ্ম্ম হয়। আর যে ব্যক্তির এই সক-
ল শৌচাচারের লাঘব থাকে, তাহার পারত্রিকের কথা কি
কহিব ? লৌকিক ব্যবহারেও অনেক প্রকার বৈষম্য ঘটে,
এবং অপবিত্রতা জন্য সাধুলোকেও তাহাকে ঘৃণা করেন, ও
সভ্যশ্রেণী মধ্যে সে অতি অনাদরণীয় হয়। ইহলোকে ভদ্র
আর অভদ্র কেবল আচার বৈষম্যেই বোধকরা যায়, অর্থাৎ
শৌচাচার অন্য পবিত্রা পবিত্রের তারতম্যেই ভদ্রাভদ্র নির্দি-
ষ্ট হইতেছে। নতুবা মনুষ্য জাতিমাত্রেই সমানাকার বিশি-
ষ্ট হয়, হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণাদি কোন অবয়বের বৈলক্ষণ্য
নাই, সুতরাং তাহাতে ইতর বিশেষ কি আছে ? শুদ্ধ লোক
শাস্ত্র নিম্নলিখিত আচারশীল ব্যক্তিকেই অপবিত্র বলিয়া
থাকে, তদিতর পবিত্রাচারবান্ ব্যক্তিকে জ্ঞানবান্ ভদ্র বলি-
য়া লোকে সমাদর করে,। আনন্দো বিচারণীয় এই যে শৌচা-

চারবান্ ব্যক্তির মন সৰ্বদাই পবিত্র থাকে, এবং লোক সমাজে সেই ব্যক্তি অতিপ্রসন্নরূপে বিচরণ করে, ও আচার শুদ্ধি হেতু পরমেশ্বরের উপাসনা কার্য্যে তাহার সৰ্বদাই চিত্তের অভিভাবেশ হয় । একারণ মন্বাদি সংহিতাকারেরা দশধৰ্ম্মের মধ্যে শৌচাচারকে পঞ্চম মহাধৰ্ম্ম বলিয়া ধৃত করিয়াছেন । শৌচাচারী না হইলে তাহার জ্ঞানকাণ্ড বা কৰ্ম্মকাণ্ডোদিত কোন কৰ্ম্মই সফল হয় না । অর্থাৎ সকল কৰ্ম্মই সদাচারী খীন হয় । শৌচ শব্দের প্রকৃতার্থ “শোধন”, লোকের কার্য্য দ্বারা কায়, মন, বাক্য এই তিন শুদ্ধ হইলেই সৰ্ব্বতো ভাবে শৌচ ধৰ্ম্ম সম্পন্ন হয়, ইহার একতরাব্রতম্বন করিলে যে সম্যক্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে এমন নহে, পরস্পর তিনেরই তিনের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে । এই শৌচাচার বিশিষ্ট যে না হয়, তাহাকেই অশুচি বলা যায় । পশ্চাৎ এই ত্রিবিধ শৌচের অনুষ্ঠান ব্যক্ত করিয়া কহিব, সংপ্রতি মন্বাদি শাস্ত্র সিদ্ধ শৌচ ধৰ্ম্ম ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, । যথামনুঃ ৫ অধ্যায়ঃ ।

জ্ঞানং তপোহগ্নিরাহারো মৃন্মনো বায়ুপাক্কনং ।

বায়ুঃ কৰ্ম্মাক কালৌচ শুদ্ধেঃ কৰ্ত্তৃণি দোহনাং ॥ ১০৫ ॥

জ্ঞান ও তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, জল, উপা-
ক্কন, অর্থাৎ বাক্য, বায়ু, কৰ্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল, ইহারাই মনু-
ষ্যদিগের কায়, মন ও বাক্যের শুদ্ধি কর্ত্তাহন ॥ ১০৫ ॥

তদ্বাখ্যে “শৌচ মাহার শুদ্ধি রিতি”, বিজ্ঞানেশ্বর কহেন ।
অর্থাৎ আহার শুদ্ধির নাম শৌচ । যথা শাস্ত্রং মৃদ্ধারিণা
দেহশোধন মিতি । ” কুল্ল কভটঃ । অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি

শাস্ত্রোক্ত যুক্তিকা ও জল দ্বারা দেহ শোধনের নামও শৌচ । ইহার পর ত্ৰিবিধ শৌচ বিশেষ করিয়া কহিব, ইদানীং সদাচার মহিমা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি । অর্থাৎ সদাচার শব্দে সাধুর আচার, সদাচারি ব্যক্তিকে সাধু বলা যায় । অতএব সদাচারবান্ ব্যক্তি ইহ পরকালে গৌৰৱ যুক্ত হয় । ব্রাহ্মণ, কত্মিয়, বৈশ্য এবং শূদ্ৰাদিবৰ্ণ চতুষ্টয়, আর বানশ্ৰম ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলের পক্ষেই স্বস্ব বর্ণাশ্রমোক্ত সদাচার করা কর্তব্য । নচেৎ ধৰ্ম্ম এবং জ্ঞান লাভের সম্যক্ ব্যাঘাৎ জন্মে ।



প্রতিজ্ঞা ।

সমস্ত ধাৰ্ম্মিক বৈকব গণের প্রবোধার্থে, তুলসী সাহায্য শাস্ত্র সম্মত প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি, ইহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা আছে, কিন্তু একত্রে সংযত না থাকাতে সম্যক্ তাগ দৃষ্ট হয় না, এক এক শাস্ত্র মত এক এক জন এক এক প্রকার জানেন, অতএব বহু শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি, যদি জানেন ধাৰ্ম্মিকদিগের পরম হিত হইতে পারিবেক, বিনাতুলসীতে কাহারই কোনকার্য দর্শিতে পারে না, কেবল শবাকৃতা শক্তিদিগের বিশেষ অৰ্চনার কালে তুলসীর প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ শবসাধন কালে আশান ক্ষেত্রে তুলসীর আদর নাই, তন্নিম্ন অন্য সময়ে প্রয়োজন হয়, যে হেতু কোন দান বা কোন কৰ্ম্মাদৌ সংকল্পাদি করিবার সময়ে তুলসী বিনা হইতে পারে না । অতএব সৰ্ব্ব লোকের বি-

দতার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ। বরিত্তা তুলসীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণনে
প্রবৃত্ত হইলাম ।

অথ তুলসী মাহাত্ম্য ।

সর্বোভাঃ পত্রপুষ্পোভো বরিত্তা তুলসী প্রিয়ে ।

সর্বকাম প্রদা শুদ্ধা বৈকবী বিষ্ণুবল্লভা ॥ ইতি

মৎস্যসূক্তং ॥ ১৬ পং ॥

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিতেছেন, হে প্রিয়ে ! ত্রিলোকী-
তলে যত যত পুষ্প ও যত যত পত্র আছে, সে সমস্ত পত্র পুষ্প
হইতে তুলসী অতি বরিত্তাও অতি শুদ্ধা, বিষ্ণুবল্লভা বৈকবী
শক্তি তুলসী, সর্বাভিলাষ পুরিণী হন ॥

ভুক্তি মুক্তি প্রদাদেবী সর্বলোক হিতা পুরা ।

যামাশ্রিতা গতাঃ স্বর্গ মক্ষয়ং পরমেশ্বরী ॥

হে দেবি ! হে পরমেশ্বরী । সর্ব লোকের হিত স্বকপা,
ভোগ মোক্ষ প্রদায়িনী তুলসী, যাঁহাকে সমাশ্রয় করিলে
লোক সফল অক্ষয় স্বর্গে গমন করে । অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গ
পদে তদ্বিস্ময় পরম পদ, যেখানে গমন করিলে আর পুনরা-
বৃত্তি থাকেনা ।

হিতার্থং সর্বলোকানাং পৃথিব্যাং রোপিতা পুরা ।

যথা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী বঁধাৎ হর বল্লভা ।

তথেষং তুলসী দেবী চতুর্ধী নোপ পদাঘতে ॥

সর্বলোকের হিতার্থে ভগবান্ কর্তৃক পুর্বে এই মর্ত্য
লোকে তুলসী রোপিতা হইয়াছিলেন, যেমন নারায়ণের
প্রিয়ালক্ষ্মী, হে পার্শ্বতী ! তুমি যেমন হরবল্লভা, সেইরূপ
তুলসীও ঈশ্বরের প্রিয়তমা প্রাণবল্লভা হইবেন, এমন প্রিয়া
আর চারিটি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

যথাগঙ্গা পবিত্রাহি সর্বলোক বিমোক্ষদা ।

তথেষং সর্বপাপানাং তুলসী পাপহারিণী ॥

যেমন গঙ্গা সৰ্বলোকে মোক্ষ দায়িনী ও পবিত্রা হয়েন ।
সেইরূপ তুলসী ও পবিত্রা সমস্ত পাপিদিগের পাপহারিণী,
এবং মোক্ষদায়িনী হন ।

সমঞ্জসী দলৈ যেন তুলস্যা বিষ্ণুরচ্চিতঃ ।

তস্ত পুণ্য ফলং দেবি কথিতুং নৈব শকাতে ॥

হে দেবি । সমঞ্জসী সহিত তুলসীদলে ভগবান বিষ্ণু সম-
র্চ্চিত হইলে যে ফল প্রদান করেন, সেই পুণ্যফলের গীমা যে
কি পর্য্যাপ্ত, তাহা আমি কহিতে সক্ষম নহি ।

ত্রিলোকেষু বিখ্যাতা সৰ্ব পাপ প্রশানিনী ।

সৰ্ব কাম প্রদাদেবী সৰ্ব মঙ্গল কারিণী ।

ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাতা তুলসী দেবী, সমস্ত পাপ বিনা-
শিনী, সমস্তকাম প্রদায়িনী, এবং সমস্ত মঙ্গল কারিণী
হয়েন ।

সংসার সাগরে ঘোরে তুলসী নৌ দরুপিনী ।

দেবানাং শিব দুর্গায়াঃ পরং ভূষ্টি প্রদায়িনী ॥

ঘোর সংসার সমুদ্র তরণে নৌকা স্বরূপা তুলসী, যত দেব-
তা আছেন তাহা হইতে শিবদুর্গার পরম ভূষ্টি প্রদায়িনী হ-
য়েন । অর্থাৎ তুলসীদলে পূজিত দেবতাদিগের মধ্যে দুর্গা
ও শিবের অত্যন্ত সন্তোষ জন্মে ।

কল্লৌষ্যাতুরাণাঞ্চ সেয় মেকা মহৌষধিঃ ।

ভট্টবোদাহরন্তীম মিতিহাসং পুরাতনং ।

মরীচিরাম সংবাদং তৎ শৃণুস্বরাননে ॥

একা তুলসীই জীবের পাপরূপ সমূহ রোগের মহৌষধি
স্বরূপা হয়েন । হে বরাননে ! এবিষয়ের উদারণ এক পুরা-
তন ইতিহাস কহিতেছি, যাহা পূর্বে মরীচি ঋষি ত্রিরাম-
স্বচকে কহিয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ করহ ।

বিজ্ঞাপন।

সর্বজনের বিদিতার্থে জানানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলি ধিতেছি, তদ্রূপে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮

শিবসংহিতা.....১২

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫২

সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।।০

সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত.....১২

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬২ সাল

পর্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তক্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২২ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক

৪৫ আইন মূল্য ২২ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০

সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত

অর্ডর সম্বলিত একত্রে বাক্সাই মূল্য ৫২ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩২ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।

বৃত্তাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার

শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কার্যকরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইক্কীটে ১২ সংখ্যক ভবনে

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ ।

২ কপ্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষ্ণাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাঙ্কাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দস্থলুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ টোয়া ।

অমুরকুল বৃষ্ঠান্ত ।

কার্ত্তিকেয় কর্তৃক নিহত তারকাসুরের তিন পুত্র, ধন্য
মালী, কমলাক্ষ, ত্রিপুর, ধন্যমালীর পুত্র শুদ্ধ, উপশুদ্ধ, কম
লাক্ষের পুত্র শুভ, নিশুভ, ত্রিপুরের পুত্র গয়ামুর । ত্রিপুরামুর
শঙ্কর কর্তৃক নিহত হয়, তৎপুত্র গয়ামুর তাহাকে ভগ-
বান বিষ্ণু পাদাঘাতে আক্রান্ত করিয়া ভূমিতলে পোখিত

করেন, অস্ত্রাবধি কীকটদেশে তন্মন্ত্ৰকোপরি গয়াক্ষেত্র দেদী-
পাশ্চাত্য রহিয়াছে, সৰ্ব্ব লোকে তৎশিরোপরি পিতৃলোকের
লোকের উদ্ধার্থ পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে, যেহেতু ভগবান
বিষ্ণু তৎশিরোপরি পদান্ত সংস্থাপন করতঃ এই আজ্ঞা করি-
য়াছেন, যে এক ক্রোশ প্রমাণ গয়ানুর মন্তক, ই হাতে পিতৃ
উদ্দেশে পিণ্ডদান যে করিবে নিঃসংশয় তাহার পিতৃগণ
উদ্ধার হইবে, ইহা বায়ুপুরাণে উক্ত আছে, অন্যাপরে কা
কথা সমাবধমন্ত্ৰ প্রেতাদি যোনিপ্রাপ্ত জীব মাত্রেয় উদ্দেশে
যে কোন ব্যক্তি গয়ানুর মন্তকে বিষ্ণু পাদাক্ষোপরি পিণ্ড
দান করিলে যুক্ত হইবে, সংক্ষেপে এই মাত্র কাহলাম, এ
গ্রন্থে একপ অলৌকিক পারমার্থিকী কথার উল্লেখ করিবার
আবশ্যক নাই, যেহেতু নাস্তিককুলে স্থলে বিপুল হেতুবাদের
আতুর্ভা হয়।

ধন্যমালীর পুত্র শুক্ল, উপশুক্ল, ইহারদিগে ছই পুত্র মারীচ,
সুবাহু, উহার তাড়কা রাক্ষসীর গর্ত্রে জন্মে, বিশ্বামিত্রের
যজ্ঞে ঈরামহন্তে সুবাহু হত হয়, মারীচ আহত হইয়া দক্ষিণ
সমুদ্রের উপদ্বীপে আসিয়া বাস করে, সেই উপদ্বীপের নাম
তারকট এক্ষণে প্রাকৃত ভাষায় “নিউহালণ্ড,” বলিয়া খ্যাত
করিয়া থাকে, পরে রাবণ কার্য্যে মারামৃগরূপে ঐ মারীচ
ঈরাম হন্তে নিহত হয়। শুক্ল ও উপশুক্ল মহোদরদ্বয় তিলো-
ত্তমা নামে দেবনির্মিত মারা-কন্যা পরিগ্রহার্থ বিরোধ করিয়া
মলয়া পর্ব্বতোপরি পরস্পর যুদ্ধ করিয়া আপনাপনি
ছই জনেই বিনাশ দশা প্রাপ্ত হয়।

কমলাক্ষের পুত্র শুভ, নিশুভ । ত্রিলোকাধিকার করতঃ স্বৰ্গ হইতে দেবরাজ ইন্দ্রকে নিম্নাকৃত করিয়া স্বৰ্গ ইন্দ্র হইয়া রাজ্য করিয়াছিল, তাহাদিগের রাজ্যাশাসন কালে আর কাহারই কর্তৃত্ব ছিলনা, এবং বিবিধ প্রকার অভাবনীয় কল কৌশল যন্ত্ৰের প্রচার ছিল, ইহারা চন্দ্র সূর্য্যাদির মণ্ডল হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া আপনারাই চন্দ্র সূর্য্যাদির কার্য্য করিয়াছিল, তাহারা এমত এক কৌশলকে সৃষ্ট করিয়াছিল, যে পৃথিবীতলে সৰ্ব্ব স্থানেই গমন করিতে পারিত, তাহাতে তাহাদিগের রথের গতিকে কেহইরোধ করিতে পারিত না, পৰ্ব্বত সকল তৎভাবে আপনি বিদীর্ণ হইয়া যাইত, বনবৃহৎ বৃক্ষাদি সকল অস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হইত, নদ নদী সমুদ্রাদির জলের ভিতর দিয়া এমন পথ নির্মাণ করিয়াছিল, যে তন্মধ্যে স্থলের ন্যায় সৰ্ব্বত্র তাহারদিগের রথ গমনাগমন করিত “পৰ্ব্বতাশ্চ দক্ষমার্গঃ যত্র যত্রাস্মি ধাবতীতি”, প্রমাণ আছে । অতএব জল স্থল শূন্য ত্রিলোকেই গমনাগমন করিত, কখন কোন সময়ে তাহাদিগের সন্মুখে বুদ্ধ করিতে কেহই শক্তি হইত না, যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থে পৃথিবী তলে সৰ্ব্বদাই ভ্রমণ করিত, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্ররাজ ভগবানের আরাধনা করেন, সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতিক্রমে প্রাচুর্ভূত হইয়া সে সমস্ত অমুর দলকে বিনাশ করিলে পর অপর ক্ষুদ্র অমুরেরা পাতাল তলে গিয়া বাস করিল, অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্নভাগে জল সম্বুল উপদ্বীপ সকলে বাস করিয়া থাকিল ।

আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু । ইহারা কশ্যপের পুত্র দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে প্রদোষকালে জন্মগ্রহণ করে, হিরণ্যাক্ষ জ্যৈষ্ঠ, সে অতি দুর্দান্ত স্বর্ণবর্ণ চক্ষু অর্থাৎ পীতাম্বুবিড়ালের চক্ষুরন্যায়, বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দায় প্রবর্ত্তমান থাকিয়া অত্যন্ত অলস জলে বিচরণ করিত, স্বর্গাদি সর্বলোকে অয় করিয়া শেষে পৃথিবী তলে জলে জলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত ইন্দ্রাদি দেবগণে তাহার ভয়ে স্বর্গে কি মর্ত্যলোকেও স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে সক্ষম ছিলেন না । ছুরায়া হিরণ্যাক্ষ দৈত্য চন্দ্র সূর্য্যাদিকে পরাজিত করিয়া আপনি স্বয়ং তত্ত্ব মণ্ডলের শাসন করিত, অপরিমেয় বল বিশিষ্ট পাপ দৈত্য নিয়ত অধৰ্ম্ম কলাপে আবৃত বুদ্ধি প্রযুক্ত আপনাকেই পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়াছিল, যখন সর্বলোকে ঈশ্বরের উপাসনার স্রোতাবরোধ করিয়া আপনার উপাসনার বিধিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইল, তখনই ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞ পুরুষ শূকর রূপ ধারণ করতঃ পাপ সমুদ্রেমগ্না ধরণী মণ্ডলের উদ্ধারক্ষেপে পশ্চিম সমুদ্র জলে তাহাকে বিনাশ করেন ।

হিরণ্যাক্ষের পুত্র নিকুন্ত, নিকুন্তের পুত্র কুজন্ত, কুজন্তের পুত্র হিরণ্যানাভ, হিরণ্যানাভের পুত্র অন্ত, অন্তাসুরের পুত্র মহিষাসুর, ঐ মহিষাসুর ইন্দ্রাদি দেবতার অধিকার মাত্রই হরণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গে রাজ্য হয়, সমস্ত দেবগণ ভীষ্মকের ন্যায় পৃথিবী তলে মনুষ্যের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, বহুকালের পরে দেবতারা পরমেশ্বরের উপাসনা করাতে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত দেব তেজকে আশ্রয় করিয়া এক অদ্ভুত নারী-

রূপে প্রকাশ হইলেন, তাঁহাকে কাত্যায়ন মূনির আশ্রম
অপগম স্থান, এক্ষণে যাহাকে কাবুল বলে, তথায় আবির্ভাব
হইতে দেখিয়া দেবর্ষিগণে কাত্যায়নী বলিয়া তাঁহার নাম
বিখ্যাত করিয়াছিলেন। সেই কাত্যায়নী দেবী মহিষাসুরকে
বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে রাজ্য প্রদান করেন ।

হিরণ্যাক্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু মহাবল পরাক্রান্ত,
ভ্রাতৃ মরণানন্তর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃহন্তা হরিতে
তাহার বিদ্বেষ জন্মে, সেই বিদ্বেষ বশতঃ বহুকাল তপস্যা
করিয়া ভগবান যজ্ঞপুরুষ পরমাত্মা বিষ্ণুকে জয় করিতে
কামনা করিয়াছিল, সেই ছুরাত্মা কোন দেব দেবীকে মান্য
করিত না, বিশেষতঃ হরিনাম প্রতি এমন বিরক্তি জন্মিল, যে
যে ব্যক্তি হরিনাম করিবে তাহাকে সমূলে নিপাত করিব এই
রাজ ঘোষণা সর্বত্র ঘোষিত করে, তাহার রাজধানী বালি-
পুর ছিল, এক্ষণে যাহাকে “মুলতান্,” বলিয়া খ্যাত করে ।
এবং আপনাতে ঈশ্বর মানী হইয়া দত্ত করিয়া কহিতে লাগি-
ল, যে আমি ত্রিলোক মধ্যে পরমেশ্বর, সকলে আমার অর্চন
বন্দনা দি না করিলে *দণ্ড পাইবে। যেহেতু পৃথিবীতে যে
রাজা সেই ঈশ্বর তাহার আধুনিক একদৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,
যেমন মৌর্যদেবশাস্ত্রপাতি “বাবিলন দেশে,” “নিমরাড় ও
সামিরামিস্,” আপনাদিগকে দেবতা বলিয়া সেদেশে আপন
আপন পূজার প্রচার করিয়াছিল, হিরণ্যকশিপুও সেইরূপ,
তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি সমস্ত ঋষিগণ বিরক্ত হইয়া ভগবান

পরমাত্মা নারায়ণকে নিরন্তর উপাসনা করিয়া তদ্ব্যর্থার্থে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপুৰ চারি পুত্র, প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, হুদ, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ অতি ধার্মিক, বিচক্ষণ ঈশ্বরমাত্তমী ছিল, সে পিতার বাক্যের বিরোধী হইয়া এই কথা কহিয়াছিল, যে হে পিতঃ! আপনি এদোরায়া পরিভ্যাগ-পূর্বক সৰ্ব যজ্ঞময়, অজিত অপরিমিত অচ্যুত, অবায়, অজ, এক সত্য অদ্বিতীয় পরমাত্মা নারায়ণের অর্চনা করুন এবং সৰ্ব দেশময় তাঁহার পূজার প্রচার করুন আপনি আপনাতে ঈশ্বরাত্তমীয় করিবেন না, যাঁহার জন্ম মৃত্যু আছে, তাহাকে ঈশ্বর বলা বুদ্ধিসিদ্ধ নহে। এই অগতের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন যে ভগবান হইতে হয়, তিনিই উপাস্য হইবেন। স্বপুত্র প্রহ্লাদের এই উক্তি শ্রবণ মাত্রতঃ ক্রোধান্বিত হইয়া হিরণ্যকশিপু কহিল, যে এমন দুর্বিনীত পিতৃদেবী মৃত পুত্রের অপেক্ষা নিষ্পুত্র হওয়া শ্রেষ্ঠ কল্প, অতএব আমার এমন পুত্রে প্রয়োজন নাই, ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিয়া তদ্বিনাশে উদ্যত হইয়া স্বতঃ প্রতি আদেশ করেন, যে এই ছুরাআকে শীঘ্র উপায় দ্বারা বিনাশ করহ। আজগু হইয়া রাজ ভৃত্যেরা প্রহ্লাদকে চোরবৎ বন্ধন করতঃ লইয়া গিয়া নানা উপায় দ্বারা তদ্ব্যর্থের বিধান করিতে লাগিল, অস্ত্র শস্ত্র বিষাগ্নি হস্তীত্যাদি দ্বারা যখন প্রহ্লাদকে নষ্ট করিতে না পারিল, তখন বিষাদিত চিত্তে দূতেরা পুনর্বার রাজপুরতঃ আনিয়া উপস্থিত করে, প্রহ্লাদও তৎকালে চক্ষু মুদ্রিত করতঃ কংপুগুরীক মধ্যে সেই বিজ্ঞানঘন উদ্ভীষ্ট দীপ

বৎ প্রকাশ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ যিনি দৈবকীনন্দন
মধুমুদন নামে বেদে এক বেদাপুরুষ নারায়ণ তাঁহাকে চিন্তা
করিতে লাগিলেন, হিরণ্যকশিপু সেই পরম পদ ধ্যানে মগ্ন
স্থপুত্র প্রহ্লাদকে সন্নিধানে আস্থান করতঃ কোষযুক্ত অসি
হস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রে দুর্বিনীত । রে ফুলকণ্ডল কুপুত্র!
এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুই যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া
মান্য করিতেছিস্, সে এখন কোথায় অবস্থিতি করে, প্রহ্লাদ
তদ্বাক্যের উত্তরে কহিল তিনি সর্বময় সর্বত্রোই বিরাজমান
আছেন, হিরণ্যকশিপু কহিল এ অতি উত্তম, যদি সর্বত্রোই
তোর ঈশ্বর ব্যাপ্তময় আছে, তবে মৎপুত্রতঃ এই স্ফাটিক
স্তম্ভেও তোর ঈশ্বর অবস্থিতি করিতে পারে? প্রহ্লাদ
কহিল, হাঁ? তাহাতে অসম্ভাবনা কি? তিনি স্তম্ভেও বিরাজ
মান আছেন। এতৎ অবগে দৈত্যরাজ প্রজ্বলিত দীপ শিখার
ন্যায় মহাকোপে উদ্বীণ হইয়া স্তম্ভোপরি খজ্ঞাঘাত করিয়া
স্তম্ভকে ছুইখণ্ড করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণমাত্রে হিন্ন স্তম্ভাভ্যন্তর
হইতে বিস্মাপনীয় এক নৃসিংহ মূর্তি বাহির হইল, সেইরূপ
অতি ভয়ঙ্কর অভ্যুচ্চগগন স্পর্শী জটা বিক্ষেপে মেঘ সকল
হিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। সেই নৃসিংহ রূপী ভগবান হিরণ্য-
কশিপুকে ধৃত করিয়া অবলীলা ক্রমে বিনাশ করিলেন।
একথা নাস্তিক দলে বিশ্বাস করেনা, না করুক ঈশ্বরের বিষয়
সকল অলৌকিক নাস্তিকের কথায় তাহার হানি হইতে
পারেনা।

হিরণ্যকশিপুর লোকান্তর হইলে, তৎপুত্র প্রহ্লাদ রাজ

সিংহাসনাক্রম হন, তিনি যদিও অনুরবংশ, তথাপি অতি ধার্মিক বলিয়া দেবতারা তাঁহার দ্বেষ করিতেন না, সুতরাং তৎকালে দেবানুরেরদিগের সন্ধি বন্ধন ছিল। তৎপুত্র বিরোচনও পিতার ন্যায় বহুকাল রাজ্য করেন। বিরোচনের পুত্র বলি, তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন, নর্মদা নদী তীরে ইন্দ্রদ্বাভিলাষে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সেই অহংকারে .ইন্দ্রকে ভুচ্ছ করিয়া সত্ৰাট হটয়াছিলেন। এজন্য বলিরাজার প্রতি দেবতারা বিদ্বেষ করিয়া কৌশল দ্বারা তাঁহাকে বন্ধ করেন। বলিরাজা কেবল দাতা ছিলেন এমতও নহে, তপোবলে চিরজীবী এবং অতিশয় হৃদয়রূপে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে খর্ব্ব করা দেবতাদিগের অসাধ্য বিধায় ভগবান কশ্যপ গৃহে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া হলনা দ্বারা অনুরবাস পাতালে প্রেরণ করেন। এ সকল ইতিহাস কথা পুরাণাদিতে প্রকাশ আছে, সে সকল অতি গুহ্য কথা এ প্রসঙ্গে তাহা প্রকাশের যোগ্য নহে। এ নিমিত্ত এই পর্য্যন্তই লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। বলি রাজার একশত পুত্র তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাণ রাজা হইয়া পিতৃ পিতামহের রাজধানী মুলতানকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দেশে শোণিত পুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অধুনা সেই দেশকে “ দিনাজপুর ,, বলিয়া বিখ্যাত করে।

অপরিসমিতায় অনুর জাতি এবিধায় বাণরাজা বহুকাল জীবিত থাকিয়া দেবারাধনা করিয়াছিলেন। তিনি মহাশৈব শিবব্রত ধারণ করতঃ চৈত্রমাসে শিব সন্ধ্যাস প্রকাশ করেন।

উষানামে তাহার কন্যাকে ছাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণ করাতে বাণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সঠৈন্যে দিনাজ পুরে আসিয়া অনিরুদ্ধের বন্ধন মোচন অন্য বাণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে বাণ আঘাতী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ জয়ী হন। কিন্তু তদ্রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, পরিণামে সন্ধি স্থাপন করতঃ উষার সহিত অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকাতে গমন করেন।

বাণ রাজার তিন পুত্র। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাহারা পৈতৃক দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বনামে তিন দেশ স্থাপনা করিয়া তথায় আধিপত্য করিয়াছিলেন। বঙ্গ পিতার ন্যায় শিব ভক্ত ছিলেন একারণ পৈতৃক ভ্রত শিব সন্মাস বঙ্গদেশে প্রচার করিয়া রাখিলেন।

কিছুকাল পরে মৎস্য দেশীয় বিরাট রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন, পরে বঙ্গদেশ সমুদায় মৎস্য দেশীয় সম্রাটে সংলগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু সমুদায় অঙ্গ বঙ্গাদি দেশ হস্তিনার অধীন, কেবল ইহাও নহে এই ভারতবর্ষ প্রভূতি নববর্ষই হস্তিনার সিংহাসন তলে অবস্থিত ছিল। পরে কলিতে যখন হস্তিনার সাম্রাজ্য খর্ব্বতা হয়, তখন সমস্ত দেশই প্রায় মগধ রাজ্যের অধীন হইয়াছিল, মগধ দেশের সাম্রাজ্য ধ্বংস কালের কিছু পূর্বে নাস্তিক গোতম বংশীয়ের শিষ্যপাল নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা হয়, তৎকর্তৃক সমস্ত রাজ্য প্রায় বৌদ্ধমতের প্রচার হইয়াছিল,

চীন হৈহয় ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলাদি অনেকানেক উপদ্বীপেও
তৎসংশ্লিষের। জৈনধর্ম্মের প্রচার বাহুল্য করিয়াছিল, তৎসংশে
গন্ধর্ব্বসেন রাজার পুত্র ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য রাজা হন,
তঁাহারা প্রথম জৈন্য মতাবলম্বী ছিলেন, পরে পঞ্চায়তনী
দীক্ষায় দীক্ষিত হন, কিন্তু ইহার পূর্বে আর একজন পাল
বংশীয় পাল নামক রাজাও জৈনমত ত্যাগ করিয়া শিব মন্ত্রে
দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি বৈষ্ণবদিগের সহিত যুদ্ধে আ-
ক্রান্ত হইয়া মিশ্রদেশে কিছুদিন বাস করেন, যাহাকে মিসর
বাইজিপট দেশ বলে। পরে বিক্রমাদিত্যের পর পর যে যে
রাজা হইয়া ছিল, তাহা যুগবর্ণন প্রসঙ্গে পরে প্রকাশ ক-
রিয়া লিখিব।

মহর্ষি অগ্নিরার দুইপুত্র রহস্পতি ও সম্বর্ত্ত। পুলস্ত্যের পুত্র
বিশ্বাবা। বিশ্ববারপুত্র কুবের জিনি লঙ্কানামে উপদ্বীপে বাস
করেন। ঐ বিশ্ববার বীর্য্যে রাক্ষসী নিকষা গত্ত্ব আঁরও তিন
পুত্র হয়, অর্থাৎ রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ও বিভীষণ। ঐ নিকষার
পিতা মাল্যবান রাক্ষস, তাহার পুর্ক্সাধিকৃত বাসস্থান সূর্যা-
রিক দেশের অন্তঃপাশ্চি কানিবল খণ্ড, যাহাকে ইদানীং
এফ্রিকার মধ্যে কেনিবল খণ্ড বলিয়া খ্যাত করে, কিছুকাল
পরে রাবণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিল,
তাহাতে কুবের পরাজিত হইয়া উত্তর কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া
অলোকা নাম পুরী নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন, রাবণ
লঙ্কার অধিপতি হয়। এসকল কথা দেবসর্গের মধ্যে ধত

আছে, ইহা সংকল্পিত এ পুস্তকের প্রয়োজনীয় নহে, তথাপি
প্রসঙ্গতঃ কহিলাম ।

প্রসঙ্গাধীন ব্রাহ্মণ বংশীয় আরও-এক রাজানান কহি-
তেছি । ব্রাহ্মারপুত্র (মহর্ষি ভৃগু) ভৃগুবংশে (চ্যবন) চ্যবনের
পুত্র (প্রমতি) প্রমতির পুত্র (ব্রহ্ম) ইহঁরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু
এক এক দেশের রাজাছিলেন । ঐ বংশে ত্রেতাযুগে (ঋচীক)
ঋচীকের পুত্র (জমদগ্নি) যিনি কার্ত্তাবীৰ্য্য নামে ক্ষত্রিয়
রাজা কর্ত্তৃক কামধেনু জন্য হত হন, ঐ জমদগ্নি চন্দ্রবংশীয়
ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন, রেণুকা
গৰ্ভে তৎপুত্র (পরশুরাম) আরও (৯৯) জন আছেন ।
পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক বিংশতিবার নিঃ-
ক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন । তাঁহার আশ্রম মহেন্দ্রগিরি সন্নিকটে
মহাস্থান । তিনি মহাবল পরাক্রান্ত, অদ্ভুত ক্ষমতাবান ঈশ্বর
রাবতার রূপে পরিচিত ছিলেন । নিঃক্ষত্রিয় পদে এককা-
লিন সমস্ত ক্ষত্রিয় নাশ নহে, বাল রুদ্ধ জরাতুর পরিত্যাগে
কিশোর ক্ষত্রিয় নাশ করেন, পরে কাশাস্তুরে বাল ক্ষত্রিয়
কিশোরাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার আসিয়া তাহাদিগকেও
নাশ করিতেন, এক্ষেপে ক্ষত্রিয় নাশ এক বিংশতিবার করিয়া
ছিলেন, তৎপরে আর করেন নাই ।

ক্ষত্রিয় বিনাশানন্তর তত্তৎস্থানে ধরা শাসনার্থে ব্রাহ্মণ ভূ-
পতি সংস্থাপন করিয়া আপনি সর্বোপরি প্রাধান্য রূপে ক-
র্ত্ত্ব করিয়াছিলেন । অর্থাৎ সমস্ত ধরামণ্ডলে একচ্ছত্রী রাজ-
চক্রবর্ত্তী ছিলেন, অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ তদধীনে রাজ্য শাসন

করিয়াছিল। এবং পরশুরাম কৃত মহামারী সময়ে অনেকা-
নেক কত্রিয়স্ত্রী ব্রাহ্মণ গৃহে বিপ্রকন্যা বলিয়া লুকায়িতা হই-
য়াছিল, ঐ সকল কন্যা গত্র্য ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রমশঃ বভ্রসংখ্যক
ক্ষেত্রজ পুত্র হয়, পরে তাহারাও কত্রিয় হইয়া কত্রিয়কুল
বিস্তার করিয়াছিল। কিছুকাল পরে পরশুরাম নিজ সাম্রাজ্য
ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তপো ধর্ম
সংলগ্ন হন। তৎকালে তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তদ্রাজ
ধানী দিনাজপুরে বাগানুর অধিকার করিয়া লয়, অপরাপর
কত্রিয় সকল অপরাপর দেশ সকল অধিকার করিয়াছিল।
এসকল কথা এক প্রকার অমুর বংশ কথন প্রস্তাবে বর্ণিত হই
য়াছে, অবশিষ্ট যাহা তাহা যুগাবস্থা বর্ণনে সুব্যক্ত হইবে।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ

তার। মহাত্মা ।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জ্রীমৎ কাশীশ্বর স্বামী ভাস্ক-
তত্ত্বজ্ঞানীকে কহিতেছেন। অরে বৎস! এক্ষণে এই প্র-
স্তাবে প্রকৃত সাধক দিগের ভুক্ত্যর্থ উপাস্য। দেবী গণের ম-
হিমা কহিতেছি, তাহাতে তোমার মনের ভাবশুদ্ধ যত হউক
বা না হউক, পরে বিস্তার করিয়া কহিব, এই তার। মূর্তিকেই
নীল সরস্বতী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, ইনি কালরাত্রি
দিনে সাধকের উগ্রাপৎ তারণার্থ আবির্ভাব হন, একারণ

ইহাকে উগ্রতারা বলিয়া সকলে অচ্চনা করেন, এই তারা
সাক্ষাৎ তার ব্রহ্মরূপপ্রণব স্বরূপা ইয়েন, এজন্য নাম তারা ।
এঁর দেহ সামান্য দেহ নহে, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপকরণ
ঘনীভূত, ইহঁর ক্ষয়োদয় নাই । গগন সদৃশ অতি স্বচ্ছ
নির্মলহ্রাদ আকাশবৎ নীলবর্ণ, ধর্মার্থ কাম মোক্ষ ইতি চতু-
ভূজ বিশিষ্ট, ব্রহ্মাণ্ডবৎ লম্বমান উদর অর্থাৎ ব্রহ্মোদেহে
সকলের স্থিতি একারণ লম্বোদরী হইয়াছেন । মহা কালের
অপর্যায় মূর্তি অক্ষোভ্য, তিনিই ইহঁর তৈরব, সকলেই কো-
ভিত হয়, অর্থাৎ নাশ হয়, কোভশূন্য শুদ্ধ কালেরই নাশ
নাই, কাল নিত্যই দণ্ডায়মান আছেন । পঞ্চেন্দ্র ভূবাণীতারা
তাহার অর্থ পূর্বে হইয়াছে তারারূপ ব্রহ্ম ইহঁর উপাসনাই
ব্রহ্মোপাসনা, তদ্বিম্ব অন্য আর এক জন স্বতন্ত্র ব্রহ্ম আছেন,
ইহা ভ্রান্ত লোকে বলিয়া থাকে । আবার স্বরূপ প্রদর্শনার্থ
পরব্রহ্ম কালে কালে একএক রূপ ধারণ করেন, নতুবা তাঁহার
অস্তিত্ব প্রতি জীবের বিশ্বাস থাকে না, কেবল এক জন আ-
ছেন একথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে কালে নাস্তিক হয় । এই
মহাবিদ্যা তারা, ইনিই কালী রূপা, ইহঁরদিগের আবির্ভাব
দিবসকেই কালরাত্রি বলিয়া উক্ত করেন । যথা স্বতন্ত্রতন্ম্বে ।

কাল রাত্রি দিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে ।

উগ্রাপং তারণার্থন্ত উগ্রতারা স্বয়ং কলা ।

যেরোঃ পশ্চিম কূলেভু চোলনাথ্য ক্ষদে মহান্ ।

তদ্রজ্ঞে স্বয়ং দেবি মাতানীল সরস্বতী ॥

কার্ত্তিক মাসের অমস্যার দিনে মধ্যরাত্রিকালে স্বয়ং দেবী

তার। সাধকদিগের উগ্রাপৎ তারণের নিমিত্ত, সুরমের প-
শ্চিম চোলনাথ্য মহান ক্রদের কূলে মাতা নীলসরস্বতী
আবির্ভূতা হন ।

উগ্রাপত্তারণ নিমিত্ত অর্থাৎ শুভ নিশ্চিন্তকর্তৃক দেবতাদিগের
মহান ভয় ও তদাপৎ যে অতিশয় উগ্র, সেই আপৎ উদ্ধর
ণার্থে স্বয়ং ব্রহ্ম সরস্বতী রূপে চোলনাথ্য ক্রদকূলে দেবগণ
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রকাশিত হইলেন । অর্থাৎ ঐ আপদে
আপন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবী পার্শ্ব কার্তিক রূক্ষাচতুর্দিশীতে
গজাবতরণ দেশে হিমালয়ে কালীর পূজা করিবার উদ্যোগ
করাতে, শুভ নিশ্চিন্তের দূত চণ্ড মুণ্ড তাহা দেখিয়া তছপকরণ
সকল নষ্ট করে, এবং প্রতিমাকেও ভগ্ন করিয়া ফেলে, পরে
রাজাকে সংবাদ দিয়া তথায় অনুসন্ধানকর্তৃ সেনা সংস্থা-
পিতা করিয়া রাখে, এবং দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, আর
কোন মতে স্বস্ত্যয়নাদি করিতে দেয় না । এসংবাদ প্রাপ্ত
হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা, ও মহেশ্বর বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ ক-
রিয়া পরদিন দেবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি গোপন
ভাবে অমাবস্যায় নিশীথকালে সুরমের পশ্চিম চোলন
হুদেব তীরে রাত্রেই কালী প্রতিমা করিয়া রাত্রে পূজা করতঃ
রাত্রেই বিসর্জন করিলেন, প্রভাতে তাঁহার চিহ্ন মাত্রও
থাকিল না, এবং অনুর দলেও ইহার ক্ষুদ্রাংসে কোন অনু-
সন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি কার্তিকের অমাবস্যার
নাম কালরাত্রি তাহাকে কালিকা পূজার দিবা বলিয়া উক্ত
করিয়াছেন । সেই স্থানে মাতা কালিকা, গৌরী দেহ ধারণ

করিয়া দেবতাদিগের উগ্র আপৎ নিস্তারিণী অন্য সরস্বতী
রূপে প্রকাশ হন, ইহা সপ্তশতীতেও প্রমাণ আছে । তথা
হইতে জাহ্নবী তীরে স্নানার্থ গমন করেন, অর্থাৎ যেখানে
পূর্বে দেবতারা পূজার্থ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন । যথা
“পুনশ্চ গৌরী দেহা সা সমুদ্ভূতা যথা পুরা । বধাম হুর্চ
দৈত্যানাং তথা শুভ নিশ্চয়ো রিতি ॥” মহিষাসুর বধানন্তর
পুনর্বার তিনি গৌরী রূপা হইয়া হুর্চ দৈত্যাদিগের বিশা-
নার্থ এবং শুভ নিশ্চয়ের বধের নিমিত্ত সমুদ্ভূতা হইয়া
ছিলেন, যে কথা কথিত আছে, সে এই প্রস্তাব । কিন্তু
উৎপন্নকালে হিম কুশ্লেন্দ্রু ধবলা, পরে তৎকলাতে শিবের
উজ্জ্বল বদন গলিত তেজঃ প্রভাবে নীলবর্ণা হন । যথা

তরুণজাভ প্রজপৎ ত্রিযুগং সমর্জিতঃ ।

মমোর্জি বক্ত্রাশ্নিঃ সূতা ভেজোরশি বিনির্গতঃ ।

ক্রদেচোলে নিপত্ভাব নীলবর্ণা ভবন্তদা ॥

হে পার্কতি? আমি সেই স্থানে ত্রিযুগ পর্য্যন্ত তপস্যা
করি, সেই তপোবিরামে আমার উজ্জ্বল বদন হইতে ভেজো
রাশি বিনির্গত হইয়া ঐ চোলক্রদে নিপতিত হয়, তাহাতে
উজ্জ্বল ক্রদ নীলবর্ণ হইল, মাতা সরস্বতীও তাহাতে নীলবর্ণা
হয়েন । চতুর্থে ইহাঁকেই কৌশিকী বলিয়াছেন, তন্মুখে নীল
সরস্বতী বলিয়া উক্ত করেন । ঐ চোলাখ্য ক্রদ তদবধি নীল
সাগর নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে ।

ক্রদস্য চোস্তরে ভাগে ঋষিরেকো মহোত্তমঃ ।

মদং শোহিক্ৰোভা নামাসৌ তদারাদন তৎপরঃ ।

কৃষ্ণবীজ বরুপাসা প্রত্যাশীত পদা ভবৎ ॥

ঐ ক্রদের উত্তর তীরে অক্ষোভ্য নামে এক মহত্তম ঋষি
তাহার আরাধনা করেন, হে পার্শ্বতি ! সেই ঋষি আমার
অংশ, অর্থাৎ আমি মহাকাল রূপ, আমার অপরা মুৰ্ত্তি
বিশেষ । তারাও তাহাতে প্রত্যাশীত পদা হইয়া তাহাতে
সংযুক্তা আছেন ।

ইতিতে কথিতং কিঞ্চিৎ দেবী মহাত্মা মুহুৰ্মহৎ ।

রহস্যং তারিণী দেব্যা নসমর্থোহস্মি বিস্তরাৎ ॥ ইতি ।

এই কিঞ্চিৎ দেবীর উত্তম মহাত্মা কথিত হইল, তারা দেবীর
এই রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় তত্ত্ব বিস্তার রূপে বর্ণনা করিতে
আমি সমর্থ নহি ॥ ইতি ।

অরে বৎস ! জ্ঞানান্তি মানিন্ ! এই তারা ও কালী ইহা
রদিগের রূপ মাত্র ভেদ স্বরূপের ভেদ নাই, কালে এই কা-
লীই সুন্দরীত্ব প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, তাহার কারণ নারদ পঞ্চ
রাত্রে ধৃত করিয়াছেন । যথা নারদ প্রতি ব্রহ্মবাক্য ।

ভূয়শ্চু মুনিশ্রেষ্ঠ রহস্যং পরমাদ্বিতং ।

যেন কালী মহাবিদ্যা সুন্দরীত্বমুপাপত্তা ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ! তুমি পরম অন্তত রহস্য আরো পুন
র্যার প্রবণ করহ, যাহাতে আদ্যা মহাবিদ্যা সুন্দরীত্ব প্রাপ্তা
হইয়াছেন ।

কৈলাসশিখরে রম্যে বসামানেচ শঙ্করে ।

ইচ্ছন্ত প্রেময়ামাস সৰ্ব্বাচ্চাপ্সরসোমুদা ।

আগতাস্তা মহাদেবং তুষ্টিবুস্তং মহেশ্বরং ॥ ইতি ।

মনোহর রম্য কৈলাসশিখরে এদাসনে মহাদেব উপবিষ্ট
আছেন । এমত কালে ইচ্ছা শিনের সন্তোষার্থে সমস্ত অঙ্গর

গণকে প্রেরণ করিলেন । অঙ্গরোগণেরা শিবাঙ্গিকে আগতা হইয়া যথা বিহিত রূপে মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন ।

ব্রহ্মোবাচ । ইতোবৎ বচনং শ্রুত্বা তাসাং সবৃষভধ্বজঃ ।

আত্মায়া লক্ষ্মণ্য বাচ ককণামৃতয়া ততঃ ॥

ব্রহ্মা নারদকে কহিতেছেন । হে নারদ ! বৃষভধ্বজ শঙ্কর সেই সকল অঙ্গরোগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করতঃ, অনন্তর মহাদেব প্রেমভাবে সুমধুর মনোহর ককণামৃত পুরিত বাক্যে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন ।

পুরুষস্তাতিগিজৈর্যঃ পুরুষোন্মান্ন সংশয়ঃ ।

জীণাং স্ত্রীচাতিথিজৈরা তস্মাদগচ্ছত কালিকাং ॥

ইত্যাকুর্বা তৎপুৰং রম্যাং বিবেশ পরমেশ্বরঃ ॥

পুরুষের আতিথ্য করা পুরুষের জানিহ, স্ত্রীর আতিথ্য স্ত্রীই করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে তাহাতে সংশয় নাই । অতএব তোমারা কালিকার নিকট গমন করহ, তিনিই আতিথ্য করিবেন, এই কথা ইঙ্গিত করিয়া পরমেশ্বর শঙ্কর সেই রম্যাপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

উবাচ কালীং ভগবানীশ্বরঃ পরমেশ্বরীং ।

তা অপাবাপু পরমাং প্রীতিং পরমদল্লভাং ॥

অনন্তর ভগবান ঈশ্বর মহাদেব, পরমেশ্বরী কালীকে সংবাদ করিলেন, তাহারাও পূর্বপ্রবিষ্ট হইয়া কালিকাকৃত সংকারে পরমা প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন ।

মহাদেব পরম প্রিয় পতি পুনঃ পুনঃ কালী, কালী বলিয়া

অন্ধরদিগের অগ্রে সম্বোধন করাতে কালিকা কিঞ্চিৎ অভি-
মানিনী হইলেন ।

ততোদেবী মহাকালী চিন্তয়িত্বা মুহূৰ্ম্মুহুঃ ।

এতক্ষণমপোহায় শুদ্ধগৌরী ভবাম্যহং ॥

যস্মাৎ কালীভিকালীতি মহাদেব সমাহরয়ৎ ॥

অনন্তর মহাদেবী কালী বারম্বার চিন্তা করিয়া নিশ্চয়
করিলেন, যে আমি এই কালীরূপ এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া
শুদ্ধগৌরীকণা হইব, যেহেতু মহাদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ
কালী, কালী বলিয়া আস্থান করেন । এই মানসে চিন্তা
করিয়া মহাদেবী তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন ।

মহাদেবোপি কালেন গতোহস্তঃ পুরং শিবঃ ।

নাশাচ্চ তদাকালীং তদ্ব্যোভস্মিন্ পুরেহরঃ ॥

মহাদেবও কিছুকাল পরে অস্তঃপুরে গমন করিলেন, কিন্তু
অস্তঃপুরে কালীকে না দেখিয়া তখন তথায় দণ্ডায়মান
হইয়া রহিলেন ।

অথকালে কদাচিত্তু আগত স্তূত্র নারদঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং ॥

কৃতাজ্জলি পুটস্তহৌ ততোদেবাযতো মুনিঃ ॥

অনন্তর কিছুকালান্তরে শিবদর্শনার্থে মহামুনি নারদ কৈ-
লাসে সমাগত হইয়া ভূমিগত মন্তকে দেব দেব মহেশ্বর মহা-
দেবকে প্রণাম করতঃ পুটাজ্জলি বন্ধপাণি হইয়া তাঁহার
অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিলেন ।

মহাদেবোহপি বামেদ্য পাণিনা মুনিসন্তযৎ ।

উপলম্ব্য সমাশ্বাস্ত চক্রে পুণ্যবতীং কথাং ॥

মহাদেবও বামহস্তে মূনিসত্তম নারদকে স্পর্শ করিয়া এবং
কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদি দ্বারা আশ্বাস করতঃ অনন্তর পুণ্যজ-
নিকা নানা কথা কহিতে লাগিলেন ।



অথ গৃহস্থধৰ্ম্ম কথন ।

আচারাল্লভতে হ্যায়ু রাচারাদিঙ্গিতাঃ প্রজাঃ ।

আচারাক্ষন মক্ষ্যা মাচারো হস্ত্যলক্ষণং ॥ ১৫৬ ॥

ঋতি স্মৃত্যান্ত সদাচার যুক্ত ব্যক্তির সংপূর্ণ পরমায়ু লাভ
হয় । আচারবান ব্যক্তির মনোভিলষিত পুত্র কন্যাদি
জন্মে । * সদাচার শীলের অক্ষয় ধন সম্পত্তি লাভ হয় ।
সদাচারি ব্যক্তির সম্যক্ অলক্ষণ বিনষ্ট হয় । অতএব সদা-
চারের পর ধৰ্ম্ম নাই ॥ ১৫৬ ॥

অনন্তর বশিষ্ঠ সংহিতায় আচার প্রশংসা করিয়া কহিয়া-
ছেন । অর্থাৎ আচারবান ব্যক্তির কোন ক্রমে অকল্যাণ
নাই । যথা ।

আচারঃ পরমো ধৰ্ম্মঃ সর্বেষা মিতি নিশ্চয়ঃ ।

হীনাচার পরীভাক্সা প্রেতাচেহ বিনশ্যতি ॥ ০

সদাচারই পরমধৰ্ম্ম রূপ, ইহা সৰ্বলোকের পক্ষে নিশ্চয়

* সদাচারির অক্ষয় ধনপুত্রাদি লাভ হয় বলেন, কিন্তু অনেক অনা-
চারিকেও প্রভূত ধনপুত্রাদি সমন্বিত দেবাবাস, তদর্থ্যে ব্যাখ্যাত হই
য়াছে, যে পূৰ্ব্ব কৰ্ম্মবশে ইহজন্মে ধনপুত্রাদি লাভ কিঞ্চিৎদিনের নিমিত্ত
হয়, সদাচারির অক্ষয় সম্পত্তিলাভ, অর্থাৎ অপরিত্যুত হয়, এই
বিশেষঃ ।

করিয়াছেন । আচারহীন ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল, এট উভয় কালই নষ্ট হয় ॥ ০ ॥ তথাচমন্তঃ ৪ অধ্যায়ঃ ।

ছুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ ।

ছুঃখভাগী চ সততং ব্যাদিতোহপ্পায়ু রেবচ ॥ ১৫৭ ॥

ছুরাচারিব্যক্তি ইহলোকে সর্বতোভাবে নিন্দিত পুরুষরূপে পরিচিত হয়, এবং সতত ছুঃখভাগী হয়, আর আধিব্যাধিযুক্ত থাকে, ও অল্পকালের মধ্যেই বিনাশ পায় ॥ ১৫৭ ॥

সর্ব লক্ষণ হীনোহপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ ।

শ্রদ্ধাশীলোহনমুয়ন্ত শতং বর্ষাণি জীবতি ॥ ১৫৮ ॥

যে ব্যক্তি সদাচারবান্ শ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ গুরুশাস্ত্রে বিশ্বাস যুক্ত হয়, এবং অনমুয় অর্থাৎ পরদোষ কথনে বিমুখ হয় । সে ব্যক্তির অন্যশুভ সূচক আর কোন লক্ষণ না থাকিলেও পূর্ণ শত সম্ভ্রম জীবিত থাকে, অর্থাৎ বহুকাল জীবিত থাকে, এইশত শব্দ ক্রম সংখ্যা গণন বিতরক নহে অসংখ্য বাচক হয়, ॥ ১৫৮ ॥

যদি কেহ এমত আপত্তি করেন, যে যে ব্যক্তি পবিত্রধারণ বেদ পাঠ নিত্য করে তাহার আর সদাচার করিবার আবশ্য কি ! এবং না করাতেই বা ক্ষতি কি ! তদর্থ বশিষ্ঠ সংহি তায় উত্তর করিয়াছেন । যথা ।

আচারহীনঃ নপুনশ্চি বেদা যদ্যপ্যমীতা সহষড়্ভিরনৈঃ ।

জ্ঞানং শ্রুতং যত্নকালে তাজ্ঞি নীড়ং শকুন্তা ইবজাতপক্ষাঃ ।

যদি সহষড়্ভ চতুর্বেদও মনুষ্য কর্তৃক অধীত হন, তথাপি আচার হীন ব্যক্তিকে বেদ পবিত্র করিতে পারেন না । যেমন জাতপক্ষ পক্ষী শাবক সকল বাসাকে ত্যাগ করিয়া যায়, তা-

হার ন্যায় আচারহীন ব্যক্তিকে বেদ সকল মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন ॥ ০ ॥ অন্যদপি মনুষ্যংহিতায় ৫ অধ্যায়ে কহিয়াছেন । যথা ।

অনভ্যাসেন বেদানাং দাচাংস্তু চ বর্জ্যনাং ।

আলস্যাদয়ঃ দোষীকৃ মৃত্যুং বিপ্রান্ জিঘ্রাসতি ॥ ৩ ॥

বিশ্বদিগের বেদের অনভ্যাসে, এবং সদাচার ত্যাগে, অর্থাৎ স্ববর্ণোক্ত বা স্বাশ্রমোক্ত আচার রহিত হইলে, ও আলস্য যুক্ত হইয়া অবশ্য কর্তব্য কর্ম্মের অকরণে এবং অন্নদোষে অর্থাৎ অনিহিত অন্ন ভক্ষণে ব্রাহ্মাদিবর্ণত্রয় নষ্ট হয়, অর্থাৎ বৈধর্ম্মিপদের বাচ্য হয় । অথবা “মৃত্যুং বিপ্রান্ জিঘ্রাসতি,” ইতিপাঠে অবৈধর্ম্মী ও ঐ অবৈধর্ম্মারিকে যম অঙ্গকা-লেই গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

স্বধর্ম্মানুচরণং স্বাশ্রমেত্বেদানুকরণং ।

স্বধর্ম্মএব সর্ব্বং ধত্তে ।

অনেনোদ্ধিতাং ভবত্যান্যথাঃ পাত্তোহং । ইতি ।

মৈত্রেয়োপনিষৎ ।

স্ব স্ব ধর্ম্মানুচরণ ও স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করণ মনুষ্যদিগের কর্তব্য হয়, অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত যে বর্ণের বা যে আশ্রমের যে আচার তাহাতে নিযুক্ত থাকিবেক, স্বধর্ম্মই সকলকে ধারণ করেন । স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষাতেই সকলের উদ্ধাগতি হয়, অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয়, ইহার অন্যথা-চরণে অধোগতি অর্থাৎ নরকে পতিত হইতে হয় ।

সাবিত্রীমাত্রসারোপি বরং বিশ্বেদ্যুতঃ ।

নাবিস্ত্রিভিঃ স্ত্রিবেদোপি সাক্ষাৎ সাক্ষ্যমুদিতঃ ॥

মন্ত্রঃ ২৩৫ ।

কেবল সাবিড়ী মাত্র বেত্তা ব্রাহ্মণ যদি সুযজ্ঞিত অর্থাৎ
 যথাশাস্ত্রোক্ত শৌচাচার বিশিষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাকে সা-
 ক্ষাৎ ব্রাহ্মণ্যদেবরূপে মান্য করেন, সুযজ্ঞিত শব্দে বিধিনিষেধ
 নির্ভঙ্ক, আর সাম যজু ঋক আদি বেদত্রয় বেত্তা হইয়াও যদি
 সদাচার ভূত না হয়, অর্থাৎ সর্কানী ও সর্ক বিক্রয়ী হয়, সে
 ব্রাহ্মণ সর্কভঃ প্রকারে হেয়ত্বে পরিগৃহীত জানিবেন। সর্কানী
 পদে নিষিদ্ধ ভোজনশীল, সর্কবিক্রয়ী পদে নিষিদ্ধ দ্রব্য
 বিক্রয়ী অর্থাৎ যে দ্রব্য ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিতে নাই তদ্বি-
 ক্রয়কারি ব্যক্তিকে কোনমতেই ধার্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া
 মান্য করা যায় না, অতএব আহারাদির শুদ্ধিতেই জীবের
 স্বস্থ শুদ্ধি হয়, তন্নিম্ন যথেষ্টাহারি ব্যক্তিকে অশুচি বলে।
 যথা “আহারাত্ স্বস্থ শুদ্ধিশ্চজায়তে”, ইতি। “শৌচমাহার
 শুদ্ধি রিতি কুল্লুক ভট্টঃ। যথা।

নশুনং গৃহ্ণনৈকৈব পলাশং কবকানি চ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনা মমেধ্যাপ্রভবানিচ ॥ ইতি।

মমুঃ ৫অং।

রশুন, পোলাজ, গাজর এবং অমেধ্যাপ্রভবকবক অর্থাৎ
 লোকে যাহাকে হাতা বলে, ইত্যাদি দ্রব্য দ্বিজাতিদিগের
 অভক্ষ্য, ইহার ভক্ষণে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়।

অতএব জ্ঞানী সদৃশস্বের পক্ষে আহারাদির অবশ্য বিচার
 করা কর্তব্য, নতুবা সর্কধর্মে বহিষ্কৃত হইতে হয়। যথা।

বুক্ষাধৈতস্ত ভবস্ত যথেষ্টাচরণং বদি।

শুনং ভবদ্রশাটকৈব কোভেদোশুচি ভক্ষণে ॥ ইতি।

বৈভবিবেকং।

অবৈধ তত্ত্ব বোধ করিয়াও যদি যথেষ্টাচারী হয়, তবে অশুচি বস্ত্র ভক্ষণ নিষিদ্ধ কুকুরের প্রতি আর ঘৃণা কি? অর্থাৎ কুকুরে আর যথেষ্টাহারি মনুষ্যোতে কি ভেদ থাকে? অতএব শাস্ত্রোক্ত অবৈধ বস্ত্রের গ্রহণকে শৌচ বলে না, যদিও কোম অবৈধ দ্রব্য মনোহর দৃশ্য ও সুস্বাদু, সুগন্ধি হয়, তথাপি তাহাকে অশুচি ও অপবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সকল দ্রব্য অহিতকারী, পরে তাহাতে মনুষ্যের অহিত জন্মে। যথা।

আসনং বসনং শয্যা আয়াপত্য কমণ্ডলুঃ।

আত্মনঃ স্ফটিরেতানি নপরেযাং কদাচন ইতি ॥

আসন, বসন, শয্যা, স্ত্রী, ও পুত্র ইত্যাদি আপন বস্ত্র, আপনার স্পর্শযোগ্য পবিত্র হয়, পর স্পৃষ্ট হইলে অশুদ্ধ হয়, এবং পর সঘঙ্কীর হইলেও সে অশুচি জানিবে।

অবিহিত বস্ত্র চাক্ষুষ পবিত্র জ্ঞান হইলেও পবিত্র নহে, আদৌ দেহ শুদ্ধ না হইলে পরিচ্ছন্নতা অন্য নানা প্রকার দেহবৈকল্য হয়, একারণ বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ বিধানের অনুশাসন করিয়াছেন, অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তর শৌচ হইলেও হিত জন্মে না, এককালিন উত্তর সংশুদ্ধির আবশ্যক আছে। যথা।

শৌচস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা।

মুজ্জলাভাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিং তথান্তরং ॥ ইতি।

ব্যাঞ্জাদঃ।

বাস্তবপাদ ঋষি শৌচাচারকে দ্বিবিধ প্রকার কহেন, এক মৃত্তিকা জলদ্বারা দেহ সংশোধন, অপর ভাবশুদ্ধি, অর্থাৎ অন্তর শুদ্ধিঃ।

বিজ্ঞাপন।

সর্বজননের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলি খিতেছি, তদ্রূপে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮৮

শিবসংহিতা.....১৮

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৮

সংস্কৃত বাগ্নীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৥০

সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ১৮

নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬০ সাল

যান্ত্রপ ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৩ছয়তস্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৮ টাকা। ১৮৬০ দশবিধি নামক

৪৫ আইন মূল্য ২৮ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০

সালের দশবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত

অর্ডার সম্বলিত একত্রে বাক্সাই মূল্য ৫৮ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৮ টাকা।

শ্রীযা নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।

কৃতাজ্ঞানহিতার্থায় নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার

শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বটন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইকীটে ১২ সংখ্যক ভবনে

নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা বস্তু।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন্দ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ ।

২ কপ্প ১৮ খণ্ড



সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাঙ্কাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কোশেয় বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণত্রক শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্নুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩২ আষাঢ়

পুরাবৃত্তানুসন্ধান

প্রথম উৎপন্ন মনুষ্য জাতি চারি বর্ণ বিশিষ্ট হয়। প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়, তৃতীয় বৈশ্য, চতুর্থ শূদ্র জাতি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতি সংজ্ঞা ছিল না, পরে আদি সৃষ্টিতে মনু বংশ্য বেণুরাজা কর্তৃক বর্ণ সঙ্কর নানা জাতি উৎপন্ন হয়। তাহার ক্রম রাজবৃত্তান্তে ব্যক্ত হইবে।

প্রকার শরীর বিশেষ হইতে যে চারিভাতি উৎপন্ন হয়, সে ক্রম স্বতন্ত্র, কলতঃ একগে এমত বিবেচনা করিতে হইতে, যে মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে যে ভাতিসৃষ্টি হয়, তাহার এই অভিপ্রায়, অর্থাৎ উত্তমাক্র মুখ তাহাতে উৎপন্নবিধায় প্রাক্কণ ভাতি সকল ভাতির উত্তম হইয়াছেন । এবং কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি ভাতির অগ্রে প্রাক্কণ জন্মেন, একারণ সকলের জ্যেষ্ঠত্ব পুরস্কারের অর্থ দ্বাপে মান্য । তাঁহাদিগের এই বৃত্তিনির্দিষ্ট হইয়াছে যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা । বেদার্থ ধারণ ও ব্যাখ্যানদ্বারা বিশেষরূপে বেদকে ধারণ করেন । এবং সংস্কারাধিক্য প্রযুক্ত ধর্মের অনুশাসক হয়েন । ইহাদিগের উপভাবিকা, পূজা ও যজ্ঞাদি কর্মের দক্ষিণা গ্রহণ ও ভিক্ষা, দান গ্রহণ এবং ব্যবসাদিপ্রদানে তৈলবট গ্রহণ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় কত্রিয়ভাতি, ভাতির উর্দ্ধভাগ অতিশুদ্ধ বাহু দেশ হইতে জন্মে সুতরাং তাঁহাদিগের কর্ম যুদ্ধ, ও অস্ত্রধারী হইয়া প্রজা রক্ষাকরণ, আর দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন অর্থাৎ কত্রিয় ভাতি দান দিবে লবে না, যজমান হইবে যজাইবে না, অধ্যয়ন করিবে করাইবে না । ইহাদিগের উপভাবিকা, প্রজা রক্ষার্থ পরিভ্রমের প্রতাপকার স্বরূপ প্রজার নিকট হইতে বিহিত কর গ্রহণ করিবেন । এবং সেই ধনদ্বারা যাগ যজ্ঞ দানাদি কর্ম সম্পাদিত হইবে, অন্যান্য পুরুষক প্রজাপীড়ন করিয়া অধিকম লইবেন না, চূর্তিকালে নিজধনদ্বারা প্রজা প্রতি পালন করিবেন । ধর্মতঃ বিচারে প্রজা রক্ষা ও দন্য

ভক্ষরাদি হইতে দেশরক্ষা করিবেন, অশাস্য শাসন করিবেন, অদণ্ডো দণ্ড দিবেন না, ও স্বধৰ্ম্মে প্রজাসংস্থাপন করিবেন । ২।

তৃতীয় জাতি বৈশ্য। উক্ত দেশ হইতে জন্মে তাহার এই ধৰ্ম্ম,। বৈশ্যের ধৰ্ম্ম পুজা, যজ্ঞাদি, ও জ্ঞানাত্যাস, দান এবং অধ্যয়ন। উপজীবিকা পশুপালন, বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত ঋণ দেওন, আর কৃষিকৰ্ম্ম করণ ॥ ৩ ॥

• চতুর্থজাতি শূদ্র। চরণ হইতে উৎপন্ন তাহার তাৎপর্য্য। শূদ্রের ধৰ্ম্ম ব্রাহ্মণাদির সেবাকরণ, তাহাদিগের গুণে দোষ। রোপ না করণ উহাদিগের উপজীবিকা, দাসত্বকরণ দ্বারা যে বেতন প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে দেহবক্ষা, এবং ধৰ্ম্মকৰ্ম্মাদি করিবেন ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণ যদি স্বীয় ব্যবসায় দ্বারা আরে সংসার ভরণাদি করিতে না পারেন, তবে পৌষার্থ অনেক শূদ্রেরও যাজ্য ক্রিয়া করিতে পারেন, এবং বেদ বিদ্যাাদি যদি না জন্মে বা তাহাতে না চলে, তবে ক্ষত্রিয় বৃত্তি অন্ত্রধারণাদি করিয়া আয় করিবেন, তৎকৰ্ম্মেও যদি সাহসিক না হন, অর্থাৎ দুর্বল বা সাহসাদি গুণ যুক্ত যুদ্ধ বিদ্যায় অপারগ হইলে অঘন্য বৈশ্য বৃত্তিকে সমাশ্রয় করিবেন। অর্থাৎ গোমহিষাদির প্রতি পালন, অথবা বাণিজ্যাদি করিবেন কিন্তু ব্রাহ্মণসম্বন্ধে বাণিজ্যে অনেক দ্রব্যক্রয় বিক্রয়াদি করিতে নিবেধ আছে, তৎপ্রযুক্ত সংসার নির্বাহের ব্যাঘাত জন্মিলে অবশেষে কৃষিকৰ্ম্ম করিবেন, কিন্তু হলবাহন লোকদ্বারা করাইবেন আপনি স্বয়ং করিবেন না, যেহেতু শূদ্রবৃত্তিগ্রহণ করা কোন কালেই ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে ॥ ১ ॥

কৃত্তিগ্ন যদি স্বীয় ব্যবসারে অশক্ত হন তবে বৈশ্য ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শূদ্র বৃত্তি করিতে পারেন না ॥ ২ ॥

বৈশ্য আপন কর্মে অকর্মণ্য হইলে সহজেই তাহাকে শূদ্র বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ দাস্য কর্মের দ্বারা বেতন লইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন ॥ ৩ ॥

শূদ্র যদি স্ব ব্যবসারে সংসারভরণে অক্ষম হয়, তবে শিল্প কর্ম অর্থাৎ সূচীকার্য ও অন্যান্য শিল্পকর্মাদি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবেন। এই প্রকার সত্যযুগে চারিজাতির জীবিকা কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যুগানুক্রমে ধর্মের হ্রাসতা প্রযুক্ত ত্রেতাযুগে অন্য প্রকার, দ্বাপর যুগে অপর প্রকার ধর্ম যাজন হয়। কলিযুগে তদনুক্রমে কিঞ্চিৎ মাত্র ধর্মব্যবস্থা, আরও সকলই প্রায় ভীষপ-রীত, একারণ কলিকে পাপময় কষায়কাল বলিয়া যুগা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সত্যযুগে প্রায়ই সকলে দীর্ঘজীবী ও সত্যবাদী, এবং তপস্যা, জ্ঞান চর্চা, যাগ, যজ্ঞ, দান ধর্মাদির পরিপূর্ণতা ছিল। অধর্ম দ্বারা ধন উপার্জন কেহই করিতেন না, পরবিত্তাপহরণে কেহই রত ছিল না, সকলেই ধার্মিক দয়াবান অরোগী ছিল, লোকের মধ্যে অনেক পাপাত্মা ও রোগী হইত, কিন্তু স্বকৃত পাপের ঝড়িতি প্রতিফলও পাইত ॥ ১ ॥

ত্রেতাযুগেরও এইরূপ স্বভাব, কেবল কিঞ্চিৎ ধর্মের বৈল-ক্ষ্য হইয়াছিল, ধর্মপাদানুসারে দশদশঅংশ জ্ঞানে পরমায়ু নির্ণীতছিল, সত্যযুগে লোকের মধ্যে একজন অধার্মিক ত্রেতাতে

দশ সহস্রের মধ্যে অনেক অধাৰ্মিক হইত। ছাপর যুগে ধৰ্মাধৰ্ম অর্ধেক, যত পুণ্যবান তত পাপী সমান ভাগ, পরমায়ু ত্রেতার দশাংশের একাংশ ছিল। কলিযুগে কিঞ্চিৎ মাত্র ধৰ্ম, সত্যবাক্যের ব্যবহার কদাচিৎ, মিথ্যাই সংপূর্ণ, তক্রপ তপস্যা, দয়া, দান, যাগ, যজ্ঞ ব্রতোপবাস পূজাদিও প্রায় বিলুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত, “লঙ্কেষু পুণ্যবানেকৌ ভবিষ্যতি ততঃ পরং”, লঙ্কের মধ্যে অনেক পুণ্যবান্। পরমায়ু ছাপরের দশাংশ, ক্রমে তাহাতে ও নানা বিষয়, রোগশূন্য ব্যক্তি মাত্র নাই, প্রতারণা শঠতাদি কদর্য্যকার্য্য সম্পাদক প্রায়ই সকল মনুষ্য। এবং সত্যাদি যুগক্রমে এই এই ধৰ্ম্মকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। সত্যে সত্য ও তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞ, ছাপর যুগে যজ্ঞ ও পরিচর্যা, কলিযুগে ঈশ্বর কীৰ্ত্তন ও দান মাত্র প্রধান ধৰ্ম্ম, এতদ্ভিন্ন অধিক যত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে ততই কল্যাণ দায়ক হয়।

এই মাত্র পুরাবৃত্তানুক্ৰম পুস্তকে সমষ্টিরূপে যুগধৰ্ম্ম ও ত্রুৎপত্তিকাদি রাজধৰ্ম্ম কহিলাম, অতঃপর সত্যাদিযুগে যে যে রাজা হইয়া ষেকপ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাহাই ক্রমে বর্ণনা করিতেছি, “চন্দ্রাদিত্য মনুনাঞ্চ প্রবরাঃ কত্রিয়াঃ স্মৃতা ইতি”, চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ আর মনুবংশ এই তিন জাতীয় কত্রিয়,। সত্যে মনুবংশেরা রাজ্য করেন, ত্রেতার সূর্য্যবংশ্য ছাপরে চন্দ্রবংশ্য কত্রিয়েরা ধরণীর শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কলিতে ব্রাত্য কত্রিয় ও রাজপুত্র কতিপয় দিবস রাজ্যরক্ষা করিয়া বিনষ্ট হইলে মেচ্ছাদিরা রাজধৰ্ম্ম গ্রহণ করে।

জ্যেষ্ঠপুত্র ষায়ন্ত্যু ব মনু ব্রহ্মাবৰ্ত্তদেশে রাজ্য স্থাপন করতঃ
অশীতি সহস্রোত্তর লক্ষবর্ষ পরিমাণে রাজ্য শাসন করিয়া
জ্যেষ্ঠপুত্র ষায়ন্ত্যুতকে রাজ্যভার দিয়া কনকাচলকন্মরে
ঐবেশ করিয়া তপোধৰ্ম্মে সংলগ্ন হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র উত্তান
পাদ যুবরাজ হইয়া দক্ষিণ দেশে রাজ্য শাসন করিতে
লাগিলেন, তৎকালে যুগাবন্ত্যর নির্গম ছিলনা। ষায়বু-
তের অবসান দিবা অৰ্ধাধি বৃণ সংখ্যা ঐথার বিধিবদ্ধ হই-
য়াছিল, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে, পূৰ্ব্বোক্ত মেরুদেবী ষায়
বৃত্ত মহিষী, সুনীতি ও সুরচী উত্তান পাণ্ডের পত্নীভবন হয়।
তঁাহাদিগের বংশোৎপত্তি ও ঐকরগাহি ভেদ পশ্চাৎ ব্যক্ত
করিয়া লিখিব।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

সুন্দরী মাহাত্ম্য ।

যন্মাং ত্ৰিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতীশিবে ।
তন্মাং স্বৰ্গেচ মৰ্ত্তেচ পাতালেহনাত্ৰ পার্শ্বতি ।
সুন্দরী পঞ্চমীশ্ৰীচ খ্যাতা ত্ৰিপুরসুন্দরী ।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ভভঃ ।
ষাং ছায়াং হৃদয়ে মেহদ্য দৃষ্টাভীতা সুরেশ্বরী ।
তন্মাং সাত্ৰিযু লোকেষু খ্যাতা ত্ৰিপুর ভৈরবী ॥

দেবাধিদেব মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিতেছেন। হে শিবে !
যেহেতু এতত্ত্ৰিভুবন মধ্যে তুমি আমার রূপকে অতিশ্রেষ্ঠ

করিলে। একারণ স্বৰ্গলোকে ও মৰ্ত্যলোকে এবং পাতা-
লাদি অন্যান্য লোকে, তুমি সুন্দরী, ও পঞ্চমী ঐবিদ্যা এবং
ত্রিপুর সুন্দরী নামে খ্যাতা হইবে। হে পার্শ্বতি! তুমি স-
ৰ্বদা ষোড়শ বর্ষীয়া থাকিবে, এজন্য তোমাকে সকলে ষো-
ড়শী বলিয়াও বিখ্যাতা করিবে। হে সুরেশ্বর! তুমি অন্য আ-
শাতে তোমার যে আপন ছায়া দেখিরা ভীতা হইলে, একা-
রণ ত্রিলোক মধ্যে তুমি ত্রিপুরতৈরবী নামে বিখ্যাতা
হইবে।

বাবস্থা ভগবত্যাশ্রয়স্থচিন্তা কৃপ্রাময়ী।

ভক্তস্তাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিহুঃ ॥

ভগবতীর যে অবস্থা অতি সুস্থচিন্তা, এবং সৰ্ব্ব জীবে রূপা
প্রদান করেন, তাহাকেই ভুবনেশ্বরী বলা যায়, ঐ ভুবনেশ্বরী
মূর্তি ভেদই রাজ রাজেশ্বরী নামে বিখ্যাতা।

যাচোত্তরিতারিণী প্রোক্তা যাচদিক্ৰর বাসিনী।

বৈমাললিত কান্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গল চণ্ডিকা।

কৌলিকী দেব দ্বুতীচ যান্তান্যা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

যিনি উত্তরতারি নামে উক্তা হইরাছেন, যাহাকে দিক্ৰর
বাসিনী বলাযায়, যিনি ললিতকান্তাখ্যা, যিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে
বিখ্যাতা, যাহাকে কৌলিকী ও দেবদ্বুতী বলাযায়, এবং আর
আর এইরূপ মূর্ত্তি সকলকে তারা রূপ বিভূতি জানিবে।

যাখ্যাতা ভুবনেশানী তস্যাত্তেদাহনেকথা।

ত্রিপুরটাজয়দুর্গাচ বনদুর্গা ত্রিকটকী ॥

কাত্যায়নী মহিষমূর্ধীচ বনদেবতা।

ঐগ্রামদেবতা বজ্রপ্রস্তারিণীচ শূলিনী ॥

গৃহদেবী গৃহারূঢ়া মেধারাধাচ কালিকা ।

কথিতাশ্চসমাসেন ভাসাংভেদাশ্চ নারদ ॥

যাঁহাকে ভুবনেশ্বরী বলিয়া খ্যাত করা যায়, তাঁহার বিভূ-
তিকরূপ অনেক প্রকার হয় । ত্রিপুটী ছুর্গা অর্থাৎ বীজএর
বিশিষ্টা, অন্নছুর্গা, বনছুর্গা, ত্রিকটকী, মহিষঘাতিনীছুর্গা,
যাঁহাকে কান্ত্যায়নী বলেন, আর বনদেবতা, ত্রীরামদেবতা,
বজ্রপ্রস্তারিণীছুর্গা, শূলধারিণীছুর্গা, গৃহদেবী, গৃহাকর্তা,
অর্থাৎ গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি, যিনি মেধা, যাঁহাকে রাধা বলা
যায়, যিনি কালিকা অর্থাৎ রুদ্রচণ্ডী প্রভৃতি নবকালী মূর্তি,
সংক্ষেপতঃ তোমাকে ভুবনেশ্বরীর এই সকল মূর্তিতেদ কহি-
লাম কলিতার্থ একা কালীই সকল রূপ হইরাছেন, রে বৎস !
পূর্বে তোমাকে কালী মাহাত্ম্য কহাতেই এ সকলের ব্রহ্মতা
নির্দিষ্ট হইরাছে, এক্ষণে প্রত্যেকরূপে মহাদেবী যে যে ক্ষমতা
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই উপাসক দিগের বোধার্থে
তোমার প্রশ্ন ক্ষুণ্ণে কহিতেছি ।

সাকালীজগতাং মাতাপতিঃ শ্রীঃ সনাতনৌ ।

আজ্ঞাপয় মহাদেব রূপমন্যজ্ঞরামাহং ॥

সেই আদ্যা ব্রহ্মশক্তি সনাতনৌ কালী নিজ পতি সদাশি-
বকে কহিতেছেন, হে মহাদেব ! আমাকে আজ্ঞা করুন আমি
অন্যৎ প্রকার আরো রূপ ধারণ করি ।

ঈশ্বর উবাচ । অধুনৈবজগদ্ধাত্রি যদ্রূপং কর্তুমিচ্ছসি ।

করিষ্যামিচ্ছতৎসর্বং বজ্রশ্রীভিস্তুবাচলা ॥

পার্বতীর প্রশ্ন অবগে মহাদেব কহিতেছেন, হে কালি !

হে অগন্ধারি ! অর্থাৎ অগন্ধের উৎপত্তিকারিণি ব্রহ্মশক্তি দেবি । ইদানীং তুমি যেকূপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমিও সেইমত রূপ বিস্তার করিব, যাহাতে তোমার অচলা প্রীতির উদ্বাবন হয় ।

অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানে ভেদ নাই, কালরূপ পরমাত্মা, কালী পরমাত্মা শক্তি, এই নানারূপ বিশ্ব কালে কালীকর্তৃক সৃষ্ট হয়, সেই ভাব এখানে উক্ত হইল । মহাদেব কহিলেন, হে কালি ! তুমি যত রূপ করিতে ইচ্ছা কর আমিও ততরূপে প্রকাশিত হই, যেহেতু আত্মা নিরঞ্জন, কেবল প্রকৃতিতে ভাসমান হন, সেই দৃষ্টান্ত এই দশ মহাবিদ্যা, অর্থাৎ দশবিধা শক্তি, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাও দশবিধরূপে ভাসমান, মৎস্তাদি দশঅবতারে তাহা সঙ্গত আছে, আত্মা ও আত্মশক্তি অভিন্ন, তাহাই জানাইয়াছেন । যথা “কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাদিত্যাदि” কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কালিকা, বরাহ তারিণী, হিমমস্তা নৃসিংহ, বামন মহালক্ষ্মী, রাম ত্রিপুৱেশ্বরী, বলদেব ভৈরবী, মীন ধুমাবতী, কুর্ম বগলা, বুদ্ধ কল্কী, জ্যোতী মাতঙ্গী, জামদগ্ন্য ভুবনেশ্বরীতি । কালী সর্বকর্ত্রী কাল সাক্ষীস্বরূপ হয়েন । কিন্তু আত্মার সত্তাতে শক্তি সর্বকর্ত্রী, তদর্থে এই বচন উক্ত হইয়াছে ।

দেবুবাচ । সর্বকর্ত্রাসি দেবেশ তবশক্ত্যা জগৎপতে ।

কিন্তুবাক্যং তববিভো জগতঃ পরমেশ্বর ।।

মহাদেবী মহাদেবকে কহিতেছেন । হে বিভো ! হে পরমেশ্বর ! তুমিই তোমার শক্তিদ্বারা সকল কর্ত্তা হও । হে

দেবেশ ! হে জগৎপতে । কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ তোমার কথা
কহি তাহা শ্রবণ করুন ।

মর্যাদাং স্থাপয়িত্বামি তপঃ কৃৎস্না সূক্তরং ।

তুং প্রীত্যে মহাভাগ প্রীতিস্ত কুরু তম্ময়ি ॥

হে মহাদেব । আমি কঠিনতর তপস্যা করিয়া তোমার
প্রীতির নিমিত্তে এই মর্যাদা স্থাপনা করিব, হে মহাভাগ !
অতএব আপনি আমাতে প্রীতি করুন । অর্থাৎ তুমি অতি
দুর্জ্জতা, দুষ্কর তপস্যা ভিন্ন তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না,
জগতে তোমার এই মহিমা স্থাপনা করিব ।

গৌরবা রক্তগৌরবা শ্যামং গুরু মথাপিবা ।

যদনাচা স্বরূপং যে তৎকুরুস্ব জগৎ পতে ॥

হে জগৎপতে শিব ! গৌরবর্ণ, বা রক্তগৌর, কিম্বা শ্যাম-
বর্ণ, অথবা গুরুবর্ণ কি অন্য কোনবর্ণ, আপনার স্বরূপ প্রী-
তির নিমিত্ত যাহা চর, আমাকে সেইরূপ বর্ণ বিশিষ্ট করুন ।

বামেণ পানিনা সাক্ষী মুখ্যো পরমেধরঃ ।

মার্জ্জয়িত্বা ত্রিয়া দেহং নির্মলং কৃতবান হরঃ ॥

মহাদেব পার্শ্বভী বাক্য শ্রবণ করিয়া, বামহস্তে ধরিয়া
তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন । এবং স্বপ্রিয়া পার্শ্বভী
শরীরকে মার্জ্জন করিয়া নির্মল করিলেন ।

মন্দাকিন্যা জলেরম্যে নাপয়ামাস পার্শ্বভীং ।

বিদ্যারূপ ভবেদৌরী রিদ্ধাদৌরীতি বিদ্যতা ॥

মন্দাকিনীর নির্মল মনোহর জলে পার্শ্বভীকে স্নান করাই-
লেন, নরকপা পার্শ্বভী তৎকালে তৎকণাৎ বিদ্যাতের ন্যায়

গৌরবর্ণা হইলেন, তদবধি সূন্দরী শক্তি বিছাৎ গৌরীনামে
বিশ্ৰুতা হন।

স্বাহা গৌরীতি শ্যামাচ শুক্লাচ রক্তগৌরিকা।

অনন্তরূপিণী মূর্তিঃ কোটি কোটি স্বরূপিণী।

শাকম্বর্যামলা সূক্ষ্মা ষট্ পদী ভ্রামরী ভবা।

অনেক বর্ণা গন্তব্য। অন্তরূপা সনাতনী ॥

অনন্তর বিছাৎ গৌরীকপা হইয়া সূন্দরী স্বাহাগৌরী
নামে শ্যাম বর্ণা হইলেন, এবং শুক্লবর্ণা ও রক্তগৌরী, শাক-
ম্বরী, অমলা সূক্ষ্মকপা, আর ভ্রামরী কপা হইয়া প্রকাশ
পাইলেন, কোটি কোটিশ রূপধারিণী অনন্তরূপা অনেক
বর্ণা ও অনেক মূর্তি হইলেন, তিনি সনাতনোন্মোদন রহিত।
নিত্যা প্রকৃতি হইলেন। কেবল সাধক শ্রীতির নিমিত্তে নানা-
রূপবতী হন।



গৃহস্থধৰ্ম্ম কথন।

দৃষ্টিপুতং নাগেহ পানং বস্ত্রপুতং পিবেজ্জলং।

সত্য পুতং বৃদেদাকং মনঃ পুতং সমাচরেৎ ॥ ইতিমদ্যুঃ ॥

দৃষ্টিপুত পানপ্রক্ষেপ করিবে, বস্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া জল
পান করিবে, মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক রসনাকে সত্য বিষয়ে
পবিত্র করিয়া বাক্য করিবে। আর মনঃ পবিত্র যাহাতে হয়
এমত কর্মের আচরণ করিবে। “যদিচ মতিবিরুদ্ধং সৰ্ব্ব
মেতদ্বিরুদ্ধমিতি”, যদিও বাহ্যশোচে পবিত্র হয়, তথাপি মনঃ

শুদ্ধি না হইলে পবিত্র হইতে পারে না এবং যদি বল কেবল মন পবিত্র হইলেই হয়, তবে বাহ্য শৌচের প্রয়োজন নাই। এমন তাৎপর্য্য নহে, ইহাতে উপরি উক্ত শ্লোকের এই অভি-প্রায় যে বাহ্যভাস্তর উভয় শৌচেরই আবশ্যিকতা, কারণ বাহ্য শৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি মনঃ শুদ্ধি না থাকে, তবে তাহার সমস্ত শৌচই ভ্রষ্ট হয়, এবং মনঃ শুদ্ধি বলিয়া যদি বাহ্য শৌচাচার না করে, তবে তাহাকেও শৌচ ভ্রষ্ট কহা যায়। একগুণকার অসত্য জ্ঞানের শাস্ত্রসিদ্ধ অনাচার বিশিষ্ট হইয়া লোক সমাজে বিচারে জিত হইবার অভিপ্রায়ে মোখিক বলিয়া থাকে যে আমাদের মনঃ পবিত্রতা নিমিত্ত সর্বদা শুচি আছি, আর বাহ্য শৌচের প্রয়োজন কি? তদর্থ্যে বক্তব্য এই যে যদ্যপি যথেষ্টাচার পরায়ণ হইয়া মনঃ পবিত্র আছে বলিলেই শৌচাচার সিদ্ধ হয়, তবে কোন শাস্ত্রেই বাহ্য শৌচের উল্লেখ থাকিষ্ঠ না, এবং নাস্তিক প্রভৃতি ইতর মনুষ্য যাহারা কৃতাকৃত শাস্ত্র মাত্র জানে না অবিরত অনিষ্ট চিন্তা, অনিষ্ট কর্ম্ম করণে প্রবৃত্ত, ও তাহাতেই তাঁহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন থাকে, সুতরাং স্বভাবশুদ্ধি প্রযুক্ত তাহাদিগকেও পবিত্র এবং তাহাদিগেরও শৌচ শুদ্ধি বলা সম্ভব হয়, ফলিতার্থ ভ্রষ্টাচারি ব্যক্তি ব্যতীত ধার্মিক জনে কখন একগুণ জঘন্য বাচালতা করিতে সাহস পায়না। বিনামূর্ত্তানে কেবল বাক্যে সাধু হইতে না পারে? এমন লোক জগতে দেখি না, অর্থাৎ ক্রিয়াবান ব্যক্তিই সাধু হয়, অক্রিয়ব্যক্তির সাধুতা কি? কখনে কেহই সাধু হইতে পারেনা। তাহা হইলে সকল জ-

নিষ্ঠ কৰ্মমাত্রেরই প্রতিবেশ থাকে না, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সুরাপান, যবনাস্ত্র গ্রহণ, এবং পরস্বাপহরণাদি করিয়াও একবার মুখে কহিলে হইবে যে আমার বাহ্য শুদ্ধি কি? চিন্তা শুদ্ধি প্রযুক্ত মনঃ সৰ্বদা প্রসন্ন আছে, এবাকা বলাতে কেবল মৃঢ়তামাত্রই প্রকাশ পায়।

জ্ঞানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকৰ্ম্ম বিধিক্রিয়াঃ।

মন্ত্রলাচার নিয়মাঃ শৌচশ্রুত্যা নিষ্কলাঃ ॥ ইতি ॥

হারীভঃ।

জ্ঞান, দান, তপস্যা, সন্ন্যাস, মন্ত্রকৰ্ম্ম, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, কৰ্ম্মকাণ্ড, যাগ, যজ্ঞ, এবং মন্ত্রলাচার নিয়মাদি সকল শৌচ শ্রুত ব্যক্তির নিষ্কল হয়।

শুচিং দেবাহি রক্ষন্তি পিতরঃ শুচিমন্নিযুঃ।

শুচিবিভ্যন্তি রক্ষাংসি যেচান্যে দুষ্কচারণঃ ॥

শুচি ব্যক্তিকে দেবতারা রক্ষা করেন, শুচি ব্যক্তির প্রতি পিতৃগণেরা প্রীতি বৃদ্ধ থাকেন, এবং রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রভৃতি যে সকল দুষ্কচাবিব্যক্তি তাহারা শুচি ব্যক্তির নিকটে ভীত হয়।

অতএব শৌচাচার পরায়ণ হওয়া কর্তব্য, হে স্বদেশজাত বন্ধুগণেরা সাবধান হও বেদশাস্ত্র নিম্নক যবন মুচ্ছ এবং আধুনিক ভাঙ্ক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের যথেষ্টাচার ও ব্যবহার দৃষ্টে স্বজাতীয় সনাতন ধর্মের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিহ না, যদিহ্যাৎ মোক্ষ কল্যাণ প্রাপ্তিছা থাকে, তবে শ্রুতি স্মৃতিসম্মত সনাতন ভূত হইয়া অবিরত অশ্লীলিত রূপে কৰ্ম্মকাণ্ড বিধির অনু-

সারে অনুদিন বিমলাঙ্করণে ভগবদনুস্মরণার্থে স্বীয় চিত্তকে নিযুক্ত করিয়া রাখহ ।

বেদোহখিলে ধর্মমূলঃ স্মৃতি শীলেচ তদ্বিদাঃ ।

আচারশ্চেব সাধুনা মাঙ্গম স্তুপ্তিরেবচ ॥ ইতি

মন্তঃ ৷ ১২ অং

সমস্ত ধর্মের মূল বেদ, বেদপদে ঋকযজুঃ সাম, অধর্ব্ব তাহার প্রমাণ দর্শনী স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থাৎ বেদবিৎ মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা স্মৃতি শীল হইলেন, তাঁহারা বেদ দৃষ্টে স্মৃতি শাস্ত্রকে প্রমাণ করেন, এবং প্রয়োগ কালে অনুষ্ঠের কার্যাদির আরম্ভ প্রযুক্ত বেদমন্ত্রকেই ধর্মের প্রমাণ করিয়াছেন, সুতরাং ঋতিউক্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যে সকল সাধুর আচার, তাহাকেই সনাতার কহে, যাহাতে আচার ভুলি হয় ।

(ব্রহ্মণ্যতাদিকপং শীলমিতি)

কুলুকভট্টঃ ।

ব্রহ্মণ্যতা, পিতৃমাতৃ ভক্তি, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা অন-
ন্যতা, মূঢ়তা অপারুবাৎ মৈত্রতা, প্রিয়বাদিৎ কৃতজ্ঞতা, শর-
ণ্যতা কারুণ্য প্রশান্তচেতি ত্রয়োদশ শীলং ॥ ইতি

হাতীভঃ ।

ব্রহ্মণ্যতা সদনুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান,
ও দেব পিতৃ ভক্তি করণ, সৌম্যতা, সর্বত্র সমদর্শী, অপরো-
পতাপিতা, পরোপতাপাদি কার্য্যকরণ, অনন্যতা, অনুস-
াহিত্য, অর্থাৎ পরগুণাদিতে দোষারোপণ নাকরণ, মূঢ়তা

নত্বস্বভাব, অপারুঘা, রুক্ষস্বভাবহীনতা, অর্থাৎ বাক্য
পারুঘা ও দণ্ডপারুঘাদি ভাগ, বাকপারুঘা পদে কটু বাক্য
দণ্ডপারুঘা পদে মারপিটকরণ, এই উভয় ভাগেব নাম
অপারুঘা, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা কৃতোপকারের
স্মরণ করা, শরণ্যতা, আশ্রিত প্রাতিপালন করা, কাকুগা,
সর্বজীবে দয়া প্রকাশ করণ, প্রশান্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, এই
ত্রয়োদশ প্রকার শীল হয়, অর্থাৎ স্বভাব হারীত ঋষি
ব্যাখ্যা করেন ॥ ০ ॥

ইহে গৃহস্থদিগের পক্ষে এই ত্রয়োদশ স্বভাব, ঐহিক
পারত্রিক উভয় কালিক সুখ সাধক হয়, ইহাতে অক্লিয়বান
গৃহস্থকে চুঃশীল কহা যায়, এতৎ স্বভাবের অতিক্রান্ত পুরু-
ষকে জাতীগণে কদাপি সত্য জ্ঞেয়ীতে গণ্য করেন না, অতি
স্বৃদ্ধান্ত আচারের নাম সদাচার ধর্ম্ম, ইহা যৎকর্তৃক রক্ষিত
হয়, সেই ধার্ম্মিক, তত্ত্বিন্ন অধার্ম্মিক । যথা

অতিস্বৃদ্ধান্তং ধর্ম্মমুত্তমং হিমানবঃ ।

ইহকৌর্টিমবাপ্নোতি প্রেত্যানুত্তমং সুখং ॥ ইতি

মহু । ২ অঃ

যে মমুখ্য অতি উক্ত এবং স্বৃদ্ধান্ত সদাচার ধর্ম্মের নিত্য
অনুষ্ঠান করেন, তাহার ইহলোকে পরমাকৌর্টি, ও পর-
লোকে পরমোত্তম সুখ লাভ হয় ।

অতিস্ববেদবিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রস্ত বৈস্মৃতিঃ ।

তে সর্বার্থেষু মীমাংসে ভাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্কভো ॥ ১০ ॥ ইতি

মহুঃ । ২ অঃ

ঋতি শব্দে বেদ, স্মৃতি শব্দে ধর্ম্ম শাস্ত্র এতৎ শাস্ত্রদ্বয়ের
অপ্রতিকূল মীমাংসায় সদাচারাদির অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম
প্রকাশিত হয়েন, অর্থাৎ ইহার একের পরিত্যাগে ধর্ম্ম রক্ষা
হয় না অর্থাৎ উভয়ানুষ্ঠান করিতে হয় ॥ ১০ ॥

যোবমনোভ তেমুলে হেতু শাস্ত্রদ্বয়ান্বিতাঃ ।

স সাধুভি বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ ১১ ॥

ইতি মনুঃ । ২ অঃ

মনু অত্রি বিষ্ণুহারীতাদি প্রণীতা স্মৃতি, এবং ঋতি এই
উভয় শাস্ত্র হেতুবাদ দ্বারা এতৎ শাস্ত্রদ্বয়কে যে ব্যক্তি
অবজ্ঞা করে, তাহাকে বেদ নিন্দক বলিবে। সাধুগণেরা ত্র্যম্বক-
গানুষ্ঠের অধ্যয়নাদি ও যাগযজ্ঞ দেবর্চনাদি কার্য্য হইতে
বহিষ্কৃত করেন, অর্থাৎ ঋতি নিন্দা বা স্মৃতি নিন্দা, এই
উভয়ই বেদ নিন্দক হয়, যেহেতু স্মৃতিও বেদমূলক হয় ।

পূর্ব্ব শ্লোকে “সামান্যোনা মীমাংসা ইতি,, পাঠে
মীমাংসা নিষেধানুকূল মীমাংসাপি ন প্রবর্ত্তনীয়েতি কুল্লুক
তত্,” অমীমাংসা পদে নিষেধানুকূল যে মীমাংসা তাহাতে
প্রবর্ত্ত হইবেক না, যথা বিহিত আচারবান্ হইবে, যাহাতে
ঋতি বাক্যে ও স্মৃতি বাক্যে ভ্রম না হয়। হেতুবাদদ্বারা
কুট শাস্ত্রাবলম্বনে বিশ্লষিতক বাক্যবৎ বেদাদি বাক্যকে
অপ্রমাণ করতঃ ধর্ম্মের প্রতিকূলে অবস্থান যে করে সেই
ব্যক্তি চার্ব্বাকাদি নাস্তিকের তুল্য নাস্তিক বেদ নিন্দক
তাহাকে বলি, যে বেদান্তর আবৃতি করে, কিন্তু তদ্বদিত

কৰ্মকাণ্ড আচাৰাদিতে প্রবৃত্ত না হইয়া ভ্ৰম করে, সেই ব্যক্তি বেদ নিন্দক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি জীবন মধ্যেও মৃত, অতি স্মৃত্যুক্ত সদাচারাদির নাম ধৰ্ম্ম । যথা

বেদস্মৃতি সদাচারঃ স্বস্যাচ প্রিয়মাত্মনঃ ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাহঃ সাক্ষাৎকৰ্মণা লক্ষণঃ । ইতি ।

মনুঃ । ১২ । ২ অং ।

প্রতিতে এবং স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে সদাচার, তাহার নাম ধৰ্ম্ম, যাহাতে আত্মার তুষ্টি হয়, তাহাকেই সনাতন ধৰ্ম্ম লক্ষণ কহেন । যথেষ্টাচাৰাদিতেও আত্মার তুষ্টি হয় বলিলে ধৰ্ম্ম হয়না, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত নিষিদ্ধ বর্জন পুরঃসর প্রসিদ্ধানুষ্ঠানকে সদাচার বলে, সেই সদাচার দ্বারা আত্মার তুষ্টির নাম ধৰ্ম্ম লক্ষণ হয় ॥ ১২ ॥

• নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্ৰৈর্বসোদিতো বিধিঃ ।

তস্য শাস্ত্ৰেহধিকারোহস্মিন্ স্ত্রয়োনাশ্য কস্যাচিৎ ॥

মনুঃ । ২ অং ।

গভ্রাধানাদি অন্তেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে বর্ণের বেদ মন্ত্রদ্বারা সংস্কারের অনুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে, সেই বর্ণেরই প্রতীতিস্মৃতি উদিত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান এবং বেদ অবগাধ্যায়নাদির অধিকার হয় ।

সুতরাং চাতুবর্ণের যথাধিকার, তথানুষ্ঠান কর্তব্য, । কিন্তু বেদাধ্যয়ন, বেদ শ্রবণ, এবং বেদার্থধারণ, অর্থাৎ তদনুষ্ঠান করণ, স্ত্রী, শূদ্র, ও পতিত ব্রাহ্মণাদির সৰ্ব্বথা নিষেধ, ইহা স্মৃতি প্রমাণে বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনে সূত্রিত করিয়াছেন । যথা ।

“ অবগাধ্যয়নার্থ প্রতিবেদ্যং স্মৃতেষু ” । ইতি

বেদান্তঃ ।

বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, এবং বেদার্থ ধারণ শ্রী শূদ্রের প্রতি নিবেদ্য। “ন শ্রীশূদ্রো বেদ মধীয়াতে,, ইতিস্মৃতিঃ। শ্রী শূদ্রে বেদাধ্যয়ন করিবে না।

যদি কেহ বল পূৰ্ব্বক অনধিকার চৰ্চা করে, তবে তাহাতে তাহার ক্ষেয়: নাই, পরে অনিষ্টোৎপত্তি হয়, সুতরাং গৃহস্থ শূদ্রাদির একপ বেদ পাঠের ফল কি? শুদ্ধ আত্মকল্যাণ সাধনার্থ বেদ পাঠকরা বিহিত, অহিতার্থে পাঠ করা কৰ্ত্তব্য নহে, যাহার প্রতি যেকোন ধনুস্মাৰ্ত্তান করিতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, তাহাতেই তাহার কল্যাণ হয়। বেদ প্রণীতধৰ্ম্মই সনাতন ধৰ্ম্ম, যথা “ বেদ প্রণিহিতো ধৰ্ম্ম স্ত্রধৰ্ম্ম স্ত্রদ্বিপৰ্যায় ইতি,, বেদোক্ত ধৰ্ম্মই ধৰ্ম্ম, তদ্বিপৰ্যীত অধৰ্ম্ম,।

বেদোদিতং স্বকং কৰ্ম্ম নিত্যং কুর্যা নভদ্রিতং।

তদ্বিকুৰ্ব্বনৃ বগাশক্তিঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥

মন্ত্ৰঃ। ৪ অং।

চতুৰ্ধৰ্ম্মের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন, যে বেদোদিত ও শূদ্রাদিত স্বাশ্রমোক্ত কৰ্ম্ম অতদ্বিত যাবজ্জীবন যথা শক্তি অনুষ্ঠান করিলে অস্ত্রে পরমা গতি লাভ হয়। যথা শক্তি পদে সাধ্যপক্ষে যতদূর পারে ততদূর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিবে তাহাতে কপটতা বা আলস্য করিবেনা, তাহা হইলে অসংপূর্ণতাতে ও সংপূর্ণ ফল লাভ হয়। যথা কুল্লুক ভট্ট লিখিতং।

“ নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানং পাপক্ৰয়ে সতি নিম্পাপান্তঃ করণেন ব্রহ্ম সাংক্যং কারামোক্যাবাঞ্চে রিতি ॥,,

নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপকর হইলে আত্মান্তঃ করণে ব্রহ্ম কাংকার জ্ঞান জন্মে, তদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। হহা রিতে মোক্ষ ধৰ্ম্মেও কহিয়াছেন। যথা

জ্ঞানমুৎ পদ্যতে পুংসাং ক্রমাৎ পাপস্য কর্মণঃ ।

তজ্জাদর্শতল প্রথো পশ্যত্যজ্ঞান মাস্মনি ॥

মনুষ্যেরদিগের পাপকর্মের ক্ষয় হইলেই পরমাত্মজ্ঞান উদয় হয়, তখন নির্মল মুকুর ন্যায় আপনার চিত্তে আপ-
নিই আত্মাকে দর্শন করে । অর্থাৎ নির্মল দর্পণে যেমন
আপনার রূপ প্রতি বিম্বিত হয়, তদ্রূপ তাহার নির্মল বুদ্ধিতে
আত্মা প্রতি বিম্বিত হন ।

অতএব ধর্ম্মই বলবান্ ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয়
না । একারণ মনুশাস্ত্রে গৃহস্থ প্রতি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যে-
রূপ অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছেন, তাহা না করিয়া কেবল
তত্ত্বজ্ঞান লাভের যত্ন করিলে ভ্রষ্টধর্ম্মী পদের বাচ্য হয়, জ্ঞান
লাভ হওয়া দূরে থাকুক তাহাকে নিয়ত নরক যন্ত্রণাই ভোগ
করিতে হয় ।

তুলসীমাহাত্ম্য ।

পুরাণস্ব কুলাঙ্গীশো বেদ বেদান্ত পারগং ।

পূজয়িত্বা যথান্যায়ং মনশ্চক্রে মহামতিঃ ॥

এবং প্রতিদিনং তস্য যথাকালং সমাচরেৎ ।

অচিরণৈব কালেন ভূমৌ ভূম্বুনি সমঃ ॥

পূর্বকালে রমুকুলের অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র, বেদ বেদান্ত
পারগ মহামুনি মরীচকে যথা বিধি পূজা করিয়া পরে নিত্য
ঐরূপ পূজা করিতে মহামতি রামচন্দ্র মনযোগ করিলেন,
অনন্তরপ্রতি দিন পূজা সমাচরণ করাতে মুনিমন্তম অভ্যাস
পরিভূক্ত হন ॥

সদদৌচ স্রজং দিব্যাং শ্রীরামায় পরাং পরাং ।

তুলসী বনজাতাঞ্চ মঞ্জরী পুষ্প ধারিণীং ॥

মহামুনি সেই মরীচি তুলসী বনজাতা দিব্যা পুষ্পমঞ্জরী
বিশিষ্টা পরাং পরা তুলসী মালা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান
করিলেন ॥

চতুর্কেদ ময়ীং দিব্যাং সদৌ রামস্ত মূর্দ্ধনি ।

তামাদায় ততস্তূর্ণং মঞ্জরী পত্র শালিনীং ।

দৃষ্টা চক্রোধ ভগবানুবাচ মুনি পুঙ্গবং ॥

চতুর্কেদ ময়ী মঞ্জরীও পত্রবিশিষ্টা দিব্যা তুলসীমালা শীঘ্র
গ্রহণকরতঃ মুনিবর শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে পরি প্রদান করি-
লেন । তীহা দেখিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মুনি পুঙ্গবের প্রতি
ক্রোধিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥

অহো কিমললেপোয়ং ব্রাহ্মণস্ত মহামুনঃ ।

বনস্পতেঃ পত্রজাতং কণ্ঠদন্তং মমোপরি ॥

অহো! কি আশ্চর্য্য । মহাত্মা ব্রাহ্মণের একি বিবেচনা?
ইনি বনজাত বৃক্ষের পত্রজাত মালা কি প্রকারে আমার
মস্তকে পরি প্রদান করিলেন ।

আশীর্বাদো দ্বিজ্যতীনং গ্রাহো যতি মতা মিত্তি ।

অতোহহং মুনিশার্দূল অবলপং বহামিতে ॥

হে মুনিশার্দূল! মতিমান্‌বাস্তিদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ
দিগের আশীর্বাদ সর্ব্বদাই গ্রাহ্য, একারণ আপনার অবি-
বেচনা সিদ্ধ প্রদত্ত এই মালা আমি বহন করিলাম ॥

এতৎস্বাকু বচনং রামস্তাণ্ডরযামিতং ।

শলাপ তুলসীদেবী রাজানং রঘুনন্দনং ॥

রোষ যুক্ত ঈরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাজারামকে তুলসী দেবী অভিশপ্ত করিলেন।

বস্মা অম্বাপলেপেন শিরসোমাং বিমুক্তবান্।

তন্মাদ্রাজেনৈবৈবেদেহ্য বিয়োগ স্তেভবিষ্যতি ॥

হে রাজেন্দ্র ! হে রঘুবীর ! যেমন তুমি অবজ্ঞা করিয়া মৎপত্র নির্মিতা মালাকে মন্তক হইতে পরিত্যাগ করিলে, সেই কারণ কোন কালে সীতার সহিত তোমার ও বিচ্ছেদ হইবে ॥

শপথ্যেতাং ততোদৃষ্ট্ৱ সীতা হৃদয় বল্লভং।

সক্রোধনয়নং চৈব মিদ মাহ মহামতিঃ ॥

তুলসী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সক্রোধ লোচন রাম অনন্তর তুলসীকে অভিশপ্তা করিতে উদ্যত হইলেন, এবদ্বৃত সীতা-বল্লভ দীপ্যমান ঈরামকে দেখিয়া মহামনা মরীচি এই কথা বলিলেন ॥

মরীচিকবাচ। সুপ্রসীদ মহারাজ ব্রজামিশ্রণং ভব।

কথয়ামি পুরাবৃত্তং বিচিত্রং মুনিস্তামিতং ॥

মরীচি ঈরামচন্দ্রকে কহিতেছেন। হে রাজেন্দ্র ! সুপ্র-সন্ন হও, ক্রোধ সম্ভরণ করহ, আমি তোমার শরণাপন্ন হই-লাম, এবিষয়ের এক পুরাতন আশ্চর্য্য ইতিহাস তোমাকে কহিতেছি, যাহা পূর্বে মুনীগণ কর্তৃক ভাষিত আছে ॥

এষাহি তুলসীমালা ময়াদস্তা নরেশ্বর।

অস্তা বিচিত্রা যাহাঙ্গ্যং মন্তঃ সৰ্ব্বংনিশাময়ঃ ॥

হে নরেশ্বর ঈরাম ! এই তুলসী মালা, যাহা আনাকর্তৃক তোমাতে প্রদত্তা হইয়াছে, ইহার যে আশ্চর্য্য মহিমা, তাহা আমার নিকট তুমি শ্রবণ করহ ॥

ইয়ংহি বৃক্ষরূপেণ মহালক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ।

ত্রাক্ষীয়ং পরমাশক্তি ব্রহ্মণো রোম সম্ভবা ॥

যিনি বিষ্ণুশক্তি মহালক্ষ্মী দেবী তিনই তুলসী বৃক্ষরূপে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন । এই তুলসী ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী ব্রহ্মার রোমে সম্ভূতা হইলেন ॥

ঋক্ বজ্রঃ সাম বেদাদাঃ শাখাচরণ সম্ভিতাঃ ।

যথাগন্ধা যথাগীতা গায়ত্রীচ যথা মতা ।

পদ্মযোনেঃ সমুদ্ভূতা তথৈয়ং লোক পাবনী ॥

ঋক্ যজুঃ সামাদি বেদচতুষ্টয় শাখা ও পদ্ম সমন্বিত পবিত্র কারণ, যেমন গন্ধা ও গীতা এবং গায়ত্রী লোকপাবনী, সেই রূপ পদ্মযোনি ব্রহ্মা হইতে সম্ভূতা এই তুলসী ও লোক পাবনী হইলেন ।

ষট্শ্রেয়া তিষ্ঠতে সমাক্ তুললক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ।

ইমাং বিনা তথালক্ষ্মী র্কিনাশায়োপজায়তে ॥

এই তুলসী যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিতা হন । এই তুলসী বিনা লক্ষ্মীর বিনাশ হয়, অর্থাৎ তুলসী বিনা কোন স্থানেই লক্ষ্মীর বাস হয় না ॥

এনাথারাদ্য দেবেশো মহাদেবো জগৎপতিঃ ।

অমুরং ঘোরনামান মজয়ন্ত্রণ সংকুলে ॥

এই তুলসীর আরাধনা করিয়া দেব দেব মহাদেব জগৎপতি রণ সংকুলে ঘোর নাম অমুরকে জয় করিয়াছিলেন ॥

এব মেবা মহাদেবী তুলসী বিশ্বরূপিনী ।

ত্বমপ্যারাদয়ন্তেনাং বিজয়ং প্রাপ্সিসিঋবং ॥

হে রাম ! একপ মহিমাম্বিতা বিশ্বরূপা মহাদেবী তুলসী, তুমি ইহার আরাধনা করহ, তৎপ্রসাদে নিশ্চিত সর্বত্র বিজয় প্রাপ্ত হইবে ॥

এতৎশ্রদ্ধাতু বচনং মহর্ষে মধুসূদনঃ ।

জয়ায় শিরসামালাং প্রণিপত্য চ সাদরং ।

অথাহ বিটপস্তম্ভাঃ সৰ্ব্বকাম ফলপ্রদং ॥

মহর্ষি মরীচির এই কথা শ্রবণ করতঃ বিজয় প্রাপ্তার্থে মধু-
সূদন কীরামচন্দ্র, সমাদরে প্রণতি পূর্বক সৰ্ব্ব কামপ্রদ তুলসী
পত্রমালা এবং সপত্র মঞ্জরী মন্তকোপরি ধারণ করিলেন ॥

ততস্তং ধৰ্ম্মমাস্থায় জগাম স্বগৃহং প্রতি ।

রোপয়িত্বা যথা ন্যায়ং পূজয়া যাস রাঘবঃ ॥

তদনন্তর রাঘব, তদ্ব্যস্মকে সমাশ্রয় করতঃ স্বীয় গৃহ প্রতি
গমন করিলেন । এবং গৃহেগিয়া যথা বিধি তুলসী বৃক্ষকে
রোপণ করতঃ নিত্যপূজা করিতে লাগিলেন ॥

যে চার্চ্ছিন্নস্তি মনুজা রোপয়ন্তি যথা বিধি ।

কীর্ত্তয়ন্তি চ যে লোকা স্তেষাং সিদ্ধির্ভ বিধতি ॥

যে সকল ব্যক্তি যথা বিধি তুলসী পুজা ও তুলসী বৃক্ষ
রোপণ করিবেন, এবং যে সকল লোক তুলসী নাম সংকীৰ্ত্তন
করিবেন, তাহাদিগের সমস্ত কামনা সিদ্ধি হইবে ॥

তুলসী রোপণ তথা পূজন বিধি ।

সজলং তুলসী পত্রং শিরসা ধারয়ন্তি যে ।

অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্ত ত্য মুক্তিস্তেষাং করেস্থিতা ॥

যে সকল ব্যক্তি সজল তুলসী পত্র স্বমস্তকে ধারণা করে,
এবং যথা বিধি তুলসী বৃক্ষোপরি, নিত্য অর্ঘ্য প্রদান করে,
মুক্তি তাহাদিগের করতল স্থিত হয় ॥

নদীতীরে শ্মশানে চ উষরে শ্লুষ্ক সমিধৌ ।

এবুরোপণং কৃৎবা বাতি কৰ্ত্তা বমালয়ং ॥

নদীর তীরে, বা ঞ্চশান ভূমিতে, অথবা উষর ভূমির মৃত্তি-
কোপরি, কিম্বা যবন মেঘাদি নীচ জাতির পুরীর সম্মিধি,
এই সকল স্থানে তুলসী রোপণ করিলে রোপণ কর্ত্তা যম
লোকে গমন করে, অর্থাৎ নরকে পতিত হয় ॥

মুহূর্ত্তোশান্য পুরতঃ খনিষা তাল মাত্রকং ।

পঞ্চগব্যং ময়ূরাণ্ডং ক্ষিপ্ত্বা তত্রদিনাগমে ।

রোপয়িষ্য নিশাভাগে, সূত্রেণাবেষ্ট্যাসপ্তধা ।

তন্মূলে পিণ্ডিকাং কৃষ্য হস্তমাত্রং সুবর্ত্তুলাং ॥

ঐগৃহের ঞ্চশান ভাগে, অথবা সম্মুখ ভাগে এক তন্তু মাত্র
গর্ত্ত করিবে, প্রাতঃকালে তন্মধ্যে পঞ্চগব্য ও ময়ূরের অণ্ড
নিঃক্ষেপ করতঃ রাত্রিকালে মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া
তদুপরি নিশাভাগে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিবে । এবং চারি
দিকে কাণ্ড চতুর্দশ স্থাপনা করিয়া সপ্তধা সূত্রে বেষ্ঠন করতঃ
তন্মূলে শোভন বর্ত্তুলাকৃতি মূণ্ড পিণ্ডিকা স্তূভীকৃত করিবেক,
অপর চতুষ্কোণ বেদিকা করিবে ॥

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা ।

কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

ঈনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
ক্রীকৃত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয় ।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা বস্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষ্ণাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

ত্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কোশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্বভূতং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল ময়নং চিত্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৬ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ আষাঢ়

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

মনুবংশীয় ক্ষত্রিয় দুই শাখায় বিভক্ত, এক উত্তানপাদি-
বংশ, অপর প্রিয়ব্রতবংশ; তন্মধ্যে আদৌ উত্তানপাদি
বংশের কথা কহিতেছি, এ বংশও প্রিয়ব্রত সম্বন্ধেরদিগের
সম কালবর্তী হয়।

উত্তানপাদরাজ্য দণ্ডকদেশে রাজ্য করেন, তাহার পত্নী-
 বর, প্রথমাসুসীতি, দ্বিতীয়া সুকুটী, ।—রাজা সুকুটীর বশবর্তী
 হইয়া জ্যোষ্ঠা সুসীতিকে বনবাসে প্রেরণ করেন, সুসীতি
 নগরোপশান্তে বনমধ্যে তাপসাত্ম্যে এক পত্রকুটীরে বাস
 করিতে লাগিলেন, রাজা একদা যুগ্মসার্থে বন গমন
 করেন, দৈব ছুর্যোগ বশতঃ তাহার সৈন্য সামন্ত সকল হিন্ন
 ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গমন করিল, রাজা একাকী অশ্বা-
 কট হইয়া বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এমনত সময়
 ভগবান মরীচিমালী অস্ত্রাচল চূড়াবলম্বী হওয়াতে ঘোরা
 যামিনী সমাগতবতী এবং ঐ সময়ে ঘন ঘটাচ্ছাদিত নভো-
 মণ্ডল হইতে মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, তাহাতে
 দশদিক নিবিড় অন্ধকারারূপ হইল বিদ্যাক্রান্ত নিঃশব্দে কণ
 কুহর বধীরীকৃত হইয়া উঠিল, কেবল বিদ্যাদীপ্তিতেই দিক্
 পরিধির কিঞ্চিৎ অবলোকন মাত্র হয়, মহারাজা উত্তানপাদ
 কোন্ দিকে যে গমন করিতেছেন তাহার কিছুই তিনি
 নিকূপণ করিতে পারিতেছেন না, কিমদূর একপে গমন
 করিতে করিতে বিদ্যাদালোকে পুরোভাগে এক পত্রকুটীর
 দৃষ্টি গোচর হইল, তদর্শ্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া প্রাণ পরী-
 ক্ষায় ঐ কুটীরাভিমুখে ক্ষতপদে গমন করিতে লাগিলেন ।
 বধন কুটীরাভ্যাসে সমাগত হইলেন, তখন বাহু প্রদেশে
 একটা বিটপীমূলে অশ্ববরকে বন্ধন করতঃ পদব্রজে গমন পূর
 হইয়া আত্মবস্ত্র পরিধারীরূপে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন,
 দেখেন তপস্বিনীবেশধারিণী, সুমলিন চেলখণ্ড পরিধারিণী

নিজ সিমন্তিনী সুনীতি তদ্বন্দ্যে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, অতিশয়
 দীনা কীণা মলিনা ভূশ কাতরা জীর্ণ কলেবরা সুনীতি স্বকু-
 টীরে রাজাভিগত দৃষ্টে পরম কষ্টান্বিতকরণে গাজোপধান
 করতঃ পুটাঞ্জলি বদ্ধ পাণিনী হইয়া সজলনয়নে হর্ষ গদ
 গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হা ? নাথ ! অদ্য একি আ-
 শ্চর্য্য বেশ দেখিতেছি, আমার চিত্তবাক্শিতামুকুলিতা আশা
 লতিকা কোন্ পুণ্যোদয়ে অদ্য প্রফুল্লকুসুমবতী হইল ! একি
 অভাবনীয় ঘটনা, চিরদুঃখিনী কি অদ্য তোমার স্মৃতি-
 পথাবলম্বিনী হইয়াছে ? ইহা অনুমান সিদ্ধ হয় না, যে হেতু
 বলবতী শুভগানুরূচী, বশবর্ত্তিজনের মনকে কি দুর্ভাগ্যজনের
 প্রতি গমন করিতে দিবে ? কদাচই নহে। কেবল সম-
 ভাগ্যোদয়ে কোন্ পুণ্যে দেবতা সানুকূল হইয়াছেন তন্নি-
 মিত্তই দৈবদুর্যোগ ঘটন কারণ অজ্ঞানতঃ ভ্রমেই আগমন
 হইয়াছে, হা ? বিধাতা : ! যেন আমার এমনি দিবা সর্বদা
 সুপ্রভাতা হয়। হা মহারাজ ! আমি অনাথা, তুমি রাজাধি-
 রাজ, যদিও মমপ্রাণেশ্বর বটে তথাপি অদ্য অতিথি, আমাকে
 তচ্ছচিত সৎকার করিতে হয়, কিন্তু আমি কি করিব, কোথায়
 যাইব, আহা মরি মরি আত্মবস্ত্র পরিধানই বা কত কষ্ট
 পাইতেছ, আমার এমন বস্ত্র নাই যে মহারাজাকে পরি-
 ধান করিতে দিই, আমার এমনি দশা করিয়াছ, যে তোমার
 মূন বদন দেখিয়াও কিছু ভোজন করাইবার সাধ্য নাই,
 হা বিধাতা, এমন হতভাগ্যকে অবনীতলে আর কি মুখে
 রাখিতেছ, এ প্রাণেইবা আমার কাষ কি ? ইহপরলোকোপ-

কারণ প্রাণপ্রিয়কে অদ্য পরিচর্যা দ্বারা পরিতোষিত করিতে আমার ক্ষমতা হইল না, এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করতঃ সুনীতি অশ্রুজলে স্বীয় সমস্ত কলেবরকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । পতিব্রতা স্ত্রীর কিবা আশ্চর্য্য ধৰ্ম্ম, পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা ও বিবিধ যন্ত্রণাজালে পরিতৃতা হইয়াও পতিপ্রতি ভক্তির অন্যথা হয় নাই, রাজা অতি অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরবৎ কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু সুনীতি তাহা একবারও মনে চিন্তা করেন না, ঘোরতর পতিবিচ্ছেদ সম্বন্ধে উত্তপ্তা হইয়াও রাজার প্রতি মনস্তাপ বিশিষ্ট হন না, পাছে মম্মনস্তাপে প্রাণনাথের কিছু অকল্যাণ ঘটনা হয়, রাজা সুনীতিরখেদোক্তি বিলাপ শ্রবণে এবং পতিব্রতা ধৰ্ম্মযাজনে ও ভক্তি দ্রাঢ়্য দেখিয়া অতি মূলজ্জিত হইয়া সুনীতির কর গ্রহণ করতঃ কুটীর মধ্যে পত্রাসনেই আদ্রবস্ত্রে উপবেশন করিলেন, সুনীতি তখন তাহাতেও সুখী না হইয়া, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি যে তোমাকে এমন অবস্থায় দেখিয়া দুঃখ সহ করিতে পারি না, এই কথা কহিয়া সত্ত্বরে তপোবন মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া মুনিপত্নীদিগের নিকট হইতে এক গানি বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া আনিলেন এবং মুনিপত্নীদিগের নিকট ও মুনিগণ সম্মুখানে এই সংবাদ করিলেন যে অদ্য আমার কুটীর মধ্যে মহারাজার শুভাগমন হইয়াছে, এতৎপ্রবণে সকলেই পরম সন্তোষিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হউক্ না হউক্ হউক্, রাজার মন তোমার প্রতিই হউক, রাজা যে তো-

মাকে মনে করিয়া তবু লইতে আসিয়াছেন, ইহার পর আর মন্তল কি আছে ? ইহা কহিয়া মূনিপত্নীগণে আসন বসন অশ্বন দ্রব্যাদি রাজ্যোপযোগ্য আহরণ করতঃ সুনীতিকে প্রদান করিলেন, এবং সকলে তৎসঙ্গে তদাঙ্গমে গিয়া রাজাকে দেখিয়াও আইলেন, পরে সুনীতি যথা সাধ্য পতিসেবা করতঃ নিশীথ সময়ে রাজ শয্যোপবিষ্টা হইয়া পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, দৈবযোগে সুনীতির ঐ দিবস ঋতুর পঞ্চমদিবস, পতিশয়নে শুভক্ষণে শুভ মন্ত ধারণ করেন, পরে প্রভাত সময়ে রাজা গাজোপধান করতঃ স্বগৃহে পুনরাগমন করিলেন, কালে সুনীতি এক সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন, মূনিগণেরা তাহার লক্ষণ দেখিয়া ধ্রুব নাম রাখিলেন, অপর সুরুচীরও উত্তম নামে এক পুত্র হয়, ধ্রুব একদা রাজসভায় গিয়া রাজসিংহাসনাকট হইবার বাসনা করিতে সুরুচী তাহাতেতিরস্কার করেন, তাহাতে অভিমানী হইয়া ধ্রুব হরির আরাধনা করিবার নিমিত্ত পঞ্চবর্ষ বয়স কালে নারদকর্তৃক উপদ্রষ্ট হইয়া হরিপ্রিয় মধুবনে এক বৎসর হরির তপস্যা করেন, ভগবান ধ্রুবপ্রতি পরিভ্রুষ্ট হইয়া ইহলোকে পিতৃবাজ্যের শাস্তা, পরলোকে সর্বোপরি উত্তম ধ্রুব-মণ্ডলের বর্ত্তপদে অতিবিস্তৃত করেন । যক্ষবৃদ্ধে সুরুচীপুত্র উত্তম নিহত হইলে রাজা পুত্রশোকে পরলোকগামী হন, সুরুচী, অলক্ষিচারোহণ করেন ।

অনন্তর ধ্রুব পিতৃ সিংহাসনপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসন করেন, ধ্রুবের শাসন কাল (৩৬০০০) বৎসর সম্পূর্ণ, এই সভ্য যুগের প্রথম সংখ্যাক পাত হয় । যথা ভাগবতং ।

যাই ত্রিংশদ্বর্ষ সাহস্রং শশাসি ক্রিতি মণ্ডলং ।

ভোগৈঃ পুণ্যকরং কুর্মস্ব ভোগৈঃ বশুভ করং ॥

উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুব বর্ষ ত্রিংশৎ সহস্র বৎস পরিমাণে
এই ধরামণ্ডলের শাসন করেন। ভোগ দ্বারা কৃত তপস্যার
ফলকে ক্রয় করিলেন, অর্থাৎ বিনাভোগে শুভাশুভ কর্মের
ফল ক্রয় হইতে পারে না।

ধ্রুবের পত্নী সুদেবী, তৎপুত্র উৎকল, তাহার পত্নী সুবীথি
তৎপুত্র বৎসর। উৎকলের শাসন কাল। যথা পুরাণ
সারং ।

পঞ্চাশদ্বস্তরং বর্ষশতং রাজা মকারয়ৎ ।

ত্রিবর্ণোপরিকং নীত্বা পুত্রান্যাদাম্ শাসনং ॥

উৎকল (১৫০) পঞ্চাশৎ বর্ষরাজ্য শাসন করতঃ ধর্মার্ণ
কাম এই ত্রিবর্ণ লাভে বৈরাগ্যোদয় হওয়ার্তে পুত্রকে রাজ্য-
ভার দিয়া অল্প বয়সেই তপস্যার্থে বনগমন করেন, ঐ উৎ-
কল পিতৃবৎ ধর্মতঃ রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছেন, ১৫০।৮।১০
দশুকা রণ্যমধ্যে তৎপ্রতিষ্ঠিত নগরের নাম উৎকল দেশ
খ্যাত হইরাছে।

বৎসরের ভার্য্যা নাগবীথি, তাহার ছয় পুত্র। পুষ্পার্ণ,
ভিষ্মকেতু, ইষ, উর্জ, বসু, অর। তন্মধ্যে অন্যান্য ভ্রাতারা
তপস্বী হইরাছিলেন, পুষ্পার্ণকে রাজা রাজ্যভিষিক্ত করেন।
তৎশাসন কাল। ৮৫ ৪ ৪৯। ৩। ২০।

এবং বহুসবৎ কালং সমহাস্তা জিতেজিরঃ ।

পিতামহ সমররাজ্যং শশাসি বিগতম্ভূহঃ ॥

উপর উক্ত বহু বৎসরকাল ইন্দ্রিয় ভ্রম করতঃ বৎসর পিতা মহের তুলা ধর্ম্যতঃ রাজ্য শাসন করেন, অনন্তর অনায়াসে লোভাদি রহিত হইয়া বৈরাগ্যপ্রাপ্তে পুত্রকে রাজ্য দিয়া বন গমন করেন ।

তৎপুত্র পুষ্পাৰ্ণ তস্যাপত্নী হন, প্রভা, প্রদোষা । প্রভা পুত্রভ্রম প্রসব করেন । প্রাতঃ । মধ্য । সারং) প্রদোষাপুত্র । প্রদোষ, নিশীথ, ব্যাধি এই হয় পুত্র, তন্মধ্যে পাঁচ-পুত্র কালাবয়বভূত হন, এক পুত্র ব্যাধি প্রজাপতি হইয়া রাজ্য করেন । ব্যাধি ভার্যা পুষ্করিণী । তাহাতে চক্ষুষ নামে পুত্র হয় ।

ব্যাধির রাজ্যশাসন কাল । যথা (৪১৮৮ । ৮ । ১০) ব্যাধি পুত্র চক্ষুষ, তৎপত্নী আকুতি, তাহার পুত্র (চাক্ষুষ) । চক্ষুষের শাসনকাল (৬৫৩৮ । ৭ । ৮) চাক্ষুষের ভার্যা (নডুলা) তাহার পুত্র একাদশ । যথা পুরুক্লম, মৃত, ছান, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নির্কোম, অতীরাজ, প্রহ্মান, শিবি, উল্লুক । দশপুত্র খণ্ডাধিকারী, উল্লুক পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন, চাক্ষুষের শাসন কাল, (৫১৭৬৩ । ৪ । ২১) উল্লুকের পত্নী (ভৃঙ্গরণী) তাহার হয় পুত্র । যথা অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অজিরা, গয়, পাচপুত্র সামান্য খণ্ডাধিকারী, অঙ্গ পিতৃ রাজ্য প্রাপ্ত হন । উল্লুকের রাজ্য শাসন কাল (৪৪৩৬৩ । ৭ । ৮) অঙ্গের ভার্যা (সুনীধা) তাহার পুত্র (বেণ) অঙ্গের শাসন কাল (৫৩৫৫৭ । ৪ । ২২) পরে অঙ্গরাজ্য বন গমন করেন, তৎপুত্র বেণ রাজ সিংহা-

সন প্রাপ্ত হন । বেণের পত্নী সুকন্যা, তাঁহার পুত্র নাই ।
এ বিষয়ে সংক্ষেপত বেণ চরিত্র বর্ণন করিতেছি ।

বেণরাজ্যশাসন ।

অধর্মাংশ সংভূত বেণ রাজা অধর্ম্ম প্রভাবে দুর্দশীল
হইল, বেদধর্ম্মের বিপরীত আচারবান হইয়া দেবতা ব্রাহ্মণ,
নিম্মা, এবং ঈশ্বর সেতু ভেত্তা হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্মূ-
লনের চেষ্টা করিতে লাগিল, সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতরূপে প্রতি-
ষ্ঠিত হইয়া কষায় কলিকালোচিত ধর্ম্মের প্রাবর্ত্তক হইল,
ঈশ্বরের বিদ্বেষী হইয়া নিরীশ্বর বাদে জগৎকে ভস্মাকুলিত
করিল, অত্যন্ত উগ্রশাসন মদবলোপপন্ন উদ্ধত কার্য্য
সম্পাদনের মূল হইয়া উঠিল, কিন্তু বেণের রাজ্য শাসন
কালে দম্ভাত্মমাত্র ছিল না, বেণের নাম অবগে দম্ভাংশে
এককালে লুপ্তায়িত হইল । যথা ।

অধর্ম্মাশাসন গতং বেণ মত্যাশাসনং ।

নিলিলা দশবঃ সদ্যঃ সপ্তগ্রস্তা ইবাধবঃ ॥

যখন অতি উগ্রশাসন বেণ নৃশাসন প্রাপ্ত হইল একথ
সকলে অরণ করিল, তখন দম্ভ্য তক্ষরাদি অর্থাৎ চোর
ডাকাইতি গণে এককালে বিলীন অর্থাৎ অতিভয়ে কে
কোথা পলায়ন করিল, যেমন সর্পের ভয়ে ইন্দুরগণ ত্রাসিত
হয় । কিন্তু বেণ নাস্তিক হওয়াতেই সকলে কুণ্ঠিত হইয়া
ধাকিল, যত অনিষ্ট কার্য্য আছে, তাহা সকলই বেণের
সম্পাদনীয় হইল । পর ভাগ আগামী প্রকাশিত হইবে ।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—ভো বন্ধন! দশমহাবিদ্যার অন্য প্রশ্ন যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার উত্তর পশ্চাৎ শুনিব, সংপ্রতি এই এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়া চিন্তকেবাস্থ করিতেছে, তদুত্তর প্রদানে চিন্তা স্থ-
স্থির করিতে আজ্ঞা হয়, বিগত আষাঢ় মাসে অনেকেই প্রায় রথযাত্রার উপলক্ষে ত্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তথায় দারুময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া ইহারা কৃতার্থতা লাভ স্বীকার করেন. এবং পুরাণেও লেখেন যে “জগন্নাথ মুখংদৃষ্ট্বা পুণর্জন্ম নবিদ্যাতে ইতি ।” ইহাতে আমার এই সংশয়, যে কাষ্ঠাদি নির্মিত কুৎসিতাকারী প্রতিমা দর্শনে যে অপুনর্ভব বিদেহ মুক্তি লাভ হইবে ইহা সম্ভবপর বোধ হয়না, এক জনের কম্পিতা কৃত্রিম মূর্তি, তাহাতে একরূপ ক্ষমতা হইবার সম্ভাবনা কি? শুদ্ধ ভ্রান্তি বশতঃ অজ্ঞলোকেরা পরিশ্রম করিয়া থাকে, আমি সিদ্ধান্তপক্ষে এইমাত্র স্থির কারয়াছি, আপনি ইহার কি উত্তর করেন?

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস জ্ঞানার্তিমামিন্!—ভ্রান্ত লোকে এইরূপ কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু ত্রীত্রীজগন্নাথ মূর্তির স্বরূপ লক্ষণ জানিবার নিমিত্ত যত্ন করিলে আর একরূপ ভ্রান্তি থাকিতে পারেনা, মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রচান্দ্র নামা ভূপতি অতি ধার্মিক, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, ছিলেন তিনি বশিষ্ঠোপদেশে সর্বজনহিতার্থে তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণে লক্ষিত দারুনির্মিত ব্রহ্ম মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, ওরূপ দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না, অর্থাৎ চিন্তে স্বরূপ লক্ষণ আত্ম তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা তাহা কে অবলোকন যে করে, অসংশয় তাহার মোক্ষলাভ হয়।

পূর্বে মহারাজা ইন্দ্রচান্দ্র, যিনি সূর্য্যবংশীয় কত্রিয়, তাহার

বাগ অবস্থা নগরে ছিল, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানো-
পদেশ করিতে অতিশয় রূপে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন,
সেই জ্ঞান প্রভাবে সংসার মুক্ত জনগণ প্রতি তাঁহার কারুণ্য
উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানভাবে অহরহ ভ্রাম্যমাণ
জীবগণ সংসারে মহাসংসৃতি যজ্ঞণা ভোগ করিয়া থাকে
তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি জন্য সমুদ্রকূলে এই সুধন্য দারুণময় ব্রহ্ম
মূর্ত্তির সংস্থাপনা করেন, অতএব ত্রীতীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগ-
ব্রাহ্ম দর্শনে সকলেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন, ঐ পুরুষোত্তম
মূর্ত্তি স্থাপনায় মহারাজা ইস্রাচ্যাম শুদ্ধ অধ্যাতত্ত্বজ্ঞানের
স্বরূপোপদেশ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণভাবে
অনিপুণ অদান্ত ভ্রান্ত পুরুষেরা সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে,
এই পৃথিবীস্থ সমস্ত বৈদিকধর্ম্মিলোকে চিরকালই জগ-
জ্জুর দর্শনলালসায় ত্রীক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, জাতি বিচার-
চারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, সর্বজীবে সমনর্শি হইয়া
সকলেই সকলের সহিত একত্রে মিলিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন
করিয়া থাকেন, ইহাতে বোধ করিতে হইবে, যে পূর্বজাত
মহর্ষিগণেরা যখন একপ উপদেশ করিয়াছেন, তখন ইহাতে
অন্যথা জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন
জনগণ হইতে তাঁহারা অতিশয় উচ্চতর জ্ঞানী ছিলেন, মহর্ষি
বেদবাস হইতে কেহই তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, যিনি বেদ বেদান্ত
ও ভারতাদি ইতিহাস এবং পুরাণ সংহিতাদি প্রকাশ করেন,
যে সকল উপনিষৎপ্রণেতা ঋষি, তাঁহারা সকলেই ঐ ব্যাসের
শিষ্য, অতএব সেই বেদবাস যখন বৃহৎপুরাণে উৎকলখণ্ডে,

ও ব্রহ্মপুরাণে জগন্নাথ দেবের মহিমা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তখন ঐ মূর্তি যে পরমাআর স্বরূপতত্ত্বোপদেশক তাহাতে কোন সংশয় নাই।

মহারাজা ইন্দ্রচান্দ্র মুৰ্ত্তি প্রকাশের পূর্বে তথায় একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তাহাতেই উপদেশ করা হইয়াছে যে বিনা যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান অন্নিতে পারেনা যথা “কষাঠৈক মতিপক্ষে ততো জ্ঞান মিতিস্মৃতিঃ,” কষাঠ কৰ্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বুদ্ধির পরিপাক অগ্নে, সেই পরিপক বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু অপক বুদ্ধিতে ঐশ্বর্য রূপী জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিলেও জীব পরিমুক্ত হইবে, “সংসার বিষয়ে ঘোরে পুনর্ষদিননিপ্যাতে ইতি,” ঘোর সংসার বিষয়ে জীব যদি পুনর্বার লিপ্ত না হয়, অর্থাৎ জগন্নাথ মূর্তি দর্শনানন্তর যদি আর সংসারে লিপ্ত না হয়, তবে দর্শন মাত্রেই মোক্ষ হইতে পারে?

শ্রীমজ্জগন্নাথ দেব সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য মূর্তি, যিনি ঐশ্বর্য, তিনিই পরব্রহ্ম হইলেন। যথা ব্রহ্মপুচ্ছ চতুর্ভুজ চতুরবস্ত্রাভে অবস্থিত, ঐশ্বরেরও পুচ্ছাবস্থা চতুর্ভুজ, জগন্নাথেরও অবস্থা চতুর্ভুজ, অর্থাৎ তুরীয়াবস্থায় আত্মা জগন্নাথ চতুর্থ পাদঃ। সুষুম্নাবস্থায় জীব সঙ্কর্ষণাখ্য বলরাম তৃতীয় পাদঃ। স্বপ্নাবস্থায় সুদর্শনাখ্য মনো দ্বিতীয় পাদঃ। জাগরিতাবস্থায় অহংকারাখ্য ভদ্রাদেবী অনিরুদ্ধ মূর্তিঃ প্রথম পাদঃ। যথা আত্মা, জীব, মনঃ, অহংকার, এই চতুর্ভুজ ব্রহ্মপুচ্ছ, তথা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ। এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুদর্শন,

সুভদ্রা, ইতিচতুর্কর প্রণবমাত্রা, অকার, উকার, মকারও নাদ । ইহাতে কোন অনৈক্য নাই, সুতরাং প্রণবস্বরূপ পরব্রহ্মের মূর্তি অগম্যথকে সমুদ্রতীরে মহারাজা ইন্দ্রহ্যম প্রতিষ্ঠা করি-
রাহিলেন, অদ্যাবধি প্রণবরূপী মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া
অগম্যক কৃতার্থ হইতেছে, অর্থাৎ প্রণবাবলম্বন করাই
তব সমুদ্র পারের উপায়, প্রণবই শেবমূর্তি, সকল ব্রহ্মাণ্ডস্থ
বস্তুই পরিণামে প্রণবেলয় পায়, কিন্তু প্রণব পর্য্যন্তই বিজ্ঞান
বিষয় হয় । যথা ব্রহ্মক শ্রুতিঃ ।

ভদ্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽধ্বর্ষবেদঃ

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোঽজ্যোতিষমিতি ।

অথপরা যয়া তদঙ্গর মধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

সবড়স্চতুর্বেদ, এসমস্তই অপরা বিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা
প্রভব, ইত্যার্থে শ্রুতি শিরঃ প্রণব পর্য্যন্ত ব্রহ্মমূর্তি কল্পিতা হয়,
পরা বিদ্যা অনির্দেশ্যা, যদ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া
যায়, সুতরাং প্রণবাবলম্বনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থ শেবউপাসনা,
সেই প্রণবই লগুণব্রহ্ম, তদুপাসনার চৌর্ণব্রত ব্যক্তি নিগুণতা
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয় । যথা মাণ্ডু ক্যশ্রুতিঃ ।

আগরিভাবহা বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথম মাত্রা ।

সর্বান্ কামানাদিত্ত ভবতি য এবং বেদ ।

আগরিভাবহার বৈশ্বানরাখ্য অনিরুদ্ধ অহংকার স্বরূপ
অকার প্রণবের প্রথম মাত্রা, যদ্বারা সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় ।
যিনি সর্বাভিলাষ পূরণের আদি, যদবলম্বনে সকলকর্ম্মে জীব
হয়, যিনি একপ জানেন তিনিই বেদরিৎ ।

আগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোন বিংশতি মুখঃ ।

স্থূলভূত্বেশ্বানরঃ প্রথমঃপাদঃ ॥ ১ ॥

আগরিত স্থান বহিঃপ্রজ্ঞঃ অর্থাৎ স্বীয় আত্মা ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ে বুদ্ধির অভিনিবেশ, যাহাতে অবিদ্যাকৃত বিষয়ে বুদ্ধির আশ্রয়, সুতরাং তাহাকে বৈশ্বানর শব্দে উক্ত করা যায়, যেহেতু চক্ষুরিম্ময়ের বহির্দৃষ্টি পৃথক্ পৃথক্ পথে পতিত হয়। প্রণবের প্রথম পাদ সেই অকার, আত্মবাহু প্রথম মাত্ৰা, অগ্নি সপ্তজিহ্বা। আহবনীর গার্হপত্য দক্ষিণাদি সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট বৈশ্বানর, একারণ অকারকে সপ্তাঙ্গ কহেন, এবং একোন বিংশতি মুখ, যথা পঞ্চ কর্ম্মম্মিয়, পঞ্চজ্ঞানেম্মিয়, পঞ্চপ্রাণ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই উনবিংশতি মুখ, ইহাতে স্থূল দেহস্থ শব্দাদি বিষয় পরিগ্রহ হয়, সুতরাং অকার প্রথমঃ পাদঃ ।

ইহাতে ভক্তাদেবোই অকার স্বরূপা, স্থূল দেহাদির বিষয়ে-ম্মিয় বোধ স্বরূপা, ইহার সপ্তাঙ্গ যথা হস্ত পাদাদি শূন্য কেবল, মুখ, নাসিকাদ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, কণ্ঠদ্বয়, এই সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট, সংপ্রতি মুখ স্বরূপ ইন্দ্ৰিয় বৃত্তির নিয়ন্ত্রী, তন্নিমিত্ত সুভক্তার সহযোগে আগরিতাবস্থায় অগম্যাত্মা মূর্ত্তি লোকের দর্শন যোগ্যা হইয়াছেন ।

অগ্নাবস্থায়ামন স্তৈজস উকার দ্বিতীয়ামাত্ৰা জ্ঞানসমুত্তিঃ
সমানন্ত ভবতি ।

অগ্নাবস্থায় মন উকার বর্ণ তৈজঃস্বরূপ দ্বিতীয় মাত্ৰা, জ্ঞান সংকুলাতিশয় সংকীর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট স্থূল দৃষ্টির অভাব হেতু অন্তর্দৃষ্টি বিশিষ্টঃ ।

প্ৰহানতৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্ৰোৎকৰ্ষাহুভয়

দ্বাষোৎকৰ্ষতিচৰৈ জ্ঞান সম্ভতিৎ সমানশ্চ ভবতি

নাস্যা ব্রহ্মবিৎকূলে ভবতি য এবম্বেদ ॥

স্বপ্ণাবস্থায় মনতৈজস অর্থাৎ তৈজঃস্বরূপ উকার মূর্তি দ্বিতীয়ামাত্রা, অন্তর্দৃষ্টি, তাহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কোন কার্য নাই, সুতরাং বাহ্য বিষয় অগ্নিহোত্ৰাদি সমস্ত কর্ম্মই অন্তরে সম্পাদিত হয়, আহবনীয় অগ্নির অধিষ্ঠান হেতু স্থাস প্রস্থাদির পরিগ্রহণ আছে, গার্হপত্য অগ্নির সযজ্ঞ রহিত, কিন্তু অকারে তাহা আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি সকল অন্তরে কার্য করে, বাহ্যে প্রকাশ নাই, অগ্নি সপ্তাঙ্গ ও ঊনবিংশতি মুখ বাহিরে নাই অন্তরে উপলব্ধি স্বরূপে অবস্থিত, বাহ্যে ভোগ বিলাসাদির অভাব অন্তরে বাগনা মাত্র, এই প্রবিভক্ত বাহ্য ভোগবস্তুর রস বোধক অন্য ভোক্তা বলা যায়, বিষয় বোধ শূন্য কেবল প্রকাশ স্বরূপ অর্থাৎ মন আছে এই মাত্র উপলব্ধি অন্য বিষয়ীত্বে কল্পিত হন।

ইহাতে উকাররূপী সুদর্শন ত্রীকৈত্রে অধিষ্ঠান করেন, ইনি তৈজস, যেহেতু সূর্য্যরূপে সুদর্শনের বর্ণনা নানা শাস্ত্রে আছে, সুদর্শন যে মনোকপ, তাহা ভাগবতে ও বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণুরূপ বর্ণনে কহিয়াছেন, “চলঃস্বরূপ মতাস্তৎমনশ্চক্রং সুদর্শনমিতি”, অত্যন্ত বেগবান মনোকপ সুদর্শন চক্র হয়। অতএব ত্রীপুরুষোত্তম কৈত্রে সুদর্শন মূর্তি দারুভূত আছেন এইমাত্র তাঁহার মূর্তি অপ্রকাশ শুদ্ধলগুড়বৎ সংশ্লিষ্ট, মনঃ সংযোগ তিন্ন ত্রিমূর্তির দর্শন হয় না, একারণ উকারাধা

তৈজস মনোদ্বারা শোভন মূর্তির দর্শন হয়, অর্থাৎ স্বদ্বারা
সুখদর্শন হয়, তাহার নাম সুদর্শন।

যত্র সুপ্তান কথং কামং কামরূতে ন কথং স্বপ্নম্প্রাতি

তৎ সুপ্তং। সুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকার স্তৃতীয়া মাত্রা।

সুপ্তাবস্থা তাহাকে বলি যাহাতে কোন অভিলাষের
অবস্থান নাই, এবং কোন স্বপ্নাদিও দর্শন হয় না, সুপ্ত
স্থান অতি সুখদ, কেবল বুদ্ধির স্থিরতা মাত্র মকার রূপ
তৃতীয়া মাত্রা হয়।

সুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানধন এবানন্দমরোহা

নন্দভুক্তচেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীরঃপাদঃ ॥

সুপ্তস্থান মকার তৃতীয়া মাত্রা, যেহেতু প্রণবের সমাপ্তি
মাত্রা, তাহাতে সন্ধিযোগে আত্মাতে সমস্ত একীভূত হয়, অ-
র্থাৎ অকার, উকার, মকার, এতদ্বর্ণত্রয় সন্ধিযোগে লয়প্রাপ্ত হ-
ইয়া একবর্ণ মাত্র দৃষ্ট তাহাতে ভাব্যভাবনার অভাবে আনন্দ
মাত্রোদয় হয়, তন্নিম্ন অন্য কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না, কেবল
সুখ স্বরূপ চিত্তমাত্র মুখ তাহাতে আনন্দ মাত্রই ভোগ করা
হয়, সুতরাং জীবাশ্মাও পরমাশ্মার একীভূত অবস্থার নাম
প্রণব, অর্থাৎ (ওঁ) তাহার উচ্চারণে যে পরমাশ্মাতে
একীভূত হওয়া যায়, তাহাকেই সুপ্তাবস্থা বলে, তদবস্থায়
নিরন্ত মনোরমণ করিতে থাকে, এজন্য তাহার নাম রামঃ।

এবিষয়ে বলরামকেই মকার রূপী সুপ্তাবস্থার সঞ্চর্ষণার্থ
জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেবল আনন্দময় মূর্তি, শুদ্ধ আ-
নন্দ মাত্র ভোক্তা, তদদর্শনে আনন্দা মুতচিন্তে প্রথমে মনুষ্য

মাত্র আত্মবিশ্মৃত হয়, যাঁহারা অগম্মাধক্ষেত্রে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমূর্তি দর্শন মাত্রেই বিশ্বয়মাগরে নিমগ্নচেতা হন, অর্থাৎ তৎকালে আরু আত্মাগার ধন জনাদি কিছুমাত্রকে যে স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারেন না, সে কেবল সেই মকারঅক শ্রীবলরামের মহিমা ।

অমাত্রচতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রগণ্ডোপশমঃ শিবোদৈত্ত ।

এবমোকার আত্মৈব সংবিশত্যান্মনা স্মানং যএবং বেদ ॥

ভুরীয়াবস্থা অমাত্রা অব্যবহার্য্য, যাঁহাতে সমস্ত মাত্রা কার্য্যের উপশম, সেই মঙ্গলস্বরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাআ ধন্যাঅক্ প্রণবস্বরূপ আত্মা, আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন, যে একপ আত্মে সেই বেদবিৎ ।

এই অমাত্র ভুরীয়াবস্থার আত্মা অগম্মাধ, তাঁহাতে কোন মাত্রার কার্য্য নাই, তিনি অজিত, অমৃত, পরমমঙ্গল রূপ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থায়বৎ রহিয়াছেন, এই জন্য প্রণবাকারে অগম্মাধের স্বরূপ রূপ দারুভূত প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্বরূপ তত্ত্ব আত্মাতে আত্মাতে অনুদর্শন করিলে জীবের অমরণ ধর্ম্মলাভ হয়, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি থাকে না । সুতরাং এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট জীব সর্ব্বদা পবিত্র হয় । শাস্ত্রে অনুশান করিতেছেন ।

পরমাত্তত্ত্বজ্ঞাতে সর্ব্বো পবিত্রা ভবন্তীতি ।

তত্ত্ব ন ব্রাহ্মণ্যকত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকর চাণালান্ত্যাদি
বিচারণা কার্য্য ।

পরমাত্তত্ত্বজ্ঞাত হইলে জীব সর্ব্বদা পবিত্র হয়. সেখানে

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর চাণ্ডাল
অন্ত্যজাদি জাতির কিছু মাত্র বিচার নাই।

এই সমস্ত ভক্তের পরিজ্ঞানার্থ পুরুষোত্তম কৈত্রে প্রসাদ
ভোজনে কোন জাতির বিচার করেন না, অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্ব-
জ্ঞান অগ্নিলে কেহই অপবিত্র থাকে না, শুদ্ধ আত্মাই পরম
পবিত্রের কারণ এই মাত্র শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। যথা
মৈত্রেয় উপনিষৎ।

অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়োভবতি। অনুপনীত উপনীতো ভবতি।
গোহ্মি পুত্রে ভবতি। সর্বাযু পুত্রে ভবতি। স সূর্য্য পুত্রে
ভবতি। স সোম পুত্রে ভবতি। স সত্য পুত্রে ভবতি।
স সর্কৈ সর্কৈদৈ রন্থ্যাতো ভবতি। স সর্কৈষু তীর্থেষু স্নাতো
ভবতি। তেন সর্কৈঃ ক্রতুভি রিষ্টং ভবতি। গায়ত্রী বষ্টিসহ
শ্রাণি জপ্তানি ভবন্তি। ইত্যাহ ভগবান হিরণ্য গব্ত্বো জাপো
নামৃতং গচ্ছতীতি ॥

প্রণবাবলম্বজন অশ্রোত্রিয় হইলেও শ্রোত্রিয়, অনুপনীত
হইলেও উপনীত হয়, সে সর্বদা পবিত্র, অগ্নিপুত, বায়ু-
পুত, সূর্য্য পুত, এবং সত্য পুত হয়, তাহাকে সকল দেবতাই
জানেন, অথবা সে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয় রুত্তি জাত হয়। সে
সমস্ত বেদাধ্যায়নের কল প্রাপ্ত হয়, সর্বতীর্থ স্নান, ও সর্ব
যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয়। বষ্টি সহস্র গায়ত্রী অপের কল পার,
ইতিহাস পুরাণ, ও রুদ্রীয় গীতা সহস্র পাঠের কল সিদ্ধি
হয়। ইহা ভগবান বেদাচার্য্য হিরণ্যগব্ত্ব কহেন, এতৎ
শ্রুতিপাঠে অমৃতং প্রাপ্তি হয় ॥

প্রণবাবলম্বনের যে কল তদনুরূপ ত্রিকৈত্র গমনের ও

জগন্নাথ দর্শনেরও কল দৃষ্টি গোচর হইতেছে। তথায় কোন জাতির বিচার নাই, কোন নিয়মের অনুষ্ঠান, বা একাদশ্যাদি কোন ব্রতের আবশ্যক নাই, সম্যক্ প্রকারে সকলেই পবিত্ররূপে তথায় বিচরণ করেন, সকলেই দেববৎ আচারী, বিধিমন্বিত ক্রিয়াদির অননুষ্ঠানেও পবিত্র রূপে সকলের গ্রাহ্য, সুতরাং প্রণবাবলম্বন জন্য যে কল, ত্রীকূলের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেরও সেটরূপ ফল, অতএব জগন্নাথদেব যে প্রণবরূপী পরমাআত্মাহাতে সন্দেহ নাই।

জীবের এই দেহকে পুরী শব্দে শাস্ত্রে উক্ত করেন, তাহাতে অধিষ্ঠান জন্য জীবাআকে পুরুষ, আর পরমাআকে পুরুষোত্তম বলা যায়। যথা (পুরীমুশেতে যঃ সঃপুরুষ ইতি) ॥ পুরীতে যিনি শয়ন করেন তাঁহার নাম পুরুষ,। এবং বৃহদারণ্যক ঋতিতেও আআকে পুরুষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্বজীবের শরীরে অধিষ্ঠান জন্য পুরুষ পরমাআ, শরীর মধ্যস্থ সমস্ত স্থান ব্যাপী আআ যদিও প্রণবাকার, তথাপি শরীরোপাস্তে ক্রমধ্যে দ্বিসল পঙ্কের উপরিভাগে নাদবিন্দু রূপ প্রণবাকারে তাঁহার বিশেষ স্থিতি হয়। অন্তরূপ অপারগীর সমুদ্র পারে ক্ষুণ্ণাধকগণে সমস্ত উপাসনার শেষ প্রণবাবলম্বন করেন, কেন না জীব নিস্তার জন্য তার, প্রণবরূপ আআ অল্প জলধিকূলেই নিরন্ত অধিষ্ঠিত আছেন, প্রণবাকড় ব্যক্তির, ভব সাগর তরঙ্গ সর্বদাই দৃষ্টি গোচর হয়।

পুরুষদিগের এই পরমতত্ত্ব পরিজানার্থ জলধিকূলে পুরু-

ষোড়শম ক্ষেত্রে প্রণবাকার মহাপ্রভু জগন্নাথদেব অবস্থিতি করিতেছেন। সেইহেতু ক্ষেত্রেরও নাম পুরী, তদধিষ্ঠান জন্য জগন্নাথদেবকেও পুরুষোত্তম বলেন। সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্বের সহিত পুরী ও পুরুষোত্তমের ভেদ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ত্রিলোকমণ্ডিতব্রহ্মাণ্ডকে পুরী বলে, তন্মধ্যে সৰ্ব্ব কারণ পরামায়া প্রমুখবৎ থাকেন, এ কারণ তাঁহার নাম পুরুষ, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ প্রযুক্ত জীবের অন্তরায়া পুরুষ রূপে ব্যাখ্যাত হন, এ বিধায় সেই উপদেশ স্বরূপ রূপ বাহ্যেও সমুদ্র কূলে পুরী ও পুরুষোত্তম জগন্নাথ মূর্তির অবস্থান হইয়াছে। সুতরাং একপ স্বরূপ জানে জগৎকু দর্শন জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রপুরী প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রণবাবলম্বনের ফল প্রাপ্তি হয়, এই তত্ত্ব পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যথা “জগন্নাথ মুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে। ইতি,, জগন্নাথ দেবের ত্রিমুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যেমন প্রণবাবলম্বীর পুনর্জন্ম নাই, কিন্তু পুনর্জন্মের দেহ ধৰ্ম্মে যদি লিপ্ত না হয়? সেইরূপ পুরুষোত্তম দর্শনেও সাক্ষী-মুক্তি কিন্তু “সংসার বিষয়ে ঘোরে পুনর্বদি নলিপাতে। ইতি,, যদি সংসার ধৰ্ম্মে পুনর্লিপ্ত না হয়, তবেই জগন্নাথ দর্শনে পরিব্রজ্য হইতে পারে।

যেমন প্রণবাবলম্বন জন্য ষোণাত্যাসের প্রয়োজন বিধায় প্রাণায়াম দ্বারা মূলস্থিত কুলকুণ্ডলিনীকে আগাইতে হয়, অর্থাৎ অগ্রেই কুণ্ডলী শক্তির উপাসনাদি করিতে হয় যেহেতু তিনি প্রসন্ন হইয়া আগ্রহতা হইলে, তবে প্রণবাবধারে জীবের

আজ্ঞা পুরে গতি হইতে পারে, নচেৎ হয় না, পুরীমধ্যে
 কুণ্ডলীকপা বিমলাদেবীও সেইরূপ, বিরাজমানা, তৎপ্রস-
 ন্নতা ব্যতীত পুরুষোত্তম দর্শন না, একারণ জগন্নাথ মূর্তি
 দর্শনার্থে ত্রীক্ষেত্রে যাত্রা কালীন যাত্রী সমুজ্জগণেরা অগ্রেই
 বিমলা দেবীর পূজোপকরণ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া
 যায়। সমুদ্র কল্লোলধ্বনি শ্রবণ নিবারণ কারণ পুরী
 মধ্যে যে শ্রুতি উচ্চ করিয়া পবনাত্মক অবস্থিতি করিতেছেন,
 তাহাতেই প্রাণায়ান যোগের বল প্রদর্শিত হইয়াছে।
 অর্থাৎ শ্রুতি শিরোভাগ প্রণবাত্মা প্রাপ্তগচ্ছ্য বৈদ শ্রুতি
 প্রমাণ দ্বারা প্রাণবায়ুকে সংযম করিলে আর মহোর্ষ্মি মালি
 সংসার সাগরের তরঙ্গ কল্লোলধ্বনি সাধনের শ্রুতি কুহরে
 প্রবিষ্ট হইতে পারে না, এইমাত্র উপদেশ, নতুবা পুরীমধ্যে
 সমুদ্র ধ্বনি প্রবিষ্ট হউক্ বা না হউক্ তাহিচারের প্রয়োজন
 করে না। সর্বত্রই লক্ষ্মীনারায়ণে একত্রাবস্থান করেন কিন্তু
 পুরুষোত্তমক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবীর সহিত জগন্নাথ দেবের ত্রীম-
 ন্দিত্রে অবস্থান নাই, তাহারও এই অভিপ্রায় যে প্রণবাব-
 লম্বি সাধকের ঐশ্বর্য্য প্রতি দৃষ্টি থাকে না, যেহেতু পরমাত্মা
 ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মে কদাপি লিপ্ত নহেন। এবং ত্রীক্ষেত্রে যে অক্ষয়
 বট বৃক্ষের অবস্থিতি, তদর্থ্যে ইহাই জানাইয়াছেন, যে বট
 রূপী এই ব্রহ্মাণ্ড ইহার নিত্যস্থ সিদ্ধি আছে, অর্থাৎ এই
 ব্রহ্মাণ্ড কখন প্রকট, কখন বা অপ্রকট, ঐ ব্রহ্মাণ্ডাখ্য বট
 শাখাবলম্বিতায়া নিরন্তর কারণ স্বরূপ সংসার জলে প্রমুগ্ধ
 থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত আকালিক প্রলয়োপলক্ষে প্রলয়

সলিলে ভাসমান মার্কণ্ডেয় কর্তৃক জ্ঞান্নাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ মান্নামোহিত মহর্ষি ভগবান্ মার্কণ্ডেয় প্রলয়ে একাৰ্ণবে ভাসমান হইয়া বটদলে পরমাআকে শয়িত দেখিয়া তন্নিকটে অভিগমন করেন, বহি-ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে স্থিতিজন্য জ্ঞান না পাইয়া তৎশরীরে প্রবিষ্ট ঋষিকর্তৃক তদভাস্তরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকিত হয়, পুনর্বারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহর্ষি সমস্ত বিশ্বকে জল-ময় দেখেন, ভূয় প্রবেশে তন্মোদরে বিভাসমান বিশ্বের অবলোকন করেন, এবিধায় বিশ্বের ও বিশ্বকর্তার নিত্যস্থ সিদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মাই সকল ও আত্মাতেই সকল, শুদ্ধ মান্না বিলসিত বিশ্বরাজ্য পৃথক্ রূপে প্রতিভাত মাত্র।

তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কণ্ডেয় সরোবর, এবং শ্বেত-গঙ্গাদি যে ষট্‌তীর্থ পুরী সন্নিহিত আছে, তাহাতে নানা প্রকার বৈদিককর্ম করিতে হয়, তাহারও এই তাৎপর্য্য যে প্রণবাবলম্বন হেতুক ঋত্বাক্ত ষড়ঙ্গযোগে সিদ্ধ হইতে না পারিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, সেই দৃষ্টান্তে এই ছয় তীর্থে বিধি বোধিত কর্মকাণ্ড সম্পাদনার্থ উপদেশ করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অষ্টাদশ প্রকার বিঘ্ন আছে অর্থাৎ সাধকের দারাপত্যাদির স্নেহই মহাবিঘ্ন, তাহাহইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে পরতত্ত্বানুদর্শন হয় না, সেই উপদেশ দিবার নিমিত্তে এই স্থলে আটারনাল পাঠ হইবার বিধি, অর্থাৎ ঐ আটার নাল পুরুষোত্তম দর্শনপথে প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আত্মতত্ত্বের মহাবিঘ্ন বোধে পুজা-

দিকে ঐ অষ্টাদশ স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে পোষিত করেন, অতএব
যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু হইবেন, তাহারা অশংশর দারা
পত্যান্নির মোহকে পারিত্যাগ করিবেন, নতুবা তত্ত্বপথে অব-
স্থিতি করিবার যোগ্য হইবেন না।

তুলসীমাহাত্ম্য।

বারিধারাক্ষ নিঃক্ৰিপা পুঞ্জয়েন্নতিমান্ বরঃ।

গন্ধপুষ্পে শুভাধুষ্টৈঃ প্রদীপৈশ্চ যতপ্লুতৈঃ।

পায়সৈর্দধি ভট্টৈশ্চ পূজয়িত্বা যথা বিধি॥

তুলসী ব্রহ্মোপরি বারিধারা নিঃক্ষেপ করতঃ বুদ্ধিমান
মানব গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, যতপ্লুত প্রদীপ, এবং পায়স, দধি, অন্ন
ও নৈবেদ্য প্রদান পূর্বক যথা বিধি পূজা করিবেন। অর্থাৎ
পূজা করিয়া পরে অর্ঘ্য দান করিবেন।

যথা।

তুলসৌ নম ইহ্যজ্ঞা। দদ্যাদর্ঘ্যং বিভূতয়ে।

শংখস্থিতং তোয় পূর্ণং দূর্জাক্ত সচন্দনং।

কুশাগ্রঞ্চ সপুষ্পঞ্চ এতদর্ঘ্য যুজীরিতং॥

অলপূর্ণ শঙ্খ পাত্রস্থ দূর্জা, তণ্ডুল, চন্দন, কুশাগ্র, উক্তপুষ্প
অর্থাৎ কম্বোর, যবা, অপরাভিতাদি পুষ্প, এই অর্ঘ্য সামগ্রী
আপনার বিভূতি লাভ কামনায় “তুলসৌনমঃ”, এই মাত্র
মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

তুলসী ধ্যান।

যায়ৈশ্চেরীং নবশশিমুখীং পকবিধাধরৌজীং

বিদ্যোভদ্রীং কুচবৃগভরা নম্র কম্পাক্ষ বষ্টিং।

ঐবকাস্য ললিত বহনাং চন্দ্রসুখ্যাদি নেত্রাং

খেতাজীং তা মতর বরদাং খেতঃ

মহাদেবী ভুলসী নবোদিত চন্দ্র ন্যায় বদন কমল বিশিষ্টা,
সুপক বিশ্বকলারূতি ওষ্ঠাধরে শোভিতা, অতি দীপ্তিমতী,
পরোধর তারাজ্যাস্ত আনমিত কলেবরা, ঈষৎ হাস্যমুখী, চন্দ্র
সূর্য্যায়ি রূপ নরনরজয় ভূষিতা, শ্বেতবর্ণা, দ্বিভুজা, বরাভয় ধা-
রিণী, ও শ্বেত পদ্মাসনে উপবিষ্টা এইরূপ তাঁহাকে ধ্যান
করিবে ॥

ভুলসীস্তোত্র।

ঈশ্বরউবাচ। ইচ্ছাদৈব্যঃ সততৈর্দেবৈরর্চিতাঃ সুরমুন্দরীং।

ভক্তানাং বরদাং বন্দে ভুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ১ ॥ ইতি।

মৎস্যসূক্তে।

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিতেছেন, হে দেবি! ইচ্ছাদি সমস্ত
দেবগণ কর্তৃক পূজনীয়া, দেবমুন্দরী, ভক্তদিগের মনোভিমত
বরপ্রদা, শাস্ত্ররূপিণী ভুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

নাদবিন্দুকলাতীতাং যুগ্মমালাং তপস্বিনীং।

বান্দেবরতাং বন্দে ভুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ২ ॥

নাদ বিন্দুকলার অতীত মূর্ত্তি, যুগ্মমালাবিভূষণা, মহা
তপস্বিনী, শাস্ত্ররূপিণী ভুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

নাদবিন্দু কলাপদে আজাপুরচক্রাভীতা অনুষ্ঠার্যা মাত্ৰা
স্বরূপা, যুগ্মমালা বিভূষণাপদে, কালস্বরূপা প্রলয়ে প্রলয়ে
নরসকল তাঁহাতে মালাগ্রথিত বৎ বিলীনভাবে থাকে অর্থাৎ
ভুলসীর নাম কালী, সেই কালীর যুগ্মমালা ভূষণবৎ ইহঁ-
রও যুগ্মমালা। ভুলসীর নাম কালী একথা বলাতে যদি
ভাগবতগণেরা মনে মনে বিরক্ত হন, অতএব তাঁহাদিগের
প্রতিবোধন জন্য লিখিতেছি, যে নিত্য প্রকৃতিকে কালরূপে

বলিয়া সকল শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন, অতএব কালস্বরূপকে কালী, কালস্বরূপ পুরুষকে কাল বলি স্বভাব। যথা ভাগবতে ব্রহ্মসমে । “ স্বকালশক্তিঃ কপয়ঃ শচরেদুবি ইত্যাদিঃ, কালশক্তি দ্বারা ভগবান্ ভূবিভারহরণ করিয়া থাকেন, ইত্যার্থে কালশক্তিকে কালী বলিয়াছেন, ইহাতে কালশক্তি স্বরূপা তুলসীর নাম কালী বলায় হানি নাই ॥ ২ ॥

সর্বদেবময়ীং দেবীং দেবগত্রীং মনোহারিক্যং ।

যোগগম্যা মহৎ বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ৩ ॥

সর্বদেবময়ী, দেবগত্রী, গায়ত্রীস্বরূপা, মনোহারিক্য বিশিষ্টা, অথচ যোগীদিগের যোগগম্যা, শাস্ত্ররূপিণী তুলসী দেবীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

সুরানুরবিশেষজ্ঞাং সর্বকালকারভূষিতাং ।

ত্রিভুগজ্জননীং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ৪ ॥

দেবগণ এবং দৈত্যগণ এতদুভয়ের বিশেষরূপ কারণজ্ঞা, সম্যক্ অলঙ্কারে ভূষিত গাত্রা, এতৎসংগজ্ঞায়ের উৎপাদন কর্তৃ শাস্ত্ররূপা, তুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন শীমতা ।

কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার প্রস্তুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বন্টন হয় ।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইক্ৰীটে ১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা বস্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ ।

২ কল্প ১৮ পঙ্ক



সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কোশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্থলুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৭ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ ভাদ্র ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

বেণরাজ্যশাসন ।

অধর্ম কন্যা। সুনীথা অঙ্গরাজ্যার বীর্যে গত্র ধারণ করতঃ
যথাকাল গত হইলে পুত্র প্রসব করেন। পিতা তাহার জাত
কর্মাদি সমাপন করিয়া অনন্তর (বেণ নাম রাখেন। ঐ

বেণমাতামহ দোষে মহা পাপাত্মা, বাল্যকালবিধিই ছরত,
অধর্ম্ম অংশে উৎপন্ন বিধার অভ্যস্ত অধার্ম্মিক হইল, এই বেণ
প্রথম কালে মৃগয়া কালে ধনুর্জারী হইয়া বন প্রদেশে পর্য্য-
টন করতঃ বৈধা বৈধ সকল পশুকেই হনন করিতে লাগিল,
সময়ে২ নর প্রাণ ঘাতনেও দয়াহীন হইল ॥ যথা ।

আক্রীড়ে ক্রীড়িতো বালান্ বয়স্য নতি দারুণঃ ।

প্রমহানিরমু ক্রৌশপশুমার মমারয়ৎ ॥ ইতি ।

ভাগবতঃ ।

ছুরাত্মা বেণ এমন নির্দয় হইল যে কাহারও প্রতি তাহার
করুণা নাই । সমবয়স্য বালক সকল, বাহাদিগের সহিত
নিরস্ত বালক্রীড়া করে, তাহাদিগকেও ক্রীড়ান্তানে অতি
নিদারুণ হইয়া পশুর ন্যায় হনন করিয়া থাকে ।

এইরূপ সম্যক্ প্রকারে অনিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিতে অ-
পেক্ষা করে না, গোহিংসা, ব্রহ্মহিংসা, দেবহিংসায় রত
হইয়া, সকল লোকেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিল । নির্দয় বল
স্বভাবাপন্ন হইয়া যত অসৎকর্ম্ম আছে তাহার সকলই পরি-
গ্রহ করিল । প্রাপ্ত বয়সে বেণ অতিশয় দুর্দান্ত হইয়া
পৃথিবীকে ভয়াকুলিতা করতঃ বিচরণ করিতে লাগিল, বেণ
যখন রথাক্রম হইয়া ভ্রমণার্থে গমন করে, তখন সকলদিকেই
প্রজারা অভ্যস্ত ভয়ে ব্যাকুলিত চিত্ত হয়, পরমধার্ম্মিক চূড়া-
মণি মহারাজা অত্র ঐ অসৎপুত্রের শাসন করিতে বিশেষ
প্রয়াস পাইতে লাগিলেন । যথা ।

তংবিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসতৈ বিবিধৈ নৃপঃ ।

যদা ন শাসিতুং কল্পে দৃশমাণীঃ মুহূর্ণনাঃ ॥

সেই খলপুঞ্জ বেণকে ছুরাআ দেখিয়া অজরাজা বিবিধ
প্রকারে শাসন দ্বারা যখন আত্মবশে আনিতে না পারিলেন,
তখন অত্যন্ত দুর্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥

অসং পুত্রাপেকা পুরুষের মনস্তাপের বিষয় আর কি
আছে? এবং কদমতা সদৃশ দুর্ভাগ্য চিরই বা কি আছে?
যেহেতু দুম্পুঞ্জ হইতে মাতা পিতার নিয়ত যত্নগণ ভোগ
হয়। যথা।

যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তি রথশ্মশ্রু মহানু নৃণাং ।

যতোবিরোধঃ সর্ব্বথাং যত আধিরনন্তকঃ ॥

যেহেতু কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কুপ্রজাই পাপীয়সী কীর্ত্তি হয়,
যাহা হইতে মনুষ্যাদিগের নিয়ত মহান্ অধর্ম্ম জন্মে, যাহা
হইতে সকলের সহিত বিরোধ হয়, যাহা হইতে অশেষ
মনস্তাপে তাপিত হইতে হয় ॥ • ॥ আমি পুত্রবান, আ-
মার এই পুত্র কেবল এতদ্বাক্য মাত্র আপনার মোহবন্ধনের
কারণ, যাহা হইতে ক্রেশপ্রদ গৃহীর গৃহ হয়, অর্থাৎ অসং
পুত্র সহিত গৃহবাসে দুঃখবৈ সুখ লেশ কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই,
ইহা সুপণ্ডিতেরা মান্য করিয়া গিয়াছেন, কুপুত্রই সম্যক্
শোকের আশ্রয়, সুতরাং অসং পুত্র হইতে ক্রেশিত যে গৃহ,
সেই দুঃখাবহ গৃহ পরিত্যাগ করাই গৃহীর শ্রেষ্ঠ কল্প হয়।
এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করতঃ অজ রাজা আত্মমনে সীমাংসা
স্থির করিলেন, যে এক্ষণে আমার সপুত্র গৃহ পরিত্যাগ
পূর্ব্বক বন গমন করাই উচিত। এইরূপ আশয় বিবল্লভেতা
হইয়া অজরাজা যামিনী যোগে বরকামিনী বেণজননীর

সহিত শয়নাসনে নিবগ্ন হইলেন। অলঙ্ক নিদ্রা ভূপতি নিশীথ সময়ে গাত্ৰোত্থান করতঃ রাজ্যকে গাঢ় নিদ্রাপন্ন দেখিয়া নিজগৃহ হইতে বহির্নিষ্কান্ত হইয়া সাম্রাজ্য সুখভোগের স্পৃহাকে পরিভ্যাগ পূর্বক নির্মলুজ নিবিড় কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তপো ধর্ম্মে লগ্ন হইলেন।

শরীরীশেষে মহারাণী গাত্ৰোত্থান করতঃ শয়নীরে মহা রাজাকে না দেখিয়া বাস্তব সমস্তা হইয়া পুরাতন্যস্তরে অশ্বেষণা করিতে লাগিলেন, কুত্রাপি রাজানুসন্ধান যখন প্রাপ্ত হইলেন না, তখন পতি বিরোগজনিত দারুণা যাতনা আসিয়া মহারাণীর মানস গৃহকে একালেই অধিকার করিল, তদ্বশে রাজাধিরাজমহিলা অতি ম্লান, বিবর্ণবদন, সজলনয়না পতি বিরহ দহনে দহমানা, বিমুক্ত কবর প্রজা ও বিগলিত ছুকুলা হইয়া হা নাথ! হা নাথ! ইতি বাক্য মাত্র উচ্চৈঃস্বরে ব্যাক্তকর্ত্তী হইয়া বনুমতী তলে নিপতিতা হইলেন। তদ্রূপে পুরবাসিনী পরিচারিকাগণে সমবেত হইয়া বাস্তব সমস্ত চিন্তে সকলে বাণীকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। ভ্রমারহস্তা, কোন দাসী সুবাসিত শীতলজলে মুখ ধৌত করাইলেন, কোন দাসী ব্যজনহস্তা চামর দ্বারা উপবীজিতা করিতে লাগিল। পরে জন ঈর্ষ্যদ্বারা প্রভাতকালে নগরবাসী সকলেই পরস্পর শ্রবণ করিল, যে মহারাজা গৃহ পরিভ্যাগ পূর্বক বনগামী হইয়াছেন, প্রজা পুরোহিত অমাত্য মন্ত্রী প্রভৃতি সুকৃৎগণ সকলেই রাজপুরে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত জানিলেন, এবং মহারাজার মুখে শুনিলেন যে নির্বেদ প্রাপ্ত মহারাজা

কুপুত্র বেণের দৌরাণ্যে সমৃদ্ধিমৎ স্বীয়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিয়াছেন । অনন্তর সকলে রাণীকে প্রবোধ দিয়া সমস্ত পৃথিবীস্থ বন নগরাদিতে মহারাজার অন্বেষণ করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কুজাপি রাজার যখন অতুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না, মহারাজী শোক কাতরা হইয়া ভূখাদি ঋষিগণকে আহ্বান করতঃ কহিলেন ? এক্ষণে রাজারক্ষা বিষয়ে কি উপায় করা যাইতে পারে ? এতৎ শ্রবণে ঋষিগণেরা কহিলেন, হে রাজমহিষ ! গোপ্তা বিহীনা কোনমতে ধরণীর রক্ষা হইতে পারে না, কিন্তু তোমার পুত্র বেণ অতি নষ্ঠনীল, অতি ছুরায়া, সে কোনমতে রাজ্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে, বেণ শুদ্ধ নরাকার এই মাত্র, কিন্তু ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে বিস্তর অন্তর নহে, অতি নিম্নর্বাদক, লোক পীড়ক, এবং নিহীক, তাহার হস্তে প্রজা পালকত্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত করা বিহিত বিবেচনা সিদ্ধ হয় না । এতচ্ছ্রবণে রাণী কহিলেন, যে আমার আর পুত্র নাই, সুতরাং বেণকেই পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করা বিধেয়, সে সৎ হউক বা অসৎই হউক কিন্তু রাজ পুত্র ব্যতীত অন্যে রাজ্য-ধিকারী হইতে পারে না । এইরূপ বক্তৃতা করাতে রাজ রাণীর আভ্যন্তর আনিয়া অসম্মত হইয়াও ঋষিগণেরা বেণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন । অসৎ প্রকৃতিক বেণ রাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া বেদ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । যথা । ভাগবতে ।

ন বষ্টব্যং নদাতব্যং নহোতব্যং দ্বিজাঃ কচিৎ ।

ইতি ন্যবাররক্ষ্মং ভেরী ঘোষণে সর্বভঃ ॥

অধর্ম্ম পাল ভূপতি বেণ, প্রথম প্রাপ্ত রাজ্য হইয়া অত্রোই সর্বত্র পটহ ঘোষ দ্বারা প্রকাশ করিল, যে কেহ কোন ধর্ম্ম বাজন করিতে পারিবে না, কেহ যজ্ঞ, বা দান কি হোমাদি অগ্নি হোত্র কর্ম্ম করিতে পারিবে না, রাজাজ্ঞা হেলন পূর্বক এ সকল কর্ম্ম যে করিবে সে রাজদণ্ডী হইবে ।

প্রথম এই নিয়ম প্রচার করিয়া পরে নিত্য এক এক প্রকার জুতনঃ নিয়ম বদ্ধ করিতে লাগিল, অর্থাৎ কেহ দেব পূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে পারিবে না, এবং ব্রতোপবাস তপস্যাাদি যে করিবে, সে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানের যে দণ্ড সেই দণ্ডী হইবে । ব্রাহ্মণাদিরা জাতকর্ম্মাদি শ্রমশ্রমাদি দশ সংস্কার যে করিবে সে রাজ বিজ্রোহের মধ্যে গণ্য হইবে ।

বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মতঃ বিধিমন্ত্রে বিবাহ সংস্কার শাস্ত্রমতে করিতে পারিবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণ জাতীর ভণ্ড ঋষিগণেরা চতুরতা করিয়া এই এক অযৌক্তিক মত চালাইরাছে, যাহাতে পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রায়ের খণ্ডন হইরাছে । নির্বোধ রাজাদিগকে ভুলাইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির বিচার কেবল বিটোল ব্রাহ্মণেরাই কল্পনা করিয়াছে । একের সম্মান চারিজন পৃথক্ জাতি হই, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির সম্ভবপর জ্ঞান করিতে পারে না, মনুষ্য মাত্রই একজাতি তাহার বিশেষ নাই, সকলেরই হস্ত পাদ নাসিকাদি অবয়ব সমান ভাবে পরিগঠিত, ইহাতে স্রোত কনিষ্ঠ কল্পনা করিবার বিষয় কি ? অতএব আমি অন্যান্য জাতি মর্যাদার বিচ্ছেদ করিয়া সর্বজা-

তিকে এক ধর্মে পরিভুক্ত করিলাম। যিনি অন্যাবধি মৎ কর্তৃক স্থাপিত মতের অন্যথাচরণ করিবেন, তিনি অবশ্য রাজদণ্ডী হইবেন।

এবং স্বল্পবর্ণ বিচারে বাধিত হইয়া বেদ বিহিত মন্ত্র মতে বিবাহ প্রথায় আবদ্ধ থাকা কোনমতে যুক্তি সিদ্ধ হয় না, মধবা, বা বিধবা, কি বয়োজ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাদির অলৌকিক বিচার করিবার আবশ্যক নাই, যে কোন রূপে প্রজা বৃদ্ধি হইলেই হয়, সকল বর্ণের সকল বর্ণেই স্ত্রী পরিগ্রহ করিতে পারিবে, বিবাহ বন্ধনের শৈথিল্য করিয়া স্ত্রী পুরুষ মাঝেই যাহার প্রতি যাহার ইচ্ছা হইবে, সে তাহাকেই গ্রহণ করিবে, অন্যাবধি এ নিয়মের বিপরীতাচারে পূর্ব নিয়মে যে ব্যক্তি প্রসঙ্গী হইবে, তাহাকে রাজ দণ্ডরূপে গ্রহণ করতঃ সমুচিত দণ্ড করা যাইবে।

মৃণাস্তনগভস্যাসা বেণস্যাত্তিহুরাশ্বনঃ।

আস্তর্য্য ধর্মপদবীং ততাজুঃ সকলানরাঃ ॥ ইতি বামনঃ।

রাজ সিংহাসনারূঢ় অতিদুরাত্মা বেণ রাজার আচ্ছাতে সকল প্রজাই ক্রমেঃ ধর্ম পথকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর এই পৃথিবী দিন দিন সমাকুল হইতে লাগিলেন, অনেকেই বিবাহ বন্ধনের শৈথিল্য করিয়া চাতুর্য্যেই লম্পট হইয়া সর্ব বর্ণেই সকল বর্ণের স্ত্রীতে প্রতিকার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে বিপুলতর হল স্বলরূপে ধর্ম বিষয়ে মহান্ গোলোযোগ উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণ কত্রিয়াতে, কত্রি ব্রাহ্মণীতে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যাতে, বৈশ্য ব্রাহ্মণীতে, এবং

বৈশ্যাতে কত্রিয়, কত্রিয়াতে বৈশ্য, বৈশ্য শূদ্রাতে বৈশ্যাতে
শূদ্র বহুস্বে রমণ করিতে লাগিল, এতদ্ভিন্ন শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ
কত্রিয় বৈশ্য, ব্রাহ্মণী কত্রিয়া বৈশ্যাতে শূদ্র শূদ্রার পরা-
রণ হইল, একপ, ব্যবহার বহুকাল হওয়াতে অনেক সন্তোর্ণ
পুত্র কন্যা জন্মিতে লাগিল, অর্থাৎ একপে ষট্ ত্রিশং
একার সম্ভান জন্মিল, ক্রমে তাহারা মহা উদ্ধত বেশধারী,
ক্রুর, দাস্তিক, নষ্টশীল, নবঘাতী, সর্বভক্ষক, এবং সমাক্
অসৎকর্ম্ম সম্পাদনে রত হইল, তদৃষ্টে বেণ মাতা মহা
শঙ্কিতা হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে আমি
বেণকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরিণামে সমাক্ ধর্ম্মকে
বিনষ্ট করিলাম, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম এককালেই অস্তিত্বান
করিলেন, তদুপায় করণার্থে অমাত্য মন্ত্রী পুরোহিতকে
আজ্ঞান করতঃ সুনীধা বেণের দৌরাণ্য সকল নিবেদন
করিলেন, এবং তদৃষ্টে মুনিগণেরাও জন বিপদ দর্শন
করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ যথা।

বেণস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো চতুর্ভুজা বিচেষ্টিতং ।

বিম্বা লোকবাসনং রূপয়োচুঃ সসজ্জিণঃ ॥

চতুর্ভু বেণের লোক শাস্ত্রবিরুদ্ধ কুক্রিয়া সকল দেখিয়া
মুনিগণেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া লোক সকলের ইহ-
কাল ও পরকাল এতদুত্তমত বিপদ দৃষ্টে রূপায়ুক্ত হইয়া এই
বাক্য কহিতে লাগিলেন । অর্থাৎ জন সকল অত্যন্ত আলাতন
হইতেছে যেমন একখানি কার্ত্তের অগ্রভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ
অগ্নিতে বলিতেছে, তদ্রূপান্ত পিপীলিকাবলি বাহু মগ্ন

হয়, কোনদিকেই পলাইতে পারে না নিরন্তর দন্দহমান হইতে থাকে, তরুণ ধার্মিক প্রজা সকলের ঘোরতর উত্তর সংকট উপস্থিত হইয়াছে, যদি ধর্মরক্ষা করে তবে রাজা বণ্ড করে, ধর্ম পরিত্যাগ করিলে পরকালে যমদণ্ডী হইতে হয়, সুতরাং তাহার। কোনমতেই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না, ইহা দেখিয়া মুনিগণের। কহিতে লাগিলেন । যথা

অরাজক ভয়াদেশ কুতো রাজ্যহতদর্শনঃ ।

ততো প্যাসীদন্তয়ং ভদ্রা কথং স্যাৎ স্বস্তি দেহিনাং ॥ ইতি
ভাগবতঃ ।

হা ? । অরাজ্যের বন গমনে রাজ্য অরাজক হইল, এই হেতু রাজ্যানর্হ যদিও বেণ, তথাপি অরাজক ভয়ে তাহাকে রাজা করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অরাজক্যপেক্ষাও ইহা হইতে উৎকট ভয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কি রূপে লোক সকলের মঙ্গল বিধান হইবে ? । “অহেরিব পয়ঃ পোষঃ পোষকন্যা পানর্থ ভুং ” যেমন দুগ্ধ দিয়া সর্প পুষিলে, পরে সেই সর্প পোষকেরই অনর্থ করে, সেইরূপ বেণকে রাজ্য দিয়া দেশের অনর্থ ঘটনা হইয়াছে ।

বেণ প্রকৃত্যেবধলঃ সুনীধা গন্তু সন্তবঃ ।

নিরুপিতঃ প্রজাপালঃ সজিহ্মাং সতিবৈপ্রজাঃ ॥

সুনীধা গন্তু সন্তব বেণ স্বভাবতঃ খল, তাহাকে প্রজা পালনার্থ রাজা করা হয়, বীর স্বভাবের গুণে সেই বেণ স্বয়ং প্রজা রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল । অনন্তর ভৃগু প্রভৃতি গৃঢ়-মজ্জা খণ্ডিগণের। এই অধ্যবসায় দ্বারা বেণের সত্য উপস্থিত হইয়া শান্ত বাক্যে সন্তুষ্ট না করিয়া কহিতে লাগিলেন ।

ভো ! নৃপবৰ্য্য ! আমরা তোমাকে যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা নিপুণ বুদ্ধি পূৰ্ব্বক উপলব্ধি করহ, অবোধের ন্যায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিহ না, তাহাতে তোমার আয়ু, শ্রী, কীর্ত্তির নম্যক্ বৃদ্ধি হইবে। যথা।

ধৰ্ম্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঞ্ছনঃ কায় শুদ্ধিভিঃ।

লোকান্ বিশোকান্ বিতরতাপ্যানন্ত্য মসঙ্গিনাং ॥

বাণ্য, মন, এবং শরীর শুদ্ধি দ্বারা ধৰ্ম্ম আচরিত হইলে লোক সকল ইহলোকে বিশোক হয়, অর্থাৎ কল্যাণযুক্ত হয়, এবং তবিপরীত যদি নিষ্ঠামে ধৰ্ম্মাচরণ করে, তবে নিরতিশয় মোক্ষপদ লাভ হয়। অতএব মহারাজ ! তুমি লোকের পরম কল্যাণ কারণ ধৰ্ম্মের বিনাশ করিহ না, প্রজার ধৰ্ম্ম বিনাশ-কারি রাজা আচরাৎ রাষ্ট্রোদ্ব্যর্থ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। যথা।

যস্য রাষ্ট্রে পুরেটৈব ভগবান্ যজ্ঞ পুরুষঃ।

ইজ্ঞাতে যেন ধৰ্ম্মেণ জনৈ বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ।

তস্য রাষ্ট্রো মহারাজ ভগবান্ ভূত ভাবনঃ।

পরিভূষ্যতি বিশ্বাত্মা ভিষ্ঠতো নিজ শাসনে।

ভস্মিৎ স্তম্ভে কিমপ্রাপাৎ জগদামীশ্বরেশ্বরে ॥

ভো রাজন্ । যে রাজার রাজ্যে বা নগরে যজ্ঞ পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ, বর্ণাশ্রমাত্মক জনগণ কর্তৃক স্বস্বধৰ্ম্ম দ্বারা পরিপূজিত হন। হে মহারাজ ! সেই রাজার প্রতি ভূত ভাবন ভগবান্ নিরত পরিভূষ্ট থাকেন, সৰ্ব্ব বিশ্বাত্মার পরি-তোষে রাজা চিরকাল নিজ রাজ্য শাসনে অধিষ্ঠান করেন। জগদামীশ্বরের প্রসন্ন্যতে জগদ্বন্দ্যে কিছুই হুস্প্রাপ্য নহে। অবিদিতের এতবাক্য শ্রবণে বেণ অত্যন্ত ক্রোধী হইয়া

কহিতে লাগিল, রে মুৰ্খেরা! তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাট, কিসে ধৰ্ম্ম, কিসে অধৰ্ম্ম হয় তাহার কিছুমাত্র সন্ধান জাননা, শুদ্ধ যাগযজ্ঞাদি অধৰ্ম্ম করি কলাপকেই ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম বলিয়া মান্য করিয়া থাক, যাহা সৰ্ব্বসার সত্যধৰ্ম্ম তাহা শুন, স্বৈরিণী কুলটা কামিনীর ন্যায় তোমাদিগের ধৰ্ম্ম চৰ্চা হয়, অৰ্থাৎ পরিপালন কর্তা পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন কুলটার উপপতির সেবা করে, সেইরূপ প্রতি পালক বৃত্তি দ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া তোমরা অন্য দেবগণের উপাসনা করিয়া থাক, রাজা যে নৃপকপী পরমেশ্বর ইহা কণকালমাত্র চিন্তা কর না, রাজাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করাতে শুদ্ধ ইহ পরলোকে বঞ্চিত হইতে হয়। রাজা ভিন্ন যজ্ঞ পুরুষ আবার কে আছে? অৰ্থাৎ রাজাই জগতে পরমেশ্বর, যাহাতে তোমাদিগের ঈদৃশী ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম কুবেরাদি সকলই রাজা, রাজা সৰ্ব্ব দেবময়, তন্নিহ্ন অন্য দেবোপাসনায় কেবল বঞ্চিত হইতে হয়, রে রে অবোধ বিপ্ৰেরা! বিগত মৎসর হইয়া রাজা ভিন্ন অন্য দেবাভিমান পরিত্যাগ করতঃ আমি রাজা, এক্ষণে সৰ্ব্বকার্য্য আমাকেই আরাধনা করহ। এতদ্বেন বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণগণে উত্তর করিলেন, অরে নিকোঁধ! এক্ষণে অসহ্যাক্য পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মে রত হও, দেব দ্বিজ প্রতি স্পর্ধা যে করে সে অচির কালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়, এতৎ শ্রবণবাক্যে বেণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বতট প্রতি আদেশ করিল, অরে এই

কয়েক বেটা অসত্য ভণ্ড লোককে গ্রীষ্ম হস্তার্ণণ পুরস্কৃত
করা হইতে চুরীকৃত করিয়া দে, ইহারা এসবার যোগ্য নহে ।
এইরূপ বেণের কুচেষ্টা দৃষ্টে ভণ্ডপ্রভৃতি ঋষিগণে মহাক্রো-
ধিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই অসৎ লোককে আর উপকা-
র করা নহে, ইতি বিবিচ্য ভৃগুমুখ্য ঋষিগণে বেণ বধে উদ্ভোগী
হইলেন । যথা

ইথং ব্যবসিতা হস্তঃ স্তবয়ো গুঢ় মন্যবঃ ।

নিজস্ব স্বর্কৃতে বেণং যত মচ্যাত নিন্দহা ॥

গুঢ়মুখ্য ঋষিগণেরা বেণ বধে নিশ্চয় করে, তবে - এবং পর-
মেশ্বরের নিন্দাজন্য ঋষিগণের হস্তারেই চুরীকৃত বেণ নিহত
হইল ।

অনন্তর ঋষিগণেরা স্বীয় স্বীয় আশ্রমে গমন করেন, বেণ
মাতা রোরুদ্যমানা হইয়া তৈল দ্রোণী মধ্যে বিস্মাণ করতঃ
পুত্র কলেবর রক্ষা করিতে লাগিলেন । বেণ হত হইলে পর
সমস্ত জগৎ অরাজক হইল, অরাজকে নানা প্রকার প্রজাদি-
গের উৎপাত ঘটনা হয়, তদ্ব্যেত ভৃগুদি ঋষিগণেরা মহা
উদ্ভিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে বিনা রাজ্যে
পৃথিবী রক্ষা হইতে পারেনা, বহু লুপ্তক দল্লদল রুদ্ধ হইয়া
সমস্ত পৃথিবীকে ভয়াকুলিত করিল, অতএব রাজ্যে রাজা
স্থাপন করা কর্তব্য, ইতি বিবিচ্য বেণ মাতার নিকট আসিয়া
বেণের যতদেহ মছন করিয়া যোগবলে ছুই পুত্র উৎপাদন
করিলেন, অপর্যাংশে তিন জাতির উৎপাদক এক নিবান
রাজ্যে তাহাকে বিক্রপকর্ত্তে স্থান দেন, অপর্যাংশে পুত্র রাজা

জন্মেন, সেই পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন । পৃথুরাজা সিংহাসনাধিষ্ঠ হইয়া অরাজকে অরণ্য প্রায় ধরামণ্ডলের পরিশোধন করেন, অতএব পৃথু কর্তৃক সজ্জীভূতা ধরণীর পৃথিবী নাম হয় । ইত্যাদি বেণ দোষে যে সকল বর্ণসঙ্কর সন্তান জন্মিল তাহার আখ্যান পশ্চাৎ লিখিব ।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

ভাস্ক ভদ্রজ্ঞানীর প্রশ্নঃ । ভোহামিন্ ! ভবদীয় ত্রীমুখ কমল বিগলিত মকরন্দ স্রাব সমন্বিত প্রণবাকার জগন্মাথের স্বরূপ তত্ত্ব শ্রবণপুটে সন্ধা-রণ করতঃ অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু ইহারমধ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, তাহা নিবেদন করি, অনুগ্রহ পূর্বক তৎ সংশয় নিরাস করিতে আজ্ঞা হয় । যদিও জগন্মাথ সেবকে প্রণবাকারে গ্রহণ যায় তাহাতে ও হানি নাই, কিন্তু আষাঢ় মাসে তাহার যে রথ যাত্রা হয়, ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারি না, পুরাণে বলেন, “ রথস্থঃ বামনঃ দুই পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ,, একথাও বিষম, রথস্থ জগন্মাথ সেবকে দর্শন করিলে বে পুনর্জন্ম হয় না, ইহা অতি অত্যাুক্তি বোধ হয়, বিশেষতঃ পুরাণ বচনে বামন শব্দ উল্লেখ করেন ইহারই বা তাৎপর্য্য কি ? এবং রথস্থ জগন্মাথের দর্শনের সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের সম্বন্ধ কি ? ইহা উপলব্ধি করিতে পারি না বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া কহেন ! ?

পরম হংসের উত্তর । অরে-বৎস জ্ঞানার্তি মানিন্ ! তুমি যেকপ সংশয় করিতেছ, একপ সংশয় অনেকই করিয়া থাকে ? যে হেতু মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনার অভাবে ভগ-বত্তত্ত্বের স্বরূপাবলোকন হয় না, ইহাওতো বিবেচনা করা

কর্তব্য, যে বিষয় অল্প বুদ্ধি জনের বুদ্ধিতে অলৌক বোধ হয়, তাহাও কি ? বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন জনের চিন্তে অবধারণা না হয় ? এমনত নহে । জগন্নাথ দেব দারুণর বিগ্রহ তাঁহাকে রথাকটু দেখিলে যে মোক্ষ হয় একথা সহজেই অলৌক বাদ বলিয়া বিবেচনা করা যায়, কিন্তু ঋষিগণেরা যখন রথন্ত মহাশত্রুর দর্শনে মহা মোক্ষ হয় বলিয়াছেন, তখন তাহার বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে ? সেই স্বরূপ কারণ বোধ যে পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত ইহাতে সর্বদাই সংশয় থাকিবেক । কেবল “রথন্তঃ বামনং দৃষ্ট্বা” এই কথাই কহেন নাই, বচনে আরও বিশেষ আছে । যথা

দোলায়াং দোল গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং ।

রথন্তঃ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যাতে । ইতি

দোলাতে গোবিন্দকে, মঞ্চোপরি মধুসূদনকে, আর রথোপরি বামনকে দর্শন করিলে, ইহ সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না । এই বচনের অর্থে জগদ্ধকু বলিয়া নামের উল্লেখ নাই, কেবল গোবিন্দ, মধুসূদন, বামন, এই নামত্রয়উক্ত হইয়াছে, যদি কেহ বলেন যে এক ঈকুকেরই নাম ত্রয়, সুতরাং তাহাতে দোষ কি ? । ইহা সত্য তাঁহার অসংখ্য নাম বটে, তৎসঙ্গে বিশেষ করিয়া এই তিন নামেরই উল্লেখ কেন করেন, অতএব অবশ্যই এতৎ বিষয়ের গুঢ় রূপ কোন কারণ আছে, সেই কারণানুসন্ধারি হইয়া বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা যেপর্য্যন্ত অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই তোমাকে জানাইতেছি, ইহাতে ভগবানের রূপার প্রতিই বিস্তর নির্ভর,

কেননা তৎরূপাবলোকন ব্যতীত কোন বিষয়েই কেহ বিশেষ প্রতিপন্ন হইতে পারে না । গোবিন্দ, মধুমুদন, বামন এই তিন নামই ব্রহ্ম বিশেষণ, ইহার এক বিশেষ্য সেই পরমা-
আই হন । যথা তৈত্তিরীয়াশ্রুতিঃ ।

ওঁ ভৎ সৎ । ইতি মহাবাক্য বিবেকঃ ।

সত্যং জ্ঞানং মনন্তং ব্রহ্মেত্যাদি ।

আত্ম জীব মন এই তিনই ব্রহ্ম, সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত অপরিমিত ব্রহ্ম, । অর্থাৎ বামন বিশেষণে এক অনন্ত বিশেষ্য, মধুমুদন বিশেষণে এক সত্য বিশেষ্য, গোবিন্দ বিশেষণে এক জ্ঞান বিশেষ্য হয় ।

“গাং বিন্দতীতি গোবিন্দ ইতি,, এই ব্যুৎপত্তি লভ্য গোবিন্দ নাম, । গোশব্দ নানার্থ, স্বর্গ মর্ত্য পতালাদি ভুবন ত্রয়কে গোশব্দে ব্যাখ্যা করেন, সেই ত্রিলোকবাপী যিনি তিনি গোবিন্দ । ইত্যর্থ জ্ঞানই সর্ব ব্যাপক হন । কিন্তু সংশয় রক্ষিতে আবদ্ধবৎ জ্ঞান জীবরূপে আন্দোলান্বিত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণজ ব্যক্তি ঐ দোহুলামান সংসার নাটক রূপে তাঁহাকে অনুদর্শন করিয়া অপুনর্ভব যে অমরণ ধর্ম্ম, তাহাকে লাভ করেন ।

এই উপদেশার্থে “দোলান্নাং দোলগোবিন্দ মিতি,, বচন প্রদর্শন করাইয়াছেন । অর্থাৎ একপ জ্ঞানোদয় হওয়া, কঠিন, কিন্তু দোলাহ গোবিন্দ দর্শন সুলভ, অর্থাৎ বোধ করা সকলের সাধ্য নহে ।

মধুমুদন বিশেষণে এক সত্যই তদ্বিশেষ্য হয় ।—অর্থাৎ

যিনি অক্ষর, সকলের আদি তাঁহাকেই প্রভি সত্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। “যঃসদাস্তীতি কেবল মতি,” প্রলয়ে সকল যায় কেবল এক মাত্র সত্য থাকেন, সেই সত্যই পরমাত্মা মধুসূদনের এক বিশেষ্য “মধুঃসূদরতীতি মধুসূদন ইতি,” লোকিকে মধুনাংমে অনুরকে যিনি নষ্ট করিয়াছেন তিনি মধুসূদন। অথবা মধু নামে মধু বিদ্যা, অমূৰ্খালোক, অর্থাৎ গোপাধিক শান্তিল্য বিদ্যায় যিনি কার্য্য ব্রহ্ম, তিনিই মধুসূদন, যিনি জীৱরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, যৎপ্রভাবে সন্তুতির বিলয় হয়, সেই কার্য্য ব্রহ্মকে মধুসূদন বলিয়া উক্ত করা যায়। যথা বাজ সনেহঃ।

অক্ষতমঃ প্রবিশন্তি যে সন্তুতি সুপাসতে।

ততোভূয় ইব তে তমোষ উ সন্তুত্যাং রতাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি সন্তুতির উপাসনা করে তাহার অমূৰ্খরূপ অক্ষতমঃ প্রবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ পরমালোক প্রাপ্ত হয়, না, পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণানুভব করে, এবং পুনঃ পুনঃ সন্তুতিতেই রত থাকে। অর্থাৎ অব্যাকৃত কায কর্ম্মাদির বীজাত্মিকা প্রকৃতির নাম সন্তুতি, সুতরাং প্রকৃতিবৃত্ত উপাসনাকে মধুর উপাসনা বলে, ইহাই মধুবিদ্যা, ইহার শান্তি যদদর্শনে হয়, সেই সত্য, হৃদয় মধ্যে তাঁহার অবস্থান তিনি নিয়ত যোগাসুতে অতিবিক্ত হন, তাঁহাকেই মধুসূদন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, নেই হেতু এখানে মঞ্চোপরি পরমাত্মা অগম্যথকে মধুসূদন বলিয়া সুমিষ্ট সুগন্ধ চন্দনবারিতে জৈষ্ঠ্য পৌর্ণমাসীতে স্নান করিয়া সকলকে উপদেশ করিয়াছেন, যে এই

মানষাত্মা দেখিয়া কদম্বমঞ্চোপরি পরমাত্মা অগম্যধৰ্ম্মকে অনু-
দৰ্শন করিলে অপুনৰ্ভব যে মোক্ষ, তাহা লাভ হয় ।

যিনি বামন, তিনি অনন্ত বাচক অৰ্থাৎ বামন বিশেষণে
অনন্ত এক বিশেষ্য হয়েন । যিনি সৰ্ব্ব প্রবেশক, ত্রিলোক
ব্যাপী, পরমাত্মা, তাহাকেই বামন বলা যায়, যিনি কালকপী,
ত্রিপাদ বিক্রমগচ্ছলে ভূত ভাবিয়া বৰ্ত্তমান এই ত্রিবিধা কা-
লের গতি দেখাইয়াছেন, আর ভুভু বঃস্বঃ, অৰ্থাৎ স্বৰ্গ, অস্ত
রীক্ষ, ও পৃথিবী এতৎ লোকত্রয় কালপাদে আক্রান্ত । একারণ
কালকপী বামনকে আত্মা বলিয়াছেন, যথা ব্রহ্ম পুরাণঃ ।

এতচ্ছগত্রয়া ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বৈঃ স্মৃতৌ বিষ্ণু বিন্ধ্যাতুঃ প্রবেশনে ॥

বিষ ধাতুর অর্থ প্রবেশন, যিনি সৰ্ব্বত্র প্রবেশ, এবং যিনি
স্থূল শূক্ষ্মাত্মক তাহার নাম বিষ্ণু, বিষ্ণু পদে পরমাত্মা, সেই
পরমাত্মা বামন, যেহেতু এই অগত্রয় বামন কর্তৃক আক্রান্ত
দেখা যায় । সুতরাং আত্মাই অগৎ ব্যাপ্ত বিবশে বামনই
শ্রুতি প্রসিদ্ধ অনন্ত বাচক হয়েন ।

এবং “ বামনো ভূদবামন ইতি,, প্রমাণে স্থূল শূক্ষ্মাত্মক
বুঝায় । সেই বামনকে আত্মশরীরস্থ দৰ্শন যে করে,
তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না, এজন্য “ রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা
পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ইতি ,, বচন প্রয়োগ করিয়াছেন ।
অৰ্থাৎ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান গম্য বিধায় ভাবনা দ্বারা রথাত্ম
শরীরস্থ আত্মাকে দৰ্শন করিতে হয়, তাহা সামান্য জীবে
ঘটিতে পারে না, এইহেতু রথস্থ অগম্যধৰ্ম্মদৰ্শনের বিধি

দিয়াছেন, অর্থাৎ চন্দ্র নির্মিত চক্ষু দ্বারা আষাঢ় মাসে দ্বিতী-
য়াতে রথাকড় জগবন্ধুকে দর্শন করিলে যোগিধোয় সেই
পরমাআর জন্ম দর্শনের কল হইবে । ইত্যর্থঃ ॥

অথ রথযাত্রা ।

রথ অরূপ যে মানব শরীর তাহার প্রমাণার্থে কঠোপ
নিষদের তৃতীয়া বঙ্গী তৃতীয়া স্তুতি ধৃত করিলাম । যথা

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবহু ।

বুদ্ধিত্ত সারথিং বিদ্ধিমনঃ প্রগ্রহ মেবচ ॥ ৩ ॥

ইচ্ছিয়াণি হয়ানাহু রিতাদি ।

মমুখাদিগের এই শরীর রথ, আত্মাই এর্থে রথী, বুদ্ধিই
সারথি, মনই অশ্ব রজ্জু হয় । চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার
অশ্ব, ইহার। শরীর রূপ রথাকর্ষণে কুশল, কপাদি ইন্দ্রিয়
বিষয়রথের গতি, আত্মা ইন্দ্রিয় মনোবৃত্ত ভোক্তা পুরুষ
জীব, ইহাকে দর্শন করিলে মনীষীগণের। অর্থাৎ বিচক্ষণের।
মোক পথে অধি গমন করেন ॥

সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুরীতে অধ্যাবসিত আত্মা জগন্নাথ
দেবকে দর্শন করিলে পূমজ্জন্ম হয় না, ইহা পুরাণে উক্ত
হইয়াছে, পূর্বে পুরী শব্দে শরীর ব্যাখ্যা করা গিয়াছে,
একণে বিশেষরূপে সেই শরীরকে রথ রূপে কল্পনা করিয়া
পুনরূপদেশ করিতেছেন । যদি কেহ এমন আপত্তি করেন,
সে যদি শরীর রূপ রথ হয়, তবে সর্বদাই দর্শন করিবে,
তাহাতে আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়াতে রথ কল্পনা করিবার
তাৎপর্য কি ? তদর্থ উক্ত হইতেছে, আষাঢ় মাস মিথুন

রাশি, একারণ আষাঢ়কে মিথুন বলে। এ শরীর ও প্রকৃতি পুরুষাত্মক মিথুন দ্বারা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ শোণিত শুক্র একত্র বিধায় আষাঢ় মাসের উল্লেখে সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন, দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখে আদৌ পুরুষোদরে জাত হইয়া পুনর্ব্যবস্থাদরে উৎপন্ন হয়, একারণ সংশ্লিষ্ট বাক্যে ইঙ্গিত করিয়া দ্বিতীয়া তিথিতে রথ যাত্রার বিধি হইয়াছে, যেকপে জগদ্ধক্কুর রথ চলিয়া যায়, সেইকপ জীবেরও এই দেহ যাত্রা নিৰ্ব্বাহ হইতেছে।—যদি বল রথস্থবামন দৰ্শনে পুনৰাবৃত্তি নাই, তবে জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামণ্ডপ হইতে অৰ্চ্যাহানন্তর পুনৰাবৃত্তি কেন হয়, তাহার মীমাংসা কি ?।

উত্তর। এই অৰ্চ্যাহ পদে অৰ্চ্যাক্রয়োগ, ক্রমে সাধক এক এক যোগকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষাভিলাষে গুণ্ডিচাধ্য অর্থাৎ পরমাণুভূত ব্রহ্মপথে অধিগমন করে, তাহাতেই জগন্নাথের রথ অৰ্চ্যাহে গুণ্ডিচা ভবনে যায়, এই অধ্যাত্ম বিষয়ের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত হয়। পুনৰাবৃত্তির কথা অতি উপা-
দেশ, এই শরীরাত্মা রথে ইন্দ্রিয়গণঅস্থ. মন রজ্জ্ব, বুদ্ধি সারথি, আত্মারথী, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা কল্পিত শরীর রথারোহণে মোক্ষ পথে গমন করিয়াও ভাবিব্যক্তির ক্রমে সংসার পথেও পুনরাগমন হয়, ইহাই জানাইয়াছেন, অধ্যাত্ম তত্ত্ব সংযোগে যে যোগভ্যাগ করে তাহার অষ্টসংখ্যা, যোগে নিকাশ হইলে অপুনৰ্ত্তব মোক্ষ লাভ হয়, সকাম যোগে ভোগে আকৃষ্ট হেতা হইয়া সাধনা যদি করে, তবে ভোগার্থ স্বৰ্গ স্থানে গতি করতঃ অষ্ট বিহুতির অনুভব করিয়া

সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় । ইতি দৃষ্টান্ত মাত্র জগন্নাথদেবের
পুনরাবর্ত্তনীর উপদেশ জানিবে ।

ভাক্ত আনির প্রথ । হে প্রভো ! ভাল ইহাই না হয় সিদ্ধ হইল.
কিন্তু পশ্চিমধ্যে “খুদি মাসীর” ভবনে পৃথুকাম ভোজনের বিধি কেন ?
তাহাতেই বা অধ্যাত্ম তত্ত্ব কি আছে ?

পরমহংসের উত্তর ।—অরে বৎস ! এই সকল বিষয়েরই
এক এক মুখ্য কারণ আছে, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি
শ্রবণ করহ ।

অবিদ্যা প্রভব শরীরে জীব নানা উপভোগ করিয়া পরম
সুখে কালান্তিপাত করে, তখন মহামায়াকেই মাতা বলিয়া
জানে মোক্ষ দারিনী বিদ্যাকে তত্ত্বমীকপে বোধ হয়, অর্থাৎ
বিদ্যা অবিদ্যা স্বভাবতঃ সহোদরা হন, যখন মোক্ষ পথের
পান্থ হইয়া যোগ পদবীতে অভিসার করে, তখন সহজেই
আহারকে সঙ্কোচ করিতে হয়, আর পূর্ববৎ বিশেষ ভোগ
থাকে না, যখন যখন ক্রমে যোগোত্তীর্ণ হইবার সময় হয়,
তখন নাদ চক্রগত কালে পরা বিদ্যা, যিনি অবিদ্যা
ভগিনী, তিনি সাধকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্বক সহস্রার
গলিত রস মিশ্রিত সহস্রারামৃত কণ পায়স ভোজন ক-
রান, তাহাতে জীবের অমরণ ধর্মলাভ হয় । সেই দৃষ্টান্ত
মূল এই যে জগন্নাথদেব পথ পর্য্যটনে অর্থাৎ মধ্যে খুদি
মাসীর ভবনে পৃথুকাম রস ভোজন করিয়া থাকেন ইত্য-
তিপ্রায়ঃ । অর্থাৎ ক্ষেত্রে মাহামায়া বিমলা লক্ষ্মী পাটিকা,
তাহাতে ভোজন পারিপাট্যের সীমা নাই, কিন্তু রথারূঢ়
হইয়া পথ গমন কালে শুদ্ধ চিপীটক মাত্র ভোগ্য হইয়া

থাকে।—শুভিচালনের যে পরম সুখকর ভোগ তাহা নিহতি
মার্গগামীরাই পায় অর্থাৎ যাহারা তথায় থাকে, তাহারাই
পায়, যাহারা প্রবৃত্তি মার্গে সংসারাতি সুখে অভিগমন
করে, তাহার তাহা পায়না, ইত্যর্থে মোক্ষ সুখ ভোগ মুহু-
ক্ষুর হইয়া থাকে সংসার রাগীর সে সুখ বোধ হয় না, এই
তাৎপর্য্য তৎস্থানের বিষয় বোধ করিতে হইবে। পঞ্চ-
কোষ বিবেকে তৈত্তিরীয়া শ্রুতিতে যে সংবাদ আছে, তাহার
মৰ্ম্ম এখানে হোরাপঞ্চমীতেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,
অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ,
এই পঞ্চকোষ পর্য্যন্তই অবিদ্যার অধিকার, তাহার পর আর
অধিকার নাই, তখন জীবতে আর কোন ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ
থাকে না, ইহাই পঞ্চমী পর্বে বোধ করাইয়াছেন, পাঁচ দিন
পর্য্যন্ত জগন্নাথকে আনিবার নিমিত্ত লক্ষী পুরুষোত্তমে
যত্ন করিয়া বেড়ান, যখন তৎকালের উত্তরগামী দেখেন,
তখন কমলা দেবী বিমলা দ্বারে অঞ্চল পাতিয়া তিকা মা-
গিয়া থাকেন, অর্থাৎ আমার আর কিছুই নাই, যাঁহার
সত্ত্বায় এই ঐশ্বর্য্য ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন,
অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষির ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই ইহাই দেখা-
ইয়াছেন।—অরে বৎস! এই মাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের রথ
যাত্রাদির তাৎপর্য্য হয়। এতদ্ব্যতীত তোমার আর কি জি-
জ্ঞাস্য আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করহ। ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পরম
হংসের প্রস্রাবের অবশেষে পরম পরিভূক্ত হইয়া কাঁহলেন, তো

ভগবন্! আপনার বাঁকা অবগে বিশেষ বোধ জন্মিল, যে এই অতিপ্রায়েই এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, নতুবা পৃথিবীস্থ সমস্ত জ্ঞানী মাত্রেই একপ মানা কেন করিবেন, এক্ষণে এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই, পূর্ব প্রস্তুত মহাবিন্যা বিষয়ক সুন্দরী কল্পের কথা যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা বিস্তার করিয়া কহেন।



অথ গৃহস্থধর্ম্য সদাচার।

আশ্রমমাত্রেই সদাচার করণ মঙ্গল দায়ক হয়, বিনা সদাচারে কোন কর্মই সুসিদ্ধ হয় না, এই সদাচার বিধিস্মৃতি পুরাণে বিশেষ বিশেষ উক্ত হইয়াছে, সর্বলোকের পরিজ্ঞাত বিষয়স্থ প্রযুক্ত সম্যক শ্লোক না লিখিয়া তদর্থ দ্বারা উপদেশ করিতেছি। আদৌ ব্রাহ্মা মুহূর্ত্তে গাজ্রোথান করতঃ গুরুকে ধ্যান করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় দেবগণের স্মরণ করিবেক। যথা

প্রভাতে যঃস্মরেমিত্যং দুর্গা দুর্গা করষয়ং।

আপদন্ত্য নশান্তি তমঃ সুখোদয়ে যথা ॥

প্রভাত কালে যে ব্যক্তি দুর্গা এই অক্ষর ত্রয়কে নিত্য স্মরণ করে, তৎ সম্বন্ধে দুর্গা স্মৃতা হইয়া তাহার সমস্ত আপদকে নাশ করেন, যেমন প্রাতঃকালিত সূর্য্য তমো প্রাণিকে নাশ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মামুরারি ত্রিপুরাসুকারি ভানুশশী ভূমিসুতো বৃষভ।

গুরুচক্ৰাচ্চ শনি রাহু কেতুঃ কুর্কন্ত সর্বেষমম সুপ্রভাতং ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এবং রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহ-

স্পতি, শুক্র, শনি, রাত্রি, কেতু প্রভৃতি নবগ্রহ সকলে আমার এই দিবসকে স্তম্ভপ্রভাত করুন ॥

অনন্তর গণেশ, বাক্ষি, কার্ত্তবীৰ্য্য, জীৱাম, সীতা, লক্ষ্মণ, শক্রবৰ্ত্ত, মহাবীৰ হনুমান, মৎস্য, কূৰ্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম, ক্লৃষ্ণ, বুদ্ধ কল্কীত্যাদি, কালী, ভাৱা, ত্ৰিপুরা, ভুবনেশ্বৰী, ঠৈৱৰী, চিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগল, কমলা, মাতঙ্গীত্যাদি, রাধাদি গোপী গোপেশ্বৰ, পৌৰ্ণমাসী যমুনা, গঙ্গা, গোদাবৰী, সরস্বতী, কাবেরী, সিন্ধু, শোণ, নৰ্মদা, শতদ্রু, সরযু, গণ্ডকী, দৃশদ্বতী, করতোয়া কৌশিকী প্রভৃতি পুণ্যতীৰ্থ, । এবং অযোধ্যা, মথুৰা বৃন্দাবন, বাৰাণসী, কাঞ্চী, অবন্তী, হৰিদ্বাৰ, দ্বাৱকা এতৎ সপ্তপুৰী, এবং কামাখ্যা, পুৰুষোত্তম, গোকৰ্ণ, কোণাৰ্ক, ইত্যাদি মহা স্থান সকলকে স্মৰণ কৰতঃ বেদোক্ত স্থলে নিষ্ঠা মূৰ্ত্তাদিত্যাগ কৰিবে । যথা ।

জলে বা জল সমীপে, কোন প্রাণ সন্নিধি, গৰ্ভে কি দেৱালয় সমীপে, অশ্বখাদিকোন পুণ্য বৃক্ষমূলে, শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রে, হলোৎকৰ্ষস্থলে, গোষ্ঠে, গোচারণস্থানে, গোশালাতে, নদীগত্রে, মন্ত্ৰঘোষ গৃহাঙ্গনে বা তৎ সমীপে, এবং গোবিশ্ব অগ্নি প্রত্যক্ষ স্থানকে পৱিত্ৰতাগ কৰিয়া মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰিবে । বাছল্য ভয়ে ইহাৰ বৰ্চন লিখিলাম না কিন্তু এ সমস্তই সমূলক হয় ।

পুৰী হইতে কিসৎ দূৰ স্থানে গিৱা মৃত্তিকা খনন কৰিয়া তন্মধ্যে পুৰীষ পৱিত্ৰকৰণ কৰিবে ।—দিবাতাগে উত্তৰমুখে, ৱাত্ৰিকালে পশ্চিমাভি মুখে, সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ মুখে বসিয়া মলত্যাগ কৰিবে, মৌনাব লম্বনে যজ্ঞোপবীত কৰ্ণে সংস্থাপন কৰতঃ বাম হস্তে শিল্পকে ধৃত কৰিবে, অনন্তর গাত্ৰোপান কৰতঃ মৃত্তিকা দ্বাৰা মলাচ্ছাদন কৰিয়া জলশৌচ ও মৃত্তিকা শৌচ কৰিবে । তাহাৰ ক্ৰম, প্রথম প্রত্ৰাবানন্তর মৃত্তিকা শৌচ বিধি যথা পশ্চাৎ লিখিত হইবে ।

তুলসীমাহাস্ম্য ।

পদ্মবন্ধুঃ পদ্মমুখীং পদ্মহাং পদ্মলোচনাং ।

লক্ষ্মীরূপা মহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ৫ ॥

কমলাকটা, কমলবদনা, কমলকরা, কমলনয়না, কমলা
ব্রহ্মপা শান্তবিএহবতী তুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

সংক্রান্ত্যাক্ষেব পক্ষান্তে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যারোঃ ।

বঃ পঠেৎ সংযতোভূষা সর্কসিদ্ধি মবাধুয়াৎ ॥ ৬ ॥

রবি সংক্রমণ দিবসে, ও পৌর্ণমাসী কি অমাবস্যাতে, এবং
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে সংযত করতঃ এই
তুলসী স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্কসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

বিনামস্ত্রং বিনাঅপাং বিনাযজ্ঞং বিনাক্রিয়াং ।

বিনাধ্যানং বিনাতীর্থং সর্কসিদ্ধিকরং ভুৱেৎ ॥ ৭ ॥

এই তুলসীদেবীর শুদ্ধ স্তবপাঠেই সকল সিদ্ধি করতলন্থা
হয়, ইহাতে মন্ত্র, অপ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, ধ্যান, তীর্থপর্য্যটনের
কোন অপেক্ষা করে না ॥ ৭ ॥

ইদং গুরুকৃতং স্তোত্রং বঃ পঠেৎ শগুয়াদপি ।

মুক্তিঃ করতলে ভস্ত মুক্তশ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি তুলসীস্তোত্র সমাপ্তং ।

গুরুকৃত তুলসীদেবীর এই মহাস্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করে,
বা যে ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করে, তাহার মুক্তি করতলস্থিত
হয়, সেই ব্যক্তি যে মুক্তপুরুষ তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৮ ॥

ইতি তুলসীস্তোত্র সংপূর্ণ ।

প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন বীষতা ।

কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা ॥

ঈনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাকুরিয়াঘাটার

ঐযুত বাবু শিবচরণ কারকরয়ার বাগী হইতে বকেন হয় ।

কলিকাতা পাকুরিয়াঘাটা মণ্ডলইন্সটিটে ১২ সংখ্যক ভবনে

নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা বহু যত্নে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ ।

২ কণ্ঠ ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষ্ণং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কোশের বস্ত্রং ।
গোলকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দমূৰ্ত্তং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নরনং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৭ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮১ সন ১২৭০ সাল ৩১ আশ্বিন ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

অপ্রতিহত প্রভাব পৃথু পৃথিবী পালন কালে অযশসা পিতা
বেণের অপৌরুষী কীৰ্ত্তি বর্ণ সাক্ষরী প্রজা দর্শনে অতি ক্ষুদ্র
মনা হটরা, ঐ সঙ্করজাতিকে বিনাশ করিবার উদ্যম করেন,

তদ্বধে কাস্ত করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! তুমি জাতি মহান,
 সুধাৰ্ম্মিক, সাক্ষাৎ ভগবানের কলাংশাবতার, পাপীয়াণ বা
 পুণ্যবান্ সকল প্রজাই তোমার সমান কল্প হয়, এক পিতার
 সমসং উত্তর সম্ভান হইলে সৎপুত্র প্রতি দম্মাধিকা হইলেও
 অসৎপুত্রকে বিনাশ করিতে পারেন না, তদ্বৎ পুত্রন্যায়
 প্রজা প্রতিপালন করা তোমার বিহিত বিধান হয়। বিশে-
 যতঃ পিতৃকীৰ্ত্তির প্রচার বাছিয়া জন্য অসৎ কীৰ্ত্তিকেও সজ্ঞপে
 প্রতিষ্ঠা করা সৎপুত্রের কার্য্য, এবং বহুবিশ জাতি সম্বন্ধে
 বিধাতারও সংকল্প ছিল, তৎসোপান স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত বেণ
 এই বর্ণসঙ্করী প্রজার উৎপাদক হইলেন। অতএব তুমি ঐ
 সকল প্রজার পিতৃ মাতৃকুল নির্দ্ধারণ করতঃ সমসং শূদ্রকণ্ঠে
 জাতি প্রথমে বিস্তারিত করহ, অর্থাৎ বিলোমজাত জন সক-
 লকে অসৎ জাতি, অমূলোম জাত জনকে সৎজাতি রূপে
 প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বপিতা বেণের কীৰ্ত্তিরক্ষা করিতে যত্নপর
 হও। এতৎ ভূগুবাক্য শ্রবণে পৃথুরাজা উৎপত্তিমান ঘট-
 ত্রিশং ব্যক্তিকে শাখা ভেদে ঘটত্রিশং জাতি করি-
 লেন। যথা।

ব্রাহ্মণ কত্রিয় বিশাঃ শূদ্রাবর্ণাশ্চ ভাগশঃ।

ভেবাং সঙ্করাজাস্তেন বভূবু বর্ণ সংকরাঃ।

ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য আশূদ্র এই চারি বর্ণ প্রধান, তাহাদি-
 গের অমূলোম জাত বর্ণ বর্ণ সংকর হয়। যথা

গোপ নাপিত ভালাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।

তাম্বুলি পর্ণকারৌচ করণা বদিকানয়ঃ ॥

গোপ, নাপিত, ভাল, মোদক, কুবর, জামুলি, বাকুই
করণ, বণিকদি, ইহারা সংশ্লিষ্ট, নব শাখাভেদ জাতি অর্থাৎ,
নবশাখ বলিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন ।

মালাকার কর্মকার, শঙ্খকার কুবিন্দকাঃ ।

কুম্ভকারঃ কংসকার এতে ষট্ শিল্পিনো বরাঃ ।

সূত্রধার চিত্রকরঃ স্বর্ণকারশ্চ শৌনক ।

গৌণ কল্পশ্চ বিস্তেয়ো নবশাখঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কংস-
কার এই ছয় শিল্পী প্রধান, সূত্রধার, চিত্রকর, স্বর্ণকার এই
গৌণকল্পে নবশাখাজাতি শাস্ত্রে কহিয়াছেন । সূত্রধার,
স্বর্ণকার, চিত্রকর এই তিন জাতি ব্রহ্মশাপে পতিত হয়, তন্নি-
মিত্ত তাহাদিগকে পৃথু অস্ত্রাজ মধ্যে গণ্য করেন । এবং এই
সকল জাতি হইতে অনেক জাতি আরও উৎপন্ন হয়, ও তাহা
হইতেও কত কত ইতর জাতি জন্মে, সেসকল ছত্রিশ জাতি
হইতে অন্তর, কিন্তু প্রধান কল্প ছত্রিশ জাতি মধ্যে বিংশতি
জাতি সংশ্লিষ্ট, তাহাদিগের পুরোহিত শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদবিৎ
ব্রাহ্মণ, তন্নিম্ন জাতির বা বেদ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইল না, যে কোন
শ্রোত্রিয় অর্থাৎ লোভে বা প্রেম সৌহার্দে তাহাদিগকে যজা-
ইলেন, তাহারাও বেদ বর্জিত রূপে তচ্ছাত্রীয় ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায়
গণ্য হইলেন । পৃথু কর্তৃক এই মর্যাদা তৎকালে সংস্থাপিতা
হইল । এক্ষণে যেক্ষণে যেজাতি জন্মিয়াছিল তাহা সংক্ষেপত
মহাদি শাস্ত্রসিদ্ধ বচনার্থে ভাষা প্রবন্ধে লিখিতেছি, প্রত্যেক
লোক লিখিতে হইলে অপত্রিকার স্থান হয় না ।

শূদ্রস্ত্রীতে বৈশ্যের ঔরসে উৎপন্ন পুত্রের করণ সংজ্ঞা ।
এবং তিলি, ও তাম্বুলি উৎপন্ন হয় । বৈশ্য স্ত্রী ব্রাহ্মণের
ঔরস তাহাতে অম্বষ্ঠ, এবং গন্ধবণিক, কংকার ও শংখকার,
শূদ্রস্ত্রী ক্ষত্রিয় ঔরস তাহাতে টকরি, নাপিত, এবং মোদক
হয় । শূদ্র ক্ষত্রিয় স্ত্রী তাহাতে কুম্ভকার, তক্তবায়, কৰ্ম্মকার,
এবং দস্ত । ক্ষত্রিয়স্ত্রীতে বৈশ্যাবীর্য্যে উৎপন্ন মাগধ, আরগব,
কুপ । ব্রাহ্মণের ঔরস শূদ্রা গভ্রজাত বর্ণ বারুই । ব্রাহ্মণ
স্ত্রীতে ক্ষত্রিয় কর্তৃক উৎপন্ন, সূত, ভট্ট, গগক্ এবং মালা-
কার ॥ ১ ॥

করণ ও বৈশ্যাতে উৎপন্ন, মূত্রধর, এবং রজক । অম্বষ্ঠ
বৈশ্যাতে স্বর্ণকার, কুপ ও বৈশ্যাতে তৈলকার, কুপ ও
শূদ্রাতে ধীবর, মালায়, ও শুণ্ডক । মালাকার ও শূদ্রাতে, নট
ও সবক । মাগধ ও শূদ্রাতে শীকর, শীষকর, ও জা-
লিক ॥ ২ ॥

স্বর্ণকার অবশ্যস্ট্রীতে মলকরনী, ও হট্টীপ, এবং ডোম ।
বণিক বৈশ্যাতে কুরবে । শূদ্র ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল । আভীর
কুপস্ত্রীতে বকড় । আভীর বৈশ্যাতে চৰ্ম্মকার, অর্থাৎ মুচি,
ও বায়তি । রজক বৈশ্যাতে পাটনি । কলু বৈশ্যাতে দুলে
ও বাণ্ডনী, ধীবর শূদ্রাতে মালা ॥ ৩ ॥

দুলে বৈশ্যাতে গজ, শূদ্রাতে মূর্দাকরাস । মূর্দাকরাস গজ-
স্ত্রীতে পুলঙ্গ, পুরুষ, খস, যবন এবং মেচ্ছ । এতদ্ভিন্ন অনেক
কানেক জাতি পরে প্রকাশ্যে হয় । এই যে যবন মেচ্ছ সকল

পৃথু এই সকল জাতিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাজ্যে অধিবাস করাইলেন । পৃথুরাজ্য অতি বুদ্ধিমান্ পরাক্রমী, সজ্জিবেচক, ধার্মিক, সত্য ধৰ্ম পরায়ণ এহেতু রাজ্য শাসন কালে দেশে অবিচার হইতে দেন নাই । সকল প্রজার জীবিকা সংক্রান্ত কৰ্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রজারা সম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা কোষ বৃদ্ধি করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া ছিল । কদাচিত্ পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দরূপ প্রভূত শস্য নাহওয়াতে দেশের ভাবি অমঙ্গল সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দ্বিজগণকে আহ্বান করতঃ যজ্ঞাদি দ্বারা দেশকে সুপবিত্র করেন । এবং সংকর জাতি সকলকে জীবিকা সংক্রান্ত যে যে কৰ্মে নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইতেছি ।

করণ জাতিকায়স্থ তাহাকে রাজসভায় লেখক পদে নিযুক্ত করিলেন । এবং বৈদ্য জাতিকে চিকিৎসা কৰ্মে, গন্ধ বণিক কে ঔষধাদি নানা গন্ধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে, কাংসারিকে কাংস্যপিত্তলাদিপাত্র নির্মাণ কৰ্মে, শাংগারিকে শংখ ও শংখালঙ্করণাদি নির্মাণ কার্যে, টোকরিকে যুদ্ধকার্য বিষয়ে, নাপিতকে ক্ষুরীকৰ্মে, মোদককে লড্ডুকাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে, কুস্তকারকে মৃণ্ময় দ্রব্য নির্মাণ কার্যে, মাগধকে বুদ্ধজ্ঞানার্থানে অর্থাৎ বুদ্ধজ্ঞানাদি সংবাদ প্রদানার্থে এবং রাজকীয় এবং দেশীয় সংবাদ সকল প্রচার করণার্থে, কূপকে অঙ্কবিদ্যা অর্থাৎ কিতাবৎ ব্যবসায় করিতে, বাল্লীকে ভাষ্য ল কৃষিকরিতে, সূতকে অশ্ব প্রতিপালন এবং

ঔষ্যাদান, ও মালছান, করতঃ তদ্ব্যবসায় কৰ্ম্মে, তিলকে ওবা-
 কাদি গৃহস্থ কার্যোপযুক্ত দ্রব্য বিক্রমার্থে দোকান করিতে,
 তাম্বুলিকে কেবল তাম্বুল বিক্রমার্থে, সূত্রধারকে কাষ্ঠতঙ্ক-
 গাদি দ্বারা তন্তুদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে, রত্নককে
 বস্ত্রাদি ধোত ও সূচী কৰ্ম্ম করিতে, কোন কোন বণিককে,
 স্বর্ণ পরীক্ষণ কৰ্ম্মে, এবং মুদ্রাদি ক্রয় বিক্রয় কৰ্ম্ম করণে, স্বর্ণ-
 কারকে স্বর্ণাদি অলঙ্করণ প্রস্তুত করণার্থে, তৈলকারকে
 তৈল যন্ত্রে তিলাদি নিম্পীড়ন দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া
 বিক্রয় করিতে, ধীবরকে নৌকা বাহন কৰ্ম্মে, জালিককে মৎ-
 স্যাদি ধরিয়া বিক্রয় করিতে, নটকে নৰ্ত্তন কৰ্ম্ম এবং ঐশ্র্যজা-
 লিক ক্রীড়া করণার্থে, চণ্ডালকে কুকুরাদি প্রতিপালন কৰ্ম্মে,
 ডোমকে বংশকার্য্য এবং গৰ্দ্দভাদি প্রতিপালনার্থে, গণককে
 গ্রহগণন বিষয় পঞ্জিকা পাঠ করণ কার্য্যে, হট্টীপকে মল মার্জ্জ-
 নাদি কৰ্ম্মে, মুর্দাফরাসকে শবদেহাদিকে নদীজলে নিঃক্ষে-
 পাদি পূৰ্ণক মৃতের বস্ত্রাদি ও তদ্ব্যতন দ্বারা জীবন ধারণ
 করিতে, এবং বিচারালয়ে নিযুক্ত রাজদণ্ডী ব্যক্তির মন্তকাদি
 ক্ষেদন কার্য্যে । চৰ্ম্মকারকে চৰ্ম্মময় পাছকাদি নির্মাণ কৰ্ম্মে,
 বায়তিকে গৃহস্থালয়ে শুভকৰ্ম্মারম্ভে, এবং গৈল্য মধ্যে চৰ্ম্মময়
 বুজোপযোগি ঢকাদি যন্ত্র বাজাইতে, পুষ্কণকে রাজসম্বন্ধি
 উদ্যানস্থ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি বন্য জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণাদি কৰ্ম্মে,
 গোপকে গোপালনাদি, ও দধি ছুঁষাদি বিক্রমার্থে সন্দোপকে
 কৃষিকার্য্যাদি করিয়া জীবন নির্বাহ কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, ।
 ইত্যাদি বিশেষতঃ জাতিকে বিশেষতঃ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নি-

শিষ্ট হইলেন, তাহা সম্যক্ বৰ্ণন দ্বারা বিখ্যাত করিতে পারি-
লাম না । যবন স্বেচ্ছাদিরা পিশাচ ধন্দ্বী, পিশাচবৎ স্বেচ্ছা-
চারী, অভোজ্য ভোজী দুৰ্য্যাস্তঃ করণ, শঠ, সৰ্ব্বধৰ্ম্ম বহিষ্কৃত্য,
তদৃষ্টে তাহাদিগকে পিশাচাখ্যাদিয়া লোকালয় হইতে বন-
প্রস্থে প্রেরণ করিলেন, এবং যাহাতে তাহারা ধৰ্ম্মক্ষেত্রে আর
আসিতে নাপারে ? এজন্যে স্থানে স্থানে প্রতিহার স্থাপনা
করিলেন, ।

অনন্তর ঐ সকল বৰ্ণ সঙ্করের মধ্যে যাহারা সংহইল,
তাহাদিগকে শূদ্রবৎ ধৰ্ম্ম কার্য্য করিতে আদেশ করতঃ ব্রাহ্মণা
দির প্রতি তাহাদিগের পৌরহিত্য করিতে আজ্ঞাদেন । এই
মাত্র জাতি বিচারের ব্যবস্থা, কিন্তু কল্পভেদে বর্ণনা বিভিন্নতা
আছে, কলের বিভিন্নতা নাই, ইহাই কল্পের প্রথম স্বায়ত্ত্ব
মন্বন্তরে জাতিভেদ হয়, তাহা ক্রমশঃ সকল মন্বন্তরে চলিয়া
আসিতেছে, এক এক মন্বন্তর একান্তর দিব্যযুগ, অর্থাৎ সত্য
ত্রেতা দ্বাপর কলি, এমন চারিযুগ একান্তর বার অবসান
হইলে এক মন্বন্তর হয়, এতৎ পরিমাণে স্বায়ত্ত্ব, স্বারোচ্ষ,
রৈবত, তামস, শুভ্রম, রোচ্য, এইছয় মন্বন্তর অবসান হইয়া
বর্ত্তমান সপ্তম বৈবস্বতমন্বন্তরের ও ২৭ সপ্তবিংশতি দিব্য যুগ
গত হইয়াছে, বর্ত্তমান ২৮ অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগের সত্য ত্রেতা
দ্বাপর অবসান হইয়া কলির ও কয়েক সহস্র বৎসর অতীত
হইয়াছে, এই সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত মনু, ইনি
স্বর্ধাপত্তী সংজ্ঞা গর্ত্ত সন্তৃত ইহার নাম জাহ্নবেদ, দ্রবিড়

পুত্র পৌত্রাদিৰ বংশ পরম্পরা প্রথম দিব্যযুগাবধি ২৭ দিব্য যুগপর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া স্বৰ্গলোক গমন করিয়াছেন। বর্তমান এই দিব্য যুগের সত্যের সন্ধিপাদে এই বৈবস্বত মনুর ইচ্ছাকু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে, তাঁহারা দ্রবিড় দেশ পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মর্ষি দেশের মধ্যে সরযুতীরে অযোধ্যানাংমে নগর নির্মাণ করতঃ রাজধানী কল্পনা করেন, তিহিবরণ পশ্চাৎ বর্ণন করিয়া কহিব, বিগত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত রাজা প্রথম মন্বন্তরে যেকুপ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা করেন, তাহাই বিস্তার করিয়া কহিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মনুরপুত্র প্রিয়ব্রত, প্রজাপতি বিশ্বকর্মাৰ বহি-
স্বতী নামে কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই ভাৰ্য্যাতে তাঁহার
আত্মসম দশপুত্র, একাকন্যা হয়, তাহাদিগের নাম। যথা।
আঘ্রীধু, ইধ্যাজিহ্ন, যজ্ঞবাল্ক, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, সূতপৃষ্ঠ
সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র, কবি, আর ইহারদিগের
কনিষ্ঠা উজ্জ্বলস্বতী নামে একা কন্যা হয়। অঘ্রীর নামে ইহার-
দিগের নাম করণ করেন, তন্মধ্যে কবি, মহাবীর, সবন
এই তিন জন পরিত্রাজক হন, ইহঁারা সহজ উর্দ্ধরেতা
দার কৰ্ম্মাদি করণে বিরত, প্রিয়ব্রতের অন্য ভাৰ্য্যাতে উত্তম,
তামস, বৈবরত নামে আরো তিন পুত্র জন্মে, তাঁহারা তপো-
ধৰ্ম্মে লগ্ন থাকিয়া কালান্তরে মন্বন্তরাধিপতি হন।—প্রথম
জাত সপ্ত পুত্রকে এই পৃথিবী বিভাগ করিয়া দেন, তাহাতে
সপ্তদ্বীপ হয়, অম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, জৈম্ব, শাক, পুষ্কর,

হিলেন, যথা কীরোদ, ইক্ষুরসোদ, সুরোদ, যুতোদ, কীরোদ, দধিমণ্ডোদ, শুদ্ধ জলোদ ইতি সপ্ত । ইহাদিগের পরিমাণ ক্রলশঃ দ্বিগুণ । আশ্বীধুকে জম্বুদ্বীপ ইন্দ্রজিহ্বাকে প্লব্বদ্বীপ, যজ্ঞ বাহুকে শাল্মলিদ্বীপ, হিরণ্যারেতাকে কূশদ্বীপ, যুত পৃষ্ঠকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, মেধাতিথিকে শাকদ্বীপ, বীতিহোত্রকে পুষ্করদ্বীপ প্রদান করেন । ইহারা সাধ্যগণের মানসী সপ্ত কন্যা বিবাহ করেন । প্রিয়ব্রত রাজা উৰ্জ্জ্বতী নামী কন্যা “ শুক্রাচার্য্যাকে প্রদান করেন, যাহার কন্যা দেবযানী । আমাদিগের অগম্য অন্য ছয়দ্বীপ, তৎপ্রস্তাব লিখিবার প্রয়োজনাভাব, শুদ্ধ জম্বুদ্বীপ ও তৎপতি আশ্বীধুর বংশ বিস্তার লিখিতেছি, রাজা প্রিয়ব্রত সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া একাশীতি সহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ নির্বেদ প্রাপ্তে পুজে ভাৰ্য্যা ও রাজ্য সমৰ্পণ করিয়া বনে গিয়া ভগবদারধণা করিতে লাগিলেন ।

পিতৃআজ্ঞা মন্তকোপরি ধারণ করতঃ আশ্বীধু পিতৃদত্ত জম্বুদ্বীপবাসী প্রজানিকায়কে তুরস পুত্রন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । কদাচিত্ বন ভ্রমণে গত রাজা আশ্বীধু হিমালয় পর্বত দ্রোণীতে ক্রীড়মানা “ পূৰ্ব্বেচিহ্নিত, নামে বরাহ্পরাকে দেখিয়া মকররাজ শরভিম্ন হৃদয় হইয়া অনেক বিনয় বচনসহকারে তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া স্ববশে আনয়ন করতঃ গান্ধৰ্ব্ব বিধি দ্বারা তাহার পাণিগ্রহণ করেন, এবং কামপরিমোহিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তৎসমভিব্যাহারে বিহারাসক্ত হইয়া থাকিলেন । তদন্তে তাঁহার নয় পুত্র হয়,

নত্যাধম্মাসুরঞ্জিকা ।

এ নরপুত্র মাতৃ প্রসাদে বজ্র শরীর বিশিষ্ট, কোটিমন্ত সিংহ-
সম বলোপম হস্ত, তাহাদিগের নাম । যথা নাতি, কিংপুরুষ
হরিবর্ষ, ইলারুত, রম্যক, হিরণ্যায়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমান,
ইতি । ইহারদিগকে রাজা আগামী এই জম্বুদ্বীপকে নবখণ্ডে
বিতক্ত করিয়া দেন, পরে ত্বিনবতি বর্ষ রাজ্য সম্পদ ভোগ
করতঃ ভোগে বিতক্ত হইয়া পুত্রে ভার্য্যাকে সমর্পণ করিয়া
ভগবদারাধনা করিতে বন প্রবেশ করেন । এগ্রস্থে আগী-
ধের অষ্ট পুত্রের বংশ বিস্তারে প্রয়োজনাতাবপ্রযুক্ত নাতি
রাজার বংশ বিস্তার করিতেছি, প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য খণ্ডেরও
কথার উল্লেখিত হইবে, নয় খণ্ডের নাম, যথা নাতিবর্ষ,
কিংপুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলারুতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্যায়বর্ষ,
কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমানবর্ষ, এই নয় খণ্ড । আগামী
পুত্রে নাতি রাজার উপাখ্যান কথিত হইবে ।



সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

সুন্দরী কল্প ।

পরম হংসোক্তি । অরেনৎস ! ষোড়শী বিদ্যাই সুন্দরী
ইহার নানাকপভেদ, যিনি বালা ত্রিপুরা, তিনি রাজরাজে-
শ্বরী মূর্তি । দেবী ত্রিপুরা পঞ্চ প্রেতাসনা, যথা “ ব্রহ্মা বিকুশ্চ
রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ মহেশ্বরঃ । এতে পঞ্চমহাপ্রেতা দেব্যাঃ প-
র্যাক বাহিনঃ ” ইতি । ব্রহ্মা, বিকু, রুদ্র, ঈশ্বর, মহেশ্বর এই

পঞ্চ শ্ৰেষ্ঠৰূপে দেবীর সিংহাসন বহন করেন । এই বচন মূলক রাজরাজেশ্বরীর ধ্যান করিয়া থাকে, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, পরমেশ্বর বাহক, তত্ত্বম্ শিবরূপের উপরিভাগে দেবী মূৰ্ত্তি স্থাপনা করিয়া পূজা করে, তদ্ব্যৰ্থে বৈষ্ণবেরা ক্লেশ হয়, শাস্ত্রেরা বৈষ্ণবদিগকে স্পৰ্দ্ধা করে, এতদ্ভিন্ন নাস্তিক মতাবলম্বিগণে পরিহাসও করিয়া থাকে । কলিতার্থ এইসকল তাত্ত্বিক ও পৌরাণিক তত্ত্বের স্বরূপার্থ ও স্বরূপ মৰ্ম্ম গ্রহণা ভাবে অনিপুণ ব্যক্তিরা নানা প্রকার বিতৰ্ক করে, ইহার প্রকৃত যেতাব তাহাগ্রহণ হইলে আর কোন উৎপাত থাকেনা

সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা প্রকৃতি, যিনি পরা বিদ্যা, তিনি প্রণবাকারে পরিণতা, ইহা জানাইবার কারণ ভগবন ভূতভাবন শঙ্কর জীবের সম্বিধানার্থে কপকব্যাঞ্জে কহিয়াছেন, (ভূত-বস্বঃ) এই তিন লোককে ত্রিপুর বলে, এতৎ পুরত্ৰয় ব্যাণ্ড-ময়ী যিনি, তাহার নাম ত্রিপুরা জ্ঞানশক্তি, বিশ্বব্যাণ্ড জ্ঞানকে প্রণবাকারে ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ বিরাট রূপের মহিমা বর্ণন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা মূৰ্ত্তির উপাসনার বিধি উক্ত হইয়াছে, যাহারা তৎ স্বরূপের উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইবে, তাহারা ত্রিপুরা মূৰ্ত্তির আরাধনাতেই প্রণবাবলম্বন জনিত ফল ভাগী হইবেন, এই মাত্র সুউপায় করিয়া দিয়াছেন ।

এতদ্ভিন্ন শুদ্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষকজনেরা অশ্বেষণা দ্বারা নিশ্চয় করেন, জীবের আপাদ মস্তক পর্যন্ত ব্যাণ্ড প্রণব, তৎক্ষমতাকে ত্রিপুরা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন । এই শ্ৰেষ্ঠ শব্দ হুত বাচক হয়, ভূত পদে জীব, ষট্চক্র ব্যাখ্যান

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চক্ষাধিষ্ঠান জন্য, মূল-
ধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপুর এই
ষট্চক্র, চক্ষু ও পঞ্চভূত। যথা। “মূলধারে স্থিতা ভূমিঃ
স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে। মণিপূরে তথা তেজো। কাদি মারুত
মেব চ। বিশুদ্ধাখ্যে তথা কাশং আজ্ঞাখ্যে চক্ষু এব চ। ইতি ,,
মূলে (লং) বীজ, লিঙ্গে (বং) বীজ, নাভিতে (রং) বীজ,
কুদরে (ঘং) বীজ, কণ্ঠদেশে (হং) বীজ। ক্রমধ্যে (ঠং)
বীজ। এই সংক্ষেতানুসারে প্রণব মাহাত্ম্য উপবর্ণিত হই-
রাছে, অর্থাৎ উপর্যুপরি বীজাধারের সংস্থা ভেদে প্রণবের
অকপার্থ সম্পাদন করিয়াছেন। নাদ বিন্দুক্রমে, তাহাতে
নাদশক্তি প্রণব রূপ। বিন্দু শিবরূপ “বিন্দুরূপঃ শিব
সাক্ষাৎ নাদশক্তি সমন্বিত ইতি ,, একারণ শিবোপরি প্রকৃ-
তিকে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত করেন। এই তত্ত্ব তত্ত্বে
তারা পতি উক্ত করিয়া রাজরাজেশ্বরীর পূজা পদ্ধতি নির্দেশ
করেন। ফলে যিনি ত্রিপুরা, তিনিই প্রণব, ইহার অন্যথা
নাই। যথা “যথা কালী তথা তারা তথৈব ত্রিপুরেশ্বরীতি ,,
যে কালী সেই তারা সেই ত্রিপুরেশ্বরী, এঅর্থে কালী তারার
মাহাত্ম্য বর্ণন মত ত্রিপুরা মাহাত্ম্য বর্ণন হয়, বস্তুতঃ ত্র্যকো-
পকরণ বিনির্মিত এই সকল দেবীরূপ প্রকৃত চিদম্বনাকার
সামান্য রূপের পরিগ্রহ করা যায় না।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন ।

সদাচার লক্ষণং ।

প্রস্রাবানন্তর ও মৈথুনানন্তর, আর মল বিসর্জনানন্তর
যেকণ মৃত্তিকা শৌচ করিবে এবং যতবার যে যে স্থানে মৃত্তিকা
দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, তাহা বিস্তার করিয়া লিখিতেছি । যথা

একাং লিঙ্গে মৃদং দদ্যাৎ বামহস্তেতু মৃদ্৩২ ।

উভয়োহস্তয়োঃ ধৌতু মূত্রশৌচং প্রকীর্ত্তিতং ॥

প্রস্রাবানন্তর লিঙ্গে একবার মৃত্তিকা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে,
বামহস্তে দুইবার, উভয় হস্তে দুইবার মৃত্তিকা দিবে, ইহার
নাম মূত্রশৌচ শাস্ত্রে কহেন ।

অথ মৈথুনাশৌচ ।

লিঙ্গে দুইবার, বামহস্তে চারিবার, উভয় হস্তে চারিবার
মৃত্তিকাদিয়া ঘর্ষণ করিয়া জলদ্বারা হস্ত পাদ লিঙ্গাদি অবয়ব
সকল ধৌত করিবে ।

মলত্যাগানন্তর মৃত্তিকাশৌচ ।

একাং লিঙ্গে শুদেতিষ স্তুথা বাম করে দশ ।

উভয়োহস্তয়োঃ সপ্ত তিষ স্তিষঃ পদে পদে ॥

একবার লিঙ্গে, বারত্রয় গুহে, বামকরে দশবার, উভয়
হস্তে সপ্তবার, প্রতিপদে তিন তিন বার মৃত্তিকা দ্বারা ঘর্ষণ
করিবে । অনন্তর শুদ্ধজলে হস্তপাদাদি স্বচ্ছন্দ রূপে ধৌত
করিয়া পবিত্র হইবে ।

কিন্তু যে স্থানের মৃত্তিকা অইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা
ব্যক্ত করিয়া লিখিতেছি, তদ্রূপে শৌচ বিধি করিতে হইবে ।

বালুকা, ইন্দুর দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকা, অন্যের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা, গৃহলেপ মৃত্তিকা, অলঙ্ঘ্য মৃত্তিকা, কুশ মূলোৎখিত মৃত্তিকা, দুর্কা, অশ্বখ মূলোৎখিত মৃত্তিকা, এবং চতুষ্পাথ, গোচারণস্থান, শস্য ক্ষেত্র, পুষ্পোদ্যান, ইত্যাদি স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া মৃত্তিকা শৌচ করিবে না, যদি করে তবে আচার ভ্রষ্ট হয়, তাহার দৈব পৈতৃকাদি কোন কৰ্ম সুসিদ্ধ হয়না । মৃত্তিকা শৌচ বিধি গৃহীদিগের এইমত, কিন্তু বিধবা স্ত্রী, ও বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর, পক্ষে ইহার দ্বিগুণ, এতদ্ভিন্ন দণ্ডীর পক্ষে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির শৌচাচার হইতে দ্বিগুণ । স্ত্রী, শূদ্র, বালক, ও বোণীর পক্ষে নিয়ম নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গন্ধক্ষয় না হইবে, ততক্ষণ ঘর্ষণ করিবে । কোন আপদ গ্রন্থ, বা পান্থব্যক্তির স্ত্রী শূদ্রাদিবৎ জানিবে ।

অথ দন্তধাবন কাৰ্ত্তভেদ ।

অপামার্গ, আগ্র, আম্রাতক, করবীর, খদির, শিরীশ, জাতি, পুন্নাগ, শাল, অশোক, অৰ্জুন, ক্ষীর, অম্বু, বকুল, ওড়ু, পলাশ, বদরী, পারিতত্ত, ইত্যাদি প্রশস্ত, এতদ্ভিন্ন নিষিদ্ধ, আর “ সৰ্বং কণ্টকিনং বিনা ইতি ” ইহা ব্যতীত কোন কণ্টক বৃক্ষ শাখায় দন্তধাবন করিবে না, আত্মাদি কোন পৈতৃক কৰ্ম্ম, এবং কাম্য কৰ্ম্মে দন্তকাৰ্ত্ত দ্বারা দন্তধাবন নিষিদ্ধ, প্রবাসী পান্থ, রোগী, ও আবশ্যকীয় বিষয় বাস্তবজনা দন্তকাৰ্ত্ত ত্যাগ করিবে । শুদ্ধ মৃত্তিকা বা করীষতন্ম, অথবা হরিতকাদি চূর্ণ দ্বারা দন্তধাবন করিবেক, জিহ্বা সার্জন স্বর্ণ রৌপ্য শলাকা বা পিত্তল কংসাদির শলাকা দ্বারা করিবে, লৌহ

তাম্রাদিতে করিবে না। এতদভাবে সুপাচ্ছিন্ন বংশজাত শলাকা দ্বারা ত্রিষ্ণু শোধন করিবে।

আদৌ ষোড়শ গণ্ডুষে মূৰ্খ তদ্বিক্রম কারয়েৎ।

পশ্চাৎ দ্বাদশ গণ্ডুষে শেষে দশ প্রকীর্তিতঃ ॥

প্রথম ষোড়শ গণ্ডুষদ্বারা জলে কুলকুচা করিবে, পরে দ্বাদশ গণ্ডুষ, পরিণামে দশগণ্ডুষ দ্বারা মূৰ্খ প্রকালন করিবেক।

মূৰ্খ প্রকালনানন্তরঃ সোত্তরীয় বস্ত্র পরিধান পূৰ্ব্বক পাণি পাদ প্রকালন করতঃ বিষ্ণু, গণেশ ও ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া দেব ব্রাহ্মণ গো গুরু দর্শন করিবেক। অনন্তর কুশা-সনোপবিষ্ট, অথবা কম্বলাদি কোন বিশিষ্টাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃ সঙ্ক্যা করিবেক। সঙ্ক্যা ও বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ত্রিবিধ হয়, আদৌ বৈদিকী, পরে তান্ত্রিকী, কিন্তু শূদ্রাদির পক্ষে কেবল তান্ত্রিকী সঙ্ক্যানাত্র উপাসনীয়। বৈদিকী সঙ্ক্যা ভ্যাগে ব্রাহ্মণাদিরা শূদ্রবৎ হয়, তাহাদিগের কোন কর্ম সিদ্ধ হয় না। পাদ প্রকালন উদ্ধৃজ ঘা করিয়া করিবে না, যদি করে তবে বিনা গঙ্গা দর্শনে পবিত্র হইতে পারে না। অনন্তর সাংসারিক যে যে কর্ম, সেসকল কর্মে আরম্ভ হইবে, “মধ্যাহ্ন কাল সংপ্রাপ্তে পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ। „ মাধ্যাহ্নিকীং তথা কুর্যাৎ সঙ্ক্যাং তর্পণ মেবচ। „ মধ্যাহ্ন সময়ে পুনঃ স্নান করতঃ সঙ্ক্যা তর্পণাদি করিয়া, ইষ্টদেবতার পূজাদি করিবেক। যদি কর্ম বশতঃ প্রাতঃ স্নান সঙ্ক্যা বন্দনাদি করিতে না পারে তবে গায়ত্রীজপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মধ্যাহ্ন কালেই উত্তর

কালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেও তাহাতে প্রতাবান্নী হইবে না। যদি মধ্যাহ্ন কালে আবশ্যকীয় কর্মের অনুরোধ থাকে, তবে সাবকাশানুসারে সাবিত্রী জপ করতঃ প্রাতঃ কালেই অপকর্ষ ব্রাহ্মবৎ মধ্যাহ্নিক কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে? তাহাতেও সে ব্যক্তি কর্ম লোপী হইবে না, এতদুভয় কালে যদি কার্য করিতে না পারে তবে মধ্যাহ্নে আহার না করিয়া সাম্নঃ কালেই ত্রৈকালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আহারাদি করিবেক। তথাপি সে পাতকী হইবেক না। যদি কেহ অলসতা বা কার্য ব্যগ্রতা, বা অজ্ঞতা, কি আভ্যুরতাদি প্রযুক্ত সঙ্কোচ-পাসনায় অক্ষম হয়, তবে তিনকালে শত শত গায়ত্রী জপ করিবেক, অধিক জপে অশক্ত হইলে দশদশ বার গায়ত্রী জপ করিলেও হইবে, তদনন্তে নিরুচ্চ পক্ষে এক এক বার ও ও যথা সময়ে জপ করিবে কদাচ অজপী হইবে না, অজপী হইয়া দিনক্ষেপ করিলে সর্ব পাপাশ্রয় হয়, আর তাহার কোন কালেই পরিত্রাণ নাই। যদি কোন কার্যানুরোধে শৌচাচমনাদি করিতে না পারে, তথাপি গায়ত্রী আদি মন্ত্র জপ করিবে, অশুচি বলিয়া তজ্জপ পরিত্যাগ করিবে না। যথা।

অশুচির্বা শুচির্কপি গচ্ছনু তিষ্ঠনু স্বপন্নপি।

মমস্ত্র স্মরণে দোষ ইতি বেদবিশেষে জপঃ ॥

অশুচি, বা শুচি হউক্ গমন করুক্ বা শয়িত থাকুক্, কিম্বা দণ্ডায় মান থাকুক্ কিন্তু গায়ত্রীাদি মন্ত্র জপে দোষ নাই, ইহা বেদবিশেষ গণেরা কহিয়া থাকেন।

কিন্তু কোন ক্রমেই গায়ত্রী জপভ্যাগ করিবে না, মনু কহি-
 রাছেন, “ গায়ত্রী মাত্র সারোপি ইত্যাদি ”, যদি কোন কর্ম
 করিতে নাপারে তথাপি ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মাত্র জপেই সর্ব
 কর্ম্য হইয়। এত সুলভ সত্ত্বেও যাহারা স্বধর্ম ত্যাগী হয়,
 তাহারা পামর, পাষণ্ড, আত্মঘাতী, গৃধ্র, কুকুর, এবং শূদ্র
 যবনাদির মধ্যে গণ্য জানিবে। কালানুসারে মনুষ্যদিগের ধর্মে
 জনসভা অন্যমর্হিগণেরা সংক্ষেপ রূপে উপায় করিয়া গিয়া-
 ছেন, অর্থাৎ সত্যত্রেতা দ্বাপরাদিতে যে আচার তাহা ক্রমিত
 সম্পন্ন হইতে পারেনা, এবিধায় কলির ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্ষেপ
 হয়, কিন্তু সম্যক্ অঙ্গ হয়না বলিয়া ভ্যাগ করিতে হই-
 বেনা, ইহাই বেদেরমত, ইহা জানিয়াও স্বধর্ম ত্যাগের
 প্ররুতি করায় নরক হয়, বিশেষ রূপ না হউক সামান্যানুষ্ঠানেও
 স্বধর্ম রক্ষা হয়, যেব্যক্তি সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে পারে সে
 অবশ্যই করিবে, যাহারা তাহা না পারিবে, তাহারা সংক্ষেপেই
 ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক,। অপর আত্মকানন্তর যৎযৎকর্ম
 কর্তব্য তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।



অথ তুলসী মাহাত্ম্য।

মাল্যধারণ বিধি।

ততঃ কৃষ্ণার্চিতা মাল্য ধারয়ে তুলসীপলৈঃ ।

পদ্মাত্মক তুলসী কাট্টৈঃ কটলর্ধাত্মাচ্চ নির্মিতাঃ॥

ইতি ভগবদ্ভক্তি বিলাসঃ ।

তুলসী পত্র নির্মিতা মালা, অথবা পদ্মান্ধামালা, কিম্বা
তুলসী কাষ্ঠ নির্মিতা বা আমলকী কল নির্মিতা মালা কণ্ঠে
ধারণ করিবে ।

ধারয়ে তুলসী কাষ্ঠ ভূষণানিচ বৈকুণ্ঠঃ ।

মন্ত্ৰকে কর্ণয়ো কীৰ্ত্তনোঃ করয়োচ্চ বথারুচিঃ ॥

বৈকুণ্ঠ গৃহী অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্ৰোপাসকবাস্তি তুলসী কাষ্ঠ
নির্মিত ভূষণাদি মন্ত্ৰকে, বা কর্ণদ্বয়ে, কি হস্তদ্বয়ে, ও বাহু
মূলে যথা রুচি ধারণ করিবে ।

সংনিবেদ্যেব হরয়ে তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবাং ।

মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধন্তে সর্বভাগবতোক্তমঃ ॥ ইতি ॥

স্কন্দপুরাণং ॥

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতা মালা ঈকুণ্ঠকে নিবেদন করতঃ পশ্চাৎ
যে ব্যক্তি স্বয়ং ধারণ করে, সেই ব্যক্তিই ভাগবত শ্রোত্ব ।

কুণ্ঠে অনর্পিত মালা ধারণ নিষেধ ।

হরয়ে নার্পয়ে দ্যস্ত তুলসীকাষ্ঠ সম্ভবাং ।

মালাং ধন্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ সযাতি নরকং ক্রুবং ।

স্কান্দে ।

ঈকুণ্ঠকে অর্পণ না করিয়া তুলসীকাষ্ঠ নির্মিতা মালা যে
মূঢ় স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ করে, সেই পাপাত্মা সে মালা ধারণ
করিয়াও নিশ্চিত নরকে গমন করে ।

অথ মালা শোধন ।

ক্যানিভাং পঞ্চগব্যেন মূলমজ্জেন সন্নিভাং ।

গায়ত্র্যা চাক্ষুর্দ্বাভি সন্নিভো ধূপয়েচ্ছতাং ॥

বিধি৭ পরয়াভজ্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ॥

পঞ্চগব্য দ্বারা ক্যালন করতঃ মূলমন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ ক্লীং বীজদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে, এবং মালার উপর অষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপ দ্বারা পুনরভিমন্ত্রিত করিবে, অনন্তর তন্নিকটে ধূপ প্রজ্জ্বালিত করিবে এবং বিধি পূর্বক পরম ভক্তি দ্বারা সদ্যোজাত মন্ত্রে পূজা করিবে। সদ্যোজাত, পদে শিবমূর্ত্তি বিশেষের মন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ হৌবীজে পূজা করিবে!

মালা ধারণ মন্ত্র ।

তুলসী কাষ্ঠ সমুত্তে মালে কৃষ্ণজন প্রিয়ে ।

বিভর্শি হামহং কণ্ঠে কুরুমাং কৃষ্ণবল্লভং ।

হে তুলসী কাষ্ঠ সমুত্ত মালে! হে কৃষ্ণভক্ত প্রিয়ে! আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত করহ।

ষম্মাত্তং বল্লভা বিকো নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়া ।

তথামাং কুরুদেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ং ॥

হে তুলসী মালে! হে দেবেশি! যেমন তুমি শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা, এবং নিত্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রিয়তমা, সেইরূপ আমাকেও নিত্য বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তের প্রিয়তম করহ।

মালাশব্দ ব্যাপত্তি ।

মালে মাধাতুরুদ্ভিতৌ লাদীনে হরি বল্লভে ।

ভক্তেভ্যশ্চ সমম্ভেভ্য স্তেন মালা নিগদাতে ।

হে মালে!—মা শব্দে উদ্ভিত কল মূর্ত্তি, হে হরিবল্লভে! মা শব্দে দান, ইত্যার্থে সমস্ত ভক্তগণকে উদ্ভিত মূর্ত্তিকল প্রদান

কর, এজন্য সকলে তোমাকে মালা শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকে।

এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবন্ধ্যাসং কৃষ্ণগলৈর্গিভাং ।

ধারয়েদৈকবোঃ যোটৈব সগচ্ছেৎ পরমং পদং ॥

এই প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণগলে অর্পণ করতঃ যে বৈকুণ্ঠ তুলসী কাষ্ঠ সংভবা মালা স্বকণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি দেহাবসানে তদ্বিকুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবে।

ধারয়ন্তি ন বে মালাং হেতুনাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ।

নরকাম নিবর্তন্তে দক্ষাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥ ইতি

গরুড়পুরাণং ।

যে সকল হেতুবাদ কুশল পাপবুদ্ধি জোড়েরা তুলসাদি বিহিতা মালা কণ্ঠে নিত্য ধারণ না করে। বিহিতা মালাপদে খাত্তী বিলুপ্ত তুলসাদি মালা কণ্ঠে ধারণ না করে, তাহারা নিরন্তর নরক হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারেনা এবং নিরন্তর হরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়।

ন অহাতুলসী মালাং যুক্তো যচ্চার্চয়ে করিং ।

বদয়ং করোতি তৎসর্গ মনস্ত ফলদং ভবেৎ । ইতি ।

শাস্ত্রে ।

যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতা মালা ত্যাগ না করিয়া, মালা-যুক্ত হইয়া হরির অর্চনা করে, এবং ভক্তিস্র যে যে পুণ্যাদি কর্ম্ম করে, তাহার তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হয়, অর্থাৎ অনন্ত যে আত্মাত্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত হয়।

যেকণ্ড স্তব্ধ তুলসী মলিনাক্ষ মালা যে বাই

দ্বন্দ্বপ্রতিচ্ছিত্তমং যতঃ ॥ যে বা মালাত কলঙ্ক

সরলোদ্ধিপুত্র ! স্তে বৈকবা ভুবন মাণ্ডপরিভ্রমন্তি । ইতি

নারদীয়ং ।

যে সকল ব্যক্তি তুলসীকান্ঠ মালা এবং পদ্মবীজাদি নির্মিতা মালা কণ্ঠে ধারণ করেন, যে সকল ব্যক্তির বাহুমূল শংখ চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত হয়, যাহাদিগের ললাটদেশে উদ্ধিপুত্র তিলক শোভা পায়, সেই সকল পবিত্র চিহ্নধারি বৈষ্ণবগণেরা পাদম্পর্শন দ্বারা স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি লোকত্রয়কে আশু পবিত্র করেন ।

ভূজযুগমপি চিহ্নৈ রক্ষিতো যস্য বিষ্ণোঃ পরম

পুরুষান্নাং কীর্তনং বসাবাচি । ঋজুতম মপিপুণ্ড্রং

মহত্বে যস্য কণ্ঠে সরসিজ মণিমালাং বসাতস্যান্মি দাসঃ ॥

যে কৃষ্ণভক্তের ভূজ যুগল বিষ্ণু চিহ্নে চিহ্নিত হয়, অর্থাৎ শংখ চক্র গদা পদ্মাদিতে চিহ্নিত কি তন্মামাক্ষিতই বা হউক, আর যে ব্যক্তি নিম্নতবাক্যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন করেন, এবং সরলতম উদ্ধিপুত্র তিলকে যার মস্তক পরিশোভিত হয়, অপর সরসিজ বীজাদি মালা মণ্ডিত যাহার কণ্ঠদেশে, আমি সেই কৃষ্ণভক্তের দাস, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তের দাস্যাভিলাস করি ।

তুলসী কান্ঠ মালাঞ্চ কণ্ঠস্থানং বহতেতু যঃ ।

অপ্যানৌচোপ্যানাচারৌ মানবাঃ শুচিরেধসঃ ॥ ইতি ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরং ।

তুলসীকান্ঠ সমুত্তা মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে বহন করে, সেই মানব অন্তর্গত বা অনাচার হইলেও পরম শুচি হয় ।

ধাত্রীকল কৃতামালা তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবা ।

দৃশ্যতে বসাদেহেতু সর্বৈভাগবতোত্তমঃ ॥ ইতি ।

স্বাক্ষে ।

ধাত্রী কল অর্থাৎ আমলকী কল নির্মিতা, বা তুলসীকাষ্ঠ সম্ভূতা মালা বাহার দেহে দৃশ্য হয়, সেই নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ।

‘তুলসী দলজাং মালাং কাষ্ঠজাম্বা বিশেষতঃ ।

বহস্তি কণ্ঠে যে বর্ণা স্তে নমস্যা দিবৌকসাং ॥

তুলসী দলজা বা কাষ্ঠজা মালা ব্রাহ্মণাদি যেকোন বর্ণ কণ্ঠে ধারণ করে, তাহারা দেবতাদিগেরও ব্রহ্মস্ব্য হয়েন ।

তুলসীকাষ্ঠ দলজামালা ধাত্রী কৃতাপিবা ।

দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্বিষ্ণুসেবিনাং ।

তুলসী কাষ্ঠ ও দলজা মালা, এবং আমলকীকল প্রথিতা মালা পাপিদিগেরও মুক্তি প্রদান করেন, তাহাতে বিষ্ণুসেবি বৈষ্ণবের কথা আর কি কহিব ? ।

যঃ পুন স্তুলসীমালাং কৃৎ কণ্ঠে জনার্দিনং ।

পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতিপ্রতি পুষ্পং গর্ভাবৃতং ॥

যে ব্যক্তি তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণ করতঃ জনার্দীন ত্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তৎসম্বন্ধে প্রতি পুষ্প দানে এক এক অমৃত গোদানের কল প্রাপ্তি হয় ।

যাবল্লুচন্তি কঠহা ধাত্রী মালা নরসাহি ।

তাবন্তন্য শরীরেহু শ্রীভ্যালুচন্তি কেশবঃ ॥

যে কাল পর্যন্ত আমলকী প্রভৃতি পূর্কোক্ত মালা সকল যে মনুষ্যের শরীরে লুপ্তি হইল, তাৎকাল তৎ শরীরে শ্রীতি পূর্কক ত্রীকৃষ্ণ অতিলুপ্তি হইল ।

স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্ত্রীমালা করে নুণাং ।

তাবৎবর্ষ সহস্রাণি বসতে কেশবা লয়ে ।

করস্থ ধাত্ত্রী মালা বিশিষ্ট মনুষ্যাদিগকে যে ব্যক্তি স্পর্শ করে, সে ব্যক্তির গাত্রে যত লোম সংখ্যা ততকাল জীর্ণতা লয়ে তাহার বাস হয় ।

যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্ত্রীমালাং কলৌনরবঃ ।

তাবদ্যুগ সহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতি ভবেৎ ॥

কলিযুগে মনুষ্য মাত্র যে সকল দিন ধাত্ত্রীমালা কণ্ঠে বহন করে, সেই দিন পারিরাণে প্রতিদিনে সহস্র যুগ সংখ্যায় তাহার বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুলোকে বাস হয় ।

মালা যুজ্জ্বল যো নিত্যং ধাত্ত্রী তুলসী সম্ভবৎ ।

বহতে কণ্ঠদেশে চ কংপ কোটি দিবং বশেৎ ॥

যে ব্যক্তি আমলকী ও তুলসী কার্ঠ সম্ভূতা এই মালাদ্বয় কণ্ঠে ধারণ করে, সেই ব্যক্তির কোটি কংপ পরিমাণে স্বর্গাখ্য বিষ্ণুলোকে বাস হয় ।

তুলসীদলজাং মালাং কৃষ্ণোত্তীর্ণাং বহেত্তুরঃ ।

পত্রে পত্রেহৈব মেধানাং দশানাং লভতে ফলং ॥ ইতি

গারুড়ঃ ।

তুলসীদল সম্ভূতা মালা, জীর্ণ গলদেশ হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেই মালা যে ব্যক্তি স্বীয় কণ্ঠদেশে ধারণ করে, তাহার প্রতিপত্রে দশ দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।

তুলসী কার্ঠ সম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ ।

কল যচ্ছতিঃ দৈত্যারিং প্রত্যঃ দারকোস্তব ॥

তুলসী কার্ঠ সন্তবা মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে বহন করে, তা-
হাকে ত্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ দ্বারকা দর্শন স্পর্শনাদি অনিত কল
প্রদান করিয়া থাকেন ।

বহতে যো নরো ভক্তা তস্য বৈনাশ্তি পাতকং ।

সদা শ্রীত মনা স্তস্য কৃষ্ণোদেবকী নন্দনঃ ॥

তুলসী কার্ঠ নিম্নিতা মালা যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্বক একান্ত
ধারণ করে, তাহাতে তাহার কোন পাতক থাকে না, তাহার
প্রতি সর্বদা দেবকী নন্দন ত্রীকৃষ্ণ শ্রীত মনা হন ।

তুলসী কাষ্ট সমুত্তাং যোমালাং বহতে নরঃ ।

প্রায়শ্চিত্তং মতস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে ॥

তুলসী কার্ঠ সন্তবা মালা যে ব্যক্তি নিম্নত কণ্ঠে বহন করে,
সে ব্যক্তির আর কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না,
সুতকাদি কোন অশৌচ তাহার শরীরকে স্পর্শ করিতে
পারেনা ।

তুলসী কাষ্ট সমুত্তাং যোমালাং বহতে নরঃ ।

তুলসী কার্ঠ সমুত্তাং শিরসো বাহু ভূষণং ।

বাহুবা করেচ মর্ত্যস্য দেহেতস্য সদাহরিঃ ॥

তুলসী কার্ঠ সন্তবা মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে ধারণ করে, এবং
তুলসী কার্ঠ সমুত্ত বহুবিধ ভূষণ করে, আর বাহুস্থল ও কর
যুগলে তুলসী কার্ঠ মালা ধারণ করে, সেই মনুষ্যের শরীরে
ত্রীহরির সর্বদা অধিষ্ঠান হয় ।

প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন শীমতা ।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত। হইয়া পাকুরিয়াঘাটীর
শ্রীমত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বটন হয় ।

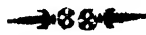
কলিকাতা চৈত্রপুর রোড, বটভাঙ্গা ২৪৬ নং ভবনে

বিদ্যারত্ন বস্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন্ন দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড ।



সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যা হ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকোশেয় বস্ত্রং ।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিকৃদিতং নন্দস্থলুংপরেণং ।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৭ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ কার্তিক

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

আগ্রীধু রাজার পুত্র নাতি, স্ববর্ষাধিপতি হইয়াও অন্যান্য
বর্ষাধিপতি জাতাদিগকে স্ববশে রাখিয়া তত্ত্বৎ বর্ষের উপর
আধিপত্য করিতে লাগিলেন। নাতি রাজার উদার্য্য গুণে
আপৌর সর্বজন সম্মিধানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ব্যাধ

হইল, নাতিজুলা রাজা হয় নাই হইবেনা, এইরূপ ঘোষণা সকলেই করিতে লাগিলেন ।

কৌতুহলকর্ম রাজর্ষে নীতিরগচরং পুমান্ ।

অপত্যতা মগাং বস্ত্র হরিঃ শুক্লেন কর্মণা ॥ ইতি

ভাগবতং ।

এই অগভীতলে এমন পুরুষ কে আছে, যে রাজর্ষি নাতির সদৃশ কর্ম আচরণ করিতে পারে? যাহার পরিশুদ্ধ কর্ম শুনে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং পুজিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

নাতিরাজা একাশীতিসহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করতঃ স্বপুত্র ঋষভ দেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বদরিকাশ্রম প্রবেশ পূর্বক তপোধর্ম্যে লগ্ন হইলেন, প্রাপ্ত রাজাঋষভ, পূর্বের উপ-নয়নানন্তর গুরুকূলে বাস করতঃ গুরু কর্তৃক লঙ্কবর হইয়া গৃহমেধীর ধর্ম্মানুষ্ঠানকরণার্থে ইচ্ছুকন্যা জয়ন্তীর পাণি-গ্রহণ করেন, সেই ইচ্ছদত্তা জয়ন্তীতে তাঁহার একশত পুত্র হয় । সকলের জ্যেষ্ঠ মহাযোগী রাজর্ষি ভরত, যাহার নামে এই নাতিবর্ষ বিখ্যাত হয়, অর্থাৎ অদ্যাপি সকলে ইহাকে ভারত বর্ষ বলেন । অপর নবনবতি জন মধ্যে কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রবিড়, চমস, করতাজন, ইত্যাদি নয় পুত্র ভাগবত ধর্ম্মযাজন করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে নয়ভাগ করতঃ এক এক ভাগে আশ্রম করিয়া ভগবদুপাসনার নিযুক্ত হইলেন, সেই নয় খণ্ডের নাম, গর্ভ, ত্রিগর্ভ, রক্ষ, তাপস, কৈরাত, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মর্ষি, আর্ষ্যাবর্ত, এই ভারতবর্ষে পূর্বের বিষ্ণুকান্ত, রথকান্ত, অশ্বকান্ত, ইত্যাদি

তিনখণ্ড তন্মধ্যে বৰ্ণকান্ত অর্থাৎ সূর্য্যারিক খণ্ডে বৰ্ণকান্তাপন,
অশ্বকান্তে গৰ্ভ, ত্রৈগন্ত, বিষ্ণুকান্তে ব্রহ্মাবৰ্ণ, ব্রহ্মর্ষি, আৰ্য্যা-
বৰ্ণ, কৈবাত এই নয় খণ্ড তিনখণ্ডে হয়, কিন্তু আৰ্য্যাবৰ্ণ, ব্রহ্মর্ষি,
ব্রহ্মাবৰ্ণ এই তিন খণ্ডের অপর নাম কুমারিকা, খণ্ড হয়, অর্থাৎ
উত্তর হিমালয়, পূর্ব ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম গাঙ্গারদেশ, দক্ষিণ কুমা-
রিকা অন্তরীপ । একগে ইহাকেই লোক হিন্দুস্থান বলে, ইতঃ-
পূর্ব বলিষ্ঠ যবনেরা হিন্দুস্থানের পশ্চিম গাঙ্গারাদি অনেক
দেশকে অধিকার করিয়া অপগণ, গাঙ্গারাদি দেশকে যবন
রাজ্যে ভুক্ত করিয়া লয়, কেবল সিন্ধুনদীর পূর্বপার অব-
ধিকে হিন্দুস্থান বলিয়া খ্যাত করে ইদানীং ইউরোপীয়ান
পুরুষেরা শুদ্ধ হিন্দুস্থানমাত্রকেই ভারতবর্ষ বলিয়া, ইহার
অতিশয় রূপে প্রচার বাছল্য করিয়া তুলিয়াছেন, পুরাত্তা-
নসম্বন্ধি প্রাচীন পণ্ডিতগণেরা উপরি উক্ত সমস্ত খণ্ডকেই
ভারতবর্ষের মধ্যে ধৃত করিয়া গিয়াছেন ।

যথা কুৰ্ম্মবামন পুরাণাদিষু ।

পূৰ্বেকিরাত্তা যাসামনু পশ্চিমে যবনাঃস্থিতাঃ ।

অক্সা দক্ষিণতোজ্জয়া স্তুরস্বাস্তুপি চোত্তরে ॥

পূর্বভাগে কিরাতাদিজাতির বাস, পশ্চিম ভাগে যবন
জাতিয়ের বাস, দক্ষিণে কচাদি অক্সজাতির বাস, উত্তরভাগে
স্তুরস্বজাতিয়ের বাস, এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের দিকত্রয়ে আরও
বহুবিধ উপদ্বীপ আছে, তন্মধ্যে প্রধান নয় উপদ্বীপ,
যথা—উক্ত পুরাণে লিখিয়াছেন ।

ভারতখাস্ত বর্ষস্ত নবভেদান্নিশাময়ঃ ।

ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরসামু ভামুর্নণী গভাস্ত্রিমানু ।

নাগদ্বীপঃ কটাহন্ত সিংহলো বারুণ স্তথা ।

অয়ন্ত নবমন্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ ।

কুমারাখ্য ইতি গ্রাহ দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমঃ ।

ডমরুকৃত মধ্যাচ্চ দ্বীপোমাহেয় সংজ্ঞকঃ । ইতি ।

এই ভারতবর্ষের নব সংজ্ঞায় উপদ্বীপ ভেদ প্রবণ করহ । পশ্চিমে ইন্দুদ্বীপ, তাহাতে চন্দ্রবর্ণ শুক্লমানবের বাস, কশে-
রুমান দ্বীপ, তাম্রবর্ণ দ্বীপ, নাগদ্বীপ, লঙ্কাদ্বীপ, সিংহলদ্বীপ, ,
বারুণদ্বীপ, মরীচিদ্বীপ, অপর কুমারাখ্যদ্বীপ, ঐ কুমা-
রাখ্যদ্বীপ অতি বৃহৎ ডমরুরন্যায় মধ্য মূচ্ছক দক্ষিণে উত্তরে
লোকের সমান বসতি, চারিদিকে সাগরসংবৃত, পূর্ব পশ্চি-
ত-গণেরা তাহাকে মাহেয় বলিয়া খ্যাত করেন, অর্থাৎ রাবণপুত্র
মহীর রাজধানী, । পশ্চাৎ ভূগোল বৃত্তান্তে এতদাখ্যান
স্পষ্টরূপে লিখিত হইবে ।

অপর ঋষভদেবের, আরও নয় পুত্র আপন২ নামে নব দেশ
নির্মাণ করেন, যথা কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু,
ভদ্রনেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ ও কৌকট, এই নবদেশ কুমারিকা
খণ্ডের মধ্যে বিখ্যাত হয়, এতদ্ভিন্ন অনেকানেক দেশও ক্রমে
বিনির্মিত হয়। অপর অবশিষ্ট একাশীতি পুত্র বিশুদ্ধ কর্ম্মশীল
ব্রহ্মধর্ম্মী হইয়া পিতার আদেশানুসারে কুশস্থলীতে যজ্ঞ কর্শে
বৃত্ত হইলেন, কালে তাঁহারা দেব প্রসাদে ব্রাহ্মণ হন। ঋষভদেব
অজগর বৃত্তি গ্রহণে নিরতিশয় পরমানন্দ সম্ভোহ পাথোদি
সলিলে নিমগ্ন হইয়া সর্ব বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইলেন। তাহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত এই রাজ্য রক্ষা করণে অভিষিক্ত হন ।

অনন্তর ভরত বিশ্বকপ কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন, সেই পঞ্চজনী গর্ত্রে তাঁহার পঞ্চপুত্র হয়, তাহাদের নাম । সুমতি, রাষ্ট্রভূত, সুদর্শন, আবরণ, ধুমকেতু । ঋষভপুত্র পিতামহ নাভির এই বর্ষকে সম্যক্ ধর্ম্মে প্রতিপালন করেন, এবং ভগবদ্ভূতদেশে বহুবিধ যজ্ঞকর্ম্মও সম্পাদন করেন, অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ, সোম-যাগ প্রভৃতিতেই সকল সময় যাপন করিয়াছেন ।—সেই যজ্ঞকালে পরম ব্রহ্ম ভগবানে তাঁহার নৈষ্ঠিকী রতি জন্মে । সেই নির্ভাজন্য তাঁহার কুৎসুপুত্রীক মধ্যে পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেব স্বরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, মহারাজা ভরত তদ্বর্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া বহু অযুতবর্ষ রাজ্য ভোগ করেন । যথা ভাগবতে ।

এবং বর্ষাযুত সহস্র পর্য্যস্তাবসিত কৰ্ম্ম নিকীর্ণাবসরোধি
ভুজ্যমানং স্বতনয়েভো । রিকথং পিতৃ পৈতামহং যথা-
দায়ং বিতল্য স্বয়ং সকল সম্পন্নিকেতাং পুণহাশ্রমং
প্রবরাজ ॥ ইতি ।

এইরূপে মহারাজা ভরত অযুত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রাজধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া নানা প্রকার যজ্ঞ কৰ্ম্ম সম্পন্ন করেন, সহস্র পদে বহু, অযুত শব্দে দশ সহস্র অর্থাৎ বহু সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া কৰ্ম্ম নিকীর্ণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ পিতামহোপার্জিতধন পুত্রগণকে বিতক্ত করিয়া দিয়া এবং ষোষ্ঠ পুত্র সুমতিকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া, আপনি সৰ্ব্ব সমৃদ্ধিবৃদ্ধ গৃহ হইতে নির্গত

হইয়া উপসম্যর্থ পুণহাশ্রমে গমন করেন। মহারাজা ভরতের গণ্ডকীতীরে শালগ্রাম তীর্থবাস, ও হরিণী শিশু প্রতিপালন, ও দেহাবসানে হরিণজন্ম, অনন্তর জড় রূপে ব্রাহ্মণ গৃহে আবির্ভাব এবং সিন্ধুশৌবারাধিপতি রত্নগগরাজাকে যোগ উপদেশকরণ বিষয়ের যে সকল পরমার্থকরী কথা আছে, সে সকল কথার এ স্থলে আবৃত্তি করিবার কোন প্রয়োজন হইল না, যে হেতু ইহাতে তৎ প্রসঙ্গের সংকল্প বিরহ।

একণে ভরতের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতির আশ্রয় লিখিতেছি। পঞ্চজনীর গর্ভজাত ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমতি, তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াও পাষণ্ড ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলেন, অর্থাৎ আন্তরিক নিষ্ঠা শূন্য হইয়া পিতামহ ঋষভদেবের পদবী গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া বেদধর্ম্মের বহির্ভূত আচারে প্রবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপীয়সী প্রবৃত্তিই জৈন ধর্ম্ম প্রতিপাদিকা হয়, সেই ধর্ম্ম কলিতে প্রবর্ত্তমান হইবে ইহাই তাঁহার ১৭ সংকল্প। সেই সুমতি বুদ্ধসেনা নামে বরারোহা কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে দেবতার্কিৎ নামে এক পুত্র হয়, পিতার অবর্ত্তমানে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া দেব যজ্ঞাদির বিশেষ ব্যাঘাত করেন, আনুরী নামে তাঁহার নব্বী, তদগর্ত্তে দেবছ্যাম নামে এক পুত্র জন্মে, তিনিও বহু সহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ খেদুমতী নামী পত্নীতে পরমেষ্ঠী নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। পরমেষ্ঠীর পত্নী সুবর্ত্তসা, তদগর্ত্তে প্রতীহ নামে তাহার পুত্র হয়, আপনি পঞ্চাশৎ

সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করতঃ পরমেশ্বকে রাজ্য প্রদান-
পূৰ্বক পরলোক গামী হন, এতীহ অধ্যায় তত্ত্ব বিদ্যায় নিপুণ
হইরাছিলেন, তিনি সংশুদ্ধচিত্তে ভগবানের আরাধনা
করণ পূৰ্বক স্বধৰ্ম্মে সম্যক রাজ্য প্রতিপালন করেন।
এতীহের পত্নী সুবৰ্চলা, তদগত্রে' এতীহের তিন পুত্র জন্মে,
তাহাদিগের নাম। তথা।—প্রতিহৰ্ভা, আজা, অকোবিদ,।
দ্বাত্রিংশৎবর্ষ সাহস্ররাজ্য করিয়া এতীহ জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতিহৰ্ভাকে
রাজ্যভিষিক্ত করতঃ তপস্কার্থ বন গমন করেন। এতি
হৰ্ভার পত্নী স্তুতি, তাহার গত্রে' অজভুমা নামে তাহার
এক পুত্রোৎপন্ন হয়, প্রাপ্ত বয়সে প্রতিহৰ্ভা পুত্রে রাজ্য ও
দারা সমর্পণ করতঃ ভগবদারাধনা হেতু হিমালয় গিরি
গঙ্ঘারে প্রবেশ করেন। অজভুমার পত্নী ঋষিকুল্যা।
তাহাতে অজভুমার উদগীথ নামে এক সন্তান জন্মে, অজভুমা
ভুক্ত ভোগাবসানে উদগীথকে রাজ্য সমর্পণ করতঃ স্বর্গত
হন। উদগীথের পত্নী দেবকুল্যা, তদগত্রে' প্রস্তাব নামে পুত্র
জন্মে, উদগীথ অনেক অব্যতবর্ষ রাজ্য করণান্তর প্রস্তাবকে
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কালধৰ্ম্মে অধি গমন করিয়া-
ছিলেন।



অথ গৃহস্থধৰ্ম্মান্তর্গত।

আশ্রম ধৰ্ম্মকথন।

সবৌক্তিক আশ্রম ধৰ্ম্ম পূর্বে কথিত হইরাছে, অধুনা পরি-
শিষ্ট ভাগে সেই কথা চর্কিত চর্কণায় পুনঃ বর্ণন করিতেছি,

ইহাতে যত্নাশ্রমাদির বিশেষ বর্ণন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্ম ও সদাচারাদি সুপ্রকটিত হইবে । যথা ভাগবত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা লিখিতেছি । মহারাজাযুধিষ্ঠির ভগবান নারদকে প্রশ্ন করেন । যথা ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্ম সনাতনং ।

কর্মাশ্রমাচারযুক্তং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরং ॥

হে মুনে ! হে ভগবন্ ! মনুষ্যদিগের যে ধর্ম্ম সনাতন, সেই বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি, যদনুষ্ঠানে পুরুষ পরমজ্ঞানকে লাভ করিতে পারে ।

ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষা দাক্ষজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।

সূতানাং সম্মতা ব্রহ্মং স্তুপোবোগ সমাধিভিঃ ।

হে ব্রহ্মন্ ! আপনি পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ উনুজ, তপস্যা এবং যোগ সমাধি দ্বারা অন্য পুত্রাদি হইতে আপনি তাঁহার সম্যক পুত্র হইলেন ।

নারায়ণ পরা বিপ্রা ধর্ম্মগুহ্যং পরং বিদুঃ ।

কল্পণাঃ সাধবঃশাস্তা স্তুধিধা ন তথাপরে ॥

নারায়ণ পরায়ণ বিপ্রসকল গোপনীয় পরমধর্ম্মকে জানেন, এবং শাস্ত সাধুলোক সকল কল্পণাবেদী হইলেন, কিন্তু ভবদ্বিধ সর্ব ধর্ম্মজ অপরে কেহই নহেন ॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

নহা ভগবন্তে হ জায় লোকানাং ধর্ম্ম সেতবে ।

বক্ষ্যে সনাতনং ধর্ম্মং নারায়ণ মুখাৎ শ্রুতং ॥

হে রাজন্ ! ভগবান অজ অব্যয় এবং সমস্ত ধৰ্ম্মের
সেতু স্বরূপ, সেই নারায়ণকে নমস্কার করতঃ আমি
সনাতন ধৰ্ম্ম কহি, যাহা পূৰ্বে নারায়ণের মুখে শ্রবণ
করিয়াছিলাম ।

যৌহবতীৰ্য্যায়নোহংশেন দাক্ষায়ণ্যাস্ত ধৰ্ম্মতঃ ।

লৌকিনাং স্বস্তয়ে ইত্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে ॥

যে নারায়ণ ঋষি দাক্ষায়ণীর গৰ্ভে ধৰ্ম্মের ত্তরসে পরমাত্মা
নারায়ণের অংশে অবতীর্ণ হইয়া লোকের কল্যাণের নিমিত্ত
একগেবদরিকাশ্রমে পাতোধৰ্ম্ম সংলগ্ন আছেন ॥

ধৰ্ম্মমূলংহি ভগবান্ সৰ্ব্বেবেদময়ো হরিঃ ।

স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ বেন চাত্মা প্রসীদতি ॥

ভগবান নারায়ণ যিনি সৰ্ব্বেবেদময় হইলেন, তিনিই সৰ্ব্ব
ধৰ্ম্মেরমূল জানিহ, এবং তদ্বিদ অর্থাৎ বেদধৰ্ম্মবিৎজনগণেরা
সেই হারিকেই ধৰ্ম্মমূল বলেন, যে ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে
আত্মার পরিভূষ্টি হয় । এবং যাজ্ঞবল্ক্যও কহেন । যথা ।

শ্রুতিঃস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যাচ শ্রিয়ন্যায়নঃ ।

সম্যক্ সংকল্পজঃ কামো ধৰ্ম্মমূলমিদং স্মৃতং ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতি আর তদুক্ত সদাচার যাহাতে আপনার
শ্রিয় হয়, এবং তদাচার বিশিষ্ট সম্যক্ সংকল্পজ কৰ্ম্ম, ইহাই
ধৰ্ম্মেরমূল জানিহ ॥ মনুও কহিয়াছেন । যথা

বেদোহবিধিলোধৰ্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাং ।

আচারটৈচব সাধুনা মায়ান স্তুষ্টিরেবচ ॥

বেদবিৎ স্মৃতিশীল বক্ত্রা কহিয়াছেন, যে সমস্তধৰ্ম্মের
মূলবেদ, তদুক্ত সদাচার দ্বারা আত্মার ভূষ্টি হয় ।

সত্যং দয়া তপঃশৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমোদমঃ ।

অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আৰ্জ্জবৎ ।

সন্তোষঃ সমদুঃসেবা গ্রাম্যোহোপরমঃ শনৈঃ ॥

নৃণাং বিপর্য্যয়ে হেফা মৌন মাত্মবিমর্শনং ।

অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ বথার্থিতঃ ।

তেয্যাস্থ দেবতা বুদ্ধিঃ স্মৃতরাং নৃষ্যপাণ্ডবঃ ॥ ইতি ।

এ তাবৎ নর মাত্রেয় সাধারণ ধৰ্ম্ম সুধিষ্ঠিরকে নারদ
কহিতেছেন । সত্যবাক্য কথন, সৰ্ব্বজীবে দয়া করণ, তপঃ
একাদশী প্রভৃতি উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোধন, শাস্ত্রোক্ত
সদাচরণ, তিতিক্ষা, শীতোষ্ণাদি সহন, ঈক্ষা, যুক্তাযুক্ত
বিবেচনা, শমঃ, মনেরসংযমঃ, দমঃ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন,
অহিংসা, বৈধ হিংসেত্তরহিংসা নিবারণ, ব্রহ্মচর্য্য, স্ত্রী অক্
তাস্মলাদির অপরিগ্রহ, অথবা স্বদারভিন্নস্ত্রী পরিত্যাগাদি,
ত্যাগ, যথোচিত পাত্রে শাস্ত্রসিদ্ধ ধনাদির প্রতিপাদন,
স্বাধ্যায়, যথোচিত বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্রাদি জপঃ । সন্তোষ,
দৈবলব্ধ বৃত্তিতেই অলংবুদ্ধি অর্থাৎ তৃষ্টিলাভ করণ, সম-
দুঃসেবা, সৰ্ব্বজীবে সমদর্শী এমত সাধুর সেবা । গ্রাম্যে
হোপরম, ইন্দ্রিয় প্রবর্তক কৰ্ম্মসকলের চেষ্টা নিবৃত্তি ।
বিপর্য্যয়েক্ষা, নিষ্ফল ক্রিয়ার অননুদর্শন, মৌন ব্রথা লাপের
নিবৃত্তি, আত্মবিমর্শন, দেহাদিব্যাতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান ।
অন্নাদির সংবিভাগ, সম্যক্ পরিবারাদির আহার প্রদান,
এবং সৰ্ব্বজীবে অন্নদান, অর্থাৎ এ সকল দৈবজ্ঞানে আত্ম
বুদ্ধিতে সম্পন্ন করিবে, ইহারই নাম ধৰ্ম্ম । এতদ্ব্যতীত
ভগবদ্ধৰ্ম্ম আরও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন ।

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতীং গতেঃ ।

সেবেজ্যাবনতি দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং ॥

নৃণাময়ং পুরোধর্ম্মং সর্কেষণং সমুদাহৃতঃ ।

ত্রিংশলক্ষণ বান্ধাজনু সর্কায়া যেন তুষ্যতি ॥ ইতি ।

ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, তৎ স্মরণ, সেবা, পুজা, নতি, দাস্য, সখ্য, আর আত্ম নিবেদন । সমস্ত মানবেরই এই ধর্ম্ম পরম হয় । হে রাজন ! এতত্রিংশৎ লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভগবান পরিতুষ্ট হন ।

ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্ম ।

সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ সদিজোহজজগাদয়ঃ ।

গত্বাধানাদি দশ সংস্কার অর্থাৎ যাহার মস্তক বিহিত ক্রিয়া সকল অবচ্ছেদে সম্পন্ন হয়, তাহাকেই আদি পুরুষ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ বলিয়া কহিয়াছেন ! ইহাতে এমনত সংশয় হয়, যে শূদ্রাদির এবভূত সংস্কার যদি করা যায় তবে তাহাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলান্ন ক্ষতি কি ? উত্তর, ব্রহ্মা যাহাকে যাহা করিয়াছেন, সে তাহাই হয়, শূদ্রের মস্ত্রাদি দ্বারা সংস্কার নাই, যে হেতু বেদে শূদ্রের উপনয়না ভাব কহিয়াছেন, এ জনা সংস্কার করিলেও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, বরং অবৈধ কর্ম্ম করণ জন্য, প্রত্যাবাসী হয় । যথা স্মৃতিঃ ।

বিবাহ মাত্রং সংস্কারং শূদ্রোপি লভতাত্ম সদা ।

নকেনচিৎ সমসৃজৎ হৃদসা তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ইতি ।

বিধাতা বেদদৃষ্টে শূদ্র সৃষ্টি করিয়া কহিয়াছেন, যে কেবল বিবাহ মাত্র সমস্তক সংস্কার ক্রিয়াকে শূদ্রেরা লাভ করিবে, আর কোন সংস্কারই তাহাদিগের সমস্তক নহে । অর্থাৎ

শ্রুতকে কোন হৃদয়েই সৃষ্টি করেন নাই । যথা গায়ত্রীচ্ছন্দে
ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, ত্রিষ্টুতহৃদয়ে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি, জগতীহৃদয়ে বৈশ্য
; কিন্তু কোন ক্ষন্দেই হইতে শ্রুতোৎপত্তি হয় নাই ।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

সুন্দরী কম্প ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন ।—ভোক্তগবন্! আপনার উক্তিমত ষোড়শী
বিদ্যা ত্রিপুরা শক্তির কথা শ্রবণে বিবেচনা হইল, যে কালী, তারা,
ত্রিপুরা এক, একেই তিন, তত্ত্ব পক্ষে সকলেই এক ব্রহ্ম বিভূতি হয়েন,
ইহাদিগের মূর্ত্তি শুদ্ধ ব্রহ্মোপকরণেই বিনির্মিতা হইয়াছে, ইহা যুক্তি
যুক্তবাক্যে এক প্রকার উপলব্ধি হইতেছে, অর্থাৎ এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই
যে, তত্ত্বোক্ত বচনে পঞ্চপ্রোভা রূঢ়া ত্রিপুরা বোধ হইতেছে, তাহাতে
যথার্থই কি ব্রহ্মাদি দেবপঞ্চকে তাহার পর্য্যাক্ষ বহন করিতেছেন, না
অধ্যাত্মকম্পে ইহার আর কোন বিশেষ কারণ আছে? তাহা বিস্তারিত
রূপে অনুদর্শন করতঃ আমার চিন্তস্থ সংশয় ক্ষেদন করিতে আস্তা হয় ।

পরমহংসের উত্তর । রে বৎস! শ্রবণ করহ, ইহার
সুক্ষ্মার্থ বিষয় বিশেষ রূপে কহিতেছি, যচ্ছুবণে তোমার
চিন্তস্থ সন্দেহ সকল অনাম্যাসেই নিরস্ত হইতে পারিবে?
কেবল অধ্যাত্ম তত্ত্ব বোধার্থে অজ্ঞদিগের পক্ষে উপদেশ
করিয়া ভুতেশ্বর ভুতস্থ তত্ত্ব সংঘাত বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন,
যাহারা বোধশক্তির অভাবে চিরকাল ভ্রাম্যমাণ, তাহাদি-
গকে ঘটস্থ অপ্রকট বিষয় প্রকট স্বরূপে অকণ তত্ত্বকে রূপক
ব্যাজে বলিয়াছেন, সুতরাং তত্ত্বানভিজ্ঞ জনে ত্রিপুরা কম্পের

উপাসনাতে অকপকপ ভগবানকে স্বৰূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক । যথা

ব্রহ্মাবিস্মৃচ্চ রুদ্রচ্চ ঈশ্বরচ্চ মহেশ্বরঃ ।

এতে পঞ্চ মহাপ্রোক্তা দেব্যা পর্য্যাক্ত বাহিনঃ । ইতি

আগমসারং ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, এবং মহেশ্বর, এই পঞ্চপ্রোক্ত-সংজ্ঞায় দেবীর সিংহাসন বাহক হয়েন ॥

এই প্রোক্তশব্দ ভূতবাচক, প্রকৃত পিশাচবৎ সামান্য জ্ঞান করিতে হইবে না । এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিরাও প্রকৃত রূপে পর্য্যাক্ত বহন করিতেছেন এমতও নহে । কলে ইহার স্বরূপার্থ যাহা তাহা পরিগ্রহ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়, অধ্যাত্ম রূপের কথা অনঙ্গ তঙ্গশায়িনী, সংকল্প রূপে যথার্থ রূপজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করাও অঙ্গ বুদ্ধির কার্য্য নহে ।

এই ব্রহ্মাবিস্মৃচ্চ রুদ্র ঈশ্বর মহেশ্বর পদে জীবের শরীর-ভাস্তরে যে ঘটচ্চক আছে, পঞ্চ চক্রস্থ মহাত্ম পঞ্চ, তত্‌পরি বিন্দুচক্র ও নাদচক্র, সেই নাদ বিন্দুকে শিব শক্তিরূপে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ । “ বিন্দুরূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ নাদ শক্তি সমন্বিত ইতি,, বিন্দু সাক্ষাৎ শিবরূপে নাদ শক্তিতে অস্থিত আছেন ।—নাদ চক্রে সূর্য্য বিন্দুচক্রে চন্দ্র, এই চন্দ্রসূর্য্যাক্ষক জগৎকে ত্রিপুর বলেন, তদধিষ্ঠাতৃ দেবী-নাদরূপা শক্তিকে ত্রিপুরা বলিয়া বিখ্যাত করেন । সূর্য্য রক্তবর্ণ রক্তাক্ষক, সোম শুক্রাক্ষক স্বেতবর্ণ, এই হেতু পরম শিব শুক্লবর্ণ, পরমা প্রকৃতি বালা ত্রিপুরা রক্তবর্ণা হয়েন । শিব

শক্তি হইতেই এতৎ জগৎ প্রকাশ, যথা “ হরগৌরীয়াঅকং
জগৎ ইতি”, বিশ্বসারোক্ত প্রমাণে সুপ্রতীক্ষমান হইতেছে, যে
ত্রিপুরা জগৎ ব্যাপ্ত। জগদীশ্বরী, এ কারণ তাঁহাকে ত্রিপুরে
শ্বরী বলেন,-স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি পুণ্ড্রমণ্ডলোক সকল
যাঁহাকে স্মরণ করিলে জনন মরণ ভয়ে পরিভ্রাণ পায়, এ-
জন্য ষোড়শী শক্তিকে ত্রিপুর তৈরবী বলিয়া সকলে উপাসনা
করেন । যথা—ত্রিশঙ্গে তিন গুণ, যাঁহাতে পরিপূর্ণ রূপে
অধিষ্ঠিত সেই ঐশী শক্তিকে ত্রিপুরা বলেন, অর্থাৎ তিনি
নিত্যা । যথা

ব্রহ্মাবিস্মৃ শিবানীনাং ভবো যস্য। নিজেচ্ছয়া ।

পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীৰ্ত্তিতা । ইতি

যামলং ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি গুণত্রয় যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন, পুন-
র্বার যাঁহাতে পরিণামে লয় প্রাপ্তহন, তাঁহাকে নিত্যা বলিয়া
পরিকীৰ্ত্তন করেন । পুনরপি,

সত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ঃ প্রিয়ে ।

সাম্যাবস্থেতি যা তেবাং সাব্যক্তং ত্রিপুরেশ্বরীতি ॥

যামলং ।

সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় যে শক্তিতে সমতাবস্থা প্রাপ্ত
হন, তাঁহাকে অব্যক্ত শব্দে ত্রিপুরেশ্বরী বলিয়া উক্ত করেন ।

যথা তৈরবী শব্দের প্রকৃত অর্থ, তী শব্দে তন্ন, তন্নযুক্ত
যে তাহা কে ভীৰু, বলে ঐ শব্দে শক্তি, ইত্যর্থ মরণ হইতে
ভয় আর নাই, সেই জনন মরণ ভন্নযুক্ত ব্যক্তি সকলকে
ভীরব বলে, তাহারদিগের পরিভ্রাণ কারক পরমাত্মাকে

ভৈরব বলা যায়, দীৰ্ঘঈকাক তৎ শক্তিরূপ, অর্থাৎ পরমাআর
কমতাকে তৎশক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং বিধাষ ঐ
ঘোড়নী শক্তিকে ত্রিপুরভৈরবী বলাতে শক্তি শক্তিমন্তের
অভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে, যিনি ত্রিপুরেশ্বরী, তিনিই
পরমাআ, তত্ত্ব স্বরূপা তত্পাসনায় নিঃসংশয় সংসার ভীতির
অপহরণ হয় ।

তাক্রতত্ত্বজ্ঞানীর প্রথ। হে মহাত্মন! আপনার আজ্ঞামত
ত্রিপুরেশ্বরী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা, তত্পাসনাই যে ব্রহ্ম উপাসনা,
তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু পুরোক্ত ষট্চক্রাধিদেবতার
সংস্থাভেদে ত্রিপুরার পর্য্যাক বাহীভূতপঞ্চকের যে ব্যাখ্যা করিলেন,
তাহার স্বরূপার্থ আমি এখনো ধারণা করিতে পারিনাই, অতএব
অনুগ্রহ প্রকাশে তদর্থ বিকাশ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয় ।

পরমহংসের উত্তর । হে জ্ঞানাভিমানিন্! ত্রিপুরা-
সুন্দরী ত্রিপুরেশ্বরী সদা ঘোড়শ বর্ষীয়া অর্থাৎ তাঁহার
অবস্থার অন্তর নাই, যথা “অপক্ষয় বিনাশাত্যাং পরিণামার্তি
আগ্রবৎ ইতি,, ব্রহ্মরূপা শক্তির অবস্থাদির অন্তর নাই তাঁহার
উৎপত্তি বিনাশও নাই, তিনি সর্বদাই জাগরুকা আছেন ।—
যেমন বাহিরে ভুভুবঃস্ব, এই লোকত্রয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড
জীব শরীরও তিন লোকময় হয় ।

যথা । ভুলোকঃ কল্পিতঃ পাদৌ ভুবলোকঃ নাভিতঃ ।

স্বলোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধা ইতি লোকময়ঃ পুমান্ । ইতি

তদ্বৎ ।

পাদাদৌ নাভির অধঃ পর্য্যন্ত ভুলোক, নাভির উর্দ্ধ বণ্ড
দেশ পর্য্যন্ত ভুবলোক, বণ্ডার উর্দ্ধ মস্তক পর্য্যন্ত স্বলোক,

এই লোকত্রয় ময় জীবের দেহ,। সেই সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত-
ময়ী ত্রিপুরা।—যেমন পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও সোম সূর্য্য
পরপর হয়, সেইরূপ জীবের মূলাধার চক্রাবধি আজ্ঞাপুর
পর্য্যন্ত চক্র সকল পরপর অবস্থিত রহিয়াছে। পঞ্চ চক্রের
উপরিভাগ পদ্মে পরম শিব রূপ বিম্বু, তত্পরি নাদ
শক্তি, তাঁহাকে ত্রিপুরা শক্তি বলিয়াছেন, পরস্পর চক্র
সকল পরস্পর চক্রের আধার রূপে পরস্পর কে পরস্পর
বহন করিতেছে।

যথা। মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে।

মণিপুরে তথা ভোজো হৃদি মারুত এবচ।

বিশুদ্ধাখ্যে তথাকাসং আজ্ঞাখ্যে চন্দ্র মাস্মৃতঃ॥ ইতি

মূলাধারে পৃথিবী, লিঙ্গমূলে জল, নাভিমূলে অগ্নি, হৃদয়ে
বায়ু, কণ্ঠদেশে আকাশ, ক্রদলে চন্দ্র, তত্পরি নাদ।

অর্থাৎ পৃথিবীজলকে, জল অগ্নিকে, অগ্নিবায়ুকে বায়ু আকা-
শকে, আকাশ চন্দ্রকে, চন্দ্রনাদকে বহন করেন। সঙ্কেতার্থ বীজ
লিখিয়া গিয়াছেন “ লং বং রং যং হং ঠং ইত্যাদি। লং ইন্দ্র-
বীজ, বং বরুণবীজ, রং অগ্নিবীজ, যং বায়ুবীজ, ঠং চন্দ্রবীজ
ইত্যাদি বীজানুসারে দেবরূপকে প্রেতবৎ কল্পনা করেন,
সুতরাং মহাভূতের উল্লেখে দেবতাদিগকে একারণ প্রেতশব্দে
উল্লেখিত করা যায়। ইন্দ্র, বিষ্ণু ব্রহ্মা, শিব, মহেশ্বর, এবং পরম
শিব, তত্পরি শক্তি। এই অভিপ্রায়ে পর্য্যাক্তবাহী বলিয়া উক্ত
করিয়াছেন। যিনি পৃথিবী তিনি ইন্দ্র, যিনি জল তিনি নারায়-
ণবিষ্ণু, যিনি অগ্নি তিনি ব্রহ্মা, যিনি বায়ু তিনি মহেশ্বর, যিনি

আকাশ, তিনি পরম শিব, তত্পরবিম্বরূপ শিব যুক্তানাদ শক্তি ত্রিপুরা, স্মৃতরাং উপৰ্য্যুপরি স্থিতি জন্য বাহ্যে মূর্তি-
কল্পনায় বাহ্য বাহক রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, কলিতার্থ ত্রিপুরা বিষয়ক তত্ত্ববাক্যের এই তাৎপর্য্য বোধ করিতে হইবে। একপ অধ্যাত্মজ্ঞানে উপাসনা যে করে তাহার নিঃসংশয় ব্রহ্ম নিরূতি প্রাপ্তি হয় ইতি ।



তাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর শ্রবণঃ । হে স্বামিন্ ! দশ মহাবিদ্যাস্তম্ভতা রক্তচামুণ্ডা, অর্থাৎ হিম্মমস্তা, তাঁহার মূর্তি দর্শন করিলে বিকৃত ভাবের উদয় হয়, স্মৃতরাং তাঁহার উপাসনায় যে ব্রহ্মতা প্রাপ্তি হইবে ইহা কোন মতেই সম্ভব বোধ করিতে পারি না, স্বভাবতঃ তিনি নগ্না, মুণ্ডমালা বিভূষণ, রক্তবর্ণা, তীক্ষ্ণকর বালধারিণী, স্বমুণ্ড ছেদন করতঃ করতলে সংন্যস্ত করিয়াছেন, স্কন্ধ হইতে উত্থিত জিতাগে রৌধরী ধারা, তাহার এক ধারা স্বমুখে পান করিতেছেন, বামদিগে যে ধারা উঠি-
তেছে তাহা তৎসঙ্গিনী ডাকিনী পান করেন, আর দক্ষিণদিগের বে ধারা তাহা তৎসঙ্গিনী বর্ণিনী পান করিতেছেন, এবং ত্রিকোণাকার বেদীর উপর বিপরীত রতাসক্তকাম রত্নির উপর আরুড়া আছেন । এরূপ ভয়ঙ্কররূপ কিন্তু পরিহাস জনক বটে, তদ্রূপে মহাদেব ইহার স্কুল বিবরণ কি লিখিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয় ?

পরমহংসের উত্তর । অরে বৎস তত্ত্বজ্ঞানাত্মমানিন্ ! হিম্মমস্তা দেবীর স্বরূপ জানিতে চাইলে স্বীয় বুদ্ধিকে বিশেষ শ্রমযুক্তা করিতে হয়, স্বপ্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহসা বোধগম্য হইতে পারে না, এতদ্বিষয়ে যে ভূতনাথের ভক্তী, সে ভক্তী

বুঝা অতিশয় নৈপুণ্যের কার্য্য, ইহাতে স্থূল সূক্ষ্ম সুসূক্ষ্ম ভেদে তিন প্রকার উপদেশ, যাহার যেমন প্রজ্ঞা সে সেই প্রজ্ঞানুসারে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে, কলে যে কোনরূপে হউক তত্তাবনা যুক্ত পুরুষ বিমুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় কি? শুদ্ধ অনপ্প দাসনা তপ্পশায়ি ব্যক্তিই বিকল্প কল্পে ভ্রাম্যমাণ হয়, প্রথমতঃ বিদ্যোৎপত্তি সম্ভাবিতের স্থূল তাৎপর্য্য লিখিতেনি। যথা

ছিন্নোৎপত্তিং অবক্ষাদি তারাসৈবচ কালিকা ।

মহাদেব পার্কীতীকে কহিতেছেন, হে শিবে! সংপ্রতি তোমাকে মহাবিদ্যা হিন্নমস্তাদেনীর উৎপত্তি বিবরণ বলি শ্রবণ করহ। বস্তুতঃ যে তারা, সেই কালী, কালীই হিন্নমস্তা রূপে আবিভূতা, রক্তবর্ণা হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে উগ্রকপা রক্তচানুড়া বলিয়া খ্যাতা করা যায়।

পুরাকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পার্কীতোত্তমে ।

মহামায়া ময়াসাক্ষিঃ মহারত পরায়ণা ॥ ইতি

স্বতন্ত্র তন্ত্রং ।

পূর্বে সভাযুগে অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পের প্রথম সত্যে পার্কীতোত্তম কৈলাস শিখরে মহামায়া আমার সহিত মহারতি ক্রীড়াতে পরায়ণা হইয়াছিলেন ।

শুক্লোৎসারণ কালেচ চণ্ডমূর্ত্তি রভূতনা ।

তদা স্বদেহ সমুত্তে দেশত্রী সমভূবতুঃ ॥

সেই রতিতে নম বীর্য্য পর্তন সময়ে ঐ মহামায়া চণ্ডমূর্ত্তি বিশিষ্টা হন, তন্নিমিত্ত সেই সূমমে তাঁহার স্বশরীর হইতে ছই শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর ।

ডাকিনী বর্গিনী নাম্নাসিঞ্চীভাভ্যাং মহাশ্বিকা ।

পুষ্পভদ্রা নদীকুলং জগামচণ্ডনারিকা ॥

একের নাম ডাকিনী, অপারার নাম বর্গিনী, এই উভয়
সখীর সহিত ঐ চণ্ডমূর্ত্তি জগৎপ্রসূ চণ্ডনারিকা পুষ্পভদ্রা
নদীতীরে স্বচ্ছ জলে স্নান এবং বিহরণার্থে গমন করেন ।

মধ্যাহ্নেচ ক্ষুধার্ভেচ চণ্ডিকাং পুচ্ছত স্তবতঃ ।

ভক্ষণংদেহি তৎপ্রদ্বা বিহস্ব চণ্ডিকা স্তবতঃ ।

চিচ্ছেদ নিজমূর্ত্তীনং নিরীক্ষ্য সকলাং দিশং ॥

অনন্তর মধ্যাহ্ন কালোপস্থিতে সহসা ক্ষুধাতুরা হইয়া ঐ
চুই সখী চণ্ডিকাকে ক্ষুধানিবারণার্থে অন্নাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া
কহিলেন, হে মাতঃ ! আমাদিগকে ক্ষুধার অত্যন্ত বাধিতা
করিতেছে, আপনি কিঞ্চিৎ আহার প্রদান করহ । এতৎ
সখী বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডিকা ঈষৎ হাস্য করতঃ দশদিককে
অবলোকন করিয়া * বাম হস্তের নখাশ্রে দ্বারা নিজ মস্তক
ছেদন করিলেন ।

* বাম হস্তের নখাশ্রে বে শশির কর্ত্তন করিয়াছিলেন । তাহার
পঞ্চরাত্র প্রমাণ । দেহি ভক্ষ্যং জগন্মাত বর্ষাভূপো কৃপাময়ি ।
তথাকুৰু জগন্মাত বরদে দেবি বাঞ্ছিতং । ইতিশব্দা বচঃস্বাক্ষরং কৃপাময়ী
শুচিস্মিতা । নখাশ্রেণচ চিচ্ছেদে বামেন শশিরস্তদা ' সখীদ্বয়ে
আহারার্থ দেবীর নিকট প্রার্থনা করেন, হে জগন্মাতঃ হে কৃপাময়ি !
আমাদিগকে এমনত ভক্ষ্য প্রদান কর যাহাতে আমরা পরিতৃপ্তা হই ।
হে বরদে ! হে দেবি ! আমাদিগকে বাঞ্ছিত আহার প্রদান কর,
এই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করাতে কৃপাময়ী চণ্ডিকা তাহাদিগের ক্ষুধাত্ত
বাক্য শ্রবণ করিয়া বাম হস্তের নখাশ্রে আপনার মস্তক ছেদন করেন ।

হিমমাত্রস্ত তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাতচ ।

কণ্ঠাংবিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন । ইতি
পঞ্চরাত্রঃ ।

হে যুনে! হে তপোধন! ছেদন করিবামাত্র ঐ ত্রিম
মস্তক দেবীর বামহস্তে পতিত হয়, এবং কণ্ঠস্থান হইতে
তিনধারে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ।

বাম দক্ষিণভেদন বেধারে চ বিনির্গতে ।

সখীমুখেতু সংযোজ্য মধ্যধারা স্বকাননে ॥

ঐ কণ্ঠা হইতে বিনির্গত বামদিগে যে রক্ত ধারা তাহা
ভাকিনী মুখে, আর দক্ষিণদিগে যে ধারা তাহা বর্ণিনী মুখে
নিয়োজন করিয়া মধ্য দেশোপস্থিতা শোণিত ধারা অগ্নি বদনে
নিঃক্ষেপ করিলেন ।

এবং কৃদ্বাতু ভাস্ত্রজগতাঃ সর্কী যথাগতং ।

হিমং তস্যামতোমুগুং হিমমস্তাততঃস্মৃতা ॥

এইরূপে দেবীর স্বদেহোপস্থিত শোণিত পানে ক্ষুধা নিবৃত্তি
করিয়া সকলে যথা হইতে আসিয়াছিলেন তথায় গমন
করিলেন, মহাদেবীর হিম মুগু ধারণ প্রযুক্ত তাঁহাকে
হিমমস্তা বলিয়া সকলে জানিয়া ছিলেন । বস্তুতঃ কালী
ভিমানাক্রপা নহেন, শুদ্ধ শিব সন্তোষে চণ্ডমূর্ত্তি হইয়া-
ছিলেন, এ নিমিত্ত চণ্ডনারিক নাম খ্যাত হইয়াছে । ত-
দূর্ঘ্টে মহাদেবের অত্যন্ত ক্রোধাগত হওয়াতে এক তৈর-
বের উৎপত্তি হয়, সেই তৈরবের নাম ক্রোধ তৈরব, ঐ ক্রোধ
তৈরবই চণ্ডনারিকার রক্ষক হইলেন ।—তদ্বাস্তরে দক্ষিণ

বাম নাসিকাতে ও কণ্ঠ দেশ হইতে তিন ধাৱা ৰক্ত নিৰ্গত হয়, তাহাৰ প্ৰমাণ।

বামনাসাগলজ্ঞৈৰ্ভাকিনীং পৰ্য্যতোষয়েৎ।

দক্ষিণা বৰ্ণিনীংদেবী মপায়য়ত শোণিতং॥

শ্ৰীবাযুলাক্ষণদৈৰ্ভাকং পৰিতোষয়েৎ ॥ ইতি

ব্ৰহ্মতত্ত্বং।

বাম নাসিকা হইতে গলিত ৰক্ত ধাৱাতে ডাকিনীকে পৰিতোষ কৰিবা, দক্ষিণ নাসিকাতে গলিত ৰক্ত ধাৱা বৰ্ণিনীকে পান কৰাইলেন। এবং গলদেশ হইতে নিৰ্গত ৰক্তে আত্ম মস্তকে পৰিতোষ কৰিলেন।

এই বৰ্ণনাৰ ভেদ নাই কেবল নাগা কণ্ঠেৰ ভেদ মাত্ৰ, ইহাতে ইড়া পিঙ্গলা স্কুম্বা নাড়ী ত্ৰয়েৰ সংজ্ঞা ভেদে ইড়া ডাকিনী শক্তি, পিঙ্গলা বৰ্ণিনী শক্তি স্বয়ং যেস্কুম্বা নাড়ীকপা তাহাই জানাইয়াছেন। ইড়ান্ প্ৰবৃত্তি মাৰ্গ, পিঙ্গলাৰ নিবৃত্তি মাৰ্গ, স্কুম্বাৰ মোক্ষ মাৰ্গ হয়, অৰ্থাৎ জীবেৰ বীজভূত ৰক্ত যদি ইড়ামাৰ্গে শোষিত হয়, তবে পুনৰ্জাৰ ৰক্তোদ্ভব হইবাৰ সম্ভাবনা, পিঙ্গলামাৰ্গে পৰিশোষিত হইলে ক্ৰমে মৃত্তি পথে গমন হয়, আৰু স্কুম্বা মাৰ্গে পৰিশোষিত হইলে শিৰঃস্থিত সহস্ৰাৰাখে জীবেৰ গতি হয়, তাহাৰ আৰু পুনৰা-বৃত্তি হয় না, ইহাই ৰক্ত পান হলে দেখাইয়া গিয়াছেন। উপৰি উক্ত বৰ্ণন সকল তাত্ত্বিক হয়।



অথ তুলসী মাহাত্ম্য ।

তুলসী কাষ্ঠ মালাভি ভূষিতঃ পুণ্য মাচরেৎ ।

পিতৃগাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটি গুণং কলৌ ॥

কলিযুগে তুলসী কাষ্ঠ নিৰ্মিতা মালা জাল মণ্ডিত ব্যক্তি
যদি পুণ্যকৰ্মের আচরণ করে, কিম্বা পিতৃশ্রাদ্ধাদি দানও
দেবতানিগের পূজাদি করে, তবে তাহার এক গুণ পুণ্যে
কোটিগুণ ফললাভ হয় ।

তুলসী কাষ্ঠ মালাস্ত প্রেতরাজস্য দূতকাঃ ।

দৃষ্ট্বানেষ্যতি দূরেণ বাতোক্লুতং যথাদলং ॥

তুলসী কাষ্ঠ মালাধারি ব্যক্তিকে দেখিয়া যমরাজের দূত
সকল দূরে পলায়ন করে, যেমন বায়ুতে উদ্ধৃত শুষ্কপত্র
দূরে উড়িয়া যায় ।

তুলসী কাষ্ঠ মালাভি ভূষিতো ভ্রমতে যদি ।

দুঃস্বপ্নং দুৰ্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শত্রুজং কচিৎ ॥

তুলসী কাষ্ঠসম্বা মালা ভূষিত কলেবর ব্যক্তি যদি
ভ্রমণ করে, তবে তাহার দুঃস্বপ্ন দর্শন অন্য এবং দুৰ্নিমিত্ত
জনিত উৎপাত ও অস্ত্র শত্রুদিজাত ভয় কদাচিৎ হয় না ।

যদি কেহ এমত আশঙ্কা করেন যে অনেকানেক ব্যক্তি
তুলসীকাষ্ঠ মালী হইয়া বিচরণ করে, কিন্তু এ সকল ভয়েও
আহত থাকে, এবিধায় এ বচনের সার্থকতা কি? উত্তর,
যথা বিহিত মালাধারী ব্যক্তির পক্ষে এবচন অনুকূল,

অবিহিত মালাবানের পক্ষে উক্ত উৎপাতাদি অনিত্য ভন্ন
হইবার অসম্ভাবনা নাই । ইতি

তুলস্যাদিকার্ত্ত মালা ধারণ বিধিঃ সমাপ্তঃ ।



অথ বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ।

নারদ পঞ্চ রাত্রস্য প্রথম রাত্রে নবমাধ্যানে ।

অহো অনন্ত দাসানাং মাহাত্ম্যং পরমাত্মভুতং ।

কুর্ক্সাহৈতুকীং ভক্তিং বে চ শঙ্করৈঃ পুদে ॥

অনন্ত অপরিসীম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁহারা হরি-
পদে নিম্নত অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরিগের
আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ॥

পদ্মনাভ পাদপদ্মং পদ্মে পাদ্মেশ্বরার্চিত্তে ।

দিবানিশং যে ধ্যায়ন্তে শেখাদি নুরবন্দিত্তে ॥

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম, যাঁহা পদ্ম দ্বারা ব্রহ্মা ও
শিবের অর্চিত্ত, অনন্তাদি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত, সেই পাদ-
পদ্মকে দিবানিশি যাঁহারা ধ্যান করিয়া থাকেন ।

আলাপং গাত্রসংস্পর্শং পাদাবাস্ত মভীক্ষণঃ ।

বাঞ্ছন্ত্যে বহি ভীর্থানি বসুধাচায়াশুদয়ে ॥

ভগবন্তের সহিত আলাপ, এবং তাঁহাদেরিগের গাত্র
সংস্পর্শ, ও পদাভিবন্দন, ভীর্থ সকল আশুদ্বির নিমিত্তে
সর্বকণ বাঞ্ছা করেন, আর আশু আশু পবিত্রতা নিমিত্ত
পৃথিবীও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ।

কৃষ্ণম্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভং ।

পুনাতি সর্বভীর্থানি বসুধামপি পার্শ্বতি ॥

হে পৰ্শ্বত ৰাজপুত্ৰি ! ত্ৰিকুব্ধ মন্ত্ৰ উপাসকৰ্ণিগেৰ পৰিষদ
শুভপাদোদক সমস্তা পৃথিবীকে এবং সমস্ত ভীৰ্ঘাদিকে
পবিত্ৰ করেন ।

কুব্ধমন্ত্ৰং বিজমুখাং যন্ত কৰ্ণে প্ৰাবতিচ ।

তংবৈকবৎ জগৎপুতং প্ৰবদন্তি পুৰাবিদঃ ॥

ব্ৰাহ্মণ মুখ হইতে ত্ৰিকুব্ধ মন্ত্ৰ যাহাৰ কৰ্ণে প্ৰবিষ্ট হয়,
পুৰাবিদ পণ্ডিতগণেৰা তাহাকেই জগৎ পবিত্ৰকাৰক বৈকব
বলিয়া থাকেন ।

মন্ত্ৰ গ্ৰহণ মাত্ৰেণ নরোনারায়ণায়কঃ ।

পুনৰ্ভি লীলামাত্ৰেণ পুৰুষাণাং শতং শতং ॥

ত্ৰিকুব্ধ মন্ত্ৰ গ্ৰহণ মাত্ৰেই নর নারায়ণায়ক হয়, সেই
ব্যক্তি অবলীলা ক্ৰমে আপনাৰ শত শত পুৰুষকে পবিত্ৰ
করেন, অৰ্থাৎ ভগবল্লোকেনীত হয়েন ॥

ভক্তস্য মাত্ৰাংপুতং তৎপিতৃণাং শতং শতং ।

প্ৰযতিসন্মো গোলোকং কৰ্ম্মবোণাং প্ৰমুচ্যতে ॥

বিষ্ণুমন্ত্ৰ গ্ৰাহী হইবে এমত ব্যক্তিৰ জন্ম মাত্ৰেই তাহার
শত শত পিতৃগণ পবিত্ৰ হয়, আৰ তৎকণ মাত্ৰে অৰ্থাৎ
ভক্ত্যন্ত্ৰ গ্ৰহণ মাত্ৰে তাহাৰা কৰ্ম্মপাশে পৰিষুক্ত হইয়া পৰম
ধাম গোলোকে ভগবৎ সমীপে গমন করেন ।

শ্ৰিয়া নন্দকুমাৰেণ কবিরঞ্জন ধীমতা ।

কৃতাজনহিতাৰ্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুৱঞ্জিকা ॥

ত্ৰীনন্দকুমাৰ কবিরত্ন । সম্পাদক ।

অদ্যবাসৰীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্ৰিকা প্ৰতিমাসে মুদ্ৰিতা হইয়া পাতুৰিয়াঘাটীৰ

ত্ৰিমুখ বাবু শিৰচৰণ কাৰকৰমাৰ বাটী হইতে বৰ্ত্তন হয় ।

কলিকাতা চিৎপুৰ ৰোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে

বিদ্যাবতী বজ্ৰে মুদ্ৰিত ।

নিত্যধৰ্মানুৰাঞ্জিকা

একোবিষ্মন দ্বিতীয়ঃ স্বৰূপ

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যা হ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুৰাঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।

গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দস্বনুংপরেণং ।

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিত্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৮ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ২৯ অষাঢ়ায়ণ ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

মহারাজা প্রস্তাব, বিরুৎসানাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন,
সেই বিরুৎসা গর্ত্রে তাঁহার বিধু নামে এক পুত্র জন্মে।
কুন্তী ভোগ্যবসানে সার্ক ব্যক্তিগণ সহস্রাঙ্গে বিধুকে রাজ্য
সমর্পণ করতঃ তপস্যাধীর্ষে বন গমন করেন ।

“ বিষ্ণুর পত্নী রতি, তদন্ত্রে পৃথুবেণ নামে এক পুত্র হয়।
বিষ্ণু বহু সাবন রাজ্য করতঃ স্বরাজ্যে পৃথুবেণকে অভিষিক্ত
করিয়া আপনি কালধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। পৃথুবেণের ভাৰ্য্যা
আকুতি, তদন্ত্রে নক্ত নামে এক পুত্র জন্মে, পিতার উপরমে
নক্ত রাজ্য পালন করেন, তদ্বাহিনী দেবসেনা তাহাতে ঋতি
নামে এক পুত্র হয়, ঋতিকে রাজ্যার্পণ করতঃ তিনি স্বর্গগত হন
সুদেবী নামী পত্নীতে ঋতি গম্ন নামে এক পুত্রোৎপাদন
করিয়া স্বর্গ লোকে গমন করেন।

গম্ন রাজর্ষিপ্রবর, উদারপ্রভা, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর
কলাংশাবতার, মহা পুরুষ লক্ষণে লক্ষিত, পরমাত্ম তত্ত্ববিৎ
হিলেন, বিশ্ব রক্ষার্থ ভগবান গম্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,
ইহাই সৰ্ব লোকে গান করিত। মহারাজা গম্ন স্বধৰ্ম্মে প্রজা
পালন, পোষণ, প্রীণন, উপলালন এবং অনুশাসন লক্ষণদ্বারা সৰ্ব
রঞ্জক হন, এবং যজ্ঞ যাগ পূজা কৰ্ম্মাদি দ্বারা স্বচিত্ত পরি-
শোধন করতঃ ভগবান সৰ্ব্বাত্মা মহাপুরুষ পরাবর পরব্রহ্মে
আত্ম নিবেদনে এবং পরমার্থ লক্ষণানুশীলন ও ভক্তি পরায়ণ
ব্রহ্মবিৎজনগণের চরণানু সেবন দ্বারা একান্ত ভগবানে ভক্তি
যোগ করতঃ নিরন্তর তাঁহাকে পরিচিন্তা করিতেন। তাঁহার পরি-
ভাবিত বিশুদ্ধা মতি উৎপন্ন বিধায় সৰ্ব্বজীবে পরমাত্মাকে
অবলোকন করিতেন, নিরভিমানী হইয়া কেবলানন্দানুভাবক
রূপে স্বয়ং পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানকে উপলাভ করিয়া রাজ্য
রক্ষা করিয়াছিলেন। এই গম্নরাজার যশোগীতি আছে।
ইহা পূৰ্ব পণ্ডিতেরা গান করিয়াছিলেন।

গর রাজার সন্তান পুরুষ কে আছে যে এতদ্রূপ নিষ্পৃহ, বিগত রাগ-নিরতিমানী হইয়া রাজ্য পালন করিতে পারে ! আর এমন সাধু সেবক ধর্ম্যবিশ্ব কে আছে যে এতদ্রূপ ভার বহন করিতে শক্ত হয় ? যাহার যজ্ঞে মুর্ত্তিমান হইয়া সর্ব যজ্ঞভুক অমার্দ্দিন আভূতি গ্রহণ করেন ।

গান্ধারী নামে গর রাজার পত্নী, তাহাতে তাঁহার তিন পুত্র অশ্বৈ, তাঁহাদিগের নাম, চিত্ররথ, সুমতি, বিরোধন । উনসপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য পালন করতঃ গর জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্ররথকে রাজ্যভার দিয়া আপনি মহা প্রস্থানে গমন করেন । চিত্ররথও পিতার ন্যায় রাজ্য রক্ষা করতঃ উর্গা নামী পত্নীতে সন্তাট ও অনিষ্ট এই দুই পুত্রোৎপাদন করেন, পরে প্রাপ্তবয়সে যখন তিনি স্বর্গগত হন । তখন সন্তাট রাজা হইয়া সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তাঁহার পত্নী উৎকলা । তাহাতে মরীচি নামে এক পুত্র অশ্বৈ, মরীচিকে রাজ্যভার দিয়া পঞ্চোদযষ্টি সহস্র বর্ষ রাজ্য করতঃ সন্তাট স্বর্গগত হন । মরীচির পত্নী বিন্দুমতী, সেই বিন্দুমতীতে বিন্দুমান নামে তাঁহার এক পুত্র অশ্বৈ, সেই পুত্রকে রাজ্য দিয়া মরীচি মালাবাম পার্বত্য গুহার প্রবিষ্ট হইয়া ভগবদারাদনা করিতে লাগিলেন ।

বিন্দুমান সরঘা নামে কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে মধু নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন । অনন্তর বহু সহস্র বর্ষ রাজ্য পালন করিয়া, মধু নামক পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন । মধু জ্ঞী সুমনসী ঐ সুমনসীতে

তৎপুজ বীরব্রত জন্মেন, বীরব্রতকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ এক
 পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসরান্তে মধু বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন।
 বীরব্রত ভাৰ্য্যা ভোজা, ভোজা গর্ত্রে বীরব্রতের দুই পুত্র
 জন্মে, তাহাদিগের নাম। মধু, প্রমধু। জ্যেষ্ঠমধু তাহাকে
 রাজ্য দিয়া বীরব্রত স্বর্গগত হন। মধুর পত্নী সত্যা, সেই
 সত্যাতে তাহার ভৌবন নামে পুত্র হয়, মধুর উপরমে
 ভৌবন রাজা হইয়া এক সপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য করেন, অনন্তর
 ভুষণানামী তৎপত্নী গর্ত্রে স্বর্গ ও অনিষ্ট এই দুই পুত্র
 হয়, তন্মধ্যে স্বর্গকে রাজ্য দিয়া ভৌবন স্বর্গে গমন
 করেন।

বিরোচনা নামে স্বর্গের মহিষী, তদাকর্তে বিরজ নামে এক
 পুত্র জন্মে। তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ স্বর্গে মুরলোক
 গামী হন। বিরজঃ কীৰ্ত্তি নামে পত্নীতে সত্যাজিৎ প্রভৃতি
 এক শত পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবুচীনামী একা কন্যা
 জন্মে, ঐ শত পুত্র পরমজ্ঞানী তত্ত্ববিৎ হইলেন, সুতরাং
 তাঁহারা বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া আর রাজ্য রক্ষার্থ মনোযোগী
 হইলেন না, তৎকন্যা বিবুচীর পুত্রেরা খুল্ল স্বধামন্তি
 প্রযুক্ত ঐ আদি মন্বন্তরের শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন,
 তাহাতে ক্রমে গণনা করার ৭১ সপ্ততি দিব্যবুগ অবলম্বন
 হয়, পরিণামে কলি প্রাপ্তে বৈধর্ম্মি প্রজা স্বেচ্ছাদি দ্বিকাশে
 ভগবান অবতার হইন, সম্যক্ তার ভয়ে আকাম্বা ধরার
 নিম্ভূতি জন্য প্রলয় মেঘচাত কারিধারাকে তাহাকে পরিধৌত
 করেন, এই পর্য্যন্ত সংক্ষেপতঃ আরম্ভক মন্বন্তরোত্তরগত শিবব্রত

রাজর্ষি বংশের পরি সমাপ্তি হয় । এইকপে আরোচিল্ল প্রভৃতি ছয় মনুষ্যের গঠ হইয়া গলুয বৈবস্বত মনুর সময়ের ২৭ গণ্ডাবিংশতি দিব্য যুগ গত হইয়াছে, তদ্বর্ণনা করিতে হইলে বহু কালকোপ হইয়া যার, এবং সে সকল কথাতেই বা এইকণেবিশ্বাস কে করে ? নিরর্থক লিপি আরোণি ছায়া পরিগ্রহ গ্রহণ করাই যার হইবে, এই বিবেচনার সে সকল কথাকে পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান অষ্টাবিংশতি দিব্য যুগের কথা লিখিতেছি, অর্থাৎ এই বিদ্যমান কলির পূর্ব জাপর, ত্রেতা, সত্যাদির রাজার রাজ্যতোগের ধর্ম এবং যত কাল সংখ্যা, তাহাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম । যথা

একোহ বৈপুরুষো নারায়ণ আসীদ্বিতী প্রতিঃ ।

প্রথম একই মাত্র পুরুষ নারায়ণ ছিলেন, আর কিছু মাত্র ছিল না, তাঁহার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলেই তন্মাত্রি মণ্ডল হইতে এক পদ উৎপন্ন হয় । যথা

ভস্যনাভেঃ সমভবৎ পদ্যকোষো হিবর্ণয়ঃ ।

তন্মিনুজজে মহারাজ ব্রহ্মচর্যচরাননঃ ॥

সেই নারায়ণের নাভি হইতে হিরণ্ময় একপদ্য কোষোৎপন্ন হয়, সেই পদ্যকোষে চতুর্দশ বিশিষ্ট এক পুরুষ জন্মেন সর্ষশাস্ত্রে যাহাকে ব্রহ্মভূত্বা বলিয়া খ্যাত করেন ।

মরীচির্মসন্তস্ত জজে ভস্যানি কন্যাপঃ ।

দাকারণ্যঃ ভতোহনিত্যং বিবহান ভবৎসুহৃঃ ॥

সেই ব্রহ্মার মন হইতে মরীচির জন্ম হয়, মরীচি হইতে প্রসঙ্গিক কল্পণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই কল্পণ দ্বককন্যা আদি-

ভিকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বিবাহান নামে পুজোৎপাদন করেন, অর্থাৎ কস্তপ পুজা সূর্য্য হন । ছায়া সংজ্ঞা নামে সূর্য্যের পত্নী ছয়, তন্মধ্যে সংজ্ঞা গর্ত্তে সূর্য্যের গুহ্যে আন্ধদেব নামে এক পুজা আছে, আন্ধদেবকেই বৈবস্বত বলিয়া উক্ত করেন ।

বৈবস্বত মনুর পত্নী অন্ধা, পুজোক্তি যাগ ছায়া অন্ধা গর্ত্তে তাহার দশ পুজা আছে, তাহারিগের নাম । ইক্ষাকু, নৃগ, শর্য্যভি, দিষ্ঠ, ধৃষ্ঠ, কক্ৰব, নরীবাস্ত, পৃথু, নাভাগ ও কবি । এই বংশই সত্যজ্যেতা তাপর কলির শেষ পর্য্যন্ত থাকিবেক । সূর্য্যবংশ আদি, পরে চন্দ্রবংশ, ইহারাও ঐ মনুর বংশ হয় । তাহার কারণ, যখন মনুর সন্তান হয় নাই তখন তিনি পুজোক্তি যাগ করাইতে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধাপত্নীর সহিত পুজোৎপতির নিমিত্তে, সংকল্প করা হয় । তন্মধ্যে অন্ধা ব্যস্ত করিয়া না বলিয়া কেবল মনে মনে একাকন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কন্যা প্রাপ্তার্থে আর্হতি প্রদান করা হয় নাই, সেই কারণ এই বংশে কোন পুরুষ জীষ্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই চন্দ্রবংশ সমুৎপন্ন হয়, ইহা ইলোপাখ্যানে পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ।

একগে ইক্ষাকু প্রভৃতির পুত্রের কালাবধি সত্য যুগের কাল গণনা করা যায়, ইক্ষাকুর বংশ পশ্চাৎ ব্যাখ্যা করিব, সংপ্রতি অন্যান্য পুত্রদিগের বংশ, এবং পৃথুর পুত্রদিগের জাত্যন্তরতা প্রাপ্তি বিষয় কহিতেছি, জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষাকু সর্বোপরি রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ স্বধর্মে প্রজা প্রতিপালন করিতে

লাগিলেন, আর আর ভাতারা তদাজ্ঞানুসারে এক এক কর্মে
ভারগ্রস্ত হইয়া তত্তৎকর্ম করিতে প্রস্তুত হইলেন, প্রিয় ভাতা
পৃথ্বকে রাজ্য মধ্যে গো রক্ষণার্থে ভার প্রদান করেন,
তিনি প্রভুত বল বাহন যুক্ত হইয়া সর্বত্র পর্যটন করতঃ
গো রক্ষা করিতে লাগিলেন, একদা যামিনী যোগে কুলগুরু
বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবেশ্য মধ্যে অবস্থিতি করি-
তেছেন, এমন সময় দৈবাৎ এক ব্যাঘ্র কর্তৃক বশিষ্ঠের গাভীধৃত্য
হইল, অতিবেগে ঐ ব্যাঘ্র গাভীকে পৃষ্ঠোপরি উত্তোলন করতঃ
পলায়ন করিতেছে দেখিয়া ঋষিরূপেরা হাহাকার শব্দে রোরুঢ়
মান হইয়া উঠিলেন, তন্মনি শ্রবণে নিষ্কোষিত শাণিত খজ্র
পাণি রাজা পৃথ্ব ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া
যখন ব্যাঘ্রের নিকটাবর্ত্তি হইয়া সর্ব প্রাণের সহিত ঐ ভীক্ষুগি
ব্যাঘ্রের উপর আঘাত করেন, তখন তদাঘাতে ব্যাঘ্রের সহিত
গাভীও নিহত হইল, কিন্তু রাজা নিশ্চয় অবধারণা করিলেন,
যে ব্যাঘ্র হত হইয়াছে, পরে রাত্রি প্রভাতে দেখিলেন, যে
ব্যাঘ্রের সহিত বশিষ্ঠের গাভীও বিনষ্ট হইয়াছে, তখন মহা-
ছুঃখিত হইয়া মুনি সম্মিথানে আসিয়া নিবেদন করিলেন।

হায়? আমি কি কুর্কর্ম করিলাম, অনর্থ গোহত্যা
পাপে ঠেকিলাম। এইরূপ পৃথ্ব আত্ম চক্ষুতর অনুস্মরণ
করতঃ মান বদনে বশিষ্ঠাশ্রমে সমাগত হইয়া সব্যক্ রূপান্ত
কুল গুরু বশিষ্ঠকে আবেদন করিলেন, তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ
তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন। যথা

তৎশাসনং কুলার্চনং কৃত্যগনং মকারতঃ ।

নন্দকঃ বন্ধুঃ শূদ্রঃ কৰ্মণা ভবিত্বাহমুন। ইতি

ভাগবতং ॥

অনিষ্টাশূরক কৃত্যপরাধী হইয়াও পুষ্প রাজাকে কুলঙ্ক
বশিষ্ঠ অভিষাপ প্রদান করেন, অরে পাপিষ্ঠ! তুমি ক্ষত্রিয়
যোগ্য পুরুষ নহ, তোমার এই অনার্য্য কর্ম করণ জন্য, তুমি
শূদ্র হইবে, অর্থাৎ নীচ শূদ্র যবন হু প্রাপ্ত হইবে।

পূর্বে যবন শব্দের উচ্চারণ ছিলনা পূর্ব কল্পানুস্মরণে
বিধাতার সংকল্প সিদ্ধার্থে বশিষ্ঠের মুখে যবন শব্দ উচ্চারিত
হইয়াছিল। যদি বল বিজ্ঞ হইয়া অজ্ঞাত দোষে পুষ-
্পকে যবন হু প্রদান করা অনুচিত বিবেচনা হয়? উত্তর
ইহা অনুচিত হয় নাই, যথার্থই হইয়াছে। কেন না পুষ্প
রাজাকে বশিষ্ঠ কহিলেন তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান নহ, অতি হীন শূদ্র
জাতির ন্যায় তোমার ভীকৃত্য প্রকাশ হইয়াছে, ক্ষত্রিয় জা-
তির শূর হয়, তুমিমত্ন শূদ্র হইয়া বিবেচনা শূন্য, অন্ধ-
কারাবৃত বন প্রদেশে গোব্যান্ধ সংযত একস্থানে কোন্ বিবে-
চনায় প্রাণ বিঘাতার্থ নিস্ত্রিংশ নিক্ষেপ করিলে, ইহাও কি
তোমার চিন্তে উদয় হইল না? যে এ আঘাতে গো প্রাণে-
রও বিঘাতোৎপত্তি হইতে পারে? কলতঃ তাহাই ঘটিল,
সুতরাং তুমি কাপুরুষ, অতিভীক, নীচ বুদ্ধি, কৃতাকৃত,
হিতাহিত, বিবেচনা হীন, তুমি ক্ষত্রিয় বন্ধু হইয়া এমন স্থলে
স্বীয় বলে কেন ব্যাত্রকে ধৃত না করিলে, অতএব তোমার
অজ্ঞান কৃত কর্মকেও আমি জ্ঞানকৃত রূপে গ্রহণ করতঃ

আমি তোমাকে যবনত্ব প্রদান করিলাম, এ বিধায় বশিষ্ঠ
কার্য্যকে অনার্য্যকার্য্য বলা সম্ভব হয় না ।

অভিশপ্ত হইয়া রাজা পৃষধু বশিষ্ঠের অগ্রে কুতাজলি পুটে
নিবেদন করিলেন । হে গুরো ! আমি আপনার অথও
শাপকে শিরস্বাপরি গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে ধৰ্ম্মে বঞ্চিত
হইয়া কিরূপে জীবন যাপন করিব, এবং কোন কৰ্ম্ম দ্বারাই
বা পরকাল দ্বিত হইয়া পরম পদকে লাভ করিতে পারিব ?
তাহা উপদেশ করুন । বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস ! তোমাতে
সাক্ষাৎ যবনত্ব প্রবিষ্ট না হইয়া, তোমার পুত্রাদিতে যবনত্ব
প্রবেশ করিবে । তাহারা অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত যবন সংজ্ঞা
প্রাপ্ত হইয়া এই ধরাতলে কৰ্ম্মক্ষেত্রে বাস করিবে, কিন্তু
কৃত্রিয় কুলোচিত বেদোদিত কার্য্যসকল ব্রাহ্মণ দ্বারা
সম্পন্ন করাইবেক, কালে বহু পুরুষান্তে ত্রেতাযুগে এই সূর্য্য
বংশে সগর নামে এক পুরুষ জন্মিবে, সেই তাহাদিগকে
বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত করিয়া এই কৰ্ম্ম ভূমি যজ্ঞিয় দেশ হইতে
দূরীকৃত করতঃ দ্বীপ দ্বীপান্তরে এবং গিরিকূট বন প্রদেশে
সংস্থাপন করিবে, সেই পর্য্যন্ত তৎপুত্রেরা বৈদিক জাতির
তিরস্কৃতরূপে ভিন্ন জাতি সংজ্ঞায় হীন হইয়া বাস করিবে,
পশুবৎ শিল্পোদয় পরায়ণ, সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম ও সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম বর্জ্জিত
হইবে, কোন ক্রমে যজ্ঞিয় দেশে আর অবস্থিতি করিতে
পারিবেক না ।

এক্ষণে তোমাতে যবনত্বের অপ্রবেশ প্রযুক্ত তুমি যতিধৰ্ম্ম
ধারণ পূর্ব্বক সংসার হইতে বহির্গত হইয়া কৃত সন্মানে

জগদদারাদমা করিয়া পরমা শান্তিকে উপলভ করহ, কুল-
গুরুর এই আজ্ঞার পূবধু রাজা তাহাই করিলেন । যথা

আজ্ঞান্যাজ্ঞান মাধায়জ্ঞানতৃপ্তঃ সমাহিতঃ ।

বিচচার মহীমেতাং জড়াক্ত বধিরাকৃতিঃ ॥

গুরুপদেশে রাজা পূবধু সংসার ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক
আজ্ঞাতে আজ্ঞাকে ধারণা করতঃ জ্ঞানতৃপ্ত এবং সমাহিতমনা
অর্থাৎ আত্ম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জড়ের ন্যায় ও অজ্ঞের
ন্যায় এবং বধিরাকৃতি রূপে এই সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন
করিতে লাগিলেন ।

এবং বৃন্তোবনং গড়া দৃষ্টদাবাগ্নি মুখিতং ।

তেনোপযুক্ত করণে ব্রহ্মপ্রাপ্ত পরং মুনিঃ ॥

এইরূপ শীলসম্পন্ন মহারাজা পূবধু, একদা বন মধ্যে
সমুপস্থিত দাবাগ্নি দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যে আমার
দেহন্যাসের প্রতি ইহাই প্রধান উপকরণ হইল, ইহা বলিয়া
দাবাগ্নি প্রবেশ পূর্বক স্বকলেবর ত্যাগ করিয়া মোন যোগ
বৃত্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন ।

পৃথ্বীর পুত্র, বৃক, বৃকের পুত্র বঙ্গলেন, তৎপুত্র কালঞ্জর,
তৎপুত্র নার্মদ, তৎপুত্র বীরকেতু, বীরকেতুর পুত্র আরুঙ্কর,
আরুঙ্করের পুত্র, তুরুঙ্ক, ঐ তুরুঙ্ক শবরী কন্যার পাণি গ্রহণ
করতঃ উত্তর রেখায় গিয়া বাস করেন, সেই তুরুঙ্ক কতক গুলি
যবনকে একত্র করতঃ আপনি রাজা হইয়া তত্রস্থ বন ক্ষেদন
করিয়া এক পুরী নির্মাণ করেন, এবং আপন নামে তাহার
নাম রাখেন, আর তথায় যথাযোগ্য স্থানে যবনাদিকে বাস

করাইয়া আশ্রয় লইলেন, ধরা বিখ্যাত তন্নগরের নাম তুরুঙ্ক হইল, এবং তন্নগরবাসী জন মাত্রকেই সকলে তুরুঙ্ক জাতি বলিয়া খ্যাত করিল । তৎকালে তদ্দেশে তুরুঙ্ক ভিন্ন অন্য জাতির বাস ছিল না ।—পরে ঐ তুরুঙ্ক বংশীয় ঋষীক নামে এক পুরুষ জন্মে, সে তুরুঙ্ক দেশ পরিত্যাগ পূর্বক কতক গুলি যবনকে আশ্রয় করতঃ তাহার উত্তরে গিরিকূট মধ্যে সাগর সম্বিহিত বন প্রদেশে বাস করে, সেই স্থান হিমকেন্দ্র, হিমালয়ের শৃঙ্গাভ্যন্তর অন্য তাহাকে হিমবদুর্গ বলিয়া সকলে খ্যাত করেন, ঐ ঋষীক কর্তৃক এক নগর নির্মিত হয়, তাহার নাম ঋষীক দেশ, এক্ষণে তাহাকেই রুষ দেশ বলিয়া থাকে । তুরুঙ্কের অপরাপর পুত্রেরাও এইরূপ এক এক নগর নির্মাণ করিয়া আপন আপন নামে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া লিখিব ।

অপর মহুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি, তিনি কৈশোর বয়সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া ভগবন্তজনार्থ অরণ্যানী প্রবেশ করেন ।

অপর পুত্র “ককষ,” তিনি স্বনামে নগর স্থাপনা করিয়া তথায় বাস করেন, তদ্দেশের নাম কাকষ, তৎ পুত্রেরা কাকষাখ্য ক্ষত্রিয়জাতি হইল, তদ্দেশেই দন্তবক্র জন্মিয়াছিল । সেই কাকষ রাজবংশেরা উত্তর গণ্ডের পথ রক্ষক হইলেন, তন্নির্মিত ঋষীকাদি যবনেরা যজ্ঞ দেশে আনিতে পারে না, সেই স্থান এখন “খায় বরপাশ,” নামে খ্যাত ।

অপর ধর্মের পুত্র ধার্ম্য জাতি ক্ষত্রিয়, পৃথিবীতে বিখ্যাত

হয়, তাহার। দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করে, গোদাবরী তীরে
তাহার রাজ্য হয়, কিন্তু সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশের বশবর্তী ছিল।

নৃগ রাজার পুত্র সুমতি, তৎপুত্র ভূতজ্যোতি, তাহার
পুত্র বনু, বনুর পুত্র প্রতীক, তাহার পুত্র ওঘবান, ও কন্যা
ওঘবতী, ওঘবানের বংশ পরে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, ওঘবতীকে
সুদর্শন নামে কোন পুরুষ বিবাহ করেন, ইহার বংশও
কৃত্রিম রহিল না, পূৰ্ব্ব নৃগরাজা অনেক গো দান করতঃ
বিপ্র বিরোধেদত্তাপহারিত্ব দোষে কুকলাসত্ব প্রাপ্ত হন,
পরে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে মুক্ত হইয়া স্বর্গ গমন করেন।



সন্দেহ নিরসন।

ছিন্নমস্তার উপাখ্যান।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন! হে প্রভো! মহাদেবী ছিন্নমস্তার এই মাত্র
স্কুলরূপ বৃত্তান্ত শ্রুত হইলাম, এতদ্ব্যতীত ইহার আর সুক্ষ্ম অর্থ
কি আছে? বাহাতে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ জ্ঞানোদয়
হইতে পারে?

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! মহামায়ার ছিন্নমস্তাকপে
এই উপদেশ মাত্র লভ্য হইতেছে, যে পরমাআই ভিন্নত্ব
শক্তি কপে সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সেই সকল
কপই উপাস্ত পূৰ্বে উক্ত হইয়াছিল, এই জগতে যত স্ত্রী
কপ আছে, সে সকলই মহামায়ার কপ ইহাতে সকল
স্ত্রীকেই তজ্জপ জ্ঞানে অৰ্চনা দি করিলে মুক্তিলাভ হয়।
ইহা পুরাণেও কহিয়াছেন। যথা।

নিত্যং স্ত্রীপূজয়েদ্যন্ত বজ্রালঙ্কার চন্দনৈঃ ।

প্রকৃত্যন্তস্য তুষ্টিশ্চ যথাকৃষ্ণে বিজার্চনে ॥ ইতি

ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিখণ্ডঃ ।

যে ব্যক্তি বজ্রালঙ্কার চন্দনাদি উপকরণ দ্বারা নিত্য স্ত্রীলোকের অর্চনা করে, তাহার প্রতি এই দশ মহাবিদ্যা মহা প্রকৃতির। পরিতুষ্ট। হইয়া সন্মতি প্রদান করেন, যেমন ব্রাহ্মণের অর্চনাতে পরমাত্মা স্মিত। পরিতুষ্ট হইবেন ।

ইত্যর্থে সকল স্ত্রীই যে তদ্রূপ তাহাতে সংশয় কি ? যদি কেহ বলেন, যে কুমারী স্ত্রী পূজার বিধি আছে, তিনি কুমারী-রূপা, তদ্ব্যতীত অন্য স্ত্রীরূপা না হন, তন্নিমিত্ত কালীতার। দিরা যুবতি রূপা হন, যদি বল যুবতি স্ত্রী পূজ্যা, বৃদ্ধা এবং বিধবা পূজ্যা কি রূপে হইতে পারে ? তাহাতে বৃদ্ধা বিধবা রূপে ধূমাবতী মূর্তি প্রকাশ হইয়াছে, ভাল ইহা ও গ্রাহ্য করিলাম, কিন্তু রজস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্যা, সর্ক-শাস্ত্রেই রজস্বলা স্পর্শ নিষেধ আছে, ইহাতে রজস্বলা স্ত্রী পূজার। কোনক্রমেই হইতে পারে না ? যেহেতু বিদ্যারূপে রজস্বলা মূর্তির দর্শন হয় না । উত্তর, মহাবিদ্যা মধ্যে রজ-স্বলা মূর্তি ছিন্নমস্তা ।—যখন ত্রিকোণাকারবেদী, রতিকাম বিপ-রীত রতে সংযুক্ত, তাহাতে আসন, যখন কবন্ধ গলিত ত্রিধারা শোণিত দেখিতেছ, তখন বিশেষ বিবেচনা করিলেই রজস্বলা মূর্তির লক্ষণ লক্ষিত হইবে। ছিন্নমস্তাদেবীর বিবরণঅতি গোপন তত্ত্ব, ইহার সম্যক্ রূপ অর্থ করিতে হইলে অনেক গুণ্ড কথা বাহির করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে সর্ক সাধারণের

বিশেষ বেধে চইতে পারে, যেহেতু সে বিষয় সাধক ব্যতীত
 অন্যের অবিজ্ঞাত, বিশেষতঃ অনেকেই তদ্বিষয়ে অনেক
 সংশয় করে, তাহাতেই তৎপ্রকাশে আমার যত্ন হইয়াছিল ।
 এবং প্রকাশ করিতে আরম্ভও করিয়াছিলাম, সংপ্রতি লিপি
 কালে আমার চিন্তে একপ ভীতি আগিয়া উপস্থিতা হইল, যে
 তজ্জন্য সমস্ত শরীরে মহলা কেপথু জন্মিল, সেই কম্প জন্য
 সমস্ত শরীরও সমস্ত অবয়ব অবশ হইয়া উঠিল, আর লেখনী
 ধারণে ক্ষমতা হইল না, হস্ত হইতে লেখনী পরিচূতা হইয়া
 ভূশায়িনী হইলেন, আঘূর্ণিত শিরা হইয়া আমিও অনেকক্ষণ
 স্তব্ধ প্রায় থাকিলাম । বস্ত্রক্ষণাবসানে সন্ধ্যাভ্যাস করতঃ
 ভাবিলাম এ কি ? একপ ঘটনা কেন হইল ? ইহা ভাবিতে
 ভাবিতে সমস্ত দিবসই অন্থখে অবসান হয়, সায়াংকালে
 হটাৎ শিরোবেদনা, ও গাত্র শীতকার জন্মিল, এবং অগ্নির
 ন্যায় গাত্র উষ্ণ হইল, তাহাতে অন্তত্ব করিলাম অদ্য
 আমি অরী হইলাম, ফলে সে প্রকৃত অরুই বটে, অর যোগে
 মিত্রাবস্থার রাত্রি প্রলাপবৎ স্বপ্নানুমান হইল, কোনকপ
 দেখিলাম না, কেবল এই বাক্য মাত্র প্রবণ হইল, যে হিম-
 সন্তার সম্যক্ বিবরণ ব্যক্ত করিহ না । অনন্তর প্রভাত কালে
 চিন্তমান হইয়া আর লিখিতে পারিলাম না, এতদ্বিষয়ের
 স্বরূপার্থ প্রকাশে অশক্ত হইয়া অতিশয় মনঃক্লান্ত হইয়াছি,
 এক্ষণে দশ মহাবিদ্যার বিষয় লিখিতে আর হস্তক্ষেপ করা
 বিধেয় বোধ করিতে পারিলাম না, পরে বাহা হউক্ ।

অথ আশ্রম ধর্ম্ম কথন ।

ইজ্যাধায়ন দানানি বিহিতানি দ্বিজস্মনাং ।

অন্যকর্ম্মা বদাতানাং ক্রিয়ান্তাশ্রম চোদিতাঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের ধর্ম্ম কহিতেছেন, ইহাদিগের বিশুদ্ধ কুলে জন্ম হেতু কর্ম্ম ও আচার দ্বারা পরিশুদ্ধ হন, দুষ্কুলজাত দিগের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিহিত আচরণা ভাব ।—শূদ্রাদির বর্ণ ধর্ম্ম এই যে কেবল ত্রৈবর্ণিকের সেবা পরিচর্যা করা, গৃহাশ্রম ব্যতীত ইহাদিগের অন্যশ্রম নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।

বিপ্রস্যাধায়নাদীনি যড়ন্যম্যা প্রতিগ্রহঃ ।

রাজ্ঞ্যবৃষ্টিঃ প্রজা গোপুত্র বিশ্রাধাকরাদিভিঃ ॥

মম্বাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম মাত্র উপজীবন হয়, যথা যজ্ঞন, যাঁজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ । ক্ষত্রিয় বৃষ্টি প্রজা পালন কিন্তু বিপ্রের ব্যক্তি হইতে কর গ্রহণ । আর যজ্ঞন, অধ্যয়ন, দান, এতদ্ভিন্ন যাঁজন, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ করিবেক না ।

বৈশ্যাস্ত্রবর্ত্তা বৃষ্টিঃ স্যামিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ ।

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃষ্টিশ্চ স্বামিনোভবৎ ॥

বৈশ্যবৃষ্টি বর্ত্তা অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গো রক্ষা, এবং ঋণাদি প্রদান দ্বারা বৃদ্ধি গ্রহণ । আর নিত্য ব্রাহ্মণ কুলের অনুগামী হইবে, । শূদ্র বৃষ্টি ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা, এবং স্বামীর নিকট হইতে ভূতক গ্রহণ দ্বারা দারাপত্যাদির প্রতি পালন করিবে । অর্থাৎ চাকরী করা শূদ্রের স্বীয়-বৃষ্টি হয় ।

বার্তা বিচিত্রাশালীন বাসার শিলোঙ্কনং ।

বিপ্রবৃত্তিচতুর্দ্বৈবং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥

উপরি উক্তা বৃত্তি ভিন্ন ব্রাহ্মণের অপর চারি বৃত্তি আরও নির্দেশ করিয়াছেন বার্তা, বিচিত্রা, শালীন, শিলোঙ্কান, অর্থাৎ বৈধ ব্যবসায় করণ, অথবা কৃষিকরণ, আর তিক্কা, শীল উঙ্কন। শালিক্ষেত্রে স্বামিত্যক্ত পতিত ধ্যানাদির পরিগ্রহণ।

অথন্যো নোত্তমাং বৃত্তি মনাপদি ভবেন্নরঃ ।

ঋতে রাজন্য মাপৎসু সর্কেষা মপিসর্কশঃ ॥

নীচব্যক্তি উত্তমাবৃত্তি অনাপদেও গ্রহণ করিবে না, এবং আপৎকালেও নহে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জাতির অধ্যাপনাদি কপাবৃত্তি শূদ্রাদিরা গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল ক্ষত্রিয়েরা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রতিগ্রহ ভাগী হইবে।

ঋতামৃত্যুভ্যাং জীবন্ত মৃতেন প্রমৃতেনবা ।

সত্যা নৃতাত্মা মপিবা নশ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥

ঋতা, অমৃত্যু, দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, অথবা মৃত্যু কি প্রমৃত্যু বৃত্তি করিবেন, সত্য্য, অনৃত্যু বৃত্তিই বা করুক, কিন্তু ব্রাহ্মণাদিরা শ্ববৃত্তি অর্থাৎ দাস্যকর্ম কখনই করিতে পারিবেন না।

ঋতমুঞ্জশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতং ।

মৃতস্ত নিত্যং বাচ্ছান্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং ॥

ঋতবৃত্তি উঞ্জশিল, অমৃত্যু অযাচিতা বৃত্তি, নৃত্যবৃত্তি নিত্য তিক্কা, প্রমৃত চাসকর্ম হয়। ইহা ব্রাহ্মণাদির কর্তব্য পর পরশ্রেষ্ট হয়।

সত্যামৃতভাৱে বাণিজ্যে শ্বৰুতিৰীচ সেবনং ।

সত্যামৃত হুতি বাণিজ্য, ইহা আপেক্ষাকালৈ অৰ্থাৎ স্বীয়
হুতি দ্বাৰা জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰমাদে বাণিজ্যাদি ব্ৰাহ্মণেৰা
কৰিতে পাবেন, শ্বৰুতিৰ নাম নীচ সেৱান, অৰ্থাৎ চাকৰী
কৰা, ইহা ব্ৰাহ্মণেৰে কোন কালেই কৰ্ত্তব্য নহে ।

বৰ্জয়েতাং সদা বিপ্ৰো ৰাজন্যচ জুগুপ্সিতাং ।

সৰ্ব দেৱময়ো বিপ্ৰঃ সৰ্ব দেৱময়ো নৃপঃ ॥

বিশেষতঃ ব্ৰাহ্মণ ও কত্ৰিয়েৰা এই নিম্নতা হুতি দাসত্ব
কৰা সৰ্বদাই বৰ্জ্য কৰিবেন, যেহেতু ব্ৰাহ্মণ সৰ্ব দেৱময়
এবং ৰাজাও সৰ্বদেৱময় হৱেন ।

শমোদয়ন্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ কান্তিৰাজ্জবং ।

জ্ঞানং দয়া চ্যুতাস্বত্বং সত্যঞ্চ ব্ৰহ্ম লক্ষণং ॥

ব্ৰাহ্মণেৰে এই লক্ষণ, সৰ্বদা অন্তৰিহ্মিয়েৰে দমন ও বাহে-
হ্মিয়েৰে সংযম, তপস্যা কৰণ, সৰ্বদা সন্তোষ, ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট,
সৱল্য, জ্ঞানচৰ্চ্চা, সৰ্ব জীবে দয়া, আৰু সৰ্বত্ৰ তগবদ্ভাব
চিন্তন, এবং সত্যবাক্য কথন ।

শৌৰ্য্যং বীৰ্য্যং হুতি স্তেজ স্ত্যাগ স্ত্যাজয়ঃ কমা ।

ব্ৰহ্মণ্যতা প্ৰসাদশ্চ সত্যঞ্চ কৃত্ত লক্ষণং ॥

কত্ৰিয়েৰে এই লক্ষণ, শূৰত্ব, যুদ্ধোৎসাহ, বীৰ্য্য, প্ৰভাব,
ঐৰ্য্য, তেজস্বীতা প্ৰাগল্ভ্য, বদানশীলতা, আত্মজয়, শত্ৰু-
ৱাদিকে বশেৰাখন, সত্যবাক্য কথন, ব্ৰহ্মণ্যতা, বেদাধ্যয়ন
পুৰ্ব্বক ইষ্টনিষ্ঠতা, প্ৰসাদ প্ৰসন্নতা ।

দেৱকৰ্ণচ্যুতে ভক্তি স্ত্ৰিৱৰ্গ পৰিপোষণং ।

আস্তিক্য সুদামোনিত্যং নৈপুণ্যং দৈৱ্য লক্ষণং ॥

বৈশেষ্যের লক্ষণ এই, দেব ত্র্যাক্ষণ ঙ্কুর বিকুণ্ঠে দৃঢ় ভক্তি,
ধর্মার্থকাম এতৎ ত্রিবর্গ পারি পালন, আন্তিকতা, উদ্যম,
বাণিজ্যাদি কর্মো নিত্য উৎসাহ, এবং দক্ষতা ।

শৃঙ্গস্য সমুতিঃশৌচং সেবা স্বামিনামায়ুয়া ।

অমত্র যজ্ঞোহুস্তেয়ং সত্য গোবিশ্রবশ্চ ।

শৃঙ্গের লক্ষণ এই সন্নতি, নম্রশীল ও ত্রিবর্গকে প্রণতি
করিবে, সদাচার বিশিষ্ট হইবে, দাসত্ব করিবে এবং অক-
পাটে প্রহু সেবন, বেদপাঠ ও যজ্ঞাদি করিবে না, অন্যায়
পুরুষক পরস্ব হরণে পরাংমুখ হইবে, অার সত্যবাক্য
কহিবে, সর্বদা যত্ন দ্বারা গো ত্র্যাক্ষণের রক্ষা করিবে ।

বিষ্ণু মহাত্মা ।

সর্ব জনের পরিজ্ঞানার্থ বিষ্ণুরূপ, এবং তৎপত্রাদি
মাহাত্ম্য বর্ণন করাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে গিথিতে
আরম্ভ করিলাম, যেমন তুলসীমাহাত্ম্য, সেই রূপ বিষ্ণুমা-
হাত্ম্যকেও জানিতে সকলে বাসনা করেন, যজ্ঞপ হরিহরাদির
অভেদ, তজ্রূপ বিষ্ণু তুলসীতেও অভেদজ্ঞান করিতে ইহব,
বিষ্ণু মহিমা জানিলেই বিষ্ণু ভক্তি হয়, এ কারণ যথা প্রমাণ
দ্বারা সর্ব সাধারণের হিত সাধনার্থ প্রকটন করিতেছি । যথা

বিষ্ণুমূলং মহেশানি সমস্তাং শোড়শংকরং ।

জটাস্বরূপং হি মম পর্ণং জানীহি স্মরিত্ব ॥ ১ ॥ ইতি

যোগিনীতন্ত্রং পূর্ব খণ্ডে ৫ পটলং ॥

হে মহেশানি ! চারিদিকে বোড়শ হস্ত পরিমিত বিল-
মুন হয় । হে হৃদরি ! বিলপত্রকে আমার জটা স্বরূপ
নিশ্চয় জানিহ ॥ ১ ॥

ঋগবজ্জঃ সামসদৃশঃ ত্রিদলঞ্চ বরাননে ।

শাখাশ্চ সৰ্ব্বশাস্ত্রাণি জ্ঞানীহিযোনলোচনে ॥ ১২ ॥

হে বর মুণি দুর্গে ! বিলপত্রের যে তিনটি দল, তাহা ঋক-
যজুঃ সাম এই বেদত্রয় স্বরূপ হয় । হে সফরীনয়নে ! আর
বিলরূক্ষের শাখা সকলকে সমস্তশাস্ত্র রূপ জানিবে ॥ ২ ॥

কম্পরূক্ষঃ সমোবিল্লো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাশ্বকঃ ।

মহালক্ষ্মী বিলরূক্ষো জাতঃ ত্রীশৈল পর্বতে ৩ ॥

বিলরূক্ষ কম্পরূক্ষের সমান, এবং ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব এই
ত্রিদেব স্বরূপ, ত্রীশৈল নামে যে পর্বত, তাহাতেই মহালক্ষ্মী
বিলরূক্ষ হইয়া জন্মিয়াছেন ॥ ৩ ॥

দেবুর্গাচ । কমংসা ক্ষিপ্রনিভা বিলবক্ষোবভূবহ ।

জ্যোতীরূপং মদংশা প্রার্থিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদা ॥ ৪ ॥

মহাদেবী মহাদেবকে ভিজ্ঞাসা করিতেছেন । হে প্রভো !
মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনি কি প্রকারে ত্রীশৈলে বিলরূক্ষ
রূপে আবির্ভাব হইলেন, ঐ মহাজ্যোতীরূপ, আমার
অংশা মহালক্ষ্মী, তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক সৰ্ব্বদা প্রার্থ-
নীয়া হয়েন ॥ ৪ ॥

শিবউবাচ । তত্রামুগ্রহাদানী সৰ্ব্ববারে প্রিয়ভাংগতা ।

বিকোরতি প্রিয়া নিত্যং সাভূত সরস্বতী সদা ॥ ৫ ॥

পার্কণ্ডী প্রপ্নে মহাদেব কহিতেছেন, হেদুর্গে ! সেই বৈকুণ্ঠে-
পূর্বে আমার অনুগ্রহে সারদাসরস্বতী সকলের প্রিয়তর।

এবং নিত্য ভগবান নারায়ণের অতি প্রিয়া মহিষী হইয়া-
ছিলেন ॥ ৫ ॥

তাদৃকপ্রীতিনলক্ষ্মীঞ্চ জায়তে কেশবসুচ ।

ইতি চিন্তা পরালক্ষ্মী র্যযৌ ক্রীশৈল মন্দিরং ॥ ৬ ॥

ক্রীকৃষ্ণের যাদৃশী প্রীতি সরস্বতীতে জন্মিল, তাদৃক ভাব
লক্ষ্মীতে জন্মিল না । মহালক্ষ্মী তদৃষ্টে মহতী চিন্তাতে
আপন্ন। হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে তিরোভূতা হন, এবং ক্রীশৈলে
শিবমন্দিরে গমন করেন ॥ ৬ ॥

প্রাপ্যমল্লিঙ্গ মেকান্তং তপশ্চেষ্টেহতি দারুণং ।

তথাপি যদি নৈবাভূৎ কৃপামে পরমেশ্বরি ।

তদাসা বৃক্ষরূপেণ স্থিতালিঙ্গ প্রিয়াসতী ॥ ৭ ॥

হে পরমেশ্বরি ! সেই ক্রীশৈলে নির্জন স্থানে আমার
এক লিঙ্গ সম্প্রাপ্ত। হইয়া তদারাধনা পূর্বক সুদারুণ তপস্যা
করিতে লাগিলেন, তথাপিও আমার কৃপা যখন না হইল,
তখন সেই বিকুপ্রিয়া পরমাসতী বৃক্ষরূপ ধারণপূর্বক আমার
লিঙ্গ সন্নিহিত সংস্থিত। হইলেন ॥ ৭ ॥

পত্নৈঃপুটৈঃকটৈঃস্বীয়ৈঃ পূজয়ামাস সমুত্তমং ।

কোটিবর্ষং মহাদেবি ততোমেহমুগ্রহো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

স্বীয়পত্নী পুষ্প ফলদ্বারা আমার পূজা করিয়া কোটি বৎ-
সর অতিপাত করিলেন, পরে তাঁহার প্রতি আমার অমু-
গ্রহ হয় ॥ ৮ ॥

ভট্টেনবানুগ্রহেণৈব বিমোর্বন্ধঃস্থিতা ভবৎ ।

সদৈব পুরমেশানি বিশ্রবণ্য। সদৈবহি ॥ ৯ ॥

সেই অমুগ্রহ প্রভাবে মহালক্ষ্মী নিরন্তর নারায়ণের

বন্ধঃস্থলে সংস্থিতা হন । হে পরমেশ্বর ! ঐ শ্রীকৃষ্ণ
ব্রাহ্মণদিগের সর্বদা বশ্য হইলেন ॥ ৯ ॥

অতন্তুকারণাদ্বেবি তজ্জপেণ হরিপ্রিয়া ।

সদৈব পূজয়েন্মাংস। মন্তুস্তা চাতুলাশিবে ॥ ১০ ॥

হে দেবি ! হে শিবে ! একারণ তজ্জপ প্রকারে হরি-
প্রিয়া লক্ষ্মী আমার অতুল্যভক্তা হইয়া, আমাকে সর্বদাই
পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

অতন্তুহৃৎ মাশ্রিত্য তিষ্ঠামিচ দিবানিশিৎ ॥ ১১ ॥

হে পার্শ্বতি, ! আমি প্রতি লক্ষ্মীর অতুল্যভক্ত হেতুক
আমি অতন্তুত দিব্যরাত্রি তদেহোত্তব শ্রীকলরূপে অবস্থিত
করিয়া রহিয়াছি ॥ ১১ ॥

সর্বতীর্থময়ো দেবি সর্বদেবময়ঃ সদা ।

শ্রীকৃষ্ণঃপরমেশাশি অত এব ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! হে মহেশ্বর ! এই হেতু, শ্রীকল রূপ সর্ব-
তীর্থময় এবং সর্বদা সর্বদেবময় হয়, ইহাতে কোন সংশয়
নাই ।

তৎকলৈলন্তুৎপ্রযুতৈর্কা তৎপত্রেযঃ প্রপূজয়েৎ ।

তৎকাক্ষ চন্দনৈর্কাপি সমেত ক্রুঃ সমেপ্রিয়ঃ ॥

বিজ্ঞপত্র, বিজ্ঞপুষ্প, ও বিজ্ঞফল, এবং বিজ্ঞকাক্ষ ঘর্ষিত
চন্দন দ্বারা যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, ত্রিলোক মধ্যে
সেই আমার প্রিয় ও সেই আমার পরম ভক্ত হয় ॥

তৎকাক্ষ চন্দনংভালে ঘোষায়তি সন্তুমাৎ ।

ভক্তন্তুং শিববুদ্ধাসা নমেদেবী মুদামিতা ॥

সন্তু ম প্রযুক্ত বিজ্ঞকাক্ষ সন্তব চন্দন কপালদেশে যে ব্যক্তি

ধারণ করিয়া থাকে, শিব বুদ্ধিতে স্বর্ঘবৃত্ত হইয়া তাহার
দৃষ্টিকে দেবরূপ আনিয়া দেবীগণেরা প্রণাম করেন।

অতশুচন্দ্রং দেবি নারায়ণকন্দন।

তৎপত্রং তৎপ্রসূনংবা কদাপি ধারয়েন্নহি ॥

সমস্ত দেব দেবীগণ ও সমস্ত ঋষিগণ নর সামান্য ব্যক্তিকে
প্রণাম করিবেন, এ কারণ নিষেধ করিয়াছেন, যে বিল্লহাভ
ঘর্ষিত চন্দ্রন, ও বিল্লপত্র এবং বিল্লপুষ্প শিরে বা কর্ণে,
কদাপি ধারণ করিবেন না।

বিল্লমূলে মণ্ডেশানি প্রাণাংস্ত্যজতি যৌননঃ।

রুদ্রদেহো ভবেৎসদাঃ পাপকোটি যুতোঃপিতৃন ॥

বিল্লবৃক্ষমূলে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কোটি
পাপযুক্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ শিবরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহা
সর্বশাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন।

বিল্লবৃক্ষ মহাদেবি ভগবান শঙ্করঃস্বরঃ।

বিল্লবৃক্ষতলেস্থিত্বা যদি প্রাণাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ।

তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিস্তুশ্চ তীর্থকোটিভিঃ ॥

হে মহাদেবি! হে পার্শ্বতি! বিল্লবৃক্ষ সাক্ষাৎ ভগবান
শিবরূপ হয়। এ কারণ বিল্লবৃক্ষ মূলে যদি জ্ঞানপূর্বক
সুখীব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ অপু-
নর্ভব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে আর কোটি তীর্থও
পবিত্র কারণ হয় না।

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা স্তিষ্টি স্তি শক্তিহেতবে।

বিল্লবৃক্ষ তলেস্থানং যদি বিদাদিপুরিতং।

তদেবশাক্তঃ কেত্রং সর্বতীর্থময়ং সদা ॥

ব্রহ্মাদিদেবগণ সকলে শক্তিস্থান কারণ বিল্লবৃক্ষ মূলে

সৰ্বদা অধিষ্ঠান করেন, বিল্লবৃক্ষ মূলে স্থান যদিও বিষ্ঠাদিতে
পরিপূর্ণ থাকে, তথাপি সে শঙ্করক্ষেত্র, সমস্ত তীর্থময় হয় ।

সৰ্বপীঠময়ং ভক্তু সৰ্বদেবমহৎ সদা ।

নভাজেষ্ণাকরং ক্ষেত্রং নগজ্ঞাং ভাজেং প্রিয়ে ॥

হে প্রিয়ে ! সম্যক্ পীঠময় বিল্ল মূল স্থান, এবং সৰ্ব দেব-
ময় বিল্লবৃক্ষ, বিল্লমূল শিবক্ষেত্র সৰ্বদা সেবা, কদাপি ত্যাগ
করিবেক না, যেমন গজাক্ষেত্র ও গজাতীর ভাষ্য নহে ।

সমীপেস চ চার্কজি বিল্লবৃক্ষা বদিপ্রিয়ে ।

কাশীপুর সমংতত্ তত্র প্রাণঃতাজেদবদি ।

কিন্তুস্ত কোটিতীর্থেন কাশীবাসেন কিং প্রিয়ে ॥ ইতি ।

হে শোভনাজি পার্শ্বতি ! হে প্রিয়ে ! পুরীসম্মিধি যদি
বিল্লবৃক্ষ সংস্থিত হয়, সেই স্থান কাশীপুরের সমান
জানিহ, যদি সেই স্থানে অর্থাৎ বিল্লসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ
করে, তবে তাহার কোটি২ তীর্থে আর প্রয়োজন কি ? এবং
কাশীবাসেই বা কি কল ? অর্থাৎ বিল্লমূলেই তাহার
অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় !

বিল্লমূলে বেদী করণ ।

বেদিকারচয়িষ্যতু স্বস্তিবাচন পূর্বকং ।

ঈশানাদয়িকোণাস্তং ততোপি রাক্ষসং বিশেৎ ।

রাক্ষসাং বায়ুঃকোণাস্তং বাবদ্বায়ুম্বেদনকং ।

চতুর্দিকুসমং ভূমিং গৃহীয়াদ্যোগ হে ভবে ॥

কৃত স্নানাদি যথা বিহিত গণেশাদি পঞ্চদেবতান পূজা
করিয়া স্বস্তিবাচন কংসঙ্গ করণপূর্বক যোগসিদ্ধি নিমিত্তে
বিল্লমূলেবেদিকা রচনা করিবে, অনন্তর সম পরিমাণে

ঈশানীকোণ হইতে নৈঋত কোণ পর্য্যন্ত, এবং নৈঋত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, বায়ুকোণ হইতে ঈশান-কোণ পর্য্যন্ত চারিদিকে সমান ভূমি গ্রহণ করিবেক ।

অষ্টহস্তং ভবেদৈর্ঘ্যং বিস্তৃতঞ্চ তথাশ্রিয়ে ।

উর্দ্ধং বিতস্তিমানং স্যাৎ বেদিকাং পরিশোভিতাং ॥

হে শ্রিয়ে ! দীর্ঘে অষ্ট হস্ত, প্রস্থেও অষ্ট হস্ত প্রমাণ হইবে, উর্দ্ধে এক বিতস্তি অর্থাৎ বিষৎ পরিমাণে শোভন-রূপে বেদিকা নির্মাণ করিবেক ।

তদুর্দ্ধিতু মহাবেদীং সমস্তাৎ-যোড়শং করং ।

পূজাস্থানন্ত তদ্বিক্রি সৰ্ব্বজ্ঞায়ং বিধিঃশ্রিয়ে ॥

হে শ্রিয়ে ! পার্কতি ! ঐ অষ্ট হস্ত বেদির উপরিভাগে চারিদিকে ঘোল কর প্রমাণে অর্থাৎ দীর্ঘ প্রস্থে চারি হস্ত প্রমাণে বেদিকা করিবে, তাহাতেই পূজা স্থান জানিহ, এইরূপ সৰ্ব্বত্র বিধি হয়, ইহার নাম মহাবেদী সৰ্ব্বত্র এইরূপ বিধিপদে পঞ্চবটাদিবেদী স্থাপন বিধি গ্রহণ করিতে হইবে । অথবা শ্মশানাদিতে যোগ স্থানেরও এই বিধি হয় ।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন যীমতা ।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার ত্রিযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বটন হয় ।

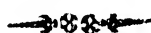
কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং গবনে

বিদ্যারত্ন বজ্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুৱঞ্জিকা

একোবিষুন দ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ

২ কপ্প ১৮ খণ্ড



সদ্বিচাৰ জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুৱঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।

গোলকেশং মজ্জলজ্জলদশ্যামলং স্নেহবজ্রং ।

পূৰ্ণব্রহ্ম শ্ৰুতিভিত্তিকদিতং নন্দমুখং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিত্ৰয় ত্বং মনোমে ।

৫৯ সংখ্যা শকাব্দ ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ২৯ পৌষ ।

পুৰাবৃত্তানু সন্ধান ।



নৃগৰাজ্যৰ বংশ বিস্তাৰ কথনানন্তর নৰিষ্যন্তৰ বংশ
কাহ্নোছি, ইক্ষ্বাকু ভাতা নৰিষ্যন্ত সূকন্যানমে তস্মিহিষী,
তদন্তে “ চিত্ৰ সেন নামে ,, এক পুত্ৰ জন্মে ।

নরিষান্তো মহীপালো বর্ষাণামনৃতং ত্রয়ং

রাজ্যং কৃত্বাশ্বজে রাজ্যং দত্ত্বাস গন্তবানবনং ॥

মহারাজা নরিষাস্ত ত্রিংশৎসহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ পুত্রেরাজ্য সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থে বন প্রবেশ করিয়াছিলেন । রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া চিত্রসেন “পঞ্চোদ্যম যষ্টি সাহস্রং বর্ষং রাজ্যং চকারহ ” ইতি । পঞ্চোদ্যম হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া তিনি স্বর্গ গমন করেন, তৎপুত্র “শ্মশ্রুঃ ” এই পৃথিবীতে পিতার ন্যায় রাজ্য করতঃ তৎ সমকাল প্রাপ্তে তপস্যার্থে বন গমন করেন । তৎপুত্র “মীড়বান ” মীড়বানের পুত্র “পূর্ণ ” তৎপুত্র ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনের পুত্র “বীতিহোত্র ” বীতিহোত্রের পুত্র “ভদ্রসেন ” তৎপুত্র “সত্যশ্রবাঃ ” সত্যশ্রবার পুত্র “উরুশ্রবাঃ ” তৎপুত্র “দেবদত্ত ” এই দশ পুরুষ পিতৃসম কাল রাজ্য করিয়া প্রাপ্তকালে কেহ তপস্যার্থে কেহবা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন । তৎপুত্র “অগ্নিবেশ্যঃ ” এই অগ্নিবেশ্য সাক্ষাৎ অগ্নি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন । “অগ্নিবেশ্যো মহীং শান্তি চত্বারিংশৎ সহস্রকং ইতিঃ ” অগ্নিবেশ্য চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া স্বর্গগত হন । তাঁহার রাজ্য শাসন কালে আশ্রয় কার্য অনেক প্রকার প্রকাশ হইয়াছিল, ইনি সাক্ষাৎ ঋষিচর্য্যায় লোকোপকারার্থ অশ্বিনীকুমারের শিষ্য হইয়া চরক নামক বৈদ্যক গ্রন্থ মহীতলে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র “কানীন ” নামে বিখ্যাত ” কানীনের পুত্র “জাতুকর্ণ ” তিনি রাজর্ষি প্রবর, সংগীত বিদ্যায় সুনিপুণ, তাহার সংগীতে পাষণ সকল গ-

লিত হইয়াছিল, এবং তৎকালে তৎস্থানে সংগীত শ্রবণেচ্ছায়
বন হইতে হরিণাদি পশু সকল সমাগত হয়, তাহারা আত্ম-
প্রস্তুরে চরণাৰ্পণ করাতে চিহ্ন হইয়া ছিল, অত্যাপি তচ্চি-
হ্নাক্ষিত নার্মদ পৰ্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ জাতুকর্ণের
তপস্যা প্রভাবে তৎকুলজাত ক্ষত্রিয় সকল ব্রাহ্মণ হয়, যথা
“ততোব্রহ্মকুলংজাত মাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ,” আগ্নিবেশ্যাত্মিত
কুল মাত্রেয় ক্ষত্রব্র নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মকুলে প্রাপ্তি হইল।
মহারাজা নরিস্যস্তুর বংশ এই পর্যন্তই সীমা হয়, অতঃপর
“দিষ্ট,” রাজার বংশ শ্রবণ করহ।

দিষ্ট রাজা নন্দদানাম্নী পত্নীর পাণিগ্রহণ করতঃ তাহাতে
“নাভাগ,” নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। পূৰ্বে মনুপুত্র
যে নাভাগ নামে জন্মিয়াছিলেন, তিনি অন্য, তৎবংশের
ক্ষত্রিয় নিবৃত্তি হইয়া কৰ্ম্ম বৈষম্য হেতুক সে সকল বৈশ্য
হইয়াছিল, দিষ্টপুত্র নাভাগেরই বংশ ক্ষত্রিয় থাকিল,
“পঞ্চাশীতি সহস্রাণি বর্ষাণি সনরাধিপঃ। রাজ্যং কুত্বা গতঃ
স্বর্গং নাভাগ মকরো নৃপঃ, দিষ্ট পঞ্চাশীতি সহস্র বর্ষ রাজ্য
করিয়া নাভাগকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ স্বর্গলোকে গমন
করেন। “নাভাগঃ পঞ্চ চত্বারিংশং সহস্রাণি ভূমিপঃ,
“নাভাগ পঞ্চ চত্বারিংশং সহস্র বর্ষ রাজ্য করতঃ তপস্যার্থে
অরণ্যাগী প্রবেশ করেন। তস্য পুত্র “ভলন্দন,” ভলন্দনের
পুত্র,, বৎসপ্রীতি,, তৎ পুত্র “প্রাংশু,” প্রাংশুর পুত্র, “অমতি,,
তাহার পুত্র “খনিত্র,, খনিত্র পুত্র “চাকুষ,, তৎ পুত্র, বিবিং-
শতি,, বিবিংশতির পুত্র “রত,, রতের পুত্র “ধনীনেত্র,, তিনি

অতিখাশ্মক, তদাশ্বজ, “করদ্ধম, করদ্ধমের পুত্র, “নৃপ, নৃপের পুত্র “বিবিক্ৰিৎ, বিবিক্ৰিৎ পুত্র “মরুত্ত, ঐ মরুত্ত তৎকালে চক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন। নাভাগ অবধি মরুত্তপর্বাস্ত চতুর্দশ পুরুষ সমান বর্ষ রাজ্য ভোগ করেন, বিশেষতঃ মরুত্ত রাজা কিছু কাল অধিক জীবিত ছিলেন, পঞ্চোদ্যন সপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া সুরলোক গত হন। মরুত্ত মহা-যাজ্ঞিক, মহার যজ্ঞের তুল্য যজ্ঞ করিতে কোন রাজাই সক্ষম হন নাই” গোড়ৈচ যজ্ঞং কৃতবান্ মরুত্তঃ শত বার্ষিকং। মরু-ত্তস্য যথায়জ্ঞো নতথান্যোস্তি ভুভুজাং।, গোড়দেশে বিদ্ধ-পাদ বিনিসূতা নদী তীরে শিলাময়ী ও বালুকাময়ী ভূমিতে এক ক্রোশ পরিমিত কুণ্ড করতঃ যজ্ঞ করেন, চারিদিকে চারিজন হোতা আভূতি প্রদান করিয়াছিলেন, ভাগবতে কহেন।

অমাদাদিহ্মঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।

মরুতঃ পরিবেষ্ট্যরৌ বিশ্বৈদেবাঃ সভাসদঃ। ০।

সর্বং হিরণ্যম্ দ্বাসীদৎকিঞ্চাস্ত্যাম্য ভাজনং ॥ ইতি।

যে যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র সোমপান করতঃ মত্তহন এবং প্রভুত দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণেরা পরম রুচি হইয়াছিলেন। মরুতগণেরা পরিবেশক, বিশ্বৈ দেবগণ সভাস্তার ছিলেন, আর যে সকল ভোজন পাত্র ও জল পাত্র পীঠাদি সকলই স্বর্ণময় ছিল, তাঁহার যজ্ঞের মত শোভন যজ্ঞ কেহই করেন নাই।

প্রত্যহ একলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন হইত, তাঁহারদিগের প্রত্যে-

কের বসিবার স্বর্ণপাঠ, স্বর্ণ ভোজন পাত্র, জল পাত্র, ভোজ-
নাবসানে সে সকল পরিত্যাগ করিতেন, পর দিন পুনর্বার
নূতন ভোজন দিতেন, কদাপি উৎসৃষ্ট ভোজন গ্রহণ করেন নাই।
এইরূপ অবাদে এক শত বৎসর যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞ স্থানের
মৃত্তিকা পরিদগ্ধ হয়, তদ্ব্যবসায় সকল যুত মিশ্রিত স্তূভাকার
হইয়াছিল, মৃত্তিকা সকল ক্ষুটিতা হইয়া তাহাতে যুত প্রবেশ
করে, বহুদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতলে বজ্রাকার পোষিত হয়, এবং
মৃত্তিকাও দগ্ধ হইয়া যুতাক্ত প্রস্তর বৎ যোজনায়ত স্থান
ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই মহা যাজ্ঞিক মরুত রাজা ৬৫ সহস্র
বৎসর রাজা করতঃ “দম” নানক পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়া স্বর্গে গিয়া ইচ্ছাসন প্রাপ্ত হন।

দমরাজার পুত্র “রাজ বর্জুন,” তৎ পুত্র “সুধৃতি,” সুধৃতির
পুত্র “নর,” তৎ পুত্র “কেরল,” যিনি স্বনামে দক্ষিণদিকে এক
নগরস্থাপন করেন, অদ্যাপি তাহাকে দক্ষিণদিগ ভাগে কেরল
দেশ বলিয়া খ্যাত করে, কেরলের পুত্র “ধুকুমান,” ধুকুমানের
পুত্র “বেগবান,” তাহার পুত্র “বুব,” বুধের পুত্র “তৃণবিন্দু,”
ইনি অলম্বুধা নাম্নী বরাহরাকে পরিগ্রহণ করতঃ তাহাতে
বহু পুত্র উৎপাদন করেন, এবং “ইলবিলা,” নামে একা
কন্যা উৎপন্ন হয়, ঐকন্যাকে পুলস্ত্য পুত্র বিপ্রবা ঋষি বিবাহ
করেন, তাহার গর্ত্রে কুবেরের উৎপত্তি হয়, এই কুবের সর্ব
যোগেশ্বর পিতা হইতে পরমা যোগ বিদ্যা প্রাপ্ত হন। তৃণ
বিন্দুর পুত্র, বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধৃষ্টকেতু, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ
বিশাল বংশধর রাজা হন, অন্য দুইজন বংশ হীন হইয়া

বিশাল স্বনামে বৈশালী পুরী নির্মাণ করিয়া তথায় রাজ্য করেন, অত্ৰাপি সেই পুরী বিশালা নামে উত্তর হিম শৃঙ্গে তীর্থ রূপে বিখ্যাতা রহিয়াছেন। ইলবিলা পুত্র সূর্য্যারিক দেশে আশ্রম করিয়া রাক্ষস বাসে অবস্থিতি করিলেন।

বিশালের পুত্র “হেমচন্দ্র,” হেমচন্দ্রের পুত্র “ধৃতাক্ষ,” ধৃতাক্ষের পুত্র “সংঘম,” সংঘমের দুই পুত্র, “কুশাশ্ব ও সহদেব,” কুশাশ্বের পুত্র “সোমদত্ত,” ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সুরপতি ইন্দ্রকে প্রসন্ন করেন, এবং যোগির দিগের যে গতি সেই গতিকে লাভ বরিয়াছিলেন। সোমদত্তের পুত্র “সুমতি,” সুমতির পুত্র “জনমেজয়,” ইহারা বিশাল পুত্র বৈশাল ভূপতি ভূগবিন্দুর যশো বিস্তারক হয়েন। সকলেই গম বল, গম প্রাণ, গম কীর্ত্তিমান, গম যজ্ঞা ছিলেন। যে সকলের পরমায়ু ও রাজ্য ভোগ কাল উক্ত করা যায় নাই তাহারা সকলেই পৈতৃক ভাবানুক্রমে সমান কাল জীবিত থাকিয়া সমান কাল রাজ্য করিয়াছিলেন। যেহেতু তৎকালে ধৰ্ম্মানুযায়ি কল এই রূপই ছিল, তবে যে কাহার কাহার ব্যত্যয় হইয়াছে সে তাহাদিগের ইচ্ছামৃত্যু লক্ষণের দৃষ্টান্ত মাত্র।

অনন্তর, ইক্ষ্বাকুভাতা শর্য্যাতির বংশ বিস্তার করিতেছি। শর্য্যাতি রাজা ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি বিষয়েবীত রাগ সৰ্ব্বদা যজ্ঞ পরায়ণ ছিলেন, তাহাকে সকলেই ঋষিপদ বাচ্যে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। তাহার একা কন্যা, পদ্মপত্রায়তাকী প্রিয়স্বদা মনোহর গীলা, তাহার নাম “সুকন্যা,” এক দিবস

রাজা শর্যাতি ঐ কন্যা সহিত বন ভ্রমণার্থে গমন করেন, দৈবাৎ ভ্রমণ করিতে করিতে চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন । তথায় রথ হইতে অবতরিता হইয়া সুকন্যা সখীগণ সম-
ভিব্যাহারে চ্যবনাশ্রমে বনশোভা সন্দর্শনার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পাদপমালা মণ্ডিত মনোহর বন রাজী দর্শনে সুকন্যা পরম হর্ষিতা হইয়া নানা তরঙ্গনতা হইতে নানা বর্ণ নৌগন্ধিক পুষ্প সকল উত্তোলন করতঃ স্বীয় কবরীর শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন । এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে পুষ্কিকা সঞ্চিত বপ্রাকার অভ্যুচ্চ মৃৎপিণ্ড দেখিলেন, তাহার পাশ্বে যুগলগর্ভ, তন্মধ্য হইতে খন্যোতের ন্যায় আলোক নির্গত হইতেছে, তদ্রূপে দৈব চোদিতা মুখ স্বভাবা সুকন্যা দুইটি ভীক্ষাগ্রদীর্ঘ কটক দ্বারা সেই জ্যোতি স্থানেতে বিদ্ধ করিলেন, বিদ্ধ মাত্র তৎস্থান হইতে সহসা বাহিরে শোণিত ধারা পতিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ঐ মৃত্তিকা মধ্যে মহাতপস্বী ভৃগুবংশীয় চ্যবন মুনি তপস্যা করিতে ছিলেন, কটকাঘাতে তাঁহারই চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ হইয়াছে, হতভাগ্যা সুকন্যার ঐ কৰ্ম্মফলে রাজার এবং সসখী রাজকন্যার ও সৈন্য সাগন্থ সকলেরই এক কালে মল মুত্রাদি নিরোধ হইয়া উদর ক্ষোভ হইতে লাগিল । এতৎ অসদৃশ উৎপাতাবলোকন করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন চিত্তে ব্যাকুলিত ভাবে সকল লোককেই কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে কেহই কিছু উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, সুকন্যা অতিশয় ভীতা হইয়া পিতাকে আশ্রুত কার্যের বিবরণ

বাক্য করিয়া কহিলেন । দুহিতার এই কথা শুনিয়া অতি ভীত হইয়া রাজা চাবনের নিকট গিয়া তাহাকে প্রসন্ন করণার্থে ঐ মৃত্তিকা রাশি স্বস্ত করিয়া মুনিকে আশ্রয় সুকন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাতে মুনী প্রসন্ন হইয়া সহ পরিবার রাজাকে বিপদ হইতে পরিভ্রাণ করিয়া বিদায় করেন, রাজাও পরিমুক্ত হইয়া প্রণাম করতঃ স্বধামে আগত হন ।

পরে সুকন্যার পাতিব্রত্য ধৰ্ম্ম হেতু অশ্বিনীকুমার দ্বারা তৎপতি চাবন ধ্বংস দিব্য রূপবান ও লক্ষ চক্ষু হন । অনন্তর একদা রাজা পুনর্বার চাবনাশ্রমে আগিয়া জামাতার সহিত কন্যাকে দেখিয়া সম্যক্ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিকে শ্রবণ করিয়া আহলাদিতাস্তঃকরণে স্বধামোপগত হন ।

শর্যাপতির তিন পুত্র, যথা উত্তানবর্হী, আনর্ভ, ভুরিবেণ, এই তিন, ইহার মধ্যে আনর্ভের একা কন্যা জন্মে তাহার নাম রেবতী । ঐ কন্যার সদৃশ বরায়েষণ করতঃ আনর্ভ যখন পৃথিবীতলে বর প্রাপ্ত হইলেন না, তখন স্বকন্যা সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং ব্রহ্মাকে সকল কথা জানাইলেন, তত্পুত্র প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, এক্ষণে এস্থানে নৃত্যগীতাদি হইছে, তুমি কিয়ৎকাল অবস্থান কর, পরে যাহা বিহিত হয় তাহা কহিব । অনন্তর ক্রমকাল পরে গান্ধর্ব্ব সভা অবহার হইলে আনর্ভ পুনর্বার কন্যাবরার্থ ব্রহ্মার পুরতঃ আবেদন করেন, তৎ শ্রবণে জগদ্ধাতা হাস্য করিয়া কহিলেন । মহারাজ ! তুমি যে ক্রম ব্রহ্মলোকে অবস্থিত করিলে ইহাতে মর্ত্যালোকে বহু যুগ

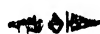
অবসান হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তোমার পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতি বংশ মাত্রও নাই, বাহা হউক নর্ত্ত্যালোকে ছাপর যুগের শেষ হইয়াছে, ভগবান বিষ্ণু বলরাম রূপে বনুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে তুমি পৃথিবীতে গমন করতঃ এই কন্যারত্ন বলদেবকে প্রদান কর । ইত্যাদেশিত আনন্ড রাজা ধরাতলে অবতরিত হইয়া বলরামকে রেবতী কন্যা প্রদান করেন । অনন্তর আনন্ড রাজা রেবত হিমালয় গিরিগঙ্ধরে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের ভজনা করিতে লাগিলেন ।

অপর মনুপুত্র নভগের বংশ বিস্তার করিয়া কহিতেছি, নভগের পুত্র, “নাতাগ,, ইনি গুরুকুলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বহুকাল বাস করিয়া বেদাধ্যয়নে নিপুণ হন । তাঁহার ভ্রাতাগণ দায় বিভাগ কালে তাঁহার ব্রহ্মনৈষ্ঠিক ভাব বিবেচনা করিয়া তত্তাগ কল্পনা না করিয়া পরস্পর ভ্রাতারা ধন বিভাগ করিয়া লন । পরে গুরুকুল হইতে আগত হইয়া তিনি স্বীয়ভাগ প্রার্থনা করাতে তাঁহাকে সকলে পুন বিভাগ করিয়া দেন । পূৰ্বে ভাগ কল্পনা হয় নাই এ নিমিত্ত তাঁহার পুত্রের নাম নাতাগ হয় । নাতাগের পুত্র “অম্বরীষ,, তিনি মহাকৃতি, মহাভাগবত ছিলেন, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর চক্রবর্তী হন । অর্থাৎ ইক্ষ্বাকু বংশ যদিও তৎকালে সম্রাট ছিলেন তথাপি নাতাগ পুত্র বাহুবলে সম্রাট হন, কিন্তু আজ্ঞাপ্রদ ইক্ষ্বাকু বংশোরাই ছিলেন । মহারাজা অম্বরীষের বৈবৰ্ণ্যবতা প্রভাবে ভগবান্ তদ্রূপার্থে সুদর্শন চক্রপ্রদান করেন ।

একদা রাজা সাম্বৎসরিক একাদশী ব্রত করিয়া সম্বৎসরান্তে কার্তিকী দ্বাদশী দিনে পারণ করিবেন, এমত সময় শিষ্য দুর্বাশা ঋষি পারণার্থে রাজার নিকট উপস্থিত হন । এবং রাজাকে কহিলেন মহারাজ ! অত্ৰ আমি অতিথি, আমাকে পারণ করাউন । সংপ্রতি আমার স্নানাহ্নিক সন্ধ্যা বন্দনা দি কিছু গাত্র পরিসমাণ্ডি হয় নাই, অতএব স্নানাহ্নিক করিয়া প্রত্যাগত হইব, এতৎ শ্রবণে রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া যথোচিত যত্ন পূর্বক ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পরিচারক প্রতি আদেশ করেন, দুর্বাশাও স্নানার্থ গমন করিলেন, ইত্যবসরে কুল গুরু বশিষ্ঠ রাজসমক্ষে সমাগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি কি করিতেছেন, অদ্য স্বপ্নাক্ষণ স্থায়িনী দ্বাদশী, অতএব দ্বাদশী মধ্যে পারণ করুন । দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিয়া পারণ করিলে এই সাম্বৎসরিক একাদশীর সম্যক্ কল বিনষ্ট হইবে ? যেহেতু এব্রতের পারণে দ্বাদশী লঙ্ঘন অতিশয় দোষ, রাজা বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, হে কুলোত্তরো ! এক্ষণে তবে কর্তব্য কি ? দুর্বাশা ঋষি পারণার্থ অতিথি হইয়া স্নানে গমন করিয়াছেন, তাঁহাকে পারণ না করাইয়া আমি কি রূপে পারণ করিতে পারি ? পারণ না করিলেও দ্বাদশী উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে ব্রতও পণ্ড হইয়া যায়, এক্ষণে উপায় কি ? বশিষ্ঠ কহিলেন নদীতীরে লোক প্রেরণ করতঃ দুর্বাশাকে বৃত্তান্ত কহিয়া শীঘ্র আনয়ন কর, এতৎ শ্রবণে রাজা দূত প্রেরণ করেন, দুর্বাশা কহি-

লেন কিঞ্চিৎ কার্য্য অবশিষ্ট আছে, স্বপ্নক্ষণ বিলম্ব করিতে
কহ, দূত আসিয়া সংবাদ করিল, রাজা কিছু কাল বিলম্ব
করিয়া পুন দূত প্রেরণ করেন, পুনর্বার দুর্কীশা কিছু কাল
বিলম্ব করিতে কহেন, এইরূপ বারম্বার দূত প্রেরণ করেন,
দুর্কীশাও বারম্বার বিলম্ব করিতে বলেন, ইহাতে দ্বাদশীর
কলা মাত্র অবশিষ্ট আছে ইহা জানিয়া রাজা বশিষ্ঠাজ্ঞা
মতে ব্রত সংপূরণার্থে কুশাগ্রে এক বিন্দুমাত্র জল লইয়া
পারণার্থে স্ববদনে নিঃক্ষেপ করিলেন । এমত সময় কৃত্য-
হ্লিক সশিবা দুর্কীশা আসিয়া উপস্থিত হন তখন দ্বাদশী
মাত্র নাই, দুর্কীশা ত্রয়োদশী প্রাপ্তা দেখিয়া বিচার করি-
লেন, যে যখন দ্বাদশী নাই তখন রাজা ব্রতসাক্ষার্থে অবশ্যই
পারণ করিয়াছে, সুতরাং গৃহস্থামীর ভোজনানন্তর তদ্বৎ
যে ভোজন সে উচ্ছ্রিষ্ট ভোজন হয়, মহাতেজস্বী তমোংশ
সমুত্ত দুর্কীশা রাজার প্রতি অতি প্রকোপিত হইয়া তদ্বিনা-
শার্থে একবিস্মাপনীয় একপ বিশিষ্ট কৃত্যাকে উৎপন্ন করেন,
সেই কৃত্য অতি ভয়ঙ্কর এক ত্রিশূল হস্তে লইয়া রাজাকে
হননোদ্যাতা হইলে তৎ পার্শ্বস্থিত ত্রিষুদন্ত সুদর্শন চক্র
কৃত্যাকে বিনাশ করিয়া আততায়ী বোধে দুর্কীশাকেও
হনন করিতে উচ্চত হয়, তদৃষ্টে দুর্কীশা সভয়াস্তকরণে
পলায়ন পর হইয়া ভগবান বিষ্ণুর শরণ প্রাপ্ত হন, সুদর্শ-
নও তৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন,
ভগবান সুদর্শনকে ব্রহ্ম বধে ক্লান্ত করিয়া অভয় প্রদান
পূর্বক দুর্কীশাকে বিদায় করেন । অনন্তর অমরীষ রাজা

বহু অশ্বমেধ যজ্ঞাদি সম্পাদন করতঃ ত্ৰিংশৎবর্ষ মহত্সৱাং
ভোগ করিয়া পুঞ্জগণকে ধন রাজ্য প্রদান পূৰ্ণক তপস্যার্থে
বন প্রবেশ করিলেন ।



গৃহস্থাশ্রম ধৰ্ম্ম ।

অনন্তর স্ত্রীলোকদিগের যাহা কর্তব্য সমাসতঃ তদ্ব্যক্তি-
তেছি, অর্থাৎ কুল স্ত্রীদিগের কুল ধৰ্ম্মই সনাতন, অশ্রুতি
কূলে সেই ধৰ্ম্মের আচরণ করিলে ইহকালে সৰ্ব্বত্র যশো-
লাভ ও পরকালে পরমাগতি লাভ করিতে সক্ষম হয় । যথা

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তৎ শুশ্রূষাঞ্চানুকূলতা ।

তদ্ব্যক্তিব্যবৃতিঞ্চ নিত্যং তদ্রূপং ধারণং ॥

পতিকে দেবজ্ঞান যে স্ত্রী করে, তাহার নাম পতিদেবা
অতএব স্ত্রীগণেরা পতির অনুকূলতাচারিণী হইয়া অকপটে
তাহার শুশ্রূষাদি করিবে, আর পতির বন্ধুগণের আনু-
রক্তি ও আনুকূল্য এবং সেবা ভক্তি পূৰ্ণক শুশ্রূষাদি করিবে,
ইহাই তাহাদিগের পরম ধৰ্ম্ম ও পতিব্রত হয় ।

সংমার্জ্জনোপসেপাত্মাং গৃহগুণং বর্তনৈঃ ।

অয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টা পরিচ্ছদা ॥

কুল স্ত্রীগণেরা গৃহ মার্জন ও লেপনাদি দ্বারা গৃহকে পরম
শোভিত করিবে, এবং উদ্বর্তনাদির দ্বারা স্বগাত্রমার্জন ও
নানা প্রকার বেশ বিন্যাসাদি করতঃ মনোহর বস্ত্রালঙ্কা-
রাদি ধারণ পূৰ্ণক কালে কালে পতির প্রীতি উৎপাদন
করিবেক ।

কামৈ কৃচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেনচ ।

বাক্যৈঃ সতৈঃ প্রিয়েঃ প্রেম্না কালে কালে ভজেৎপতিং ॥

উচ্চাবচ কৰ্ম, ইন্দ্রিয় সংযম, শ্রিয় বাক্য প্রয়োগ সত্যধৰ্ম্ম
রক্ষা, এবং প্রীতি প্রকাশ ও বিশ্বাস, দ্বারা অকপটে দেব
বুদ্ধিতে সাধ্বী স্ত্রী কালে কালে পতিকে ভজনা করিবেক ।

বাপতিং হরি ভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা ।

হৰ্ষাস্বনা হরেক্ষৌকে পতা শ্রীরিব মোদেতে ॥

যে স্ত্রী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিকে ঈশ্বর হরি ভাব দ্বারা ভজনা
করে, সেই স্ত্রী পরলোক গামিনী হইয়া, হরিকৃপ পতির
সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সৰ্ব্ব সুখ সম্ভোগ করেন ।

বৃত্তিঃ সঙ্কর জাতিনাং তত্তৎ কুল কৃতা ভবেৎ ।

অচৌরাগা নপ্যাপানা মন্ত্যজ্ঞাস্তেব শায়িনাং ॥

অনন্তর বর্ণসঙ্কর জাতিদিগের বৃত্তিও তৎ কুলকৃতা হয়,
অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পিতৃ কুলোচিত কোন ব্যক্তি মাতৃ-
কুলজা বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবে, কদাপি চুরি বা ডাকা-
ইতি প্রভৃতি পাপীয়সী বৃত্তিকে উপজীবিকা করিবে না, এবং
অন্ত্যজ চণ্ডালাদি জাতিরা পরিশ্রমার্জিত বিস্তে সংসার
যাত্রা নির্বাহ করিবেক ।

রজকশ্চ স্ম্যকারশ্চ বটো বরুড় এবচ ।

কৈবর্তমেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃস্মৃতাঃ ॥

রজক, চর্ম্মকার, বট, বরুড়, এবং কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল
ইত্যাদি গণ্ড জাতি অন্ত্যজ হয়, বহু বচনাভিপ্রায়ে আর
অনেক জাতিও অন্ত্যজ আছে, ইহারা স্বভাবানুসারে অর্থাৎ
নামানুযায়ি কৰ্ম দ্বারা জীবিকা করিবেক ।

প্রায়ঃ স্বভাব বিহিতো নৃণাং ধৰ্ম্মো যুগে যুগে ।

বেদদৃগ্ভিঃ স্মৃতৌ রাজন্ প্রেতা চেহচ শস্যকৃৎ ॥

প্রায়ঃ যুগে যুগে মনুষ্য মাত্রেয়ই স্বভাব বিহিত কৰ্ম্ম হয়, ইহা বেদবিৎ ঋষিগণের কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । স্ব স্ব জাতীয় কৰ্ম্ম করণে অমঙ্গল নাই, ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে পরম কল্যাণ হয় ।

বৃত্তা স্বভাব কৃতয়া বর্তমান স্বকৰ্ম্মকৃৎ ।

হিঁদ্বা স্বভাবজং কৰ্ম্ম শনৈ নীতুগতামিষাং ।

স্বভাবজরুত্তি দ্বারা স্বজাতীয় কৰ্ম্মকৃৎ পুরুষের কল্যাণ ব্য-
তীত অকল্যাণ নাই, এমন মনে কেহ না করেন, যে আমরা
হীন, আমাদিগের কৰ্ম্মও হীন, ইহা ত্যাগ করিয়া উত্তমের
কৰ্ম্ম গ্রহণ করিব, তাহা করিহ না, তাহাতে বিশেষ হানি
আছে, স্বজাতীয় ধৰ্ম্ম অবশ্য রক্ষিতব্য হয়, বলপূৰ্ব্বক ত্যাগ
করায় ভগবানের কৃত সেতু ভঙ্গ করা হয়, স্বজাতীয় কৰ্ম্ম
করিতে করিতে অগ্ণে অগ্ণে কালে তাহা ত্যাগ হইয়া
উত্তমতাকে আপনিই প্রাপ্ত হয়, ইহা আপন ইচ্ছায় এক
দেহে হইতে পারেনা !

উপামানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নিবীৰ্য্যতা মিষাং ।

নকম্পাতে পুনঃ সূতৌ উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যাতি ॥

যেমন মূত্র, পুনঃ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে, রস শোষণ
হেতুক কালে ক্ষেত্র স্বয়ং আপদ্বিই নিবীৰ্য্যতাকে প্রাপ্ত হয়,
পুনর্বার তাহাতে বীজবপন করিলে আর শস্য হয় না, বরং
বীজই বিনষ্ট হইয়া যায় । সেইরূপ স্বজাতীয় কৰ্ম্ম করিতে
করিতে স্বভাব শুদ্ধি হইয়া ক্রমে উত্তমতাকে পায় ।

অনন্তর গৃহস্থাশ্রমের বিহিত সংস্কারাদি বর্ণনা করিতেছি ।
গর্ত্যাদান, পুংসবন, সৌমস্তোমসয়ন, জাতকর্ষ্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রা-
মণ, অন্ন প্রাশন, চুড়া করণ, উপনয়ন, বিবাহ এই দশবিধ সংস্কার,
বেদে উক্ত হইরাছে, ইহার অকরণে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের শরীর
শুদ্ধ হইতে পারে না, অতএব সংস্কার ধর্ম্মরক্ষা করা আবশ্য
কর্তব্য, কিন্তু বেদোদিত যথার্থ রূপ একালে সম্ভব্ কৰ্ম্মসম্পা-
দন হওয়া অতি কঠিন, এ কারণ কলিতে আগমোক্ত বিধির
সহিত বেদ বিধির ঐক্য করিয়া সংস্কারাদি করিতে সকল
শাস্ত্রেই অনুশাসন করিয়াছেন, বেদ প্রচুর প্রয়োগ বাহুল্য,
তাল্লিকে স্বপ্নতা, সূতরাং মিশ্র লক্ষণে অলস জীবের
অন্যায় সাধ্য হয় । যথা

বেদোক্তাগমোক্তংবা সংস্কারং কুরুতে সদা ।

কলিযুগে কি অন্যযুগেই বা হউক বিচক্ষণগণেরা বেদোক্ত
বা আগমোক্ত বিধানে সংস্কারাদি করিয়া থাকেন ॥ ০ ॥
কিন্তু কলিযুগে আগমোক্তই বিধি হয়, তাহাতে সকলে
সম্মতি না করা প্রযুক্ত মিশ্রলক্ষণ দ্বারা কৰ্ম্ম করিলে শুভঘটনা
হইতে পারে, ইহা পুরাণান্তরেও কহিয়াছেন । যথা

বৈদিকী তাল্লিকীমিশ্রা ইতি মে ত্রিবিধানথাঃ । ইতি ।

ভাগবতং ।

ভগবান উদ্ধবকে একাদশে কহিয়াছেন, হে উদ্ধব !
আমার অর্চনাদি ত্রিবিধপ্রকার হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ বৈদিক, বা
শুদ্ধ তাল্লিক, অথবা বেদতন্ত্রমিশ্র এই ত্রিবিধ জানিবে ।

সংস্কারেণ বিনানুগাং দেহভুঙ্খিনীয়াতে ।

নাসংস্কৃতোষিকারীয়াং দৈবেপৈত্রেচ কৰ্ম্মণি ॥

বিনা সংস্কারে মনুষ্যদিগের দেহশুদ্ধি হয় না । অসংস্কৃত
বাঙ্কি দৈবকর্মে, এবং পৈত্রকর্মেতে অধিকারী হইতে
পারে না ।

অতো বিপ্রাদিভির্কর্মেণঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংস্ক্রিয়া ।

কর্তব্য্য সর্বথা যত্নৈরিহামৃত হিতেঙ্গুভিঃ ॥

ইহলোক ও পরলোক হিতেছু ব্রাহ্মণাদি বর্ণমাত্রেই
সর্বতঃপ্রকার যত্নদ্বারা এহেতু সংস্কার করিবেন ।

অথ দশসংস্কার ।

বীজসেকং পুংসবনং সৌমস্তোম্বয়নং তথা ।

জাতনাস্ত্রীনিষ্ক্রামণ মম্মাশন মতঃপরং ।

চূড়োপনয়নোদ্ধাহাঃ সংস্কারা কথিনাদশ ॥

বীজসেক, পুংসবন, সৌমস্তোম্বয়ন, জাতকর্মা, নামকরণ,
নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, উদ্ধাহ, এই দশ-
সংস্কার কথিত হইয়াছে ।

শূদ্রাণাং শূদ্রভিমানামুপবীতং নবিদ্যাতে ।

তেষাং নবৈবসংস্কারা বিজাতীনাং দশস্মৃতাঃ ॥

শূদ্রদিগের এবং শূদ্রপ্রায় বর্ণসম্প্রদায়দিগের উপনয়নাত্মক
প্রযুক্ত নবসংস্কার, কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের দশ
সংস্কার হয় ॥ ০ ॥ কিন্তু শূদ্রাদির নবসংস্কার তাত্ত্বিক বচনে
করা যায় এজন্য অনেক শূদ্রে জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়া
থাকে, বেদে কি স্মৃতিতে অমঙ্গল বলেন, “ভৃগুসীমাসীৎ
জিহ্মা মেভা বিবাহস্ত সমঙ্গকঃ”, শূদ্রাদিরা উক্ত নবসংস্কার
অমনি করিবেক কেবল বঙ্গক বিবাহ দিবেক ।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।

২০৯

অথোচাতে ময়া সম্যক্ গত্রাধানাদিক্রিয়া ।

তত্রাদাবৃহৎ সংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥

অনন্তর গত্রাধানাদি সকল সংস্কার আমা কর্তৃক উক্ত
হইয়তে তদগ্রে ঋতু সংস্কার কহিতেছি তাহা ক্রমে শ্রবণ
করহ ।

কৃত নিতাক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমর্চয়েৎ ।

ব্রহ্মা তুর্গা গণেশচ গ্রহাদিক্ পশ্যন্তথা ॥

নিত্য ক্রিয়াদি করিয়া শুচি হইয়া পঞ্চ দেবতার অর্চনা
করতঃ অনন্তর ব্রহ্মা, তুর্গা, গণেশ গ্রহ দিক্ পালাদিকে
পূজা করিবেক । আদি পদে বড় দেবতা যথা বিষ্ণু, তুর্গা,
শিব অগ্নি, গণেশ সূর্য্যের পূজা করিবেক ।

স্তম্ভিলেআদি দি দ্বিভাগে ঘটেছেতানু প্রপূজয়েৎ ।

ততস্তম্ভাতৃক্য পূজ্যা গৌর্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ ॥

প্রথমতঃ গোময়াদি লেপ দ্বারা স্থান শুদ্ধি ও ঘট
স্থাপনা করিয়া সেই ঘটে উপরি উক্ত দেবতা দিগের পূজা
পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন ও সংকল্প করতঃ বিভবানুসারে ষোড়শ
মাতৃকার পূজা করিবেক ।

বিষ্ণু মহাত্ম্য ।

বিষ্ণুশূলে শ্মশানেবা প্রান্তরেহস্থত্মনকে ।

নদীতীরে দেবগর্ভে গঙ্গাগর্ভে চতুষ্পথে ॥

উজ্জটে পর্ব্বতেবাপি উদ্যানে পুষ্পসন্নিভে ।

শিবালয়ে শূন্যগেহে অথবা নিজমন্দিরে ।

বেশ্যাগেহে লতাস্থানে গোষ্ঠেবান্য তনৈহপিবা ॥

যে যে স্থানে যোগ সাধনা করিতে হয় তাহারও প্রমাণ প্রসঙ্গতঃ কহিতেছেন । হে বরমুখি শ্রিয়ে ! বিলম্বমূলে, বশ্মশানে, প্রান্তরে, অর্থাৎ নির্জন বনে, অশ্বথ বৃক্ষমূলে, নদী তীরে, দেবগর্ত্রে অর্থাৎ দেবমঠান্তরে, গঙ্গাগর্ভে, চতুষ্পাথে, উজ্জট, অর্থাৎ গর্তমধ্যে, পার্বত গুহায়, অথবা বনে, কি গোচারগৃহে, গোগৃহে, এই সকল স্থানের মধ্যে যে কোনস্থানে চিত্ত প্রশান্তি হয়, সেই স্থানে বসিয়া যোগাভ্যাস করিবেক ।

বিলম্বমূলে বেদী করণ ।

অশ্বথ বিলম্বমূলে বা বেদীং কুর্যাদ্বিধান বিৎ ।

উত্তরাশা মুখো ভূত্বা বেদিকাং রচয়েৎ স্তম্বী : ॥ ইতি সামলং

বিধান বিৎসাধিক, অশ্বথ মূলে অথবা বিলম্ব মূলে বেদী করিয়া উত্তরাভি মুখ হইয়া উপবেশন করতঃ সাধনা করিতে পারে এমন প্রকারে প্রশস্ত বেদিকা রচনা করিবেক ।

ঈশানে সূত্র পাতংস্যা দগ্ধোচ স্তম্ব রোপণং ।

নবধা সদন ক্ষেত্রং পূর্ব বৎ করায়ৈত্ততঃ ॥

ঈশান কোণে সূত্র পাত করিয়া অগ্নিকোণে স্তম্ব রোপণ করিবে অর্থাৎ তাহারে সূত্র বন্ধন করিবে । নবধা সূত্রে সদন ক্ষেত্রে বেষ্ঠন করতঃ পূর্বোক্ত বিধানানুসারে রচনা করিবে ॥

চতুঃ সূত্রী কৃতং তত্ত্বং স্থানাধিকং নকারয়েৎ ।

ক্ষেত্রস্যায়াম বিস্তারঃ প্রস্থঃ তাবদেবহি ॥

চতুঃ সূত্র দ্বারা সূত্রীকৃত করিয়া বেষ্ঠন করিবে অর্থাৎ

চারিদিকে সূত্র বেষ্ঠন করিবেক, ইহার ন্যূনাধিক করিবেক না, ক্ষেত্রের যে পরিমাণ দীর্ঘ, প্রস্থ ও সেই পরিমাণে হইবে ।

অষ্ট হস্ত মিতং কুর্যা দায়ামং তত্তদেকহি ।

মূলায়ামং পরিত্যজ্য চাষ্ট হস্ত মিহেয্যতে ॥

অষ্ট হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ প্রস্থও অষ্ট হস্ত পরিমিত হইবে । মূল রিস্তার অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিলে অষ্ট হস্তই চতুর্হস্তে সিদ্ধ হয় ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।

উক্তং বিতস্তিমানং হি বেদীং কুর্যাং মূলকণাং ।

চতুর্হস্তমিতাং বেদীং দৈর্ঘ্যাং মধ্যোক্তু তত্ত্বরিং ॥

তত্ত্ববিৎসাধক উর্দ্ধে এক বিতস্তি পরিমিত মূলকণা বেদী করিবে । দীর্ঘ চারি হস্ত প্রস্থও চারি হস্ত পরিমাণ হইবে ।

অথ পঞ্চবটী স্থাপন বিধিঃ ।

অশ্বখ বট বৃক্ষঞ্চ বিলম্বাজী মশোককং ।

বটীপঞ্চক মিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চ দিক্যুচ ॥ ইতি

স্মদ পুরাণং ।

অশ্বখ, বট, বিল, আমলক, আর অশোক এই পঞ্চ বট শাস্ত্রে উক্ত করেন । অর্থাৎ বেদী করতঃ তাহার পঞ্চ দিকে পঞ্চ বৃক্ষ স্থাপনা করিবেক ।

নিম্ন আমলকো বিরোদ্য গ্রোধচাপ লিপ্সলঃ ।

এতেপঞ্চ মহাবৃক্ষাঃ পঞ্চাবট সমীরিতাঃ ॥ ইতি

বিনায়ক বামনং ।

নিম্ন, আমলক, বট, অশ্বখ, বিল, এই পঞ্চ বট বলিয়া বিনায়ক বামনে কহিয়াছেন । ইহাতে এ বিষয়ের মতা-

স্তর দৃষ্টে অনুভব করা যায়, যে এই উভয় মতে করিলেও যাগসিদ্ধি হইবার বাধা নাই ।

অশ্বখং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিলম্বস্তর ভাগতঃ ।

বটং পশ্চিম ভাগেতু ধাত্রীং দক্ষিণতমস্তথা ।

অশোকং নিম্ন মথবা বলিদিক্ যোগ সিদ্ধয়ে ॥

যোগ তপস্যাাদি সিদ্ধির নিমিত্তে পূর্ব দিকে অশ্বখ, উত্তর দিকে বিল্ব, পশ্চিম দিকে বট, দক্ষিণে আমলকী, অগ্নিকোণে অশোক বা নিম্ন বৃক্ষ স্থাপন করিবে ।

মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং স্তম্বনোহরাং ।

প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্তস্যাঃ পঞ্চ বর্ষোত্তরং শিবে ॥ ইতি

বামলং ॥

হে মন্ত্রল দায়িনি ! হে শিবে ! ঐ বৃক্ষ সকলের মধ্যে মনোহর, সুন্দর চতুর্হস্ত প্রমাণে বেদিকা নির্মাণ করিবে । আর পঞ্চ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পর তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । পঞ্চবর্ষোত্তীর্ণ প্রয়োগে বোধ হয়, যে ঐ সকল বৃক্ষ উত্তম শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট হইলে, আর তাহারদিগের মরণাশঙ্কা থাকিবেক না ।

অশ্বর্থ রূপো ভগবান্ বট রূপো গজাননঃ ।

বিল্বরূপা শিবাদেবী শিবা মলক রূপ বৃক্ ।

নিম্ব রূপো লোক চক্ষুঃসিহিরো মুক্তিদঃ সত্যতঃ ॥

ভগবান্ নারায়ণ অশ্বর্থ রূপী, গণপতি বটবৃক্ষ রূপ, দুর্গা দেবী পরমাত্ম শক্তি বিল্বরূপা, মহাদেব শিব আমলকী বৃক্ষ রূপী, আর লোক চক্ষু ভাস্কর নিম্ব বৃক্ষ রূপী হয়েন । এই পঞ্চ রূপ পঞ্চ ব্রহ্ম বিজুতি শিব বিষ্ণু গণেশ দুর্গা সূর্য্য দেব,

সুতরাং পঞ্চায়তনী দীক্ষা প্রয়োগ হেতু পঞ্চ বট মুক্তি প্রদ
জানিবে ।

অনন্ত ফল দাত্রীসী ভপস্যা ফলদায়িনী ।

ইয়ং পঞ্চবটী প্রাক্তা মুক্তি মার্গ প্রদর্শিকা ।

অনন্ত ফল দায়িনী, এবং যোগ ভপস্যাতির সিদ্ধি ফল
প্রদাত্রী, এই পঞ্চবটী খাতা হইয়াছে । অসংশয় ইনি সাধ-
ককে মুক্তি পদবী প্রদর্শন করাইয়া থাকেন ।



অথ বৃহৎ পঞ্চবটী লক্ষণ ।

ইয়ং পঞ্চবটী প্রোক্তা বৃহৎ পঞ্চবটীঃ শূণু ।

বিম্ব বৃক্ষং মধ্যভাগে চতুর্দিক্ চতুর্ভুজং ॥ ইতি ।

সামলং ॥

হে প্রকৃতিশ্রি ! তোমাকে এই লঘু পঞ্চবটী প্রকরণ কাহি-
লাগ, অনন্তর বৃহৎ পঞ্চবটী শ্রবণ করহ । মধ্য ভাগে এক
বিম্ব বৃক্ষ, আর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, ও দক্ষিণ, এই দিক্
চতুর্ভুজে, চারি বিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিবে ।

বট বৃক্ষং চতুষ্কোণে বেদ সংখ্যং প্ররোপয়েৎ ।

অশোকং বর্তুলাকারং পঞ্চ বিংশতি সম্মিতং ॥

কোণ চতুর্ভুজ বট বৃক্ষ চতুর্ভুজ, আর বর্তুলাকারে অর্থাৎ
চারিদিক বেড়িয়া পঞ্চ বিংশতি সংখ্যার অশোক বৃক্ষ
প্ররোপণ করিবে ।

দিশি দিক্চা মলৈকৈব একৈকং পরমেশ্বর ।

অশ্বত্থঞ্চ চতুর্দিক্ বৃহৎ পঞ্চবটী ভবেৎ ॥

হে পরমেশ্বর! বেদীর চারিদিকে এবং চারি কোণে
এক এক সংখ্যায় আটটি অশ্বথ বৃক্ষ রোপণ করিবে।
ইহার নাম বৃহৎ পঞ্চবটী। এই স্থান অতি রম্য, যোগীদের
যোগ সিদ্ধি প্রদায়ক হয়।

যঃকরোতি মহেশানি সাক্ষাদিচ্ছ্য সমোভবেৎ।

ইহলোকে যোগ সিদ্ধিঃ পরেচ পরমা গতিঃ। ইতি।

হেমাদ্রীমঃ ॥

হে মহেশ্বর! যে ব্যক্তি এই বৃহৎ পঞ্চবটী স্থাপন করে
সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ইন্দ্র তুলা হয়। ইহলোকে ঐ পঞ্চবটীতে
তাহার যোগ সিদ্ধি হয়, পরলোকে পরমাগতি, অর্থাৎ
তদ্বিক্তুর পরম পদে অধি গমন করে।

অথ বিলপত্র মাংস্যা কথন।

তত্ত্বং ত্রীকল পত্রস্য পরমং পদ মদায়ং।

পত্রং মনোহরং দিব্যং ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরঃ। ইতি।

মৎসা সূক্তং।

ত্রীকল বৃক্ষের পত্রের পরম তত্ত্ব অব্যয় বিষ্ণুপদ হয়। শিব
ব্রহ্মা বিষ্ণু এই দেবত্রয়ের বিলপত্র, মনোহর অর্থাৎ ইহার
মকলেই বিলপত্র প্রাপ্তে পরম প্রীত মন হন।

পঞ্চাশৎ তত্ত্ব সংযুক্তং চতুর্ভুগ ময়ং যদা।

চতুর্ভুগ ময়ং পত্রঃ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষমং ॥

এই ত্রীকল পত্র পঞ্চাশৎ তত্ত্ব সমন্বিত চতুর্ভুগ ময় হয়,
অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বর্ণাধিতাত্ত্ব দেব ময় হয়। এবং সাক্ষাৎ
চতুর্ভুগ স্বরূপ, অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রদান করেন।

বিভ্রপত্রঞ্চ দেবেশি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ।

অটোত্রয়ং সমং পত্রং বিভ্রপত্রস্য পার্শ্বতি ॥

হে পৰ্বত রাজ পুত্রি ! এই বিভ্রপত্রের যে কি মহিমা,
তাহা আমি বর্ণনা করিতে শক্ত হই না । এই বিভ্রপত্রের
যে পত্রত্রয়, সে আমার জটীর সমান হয় ।

অটোত্রয়ং মহেশানি সৰ্ব্ব তত্ত্ব ময়ং সদা ।

আত্ম তত্ত্বং মহেশানি বিদ্যা তত্ত্বং তথা পরং ।

পরতত্ত্বং মহেশানি অতি গুহ্যং মনোহরং ॥

হে মহেশ্বর ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বারত্ৰয় সম্বো-
ধন করিয়া কহিতেছি, ত্রিদল বিভ্রপত্র আমার তিন জটী
হয়, সৰ্বদা সম্যক্ তত্ত্ব ময় হয়, অপর প্রাধান্য কল্পে তিন
দল তিন তত্ত্ব স্বরূপ জানিবে, অর্থাৎ আত্ম তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব,
আর পরম গুহ্য ও মনোহর পরতত্ত্ব স্বরূপ হয় । আত্ম তত্ত্ব
পদে অধ্যাত্ম তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব পদে আত্মানা আ বিবেক জ্ঞান
বিজ্ঞান তত্ত্ব, পরতত্ত্ব পদে মোক্ষ প্রাপ্তি জ্ঞান, এ বিধায় বিভ্র
ভক্তিমান ব্যক্তি সম্যক্ তত্ত্ব জ্ঞানে নিপুণ হয় ।

প্রণবং তৎ সদা কারং পত্রত্রয় মুদাহতং ।

বিভ্রপত্রস্য মাহাত্ম্যং কোবা বক্তুং কনো ভবেৎ ॥

বিভ্রপত্রের যে তিন দল, সেই তিন দল প্রণব স্বরূপ,
তৎস্বরূপ, ও সৎস্বরূপ হয় । অতএব বিভ্রপত্রের মাহাত্ম্য
বলিতে কে সক্ষম হইবে ?

ব্রহ্মা বিষ্ণু স্তথা শম্বুঃ পত্রে পত্রে বশেচ্চিরং ।

বৃন্তং শক্তি ময়ী তুর্গা সদা কৈবল্য দায়িনী ॥

বিষ্ণুপত্রে ত্রিদলে ঈশ্বর ত্রয় রূপে অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
রূপে নিরন্তর অবস্থিতি করেন, আর তাহার রক্ত অর্থাৎ
বোঁটাতে সর্ব শক্তি ময়ী মোক্ষ প্রদায়িনী দুর্গা দেবী নিয়ত
বাস করিতেছেন।

বিষ্ণুপত্রং সমাখ্যায় পথি গচ্ছন্তি যে নরাঃ।

তেবাং সহায়ো ভগবান্ পার্কত্য সহ শঙ্করঃ ॥

যে সকল পাত্ৰ ব্যক্তি বিষ্ণুপত্রের আশ্রয় লইয়া পথে
গমন করে, পার্কতীর সহিত ভগবান মহাদেব শিব পথি
মধ্যে তাহাদিগের সহায় হইবেন। অতএব এমন বিষ্ণু
পত্রের মহিমা কে বলিতে পারে? যাহাতে জীব ইহলোক ও
পরলোক জয়ী হইয়া সদ্ধতি পায় ॥

বিষ্ণুপত্রে মহেশানি ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকং।

গুণ ত্রয়াত্মকং দেবি ত্রিপত্নং সর্ব কামদং ॥

হে মহেশানি! এই ত্রিদল বিষ্ণুপত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব
স্বরূপ হয়। হে দেবি! অতএব সত্ত্ব, রজ, ও তম এই গুণ
ত্রয়াত্মক ত্রিদল বিষ্ণুপত্র সর্ব কাম প্রদ জানিহ।



শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

ত্ৰীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুর্নিয়াঘাটার
শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বটেন হয়।

কলিকাতা চিৎপুর রোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা

একোবিষুদ্বিতীয়ঃস্বকপঃ

২ ৫০০ ১০ ৪৫।



সদ্বিচার জুষ্ণং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যা হৃদকরী নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।

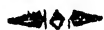
গোলকেশং সজ্জলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রজ শ্রুতিভিরুদিতং নন্দস্থলুপরেণং ।

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৭০ সংখ্যা নকাসা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ আঘ ।

পুরাবৃত্তান্ত সন্ধান ।



মহারাজা অমরীষ অপ্রতিমন্দী, অপ্রতি হত প্রভাব, ও সর্ব
সম্রাট, এক চক্রবর্তী ছিলেন, সুমতি নামী তাঁহার ভার্য্যা
তাহাতে তিনি তিন পুত্র উৎপাদন করেন। যথা বিকপ,
কেতুমান, শম্ভু ।

অখাম্বরীষ স্তনয়েষ রাজাঃ সমান শীলেযুঃ।

বনং বিবেশাস্ত গুণঃ সরাজা পরমামনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে ॥

অনন্তর মহারাজা অম্বরীষ বহু শত সহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করতঃ সনানশীল পুত্র দিগকে রাজ্য প্রদান করিয়া বন প্রবেশ পূর্বক নিগুণ পরমাত্মা বাসুদেবের আরাধনা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রম রাজা হইয়া সম্যক্ ধৰ্ম্মে প্রজা-প্রতিপালন করিয়া এক পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসরাবসানে সুরলোকে গমন করেন। তৎ পুত্র “পৃষদশ্বঃ, পৃষদশ্বের পুত্র” রথীতরঃ, এই রথীতর অপুত্রকহন, নিয়োগ বিধির অনুসারে তদার্য্যাতে অগ্নিরাশ্মি ব্রহ্ম বর্চস্বী অনেক সন্তান উৎপাদন করেন। ঐ সন্তানেরা রাজ্যক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াও অগ্নিরসী প্রজা এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অতএব রথীতরের বংশ রাজ ধৰ্ম্মে লিপ্ত না হইয়া সকলে ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্ম যাজন করেন। সুতরাং তদ্বংশ বর্ণনা করিবার আর প্রয়োজন হইল না। এই সৰ্ব্ব শুদ্ধ গণনাতে “১৭২৮০০০,” বৎসর পরিমাণে সত্যযুগের পরিপূর্ণতা হয়,। পরে ইক্ষাকুর পুত্রেরাও তৎকাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া শেষে যে রাজা পুত্র রাখিয়া স্বলোক গত হন, তদ্বিবরণ কহিতেছি।

ত্রৈতায়ুগ কথন ।

ইক্ষাকুবংশ বিস্তার ।

সত্যযুগে ব্রাহ্ম দেব বৈবস্বত মনুপুত্র ইক্ষাকু বহুকাল রাজ্য করিয়া বিংশতি দিব্য যুগের এই বর্ত্তমান চতুর্যুগের, প্রথম সত্যাদি সপ্তকলি সন্ধিকাল বৈশাখের শুক্লা দ্বিতীয়া

পর্যন্ত তদংশ্য অন্তরিক্ষ নাম রাজা রাজ্য করিয়া “ক্ষুবৎ,” নামে পুত্রকে কার্তিকশুক্লাবমীতে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ উপস্থার্থে হিনালয় গুহার প্রবেশ করেন। ক্ষুবৎ, তৎ পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল সূর্যোপাসনা দ্বারা কঠোর তপশ্চা করাতে সূর্য্য প্রতক্ষ হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, তুমি আমার বংশধর হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য করহ; তোমাকে সম্পূর্ণ ওজবল প্রদান করিলাম, আর সত্যোপ যোগী আয়ুস্থান করিলাম, এবং আমার পুত্র বৈবস্বত মনুর যে ক্ষমতা তাহাও প্রদান করিলাম, তুমি মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়া যথা বিহিত বেদোদিত কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপাদির পূর্ব্বানুরূপ প্রবাহ রক্ষি করিয়া মনুর তুল্য কালজীবিত থাকহ, তোমাকে পূর্ব্ব কল্প স্মৃতি ও মেধাদি প্রদান করিতেছি, তদ্বারা তুমি কোন বিষয়ে অভিভূত হইবে না। এই কথা বলিয়া ভাস্কর অন্তর্হিত হন। ক্ষুবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় হইয়া পূর্ব্ব কল্পানুসারে পৃথিবীর সম্যক্ অনস্থা পরিভ্রাত হইয়া সরযু তীরে লোলগুণ্ডা অযোধ্যা পুরীকে পুনঃ প্রকাশ করণ পূর্ব্বক তথায় রাজধানী করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ক্ষুবতস্ত মনোৰ্জ্জভে ইক্ষাকু ভ্রাতঃ স্ততঃ ।

ভস্য পুত্র শত জ্যেষ্ঠো দিকৃষ্ণি মিমি দণ্ডকঃ ॥

ক্ষুবত মনুর ভ্রাতার দিয়া পুনর্বার ইক্ষাকু নামে রাজ্য-স্তরের উৎপত্তি হয়। সেই ইক্ষাকু নামা রাজা বরিতা নামী

ভার্য্যাতে শত পুত্র উৎপাদন করেন, তৎকালে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ মাত্র, কেবল (২৫০০) “বিগতং নবসাহস্রং বর্ষং পঞ্চশ-
তোত্তরং”, নবসহস্র পঞ্চশত বৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে, ইক্ষা-
কুর একশতপুত্রের মধ্যে, বিকুক্কি, নিমি, এবং দণ্ডক এই তিন
পুত্র, সর্বজ্যেষ্ঠ হন । অন্যান্য পুত্রেরা নানাদেশ ও নানা দ্বীপ
দ্বীপান্তরে রাজ্য করিয়াছিলেন একারণ তাহাদিগের নাম না
লিখিয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারত বর্ষের মধ্যে তিন জন রাজা হন
এজন্য এই তিনের নাম কহিলাম, ইহাঁরাই সম্যক্ আর্য্যাবর্ত্ত
মধ্যে রাজধানী করিয়াছিলেন, সমস্ত পৃথিবীই ঐ তিনের
বশীভূত হন । পুরোক্ত দ্বীপ দ্বীপান্তর বাসী তদ্বংশীয়
রাজাগণ সকলেই এই তিন জনকে করপ্রদান করিতেন,
আর্য্যাবর্ত্তীয় তিনের মধ্যে এক সম্রাট বিকুক্কে নিমি ও দণ্ডক
এই রাজাদ্বয়ও কর দিয়াছেন, অতএব সর্বোপরি বর্ষন্তী
অযোধ্যাপতি বিকুক্কি এক সাম্রাজ্য করেন । তাহাদিগের
বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় পশ্চাৎ ঐ তিনের সম্মানেরা আর্য্যাবর্ত্তের
মধ্যে ঋগু ভূমির রাজা পঞ্চবিংশতি হয়, তাহারাও অযোধ্যা-
ধিপকে কর প্রদান করতঃ সুখে রাজ্য করিয়াছেন, তদ্বংশ
বিস্তার করার প্রয়োজন হইল না । বিকুক্কির পুত্রেরা যে
সর্ব বলিভুক ছিলেন তাহা পশ্চাৎ সুব্যক্ত হইবে । এবং এই
সূর্য্য বংশ হইতেই চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হয় এ উপাখ্যানও
পরে বিস্তৃত রূপে কহিব ।

নিমিরাজা আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে অর্থাৎ হিমালয় অবধি বিদ্ব
পার্কত পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে মিথিলা নামে নগর স্থাপন করতঃ

রাজ্য করেন । দণ্ডক রাজ্য দক্ষিণ দেশে রাজধানী করিয়া-
ছিলেন, এক্ষণে তাহাকে দেকান দেশ বলে, বস্তুতঃ দণ্ডকা-
ধিকার চিত্রকুটাবধি গোদাবরী তীর পুনশেতারা পর্য্যন্ত.
যাহাকে পঞ্চবটী বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকেন, পূৰ্ব্বে কালে
বহু অরণ্যানী ও রাক্ষস বাস প্রযুক্ত বা দণ্ডক বংশ
ভ্রমশাপে তন্ময় হইলে অরণ্য প্রায় হওয়াতেই বা ইউক
দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল । অপর ইক্ষুকু পুত্র যশু
নবতি জন পুৰোহিত দ্বীপোপদ্বীপ প্রভৃতি ভারত বর্ষের মধ্যে
নানা স্থানে রাজ্য করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ অনেকানেক
মেল্ল পুস্তকেও দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু ইদানীং “পীল্ল,
দেশীয় মেল্ল জাতীয় রাজারা কহিয়া থাকে যে আমরা পূৰ্বে
সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের বংশ, । সে যাহাইউক্ সংপ্রতি
অযোধ্যাপতি ইক্ষাকুর বংশ বিস্তার করাট এ গ্রন্থে বিশেষ
প্রয়োজনীয় হয় । ইক্ষাকু সম্পূর্ণ (২০০০) সহস্র বৎসর
রাজ্য করেন, পরে তৎপুত্র বিকুকিকে রাজ্য ভার দেন ।
সৰ্ব্ব সমেত (১৮৫০০) সার্দ্ধাষ্টাশত সহস্র বর্ষ পূর্ণ হয় । বিকু-
কির রাজ্য প্রাপ্তির বিষয় যাহা বিখ্যাত আছে, তাহাতে
পিতা তাঁহাকে রাজ্য দেন নাই, পিতার পরলোক প্রাপ্তান-
ন্তর তিনি রাজ্য হন ।

এক দিবস ইক্ষুকাকু মাংসার্ককা আন্ধানুরোধে পুত্রকে
মাংসানয়নার্থ আদেশ করাতে বিকুকি বনগত হইয়া ক্রিয়াই
নানা বন্যপশু হত করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর হন,
তন্নিবন্ধন বন মধ্যে একটি শশারুকে দগ্ধ করিয়া ভোজন

করিলেন, অনন্তর অবশিষ্ট মাংস লইয়া পিতাকে প্রদান করেন । এবং শশ ভক্ষণ রুত্তান্তও নিবেদন করেন, তৎপ্রবণে ইক্ষু কু তৎপ্রতি অত্যন্ত কোপিত হইলেন, যেহেতু অপ্রোক্ষিত আদ্বাই মাংস অগ্রে ভোজন করিয়াছিলেন, সেই কারণ পুত্রকে পরিত্যাগ করতঃ দেশ হইতে দেশান্তর করিয়া দেন । তদবধি বিকুক্তির এক নাম “শশাদ,” হয়, পরে ইক্ষাকুর পরলোক গমন হইলে বিকুক্তি এই রাজ্য শাসন করেন, এবং নানা প্রকার যাগ যজ্ঞ করিয়া তপঃ প্রভাবে পরিমিত কালাপেক্ষা বহুকাল জীবিত থাকিয়া রাজ্য করিয়া ছিলেন, যথা “চতুর্দশ সহস্রাণি বর্ষাণি বুভুজে মহীমিতি,” বিকুক্তি (১৪০০০) চতুর্দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করেন, পূর্বোক্ত বর্ষের সহিত গণনাতে ত্রেতাযুগের (৩২৫০০) সার্ব্বদ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর হয় ।

বিকুক্তি নৃপতি পুরঞ্জনী নাম্নী ভার্য্যাতে “পুরঞ্জয়,” নামে একপুত্রোৎপাদন করেন, ঐ পুরঞ্জয়ের নামে “ককুৎস্থ,” তদ্ভিন্ন আরো এক নাম ইক্ষুবাহ হয় । অতএব যে কৰ্ম্ম দ্বারা ইহার যে নাম হয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া কহিতেছি, দেব দানব যুদ্ধ কালে দেবতারা ইহাকে স্বর্গে লইয়া যান, তথায় দানব যুদ্ধে ককুৎস্থকে সেনাপতি বরণ করিয়া দেবরাজ ইক্ষু ইহার সারথ্য করেন, একারণ তদবধি “ইক্ষুবাহ” নাম হয়, পরে সংগ্রাম জিত হইয়া দানব প্রাপ্তপূর জয় করিয়া দেবরাজাকে প্রদান করেন, এ হেতু নাম “পুরঞ্জয়,” তিনি তত্তাবৎ যুদ্ধ কাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, একারণ

সৈক্যাপেক্ষা অধিককাল তিনি জীবিত থাকেন, সুতরাং তাঁহার শাসন কাল অনেক, কেননা দেবমানে এক বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজ্য করেন, তাহাতে নরমানে (১২৯৬০০) বৎসর হয়, একত্রিত এক লক্ষ দ্বিষষ্টি হাজার এক শত বৎসর পূরণ হয় । ককুৎস্থের সহিত চারি পুরুষের ভোগকাল
..... [১৬২১০০)

পরে ককুৎস্থ স্বভার্য্যা সুদেবী গর্ত্তে ‘অনেনা,’ নামে এক পুত্র রাখিয়া স্বর্গ গমন করেন । পিতার উপরম হইলে অনেনা মহা বীর ছিলেন, তৎপত্নী ‘সুকন্যা,’ সুকন্যা গর্ত্তে ‘পৃথু,’ নামে এক পুত্র হয়, তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ ‘সাক্ষি’ বর্ষ সাহস্রং রাজ্যং কুত্বাবনং যযৌ,’ সাক্ষি অষ্ট সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তপস্থার্থে বন গমন করেন । তাহার শাসন কাল (৮৫০০)

অনন্তর পৃথু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করতঃ তৎপুত্র ‘বিশ্ব-গন্ধিকে,’ রাজ্য ভার দিয়া স্বর্গত হন । তাহার শাসন কাল অষ্ট সহস্র পঞ্চশত অশীতি বর্ষ হয় । (৮৫৮০)

বিশ্বগন্ধি রাজা হইয়া পরিমিত পিতৃ সম কাল রাজ্য করিয়া ‘চক্ষু,’ নামে পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তপস্থার্থে গমন করেন । তাহার শাসন কাল । (৮৫৮০)

চক্ষুর পুত্র ‘যুবনাশ্ব,’ যুবনাশ্ব সূর্য্যবংশীয় খাতাপন্ন রাজা ছিলেন, তৎপুত্র ‘শ্রাবস্ত,’ ঐ শ্রাবস্ত অনেক শত্রু জয় করিয়া বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণ দেশে ‘শ্রাবস্তী,’ নামে এক নগর স্থাপনা করেন, অদ্যাপি তাহার

নামে সেই নগরবিখ্যাত রহিয়াছে । আবন্তের পুত্র “আবন্তি,
তাঁহার পুত্র “ রহদশ্ব, রহদশ্বের পুত্র “কুবলয়াশ্ব,” চন্দ্র
রাজা অবধি রহদশ্ব রাজাপর্য্যন্ত পঞ্চ পুরুষে রাজ্য করিয়া-
ছিলেন, সৰ্ব্বশুদ্ধ তাঁহাদিগের ভোগকাল । পঞ্চশতাব্দের ষট
চত্বারিংশৎ সহস্রবৎসর হয় । (৪৩৫০০)

মহারাজা কুবলয়াশ্ব পরম ধার্মিক অপ্রতিহত প্রভাব,
তাঁহার কৃতনামী রাজমহিষীতে তিনসহস্রপুত্র, আর একশত
পত্নীতে তিনি (১৮০০০) অষ্টাদশ সহস্র এই এক বিংশতি
সহস্র পুত্রোৎপাদন করেন । মহাবলী কুবলয়াশ্ব পুত্র-
গণের সহিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধুকু নামক
অমুরের সহিত সংগ্রাম করেন, পরে ধুকুর মৃথ হইতে
উৎপন্ন অগ্নি রাশি দশ দিকে ব্যাপ্তময় হইল, সেই অগ্নিতে
জগৎ দগ্ধ হয়, তদগ্নি জ্বালাতে দগ্ধ হইয়া কুবলয়াশ্বের সকল
পুত্র পঞ্চস্থ পায়, কেবল “দৃঢ়াশ্ব, কর্ণিলাশ্ব, ও ভদ্রাশ্ব,
এই তিনপুত্র মাত্র অবশিষ্ট থাকে, অনন্তর কুবলয়াশ্বকে ইন্দ্র
মহাস্ত্র প্রদান করেন, আর অশ্বিনীকুমারেরা তেজো বৃদ্ধি
কারী দ্রব্য প্রাশন করান্, তৎপ্রভাবে তিনি ধুকুকে বিনাশ
করেন, তদবধি তাঁহার নাম “ধুকুমার,” হয় । মহাপ্রীত
মনা হইয়া দেবরাজ সপুত্রক ধুকুমারকে স্বর্গলোকে লইয়া
যান, তথায় তাঁহার দেবমানে পঞ্চ মাস অবস্থিতি হয়, সেই
কাল মধ্যে পৃথিবীতে তাঁহার মহিষীগণ ও অমাত্য মন্ত্রী
প্রভৃতি সকলেই পঞ্চস্থ পাইয়াছিল, কেবল পুরী মাত্র শূন্য
ছিল, অন্যান্য ক্ষত্রিগণেরা রাজা হইয়া রাজ্য করে, অর্থাৎ

দেবমানে পঞ্চ মাস নরমানে গণনায় বহু কাল হয়, অর্থাৎ (৫৪০০০) বৎসর । পরে তিনি পৃথিবীতে আসিয়া বাহুবলে অস্র রাজ্য পুনঃ গ্রহণকরতঃ আরও কিঞ্চিৎবৎসর রাজ্য করিয়া পুত্রকে রাজ্য ভার দিয়া স্বর্গধামে গমন করেন । তাহার শোগ ও শাসন কাল পঞ্চশতোত্তর পঞ্চাশতি সহস্র বৎসর । (৫৫৫০০)

কুবলয়াশ্বের জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃঢ়াশ্ব রাজা হন, তিনি বহুকাল রাজ্য করিয়াতৎপুত্র“হর্যাস্থ,,তাহাকেরাজ্যে অভিষিক্ত করেন । হর্যাস্থের পুত্র “নিকুন্ত,, নিকুন্তের পুত্র “বহুশাস্থ,, বহুলাশ্বের পুত্র “কুশাস্থ,, কুশাস্থের পুত্র, “সেনজিৎ,, ইহারা ছয় পুরুষে পরস্পর সমকাল রাজ্য করিয়া স্বর্গত হন, তাহা-দিগের শাসন কাল, পঞ্চাশোত্তর মণ্ডপঞ্চাশৎ বৎসর ।

(৫৭৫০০)

সেনজিৎ রাজার পুত্র “যুবনাস্থ,, এই যুবনাস্থনৃপতি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি ধর্ম্মতঃ একশত কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, কিন্তু দৈববশতঃ তাহার পুত্র লাভ না হওয়াতে অতিশয় বিষণ্ণ চিত্তে কাল বাপনা করিতে লাগিলেন । এই অবস্থাতেই প্রায় তাহার অনব্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, অর্থাৎ নবসাহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল । পরে পুত্র কামনা করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করেন, ইন্দ্র যজ্ঞের নাম পুত্রোচ্চি বাগ, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হন । ব্রাহ্মণ-গণেরা সকলে যজ্ঞ সমাপন করিয়া মন্ত্র পুত জল শান্তি কলসে সংস্থাপন পূর্বক যানিনী যোগে নিদ্রিত ছিলেন ।

এমত সময়ে যুবনাথ শতশ্রী সহিত ইতস্তত ভ্রমণ করতঃ
 তুফাতুর হইয়া জলপানার্থ ঐ যজ্ঞশালায় উপস্থিত হন ।
 এবং দেখিলেন যে তথায় ব্রাহ্মণগণ নিদ্রাভিজুত হইয়া রহি-
 য়াছেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে নৈ আগাইয়া বাগ গ্রহে
 প্রবেশ পূর্বক ঐ অজ্ঞীয় মন্ত্র পুত শাস্তি কলশস্থ পানীয় পান
 করিলেন । তদবসরে ব্রাহ্মণগণ অতি মন্ত্রস্ত হইয়া গাত্রো-
 থান করিয়া আক্ষেপোক্তি দ্বারা কহিতে লাগিলেন, হা ?
 মহারাজ ! এ কি কর্ম করিলেন, মন্ত্রপুত পুত্রোষি যজ্ঞ জল
 সম্পীত হইলেন । মহারাজ ! এ অব্যর্থ সংকল্প, বিকল্প কল্পে
 কদাপি কল্পিত হইতে পারে না, বিধি নিষেদ্ধন ঈশ্বরেচ্ছানু-
 ক্রমে আপনার গর্ত্তে অবশ্য সম্ভানোৎপত্তি হইবে । দৈব
 বল বড় বল, ইহার অন্যথা হইতে পারে না । তৎপ্রবণে
 রাজা অতি বিমর্ষ হইয়া স্বধামে আগত হন । কালেশ্রী
 লোকের ন্যায় রাজা গর্ত্ত লক্ষণাজ্ঞাস্ত হইলেন । সংপূর্ণ দশ
 মাসে গর্ত্তস্থ পুত্র স্মৃতিমারুত কর্তৃক আহত হইয়া উদর
 মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হয়, কোনমতে বহির্নিগমন পথ না পা-
 ইয়া অবশেষে রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বহির্নিগত
 হয়, কিন্তু যুবনাথের দেব ব্রাহ্মণ প্রসাদে তখন তাঁহার
 মৃত্যু হয় নাই । অর্থাৎ ইন্দ্র কর্তৃক জীবিত হইয়া আরও
 কিছু কাল জীবিত ছিলেন । গর্ভ নিষ্ক্রান্ত বালক ভূমিষ্ঠ
 মাত্র স্তন্যার্থ রুদ্ধমান হইয়া ধাবিত হন, এমত কালে
 ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করিলেন । বৎস ! তুমি কাহারু অতি
 ধাবমান হইতেছ, কে তোমার খাতা, ও পাতা, ইতি প্রশ্ন

মাত্রেই দেবরাজ ইন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন “মাংধাবিত্তঃ,
আমি ধাতা ও পাতা ইত্যর্থ্যে তাঁহার নাম “মাক্ষাতা”,
হইল, দেবরাজ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। বৎস!
তুমি রোদন করিহ না, আমি তোমাকে পরিপালন করিব,
ইহা কহিয়া তাহাকে তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা স্নুধা পান
করাইয়া তৎ স্নুধা নিবারণ করিলেন। এবং দেব সৈন্যধি-
পত্যে অভিষিক্ত করিয়া সুরলোকে গমন করেন। ঐ মাক্ষা-
তার এক নাম “ব্রহ্মদম্বা”, অর্থাৎ সকল দম্বাই মাক্ষাতাকে
ব্রহ্ম করিবে। আর পৈতৃক নামানুসারে একনাম “যৌবনাশ্ব”,
হয়। কিছু কাল পরে যুবনাশ্ব মাক্ষাতাকে রাজ্যাভিষিক্ত
করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহার রাজ্য শাসন
কাল নবসহস্র এক শত এক পঞ্চাশৎ বৎসর। ৯১৫১



সন্দেহে নিরসন।

২ অংশ।

ভক্তান্তঃকরণীর প্রশ্ন। হে ব্রহ্মন্! কাশী মাহাত্ম্য আপনি যে রূপ
কহিলেন, ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ অবশ্যই হইতে পারে? ঐ রূপ প্রমাণ
এবং কুরূক্ষেত্রকেও মান্য করি, যেহেতু বেদোক্তিকে অপ্রমাণ করা হয়
না, আর কাশীমাহাত্ম্যেই ঐ ছয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা দিচ্ছি হইতে পারে?
অতএব আপনার বাক্যের মৰ্ম্ম আমার হৃদয়ে ধারণ হয় নাই, কিঞ্চিৎ
বিবৃত রূপে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যতিত কাশী প্রংশসা করুন।

পরম হংসের উত্তর। বৎস? শ্রবণ করহ। দেবতা-
দিগের যাগ ভবনকে “দেবযজন,” বলে। এ বিধায়
কুরুক্ষেত্র দেব যজন, প্রয়াগও দেবযজন, কাশীও দেব-
যজন বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। ইত্যর্থে মানব শরীরের
অভ্যন্তরে বিশেষ স্থান সকলকে তীর্থ রূপে মান্য করা যায়,
সেই জ্ঞানের নাম অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান, বাহ্যবস্তুর সহিত অস্ত-
রস্থ বস্তুর এক যোগ করণকেই রাজযোগ বলে। সেই রাজ
যোগীই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, কলে দেবযজনের প্রকৃত অর্থ এই
যে ইন্দ্রিয়গণের আরাধনীয় স্থান এই দেহ, দেহেই আত্মার
অবস্থান জন্য ইহার নাম ব্রহ্মসদন।

কুরুক্ষেত্রের অর্থ, কুরু রাজার যাগস্থান। অথবা তৎকালের
যুদ্ধ স্থান, যুদ্ধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া ঐ স্থানেই কুরুগণের
প্রাণত্যাগ করিয়া শাস্তি লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ সংপ্র-
ত্নিকও অসংপ্রত্নিক এই স্বভাবদ্বয় ধৰ্ম্ম পরিবার ও অধৰ্ম্ম
পরিবার কুরুপাণ্ডু রূপে এই দেহে নিত্য বিরোধ করিয়া
থাকে, সুতরাং এইরূপ তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই
জীব ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পাশে পরিমুখ হইয়া কৈবল্য লাভ করে।
এতদ্ভিন্ন কুরুক্ষেত্র পদে অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা শিব,
কুশকে পৃথিবী, উশকে, শিব, ক্ষেত্র শব্দে ক্ষেত্রজ জীব,
অতএব জীবাত্মার অধিষ্ঠান ভূত স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র,
একারণ দেহীর দেহই জীব পরনের আধার স্থান, তজ্জন্য
ব্রহ্মসদন বলেন, এই পরমার্থ তত্ত্ব ভূত দেহ তত্ত্ব জ্ঞাতা
পুরুষ নিবৃত্তিপায়, যাহারা ইহাতে অজ্ঞ, তাহাদিগের পক্ষে

স্থলভো পায় স্থির করিয়া বাছে কুরুক্ষেত্র স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, ঐ ক্ষেত্রে মৃত হইলে জানী কি অজানী সকলেরই সমান গতিলাভ হয় ।

জ্ঞান ভূমির নাম অবিমুক্ত অবিমুক্ত, শব্দে যে স্থলে মুক্তির অন্যথা নাই । সেই ক্ষেত্র বারানশী নামে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্ম সদন, ব্রহ্মধাম, যেমন সকলের শিরো ভাগকে ব্রহ্মসদন পরমা-
আর স্থান বলিয়াছেন । অর্থাৎ যখন জীবের প্রাণ সকল উৎক্রমমাণ হয়, অর্থাৎ উর্দ্ধগত পরমাআভিমুখে গমনো-
ন্মুখ হয়, তখন পরমাআ শিব তারকমস্ত্র প্রদান করেন, যৎপ্রভাবে জীব অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্তে মোক্ষ হয় । “প্রাণা-
নুৎক্রমাণ ” পদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান, নাগ, কুর্ম্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণ উর্দ্ধগত হইয়া ব্রহ্মস্থান শিরোবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলকর্ণিকাস্ত-
র্গত পরমাআভি মুখে গত হয়, তখন তারকমস্ত্র প্রভাবে পরম পদকে লাভ করে । যদ্রূপ পরমাআ তত্ত্বজানী যোগী পরম-
হংসেরা জ্ঞান প্রভাবে প্রাণ সকলকে উর্দ্ধগামী করতঃ সমাধিযোগে তদ্বিক্রম পরম পদকে লাভ করিয়া থাকেন । সুতরাং বাহিরে কাশীক্ষেত্রপ তদ্রূপ যোগস্থান ব্রহ্ম সদন ইহাতে জানীর কথা কি ? শশক মসকাদি জন্তু মাত্রেও প্রাণত্যাগ করিয়া যোগীজনের অভিলষিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় । এ কারণ যোগী পরমহংসেরা প্রাণান্তেও অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগের ইচ্ছা করেন না । চিরকালই তারক মস্ত্রাভিলাষে কাশীমৃত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ হইয়া থাকে ।

ভারক ব্রহ্মপদে, “প্রণবঃ,” তারমতীতি, (তার) স্বার্থে
(ক) যেমন যোগী অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানীগণে সৰ্বসাধনাবসানে
প্রণবাবলম্বন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন। হেলয়া মৃত্যু মাত্রেই
প্রণবাব লম্বন যোগ সংস্পূর্ণ হয়।—কলিতার্থ প্রণবাব
লম্বনই মোক্ষোপদেশ, কাশীতে তাহাই লাভ হয়, সুতরাং
অধ্যাত্মতত্ত্বীয় যে সকল কর্তব্যোপদেশঃ তাহাই বাহ্যে কাশী
ক্ষেত্রে লভ্য হইয়াছে, অতএব কাশীবাগ করিয়া কাশীর স্বক-
পার্থ অবগত হইয়া অবিমুক্তোপাসনা করিলে জীব সাক্ষাৎ
ব্রহ্মই হয়।—যদি স্বকপার্থ উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হয়,
তথাপি তত্ত্বস্থান মাহাত্ম্যে পরিমুক্ত হইবার কোন অপেক্ষা
থাকে না।

যেমন ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মা উপাস্ত, সেইরূপ অবিমুক্তে
অবিমুক্তেশ্বর বিশ্বেশ্বর উপাস্ত হয়েন। যেমন জীবের মস্তক
ব্রহ্মধাম, সেইরূপ বারানসীও ব্রহ্মধাম, স্বকপার্থ তত্ত্ব লক্ষণ
লব্ধি কালীক্ষেত্র স বিশেষ ও নির্বিশেষ হয়।

গৃহস্থ ধৰ্ম্মঃ ।

মন্ত্রাদান বিধি ।

গৌরীপদ্মা শচীমেধা সর্ষবিজ্ঞী বিজয়াজয়া ।

দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টিঃ ধৃতিঃ ক্ষমা ।

আম্নো দেবভাটচব তথৈব কুলদেবতা । ইতি ।

শুভকৰ্ম্মারম্ভে ষোড়শ মাতৃকাপূজা কর্তব্য, ইত্যার্থে তাঁহা-
দিগের নাম লিখিতোহি। যথা।

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া দেবসেনা,
স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, ক্রমা, আত্মদেবতা, কুল-
দেবতা, এই ষোড়শ প্রকৃতি, ইহঁরাই মাতৃকা, সকল সংস্কা-
রেই ইহঁদিগের অর্চনা করিতে হয় ।

মাতৃকা আবাহন ।

আয়ান্ত মাতরঃ সৰ্বাশ্চিদশানন্দ কারিকাঃ ।

বিবাহ ব্রত যজ্ঞানাং সৰ্বাভীষ্টঃ প্রকম্প্যতাং ॥

হে সৰ্বদেবানন্দদায়িনি ! সকল মাতৃকাগণেরা ! মৎকর্তৃক
আবাহিতা হইয়া আগমন কর, আগতা হইয়া বিবাহাদি
সংস্কারের আর ব্রত যজ্ঞাদিশুভ কর্মের অভীষ্ট ফল প্রদান
করহ ।

যান শক্তি সমারূঢ়াঃ সৌম্যমূর্তি ধরাঃসদা ।

আয়ান্ত মাতৃকাঃসৰ্বা যজ্ঞোৎসব সমৃদ্ধয়ে ॥

হে মাতৃকাগণ ! তোমরা সকলে, আপন আপন যান
বাহনে ও আপন আপন শক্তিতে সমারূঢ়া হইয়া সৰ্বদা
শান্তমূর্তি ধারণ করতঃ আমার এই যজ্ঞ উৎসব সমৃদ্ধির
নিমিত্তে আগমন করহ ।

ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্ স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ ।

দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশ পরিমাণতঃ ॥

এই মন্ত্রে ষোড়শ মাতৃকাকে আবাহন করতঃ স্বশক্ত্যা-
নুসারে পূজা করিযা নাভিমাত্র উর্দ্ধ গৃহভিত্তিতে এক বিঘত
প্রস্থ স্থানে বসুধারা সংপাতন করিবে । অশুমন্ত্ৰ ।

সপ্তধা পঞ্চধা বিদ্বদুদয়াং সিদ্ধুর চন্দনৈঃ ।

প্রত্যেকবিন্দৌ মতিমানু কামং মায়াং রমাং অরন্থ ।

যুভধার। মবিচ্ছিন্নাং দম্বাতজ বসুং যজ্ঞে ॥

যে স্থানে বমুখারা দিবে, তাহার উপর চন্দ্রম সিন্দূর
'কঙ্কণ দ্বারা মণ্ড বা পঞ্চবিন্দু দিবে, উপরে হরিদ্রাক্ত চন্দ্রা-
কৃতি প্রণবচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ঐ প্রত্যেক বিন্দুতে কামবীজ
মায়াবীজ ও বক্ষীবীজ স্মরণ পূর্বক, অথবা বেদোক্ত
মন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভূমিতল পর্য্যন্ত যুতধারা দিয়া চেদি-
রাজ বমুর আবাহন পূর্বক অর্চনা করিবে। অনন্তর
কুলোচিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আযুষ্য জপ করিবে।

বমুখারাং প্রকম্প্যাবৎ ময়োক্তেনৈববন্ধনা।

বিরচ্য স্তম্ভিগং ধীরো বহ্নিস্থাপন পূর্বকং ॥

এইরূপ বমুখারা কম্পনা করিয়া নান্দীশ্রাদ্ধাদি করতঃ
বেদোক্ত অথবা তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা হোমবেদী রচনা পূর্বক
যজমান বহ্নি স্থাপন করিবেক।

হোমদ্রব্যানি সংস্কৃত্য পচেচ্চক মনুভূমং।

প্রাজাপত্য চরুশ্চত্র বায়ুনাং হুতাশনং।

সমাপ্য ধারাহোমাস্তং কৃত্যমাবর্ত্তযারভেৎ ॥

হোম দ্রব্যাদি সকল সংস্কৃত করিয়া বায়ুনাং অগ্নি স্থাপন
করণ পূর্বক ব্রহ্ম স্থাপনাদি ক্রিয়ানন্তর মহা ব্যাকৃতি হোম
করিয়া প্রাজাপত্য চরুপাক করিবে। পরে ধারা হোমাস্তচরু
প্রাবহমানে প্রকৃত কর্ম সমারম্ভন করিবেক।

জী৩ প্রজাপত্যে স্বাহা চরুনৈবাহতি ত্রয়ং।

প্রদায়ৈবাহতিং দদ্যাদিমং মন্ত্র মুদীয়ন্ ॥

মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্বক বহ্নি দ্বারাস্ত চরু দ্বারা প্রজা-
পতিকে আভিতি ত্রয় দিবে। অনন্তর এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া আরো আর্হতি ত্রয় প্রদান করিবে।

নিত্যধৰ্ম্মানুৰূপিকল্প।

২৩৩

সূৰ্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়মাছতি যুৎসৃজেৎ ।

পূৰ্বোক্ত মন্ত্র স্মরণ করিয়া সূৰ্য্য, প্রজাপতি এবং বিষ্ণুকে
ধ্যান করিয়া আছতি ত্রয় দিবে ॥

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টারূপাণি পিৎসতু ।

আদিতে প্রজাপতি গাতাগর্ভং দদাতুতে ॥

বিষ্ণু জগৎপাতা, তিনি যোনিকল্পনা করুন। বিশ্বকর্মাৰূপে
গৰ্ভপিণ্ডকে দৃঢ় নির্মাণ করুন। প্রজাপতি ব্রহ্মা গৰ্ভকে
অভিষিক্ত করিয়া পুত্র প্রদান করুন। এই মন্ত্র প্রণব পূৰ্ব্বক
অগ্নিজায়ান্ত উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধ হৃতে বা চক্রে মিশ্রিত
করিয়া আছতিত্রয় প্রদান করিবে।

গৰ্ভং দেহি শিনীবাণী গৰ্ভং দেহি সরস্বতী ।

গৰ্ভং তে অশ্বিনৌদেবা বাগন্তাং পুষ্করপ্রজৌ ॥

শিনীবাণী চন্দ্রের পূৰ্ণকলা সন্তান প্রদান করুন। দেবী
সরস্বতী গৰ্ভ প্রদান করুন। পদ্মমালী অশ্বিনী কুমার
দ্বয়, গৰ্ভ প্রদান পূৰ্ব্বক ধারণা করুন। এই মন্ত্র পাঠ করতঃ
আছতি দিবে।

ধ্যাত্বাদেবীং শিনীবাণীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা ।

বাহাস্ত নমুনানেন দদাদাছতি যুক্তগাং ॥

শিনীবাণী ও দেবী সরস্বতীকে এবং অশ্বিনী কুমার
দ্বয়কে ধ্যান করিয়া প্রণবাদি বহ্নিজায়ান্ত উপরি উক্ত মন্ত্র
দ্বারা উত্তমাছতি ত্রয় প্রদান করিবে।

অতঃকামং বধুং মায়িং রদাং কূড়ং সমুচ্চরন্ ।

অমুটোপুত্র কানায়ৈ গৰ্ভমাং দেহি সরিঠং ॥

অনন্তর কাম, বধূ, মায়া, লক্ষ্মী এবং কুচবীজ উচ্চারণপূর্বক
 “অমুষ্যে পুত্র কামাতৈ গত্ত্ব মাধেহি” বহ্নিজায়ান্ত এই মন্ত্রে
 আর্ছতি দিবে। অমুষ্যে অর্থাৎ পুত্র কামনা করিতেছে
 আমার পত্নী অমুকা, ইহাকে তোমরা সকলে পুত্র প্রদান
 করহ ইত্যর্থঃ ॥

উক্তাধ্যাত্মা রবিঃ বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেনলে ।

বথেষৎ পৃথিবী দেবী জুপ্তানা গত্ত্ব মাধেহি ।

তথাহুং গৰ্ভমাধেহি দশমেমানি সূতয়ে ।

স্বাহাস্তেনামুনাবিষ্ণুং ধ্যায়াহতি যাতরেৎ ॥

এই বাক্য বলিয়া বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সংস্কৃত ভাষিতে
 আর্ছতি দিবে। আর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কেবল বিষ্ণুকে
 ধ্যান করিয়াও আর্ছতি প্রদান করিবে। হে প্রভো! যেমন
 আপনি পৃথিবী দেবীতে গত্ত্ব ধারণা করিয়াছিলে, সেই-
 রূপ প্রসূত্যর্থ এই গত্ত্বকে দশমান ধারণা করুন। ইতি
 বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রে আর্ছতি প্রদান করিবেক ।

পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যায়াবিষ্ণুং পরাংপরং ।

বিশ্বোজ্যোষ্ঠেন রূপেণ নার্ব্যামম্যাং বরীয়সং ॥

সুতমাধেহি ঠগন্দু মুক্ত্বা বহৌ হবিস্ত্যজেনঃ ।

পুনর্বার যত গ্রহণ করতঃ পরাংপর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া
 এই মন্ত্র পড়িবে। হে বিষ্ণো সর্বশ্রেষ্ঠরূপে তুমি আমার
 এই শ্রেষ্ঠাধর্মপত্নীতে পুত্র প্রদান করহ, এই বলিয়া প্রণব
 পূর্বক বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যত আর্ছতি দিবে।

অথ বিলম্বমাহাত্ম্য ।

বোদন্যাদিল্লপত্রঞ্চ শিবায়ৈ শঙ্করায়চ ।

সদাশিব সমোভূত্বা সগচ্ছেৎ ব্রহ্ম শাস্ত্বতং । ইতি ।

যোগিনী তন্ত্রং ।

বিলম্বত্রের মাহাত্ম্য দেবতাদিগেরও তুল্য, অর্থাৎ দেব-
তারারও বিলম্বত্র স্বরূপ মহিমা জ্ঞাত নহেন । যে ব্যক্তি পূজা-
কালে ভগবতীকে বা মহাদেব শঙ্করকে বিলম্বত্র প্রদান করে,
সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব তুল্য হইয়া পরব্রহ্মে গমন করে ।

অস্থিগ মূলং তৎপত্রং বোদন্যাদিল্লপত্রম্ ।

তস্য পূজা বুখাদেবি মৃতো নরক বাপ্নুয়াৎ । ইতি ।

ত্রিবিক্রম সংহিতায়াং ।

যে ব্যক্তি শিব পূজাতে বিলম্বত্রের বস্ত্রমূন ক্ষেদন না
করিয়া প্রদান করে, হে দেবি ! সে ব্যক্তির সেই পূজা বুখা
হয় । এবং মরণান্তে নরকে গমন করে ।

স্বর্ণ পুষ্প সহস্রৈশ যৎফলং লাভতে নরঃ ।

তস্মাল্লক্ষ গুণং পুণ্যং ভগ্নৈকং বিলম্বত্রে । ইতি ।

মাতৃকাভেদ তন্ত্রং ॥

হে দেবি ! স্বর্ণময় সহস্র পুষ্প দ্বারা শিব পূজা করিলে
নর যেকল লাভ করে । তাহা হইতে লক্ষ গুণ পুণ্য একটা
ভগ্নবিলম্বত্র দ্বারা শিব পূজা করিলে লাভ হয় ।

ভগ্নৈক বিলম্বত্রম্য সত্বৈকেন ভাগতঃ ।

যেরু তুল্য সুবর্ণেন তৎফলং নহি লভ্যতে ॥

ভগ্ন বিলপত্ৰের সহস্র ভাগের এক ভাগ দিয়া শিব পূজা করিলে সুমেরুপৰ্ব্বতের তুল্য সুবর্ণ দান করিলেও তাহার তুল্য ফল হয় না।

অতএব শিব পূজায় সমস্ত পুষ্প হইতে বিলপত্ৰেরই মাহাত্ম্য অধিক, বিনা বিলপত্রে শিব পূজায় ইচ্ছা ফল সিদ্ধি হয় না। সকল পুষ্প মাহাত্ম্য হইতে বিল্ল মাহাত্ম্য গরীয়, বিল্লের যে কি অনিৰ্কৰ্ণচনীয় মহিমা, বিল্লের যে কি অনিৰ্কৰ্ণচনীয় ফল, তাহা বেদেও কহিতে পারেন না।

ইতি বিল্ল মাহাত্ম্য সংপূৰ্ণ।



অথ পুষ্পমাহাত্ম্য।

দেব পূজা বিশেষে পুষ্প বিশেষ আছে, পরমেশ্বরের বিভূতি রূপ এক এক পুষ্প হয়, তাহার বিবরণ ভেদানুসারে পুষ্পের মহিমা বর্ণন করিতেছি।

পুষ্প শব্দের স্বরূপার্থ।

পুণ্য সং বর্জনাক্ষাপি পাপোষ পরিহারতঃ।

পুষ্কলার্থ প্রদানাক্ষ পুষ্প মিত্যভিধীয়তে ॥

কুলাৰ্ণবৎ।

পুষ্প শব্দে পুণ্য বর্জনার্থ, ও পাপ রাশির পরিহারণ জন্য, প শব্দ ইচ্ছা ফল সিদ্ধির নিমিত্ত হয়, একারণ শাস্ত্রে পুষ্প বলিয়া কহিয়াছেন।

নিত্যধর্ম্যানুরঞ্জিকা ।

২৩৭

তুলসৌ পঙ্কজ জাতৌ কেতকৌ করবীরকৌ ।

শস্তানি দশ পুষ্পাণি তথারক্তোৎপলানি চ ॥

শিব; বিষ্ণু; দুর্গাদি পূজনে, অতি প্রশস্ত দশ পুষ্প, যথা তুলসী ছই, অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ ভেদে তুলসী মঞ্জুরীদ্বয়, শ্বেত-রক্ত ভেদে পদ্ম দ্বয়, শ্বেতপীত জাতী পুষ্পদ্বয়, স্বর্ণশুক্ল ভেদে কেতকী দ্বয়, আর শ্বেতরক্ত করবীর পুষ্পদ্বয়, এই দশ পুষ্প, এতদ্ভিন্ন রক্তোৎপলও প্রশস্ত জানিহ ।

উৎপলানিচ নীলানি কঙ্কর কুমুদানি চ ।

এবং নীলোৎপল; ও কঙ্কর অর্থাৎ সুন্দী পুষ্প, আর কুমুদাদি কৈরব পুষ্প সকল প্রশস্ত হয় ।

অনন্তর দেবতা বিশেষে দশ দশ পুষ্প

ও অন্য পুষ্পাদির কথন ।

মালতীং কুম্ভনন্দারং নন্দ্যাবর্তাদিকানি চ ।

পলাশ পাটলী পার্থ পাবল্যাবর্তা কানি চ ।

চম্পকানি সনাগানি রক্ত মন্দারকানি চ ।

অশোকোদ্ভব বিল্বাখ্য কর্ণিকারোদ্ভবানি চ ॥

মালতী, কুম্ভ, মন্দার, নন্দ্যাবর্ত অর্থাৎ পারুল, পলাশ পাটল, অর্থাৎ শ্বেতগোলাপ, পার্থ অর্থাৎ ভূমিচম্পক, পাবল্য অর্থাৎ জয়ন্তী, আবর্ত অর্থাৎ নবমল্লিকা, নাগচম্পক, রক্তমন্দার অর্থাৎ রক্তগোলাপ, অশোক, কর্ণিকার, অর্থাৎ গুলঞ্চ, প্রাকৃত ভাষায় কলিকা পুষ্প বলে । এই পুষ্প সকল দেবতাকেই প্রদান করা যায় ।

এতান্যান্যানি পুষ্পাণি তস্ত্বেহস্মিন্ সন্তি বৈ শ্রিয়ে ।

নানাদেশৌদ্ধবানিস্মৃঃ সৰ্ব্ব কালৌদ্ধবানি চ ।

কুলানিচৈব পুষ্পাণি দদ্যাদ্ভেব্যে বিশেষতঃ ॥

এই তন্ত্ৰোক্ত পুষ্পাণি আর অন্য পুষ্পাদি অনেক আছে
এরং নানা দেশৌদ্ধব পুষ্প যত, তন্নিম্ন সৰ্ব্ব কাল প্রস্ফুটিত
পুষ্প সকল, আর কুল পুষ্পাদি অর্থাৎ যন্ত পুষ্প সকল, দেবী
মূর্ত্তি মাত্রকেই দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে নিষেধ নাই

অথ পুষ্পং প্রবক্ষ্যামি কর্ম্মযোগে মহেশ্বরি ।

শৃণু পরয়া ভক্ত্যা যথোক্তং ব্রহ্মণা পুরা ॥

হে মহেশ্বরি! অতঃপর কর্ম্মযোগ সংখ্যানে পুষ্পের
বিশেষ কহিতেছি, যাহা পূর্বে বেদে ব্রহ্মা কহিয়াছেন,
অতএব ভক্তি পরতাতে তাহা শ্রবণ করহ ।

কমলে করবীরদে কুমুদে তুলসীদয়ং ।

জাতাশৌকে কেতকীদে কুমারী চম্পকোৎপলং ।

কুন্দ মন্দার পুমাগ পাটলা নাগ চম্পকং ।

আরুণধং কর্ণিকারং পাবন্তীং নবমল্লিকাং ।

নৌগন্ধিকং সর্কোরণ্ডং পলাশা শোক সর্জকান্ ॥

শ্বেতরক্ত পদ্ম, শ্বেতরক্ত করবীর, পীতরক্ত কুমুদ, শ্বেত
কুমুদ তুলসীমঞ্জরীদয় । পীতকুমুদ জাতশোক অর্থাৎ বিকটীদয়,
স্বর্ণশ্বেত কেতকীদয়, কুমারীচম্পক অর্থাৎ কনকচাঁপা, উৎ-
পল, কুন্দ, মন্দার, পুমাগ, গোলাপ, নাগ কেশর, শোনালা
পুষ্প, গুলঞ্চ, অমলী, নবমল্লিকা, সুন্দী, কুরুবক, পলাশ,
অশোক, ও শালপুষ্প ইত্যাদি দেবী শ্রিয় ।

সিন্দুরার মপামার্গঃ বাপুলীকঞ্চ কামজং ।

ব্যাঘ্রচেলং দামনকং মরুবকং ততঃপরং ॥

লবঙ্গং জলকপূরং তগরঞ্চ জবাস্তথা ।

শিব পুষ্পে দ্রোণপুষ্পং কামরাজং স্নকেতকং ।

অন্যানি বন পুষ্পাণি জলজস্থলজানি চ ।

গিরিজানি দেশজানি নানা পুষ্পাণ্যতঃ পরং ॥

সিন্দুরার পুষ্প, অপামার্গ শীর্ষ, বাপুলীক অর্থাৎ শোণ
পুষ্প, কামজ অর্থাৎ মালিক, ব্যাঘ্রচেল অর্থাৎ মুচুকুন্দ,
দমনক, ধূস্তুর, মরুবক, অতঃপর লবঙ্গ লতার পুষ্প, জলক
পূর, অর্থাৎ কাঙ্কিড়াপুষ্প, তগর, জবা, আর বাসক, দ্রোণ-
পুষ্প, কামরাজ, অর্থাৎ গন্ধরাজ, স্নকেতক অর্থাৎ স্বর্ণ-
কেতকী, আর আর জলজ, স্থলজাদি বন্য পুষ্প সকল, সর্ব
পর্বতে ও সর্ব দেশেজাত ইত্যাদি পুষ্প দেবী মূর্ত্তিকে প্রদান
করা যায় ।

শৃগুদেবি প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায় সমাসতঃ ।

ঋতুকালোচ্চবেঃ পুষ্পৈর্গল্লিকা জাতি কুসুমৈঃ ।

গিত রক্তৈঃস্তথা পুষ্পৈর্নীল পদ্মৈশ্চ পাণ্ডুরৈঃ ॥

কিংস্তবৈঃস্তগরৈশ্চৈব জবা কনক চম্পদৈঃ ।

বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দ পুষ্পৈঃ কুরুণ্ডদৈঃ ।

ধূস্তুরকাদি বৃক্ষৈশ্চ কুন্ডুকাগস্ত্য সম্ভবৈঃ ।

মদনৈঃ সিন্ধুবাতৈশ্চ দুর্ঝাঙ্গুর স্বকোমলৈঃ ।

মঞ্জরীভিঃ কুশানাঞ্চ বিলিপতৈঃ স্বকোমলৈঃ ॥

অতঃপর হে দেবি! তুমি পুষ্পাধ্যায় শ্রবণ করহ, আমি
বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি । ঋতুকালে উৎপন্ন পুষ্প সকল,

মল্লিকা, জাতি, কুঙ্কুম, এবং শ্বেত পুষ্প ও রক্ত পুষ্প, এবং
 শ্বেতপদ্ম, ও রক্তপদ্ম, ও নীলপদ্ম, পলাশ, পারিজাত, তগর,
 জবা, কনকচম্পক, বকুল, কুম্ভ, কুরুণ্ডক, ধূস্তুর, বন্ধুক, বক,
 কনকধূস্তুর, সিন্ধুবার, ছন্দাক্ষুর, তুলসীমঞ্জরি প্রভৃতি, এবং
 কুশাঞ্জলি নবীন সুকোমল বিলপত্র দ্বারা দেবী পূজা
 করিবেক ।

অথ বিষ্ণু বিষয়েপি ।

তুলসীদে মালতীদে তমালামলকী তথা ।
 পুন্নাগং মণিপুষ্পঞ্চ মল্লিকাঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥
 করবীরস্তা কুমুদৈর্বেচ্ছয়ন্তি জনার্দনং
 দর্শনাস্তস্য দেবেশি নরকাগ্নিঃ প্রণশ্যতি ॥

শ্বেত কৃষ্ণ তুলসী, আর শ্বেতরক্ত মালতী, ও তমাল পত্রও
 পুষ্প, আর আমলকীপত্র, পুন্নাগ, বক, মল্লিকাদি সকল
 পুষ্প নারায়ণকে নিবেদন করিবেক । যে ব্যক্তি কবরীর
 পুষ্প দ্বারা জনার্দনকে পূজা করে, হে দেবেশি ! তাহাকে
 দর্শন করিলে নরকাগ্নি নিকাগ হইয়া যায় ।

শ্রীয়া নন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন ধীমতা ।
 কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
 ত্রীবৃক্ষ বাধু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বটন হয় ।

কলিকাতা চিত্রপুর রোড বটতলা ২৫৬ নং ভবনে
 বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা

একোবিষুন্ন দ্বিতীয়ঃ স্বপাঃ

২ কপ্প ১৮ খণ্ড ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞাননন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।

গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম ঐতিভিরুদিতং নন্দস্বনুংপরেণং ।

রাধাকান্তং কমলনরনং চিস্তয় ত্বং মনোমে ।

৭১ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৮৫ সন ১২৭০ জ্যৈষ্ঠ ৩০ ফাল্গুন ।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান ।

পিতার উপরতি হইলে পর মাক্কাভা রায়া হইয়া ধর্মতঃ
প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। ইনি অতি পুণ্যশীল,
এবং অতিশয় যোদ্ধা; মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজা
মাক্কাভা অচ্যুত তেজা, সপ্তদ্বীপা বহুমতীকে শাসন করতঃ
এক চক্রবর্তী হইয়াছিলেন। ইহার প্রতাপে সমস্ত পৃথিবীর

রাজাগণ পরি কল্পিত হইয়াছিল, সকলেই কর প্রদান পূৰ্বক সেবক প্রায় সেবা করিত, নরেন্দ্রদিগের কিরীট কোটি দ্বারা মাক্ষাতার চরণ পরিপূজিত হইয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান ছিলনা, যে তথায় মাক্ষাতার আজ্ঞা অচলিতা হয় নাই? ধরণীতলে দম্ভ প্রায় রাজা সকল মাক্ষাতার পরাক্রমে সৰ্বদাই জাসিত ছিল। অন্য পরে কা কথা; যে রাবণ ত্রিলোক জয় করিয়া সৰ্বাধীশ্বর হইয়াছিল, সেই রাবণ মাক্ষাতার সংগ্রামে পরাজয় পায়, মনুষ্যে মাক্ষাতার ভূল্য পরাক্রম শালী রাজা হয় নাই হইবে না?

মাক্ষাতা প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহুতর যজ্ঞ করিয়া পরমেশ্বরের প্রীতি জন্মাইয়াছিলেন। একদা মাক্ষাতাকে অমুর সংগ্রামার্থে দেবরাজ ইন্দ্র সুরলোকে নীত হইলেন, তৎসংগ্রাম জিত হইয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করেন, পরে ইন্দ্র পরিভুষ্ট হইয়া মাক্ষাতার সহিত গথ্য করিয়া আপনার অঙ্গান প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তৎপারিতোষার্থে গন্ধৰ্ব্ব, বিদ্যাধর অঙ্গরাগণে সমারোহ পূৰ্বক গীত নৃত্যবাদিত্রাদি করিয়াছিল। দেবরাজের হর্ষ প্রদানার্থ ছুই বৎসর দেবমানে স্বর্গে বাস করতঃ পরে পৃথিবীতে আগমন কালে তাঁহার সহিত রাবণের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাবণ লঙ্কায় প্রস্থান করে।

অনন্তর মাক্ষাতা শশবিন্দু রাজার কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া তাহাতে তিন পুত্র ও পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকুৎস, মধ্যম অমরীষ, কনিষ্ঠ মূচুকুন্দ।

সৌভাগ্যবান হুনি তাঁহার পঞ্চাশৎ কন্যার পাণি গ্রহণ পূৰ্ব্বক
কানাকুজদেশে বাস করেন, তাঁহার দশপুত্র, তন্মধ্যে পঞ্চগোড়
ও পঞ্চ ভ্রাবিড় হয়। এক্ষণে এতদ্দেশে যত ভ্রাক্ষণ, সে সক-
লেই প্রায় সৌভাগ্যবান, পরে রাজা মাক্কাভা পরিমিত
কাল রাজ্যভোগ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুকুৎসকে রাজ্য দিয়া
মথুরাতে লবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। তাঁহার
রাজ্য শাসন কাল অধিক, যেহেতু তিনি নরমানে অনেক
বৎসর স্বৰ্গলোকে ছিলেন, অর্থাৎ দেবমানের বৎসরে।
রাজ্যশাসন কালে (৩৫২০০)।

তৎপুত্র ত্রয়ের মধ্যে “মুচুকুন্দ,” মহা বলবান, তাঁহাকেও
ইন্দ্র অমরবধার্থ সেনাপতি করিয়া স্বর্গে লইয়া যান, তিনি
অমরদিগের সহিত সূচির কাল যুদ্ধ করিয়া জিত হইয়া
ইন্দ্রকে স্তম্ভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রদান
পূৰ্ব্বক মহীতলে পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই মুচুকুন্দ গোমন্ত
পৰ্ব্বতের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল নিদ্রাভঞ্জন করি-
য়াছিলেন, দ্বাপরযুগের শেষে কলিপ্রারম্ভে তৎ কর্তৃক কাল-
যবন নিহত হয়। পরে তিনি কুরুক্ষেত্রদেশে বদিরিকাশ্রমে
গিয়া তপস্বী করিয়া পরমাশান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অপর মাক্কাভার মধ্যম পুত্র জ্যেষ্ঠ গুণগালী, অমরীষ,
তিনিও মহাজ্ঞানী ছিলেন, অনেক প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন
করিয়া স্বর্গত হন। অমরীষের পুত্র “যুবনাথ,” তিনি
পিতামহের নামে বিখ্যাত, তাহার পুত্র “হারীত,” হারীত
মহাতপস্বী, তপঃ প্রভাবে ভ্রাক্ষণ প্রাপ্ত হন।

মাক্কাতার আওর্তপুত্র “ পুরুকুৎস ”, তিনি অযোধ্যার রাজ-
সিংহাসনা কড় হইয়া ধর্মতঃ পৃথিবী পালন করেন, তৎপত্নী
নর্মদা, ঐ নর্মদা নাগ কন্যা, তাঁহার ভ্রাতারা পুরুকুৎসকে
প্রদান করেন।—পুরুকুৎসকে নাগগণেরা পাতালে লইয়া
যান, তথায় মহারাজা প্রভুত বুদ্ধ করিয়া নাগগণের অনিষ্ট
সাধক অনেক গন্ধর্ব্বকে বধ করিয়াছিলেন, পুরুকুৎস কেবল
মরমেহ বাবধান মাত্র বস্তুতঃ তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুশক্তি ধারণ
করিতেন। নাগগণেরা পরিভুক্ত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান
করেন, অদ্যাবধি পুরুকুৎসের নাম স্মরণ যে করিবে তাহার
সর্ব মংশন ভয় হইবেন না। এই লক্ষ বর হইয়া রাজা
অযোধ্যায় আগমন করেন, পরে “ একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণি
বুভুজে মহীমতি ”, একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে রাজ্য
ভোগ করতঃ পুত্রকে রাজ্য দিয়া সুরলোকে গমন করেন।—
তাঁহার শাসন কাল। (১১০০০)

পুরুকুৎসের পুত্রের নাম “ ত্রসদম্বা ”, তৎপুত্র “ অনরণ্য ”,
ইনি মহা ধার্মিক, বহুকাল রাজ্য করিয়া চরমাবস্থাতে
রাবণের হস্তে নিহত হন। পিতা পুত্রের শাসন কাল অষ্ট
শতাব্দিবিশ্রুতি সহস্র বর্ষ। (২০৮০০)

অনরণ্যের পুত্র “ হর্ষাশ্ব ”, তৎপুত্র “ প্রাক্রণ, প্রাক্রণের পুত্র
“ ত্রিবন্ধন ”, তৎপুত্র “ সত্য ব্রত ”, ইহারা সকলেই নিঃস-
পত্ন, নির্বিঘ্নে নির্বিরোধে সংপূর্ণ পরমায়ু রাজ্য করিয়া স্বর্গ
গমন করেন। তাঁহারিগণের চারি পুরুষে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ
সাহস্র পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। (৩৬০০০)

সত্যব্রতের পুত্র “ত্রিশঙ্কু,, তিনি রাজা হইয়া বহুকাল রাজ্য করেন, প্রায় সার্ব্ব নবসাহস্রবর্ষে বশিষ্ঠ ণাঁপে চণ্ডালক প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া বর্জিত হন। চরমাবস্থাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার পৌরহিত্য করিয়া তাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গ প্রাপ্ত করান, এবং তপোবলে তাঁহাকে প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ জীবিত রাখেন, ত্রিশঙ্কুর রাজ্য শাসন কাল ষট্ চত্বাবিংশৎ সহস্র বর্ষ হয়। (৪৬০০০)

ত্রিশঙ্কুরাজার পুত্র “হরিচ্ছত্র,, পিতার উপরমে পিতৃ সিংহাসনাধিকারী হন, তিনি সিন্ধুদেশীয় সোমদত্ত রাজার কন্যা “শৈব্যাকে,, বিবাহ করেন, হরিচ্ছত্র অতিশয় দাতা স্বীয় রাজ্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। যাহার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ বিরোধ হয়, সেই ছই মুনি পরস্পর শাপাশাপি করিয়া পক্ষী দেহ প্রাপ্ত হন, বিশ্বামিত্র আড়ী পক্ষী, বশিষ্ঠ বকপক্ষী হইয়া, বহু বৎসর যুদ্ধ করিয়া পরে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজা হরিচ্ছত্রের আখ্যান অতি আশ্চর্য্য, মহারাজা বদান্য ধন্যতম, সৌর্য্য বীৰ্য্য গান্ধীৰ্য্যে অতিদ্বিতীয়, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সমস্ত পৃথিবীর উপর এক শাসন কর্ত্তা ছিলেন, শুদার্য্য গুণে সকলেই তাঁহার বশীভূত ছিল। ধরাতলে এমন অর্থীব্যক্তি কেহ ছিল না, যে রাজা হরিচ্ছত্রের নিকট তাহার অভিলাষের পরিপূরণ হয় নাই। তাঁহার দাতৃত্ব পরীক্ষার্থে বিশ্বামিত্র প্রত্যর্ষী হইয়া যখন সমাগত হন। তখন রাজা প্রায়ই দান দ্বারা সমস্ত ধনের পরিক্ষা করিয়াছিলেন, অবশেষে

জ্ঞান সোপানরূপে সহিত রাজধানী দান করেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র রাজার নিকট দানের দক্ষিণা প্রার্থনা করিলে, রাজা ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণকোটি আনয়ন করিয়া দেন, বিশ্বামিত্র তদ্বক্ষেপে কহিলেন, হে ভূপতে! যখন সোপানরূপে রাজা গৃহ আমাকে দান করিয়াছেন, তখন ভাণ্ডারস্থ ধনে তোমার সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়া গিয়াছে, যাহাতে সম্বন্ধ নাই তাহা দক্ষিণার্থে প্রদান সিদ্ধি হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন যদি অন্য কিছু থাকে, তবে তাহা আনিয়া দক্ষিণাস্ত করহ। রাজা কহিলেন, হে মুনে! আর আমার কিঞ্চিৎ মাত্রও ধন নাই, মুনি কহিলেন হে রাজন! বিনা দক্ষিণাতে দান বিফল, এবং দাতাও নরকে যায়। রাজা কহিলেন। হে ঋষে! আর ধনমাত্র নাই কেবল আমার মহিষী ও পুত্র রোহিতচন্দ্র, আর আমি মাত্র আছি, ঋষি কহিলেন, দারাপত্য ও আপনাকে বিক্রম করিয়া তন্মূল্যে আমাকে দক্ষিণা দাও। মহারাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বারাণসীতে এক বণিকের নিকট স্ত্রীপুত্রকে বন্ধক রাখিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করেন, এবং আপনি স্বয়ং এক চণ্ডালের নিকট দাসতা স্বীকারে তাহার শ্রমচারণ কর্মে বৃত্ত হন। ক্রিয়াকাল এতাদৃশ কষ্টভোগ করতঃ পরে বিশ্বামিত্রের অনুকম্পায় তাহাতে মুক্তিপান। এবং বিশ্বামিত্র তৎপুত্ররোহিতকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। অনন্তর হরিশ্চন্দ্র রাজা অকপট দান প্রভাবে ইহলোক ও পরলোক জিত

হইয়া স্বশরীরে স্বর্গলোকে গমন করেন । তাঁহার শাসন
কাল দ্বাদশ সহস্র বৎসর । (১২০০০)

রোহিত রাজা হইয়া এই পৃথিবীকে সম্যক্ বশে রাখিয়া-
ছিলেন, রোহিতের তুল্য বীর তৎকালে জন্মে নাই, যিনি
দিগ্বিজয়ার্থ ধনুস্পাণি হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাকে ছত্র
তলে আনয়ন করিয়াছিলেন, অন্যাপরে কাকথা, রোহিতের
যুদ্ধে স্বয়ং বরুণদেব পরাজিত হন, ঐ বরুণকন্যা “বারুণীকে,,
রোহিত পরি গ্রহণ করিয়া তাহাতে এক পুত্রোৎপাদন
করেন । তাঁহার নাম “ হরিতঃ,, তৎপুত্র “ চম্প,, এই চম্প
স্বনাটম চম্পাপুরী নামে এক নগর নির্মাণ করেন, তৎসম্মি-
হত একা প্রথরা তটিনী, তাহার নাম “ চম্পানদী,, এক্ষণে
তাহাকে “চম্বল,, বলিয়া খ্যাত করে । চম্পের পুত্র “সুদেব,,
সুদেবের পুত্র “ বিজয়,, তৎপুত্র “ ভরুক,, ভরুকের পুত্র
“ রুক,, রুকের পুত্র “ বাহুক,, এই বাহুক রাজা এক সাতাট
হন, তাঁহার দুই রাণী “ সুদেবী ও সুবর্জলা,, বাহুক
বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমাবস্থাতে সন্তান
না হওয়াতে অনেক যত্ন করেন, বিখ্যামিত্র হোতাহন, বশিষ্ঠ
ঔক্ষাতা, যমদগ্নি ব্রহ্মা হইয়াছিলেন, যজ্ঞান্তে ইন্দ্র প্রত্যক্ষ
হইয়া পুত্ৰীয়চক্র সুদেবীকে প্রাশন করাইয়া রাজাকে স্বর্গময়
এক ধানি রথ প্রদান করেন, সেই রথকে অশ্বে বহন
করেন নাই, যজ্ঞ পতাকাবৃত্ত কামচারী অর্থাৎ জলস্থল শূন্যে
সম্মান গমন করিতে পারিত, সেই কামগামী রথে আরোহণ
করিয়া রাজা বাহুক সর্বত্র পর্য্যটন করিতেন । কিছু কাল

পরে রাজমহিষী চরুপ্রাশন কলে গর্ত্তবতী হন। সেই সময়
 হৈ হন অর্থাৎ বোম্বাই দেশীয় তালজঙ্ঘ কত্রিস গণাধিপ
 রাজা বীরকেতু, পূর্ব পুণ্ড্রবংশীয় কত্রিস, যাহারা মিশ্রদেশে
 বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাহকের
 রাজধানী অযোধ্যাকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের সহিত
 ছয়মাস বাহক যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, তখন তাঁহার বয়স
 ৫০০০ সহস্র বৎসর, অতএব রোহিত রাজা অবধি বাহকেরাজ।
 পর্যন্ত অষ্টম পুরুষের রাজ্য শাসন কাল-একোন সহস্রতি
 সহস্র বর্ষ হয়। (৬৯০০০)

বাহক পরাজিত হইলে তাল জঙ্ঘ ও পূর্ব যবন জাতি-
 যেরা অযোধ্যায় ভয় পতকা উড়ুড়ানমান্না করিয়া রাজপুর
 লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, ঐ সময়, গর্ত্তবতী রাণী সুদেবী
 ও সুবর্জলা, এই দুই রাজমহিষী পলায়ন পরায়ণ হইয়া
 তীর্থমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহর্ষির শরণাপন্ন হন,
 মুনিও তাহাদিগকে শরণ প্রদান পূর্বক কন্যাতাবে প্রতি
 পালন করিতে লাগিলেন। এবং অভয় প্রদান করিয়া
 কহিলেন, মাতঃ! তর নাই পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে, তবগর্ত্তে
 বীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তোমরা অগ্নিদেবের
 মধ্যেই পুণ্ড্রমুখ দর্শন করিতে পারিবে।

সন্দেহ নিরসন ।

২ অংশ ।

পরম হংসের উত্তর । রে বৎস ! আরও শ্রবণ কর, নির্জী-
কার, নিরঞ্জন, সৰ্বব্যাপী, অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ
জ্ঞান হওয়া অতি কঠিন, বিশেষতঃ অব্যক্ত রূপের উপাসনার
কর্তাভিশয় প্রযুক্ত কেহই সক্ষম নহেন । তবে যে যাহা বলে,
সে বাগাড়ম্বরমাত্র, ফলিতার্থ গুণবদেহে নিগূঢ়তার স্বরূপ
জ্ঞানে চিত্ত নিবেশিত কখনই হয় না । এ কারণ
জীবানু কল্পী ভগবান সাধকদিগের হিত সাধনায়
উপাসনা সিদ্ধার্থে সৰ্ব তত্ত্বময় স্থান অবিস্মৃক্তে স্বয়ং বিশ্বে-
শ্বর রূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন । এই বরণাসি মধ্যে যে
স্থান কালী, তাহা জীবের নাসার উৰ্দ্ধ ভ্রুদল মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রা-
কৃতি নাদ শক্তি পরিবেষ্টিত পরমায়া বিন্দুতীর্থরূপে বিখ্যাত
রহিয়াছেন । অর্থাৎ যেমন বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিস্মৃক্ত
ক্ষেত্র, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সূর্য সরিৎ ও তদ্বিপরীত ভাগে বরণা
অসি পরিচেন্দন করিয়া রহিয়াছেন । সেই রূপ ভ্রুদল মধ্যে
দিকত্রয়ে ত্রিগুণা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীত্রয় বেষ্টিতা
বরণা ও নালী তদ্বিপরীতাদিধাশিনী হইয়াছেন । মধ্যে
স্থিত ক্ষেত্র পঞ্চকোশ পরিমিত, ভ্রুমধ্যে ও পঞ্চকোষাঅক-
ভূত তন্মাত্র সংস্থিত বিন্দুস্থান হয় ।—কালীপুরের অধিষ্ঠাতা
কালরাজ, ভ্রুদলে ও শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ সমরপরীক্ষক কাল হইলেন ।

কাশীক্ষেত্রে বিশ্বরাজ দুণ্ডুবিনারকের স্থিতি, ভ্রদল মধ্যে ও
 বিনারক রূপী মহাবিশ্বরাজ মনের স্থিতি হয় । তৃত্বার্থে
 কাশীতে যেমন অবস্থিতি চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর ঘাট আছে,
 সেই রূপ ভ্রদলের অধীনে জীরের তৃত্বার্থে চতুঃষষ্ঠী ব্রহ্ম
 ঘাটরূপে পরিসংস্থিত হইয়াছে । অবিমুক্ত যেমন লোলা-
 কের স্থান, ভ্রদল মধ্যেও শূন্যাবলম্বিত লোলরূপ নাদ-
 রূপী সূর্য্যের অবস্থিতি হয় । যথা “নাদচক্রে স্থিঃ সূর্য্যো
 বিন্দু চক্রে চ চন্দ্রমা ইতি,, অতএব নাদ চক্রে সূর্য্য বলিয়া
 সকল শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন । কাশীতে যেমন ব্রহ্মনাল
 মণিকর্ণিকার অবস্থিতি, এ স্থানেও চক্রস্থপন্নাল রূপা
 ক্ষুদ্রা ব্রহ্মপুর গামিনী হইয়াছেন, এজন্য তাহাকে ব্রহ্মনাল
 বলিয়া উক্ত করেন । পরাশক্তি কুণ্ডলাকার মহামণি স্বরূপ
 বিন্দু সরোবর রূপে ভ্রদলে সংস্থাপিত আছেন, কাশীক্ষেত্রে
 ভবানী অন্নপূর্ণা রূপে অধিবাস করেন, ভ্রদল মধ্যেও ভব-
 শক্তি অর্থাৎ জীবের উৎপাদিকাভোগ প্রদায়িনী শক্তি অব-
 স্থিতা আছেন, “তৃধাতু সত্তাতে বর্তে,, অতএব ভব শক্তি
 উৎপত্তি, আনীশক্কে প্রত্যক্ষ অনিকাশক্তি ইহাতেই অন্নপূর্ণার
 নাম ভবানী হয় । সকল দেবতারাই কাশীতে অধিবাস
 করিয়াছেন, ভ্রদলেও প্রাণ বায়ুর সত্তাকে আশ্রয় করিয়া
 সকল ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব অধিকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে ।
 অতএব অধ্যাত্ম ভক্তের পরিজ্ঞাপক যে অবিমুক্ত কেত্র
 তাহাতে সংশয় কি? তবে যে সংশয় জন্মে সে মূঢ়তা-
 মাত্র ।

কাশীক্ষেত্রে গঙ্গা যমুনাৰূপে বরুণা ও নানীনদীদ্বয়রূপে অবস্থিতি করেন। যেমন ক্রন্দল মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা স্বরূপাবরুণা ও নানী নাড়ীদ্বয় অবস্থিতা আছেন। “বারুণতীতি, বরুণা,” “নানীতীতি নানী,” ইড়াতে প্রাণবায়ুর পুরক রূপ অবগাহনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত মলের বারণ হয়। পিঙ্গলাতে প্রাণবায়ুর বৈরচনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। অর্থাৎ মনো, বুদ্ধি, ইন্দ্র, পাদ, উপস্থ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা জন্ম জন্মান্তরীয় পাতকের বিনাশ হয়।

অবিযুক্ত ক্ষেত্রেও বরুণাতে অবগাহন মাত্র সমস্ত ইন্দ্রিকৃত পাপের অপহরণ হয়, অর্থাৎ জন্ম জন্ম ইন্দ্রিয় সংঘম করিলে যে ফললাভ হয়, বরুণার বারিস্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ফলের সমাকলাভ হইয়া থাকে। এবং নানীতে অবগাহন মাত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। অতএব ঐতর্যদীর্ঘয়ের মধ্যবর্তিনী কাশী, অর্জচন্দ্রাকারে গঙ্গাদেবী প্রদক্ষিণ করিয়া রহিয়াছেন। এবং পরমপদ প্রদায়িনী গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়া উত্তরায়ণ দেবমানকে প্রদর্শন করাইতেছেন, অর্থাৎ যোগী জনেরা পিঙ্গলাদ্বারে আদিত্যে প্রবেশ করিয়া যোগ প্রভাবে যে পরমপদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কাশীতেও ব্যক্তি মাত্রেরই সকল বিশেষধর্মাত্মকম্পার সেই বিষ্ণুর পরমপদকে লাভ করেন।

যদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বীর যাগ যজ্ঞ সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম করা ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ না করিলেও হয়, করিলে মঙ্গল ব্যতীত

কৃতি নাই, কাশীক্ষেত্র বাসেও সেই তত্ত্ব দেখাইয়াছেন, অগ্নি বরগাতে গঙ্গাস্তম্ভ সংমেলন রূপ তৎ সন্ধিকে সক্ষ্যা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে অবগাহন, তাহার নাম ব্রহ্মসক্ষ্যা, ইহা ব্রাহ্মণদিগের ত্রিসঙ্কোপাসনা কালীন আপোমার্জ্জন মন্ত্কার্থে এবং আচমন মন্ত্কার্থের সহিত ঐক্য করিলেই বারানসীর মহিমা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি হইতে পারে? অর্থাৎ অধ্যাত্ম যোগে যোগীগণেরা স্ব শরীরে যে সকল ভীর্ণের কল্পনাতে ত্রিবিধ প্রকার পাপক্ষালন করিয়া থাকেন, এই অবিশুদ্ধ ক্ষেত্রেও সে সকল প্রত্যক্ষ ভূত রহিয়াছে, অর্থাৎ ভগবৎ কর্তৃক চির প্রকল্পিত রহিয়াছে, যে এখানে বরগাত্রে গঙ্গায় স্নান করিলেও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্ম সকল সম্যক সম্পাদন করা হয়। আশ্রম সাধ্য বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ করিবার অপেক্ষা থাকে না। এ বিধায় আচণ্ডাল মুচ্ছ পুরুষ, যবন, কিরাতাদি এবং স্ত্রী শূদ্রাদি যাহাদিগের বেদ মন্ত্রে অধিকার নাই, তাহাদিগের এক কাশীবাসেই বেদাধ্যয়ন, বেদানুষ্ঠান, ও তদর্থ ধারণার সম্যক ফল লাভ হয়। *যেমন পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান সর্ব জীবের মোক্ষ কারণ, তদ্রূপ কাশীবাসও সর্ব জাতির মোক্ষের কারণ হয়। বেদোদিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার আছে, মূলভোপায়ীভূত বারানসী ক্ষেত্রে মোক্ষপদ প্রাপ্তি বিষয়ে কোন জাতির নিয়ম নাই স্ত্রী পুরুষ কোন জাতির বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, কোন মন্ত্রের বা কোন কৰ্ম্মের বিধি নাই, ধার্মিক

রা অধাৰ্ম্মিকের কোন বিচার নাই, পণ্ডিতও মুর্থ এ বিবেচনা নাই। যে কেহ যে কোনরূপে কাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করে। একারণ সৰ্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন। যে “যেবাং কাপি গতি নাস্তি তেবাং বারা-
ণসী গতি রিতি,, যে সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচার ভ্রষ্ট অধম ব্যক্তির একা কাশীই পরমা-
গতি হয়েন।



গৃহস্থ ধৰ্ম্ম।

গৰ্ভাধান সংস্কার।

পুনরাজ্ঞাং সমাদায় ধাত্বা বিষ্ণুং পরাংপরং।
বিক্ষো জ্যোত্ঠেন রূপেণ ভাৰ্ম্মা মম্যা স্বরীয়সং ॥
মৃত মাধেহি ঠ দ্বন্দ্ব, মুক্তা বহৌ হবিষ্ঠ্যজ্ঞেং ॥

অনন্তর মৃত লইয়া শ্রাব হস্তে পরাংপর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া “বিক্ষো জ্যোত্ঠেন,, ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ পূৰ্ব্বক অগ্নির জ্যাম্বন্ত মন্ত্রে পুনর্সার অগ্নিতে অভিত প্রদান করিবে। পুনরপি তন্ত্ৰোক্ত মন্ত্ৰং।

কামেন পুটিতাং মায়াং মায়ায়া পুটিতাং বধুং।
পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পুটিতাম্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥

কামবীজে মায়াবীজ পুটিত করিয়া, এবং মায়াবীজে বধু বীজকে পুটিত করতঃ পুনর্সার কামবীজ ও মায়াবীজকে উচ্চারণ করিয়া পতি পত্নীর মস্তক স্পর্শন করিবে।

পতি পুত্রবতীভিঃ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
শির আলভ্য হস্তাভ্যাং বধাঃ কোড়াঞ্চলে পতিঃ।
বিকুং ছুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাৎবাদদ্যাং কলত্রয়ং॥

অনন্তর, পতি পুত্রবতী নারীগণে বেষ্টিত হইয়া পতি
ভার্য্যার মস্তকের উপর দিয়া দুই হস্ত খুলাইয়া বিকু ছুর্গা
ত্রিকা সূর্য্যকে ধ্যান করিয়া তিনটি কল তাহার অঞ্চলে প্রদান
করিবে।

ততঃ স্মিতিকৃতং ছদা প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ।
যদা প্রদোষ সময়ে গৌরীশঙ্কর পূজনাৎ।
ভাস্কর্য্যার্থং প্রদানাক্ষ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ॥

অনন্তর, স্মিতিকৃত হোম করিয়া পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম
দ্বারা ভূতি কার্য্য সমাপন করিবে। এবং প্রদোষ সময়ে
পার্ব্বতী সহ মহাদেবের পূজার ও সূর্য্যার্য্য প্রদান হেতুক
স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শুদ্ধি হয়।

ভার্ত্তবৎ মম্বিতং কর্ম্ম গত্ত্বা ধান মথোশ্লু।
তদ্রাশ্রয়ানা রাত্রে বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া॥

পুংসবন ক্রিয়ায় হোম কর্ম্ম সমাপনান্তে ঋতু মন্থন গত্ত্বা
ধান কর্ম্ম অর্থাৎ রৈত সেবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি প্রবণ
কর। ঐ দিবস রাত্রে অথবা অন্য কোন দিবস অবুধ্যা
রাত্রে ভার্য্যার সহিত পতি।

সদনাত্যন্তরং গদা ধ্যাৎবাদেবং প্রজাপতিং।
স্পৃশেৎ পত্নীং পঠেৎ ততী মায়াজ পুরঃসরং।
সুআবমোঃ প্রজায়েৎ তং শবো শুভকরী ভব॥

বাগ গৃহাভ্যন্তরে গমন করতঃ অধিষ্ঠাতা প্রজাপতিদেবকে
ধ্যান করণ পূর্ব্বক শয্যা ও পড়ীকে স্পর্শ করিয়া মাস্তাবীজ
উচ্চারণ করতঃ এই মন্ত্র পাঠ করিবে, “আবয়োরিতি,”
আমাদিগের উত্তরের সুপ্রজা অর্থাৎ সুসন্তান প্রাপ্তির
নিমিত্তে শয্যা তুমি শুভকরী হও ।

আরুহ্য ভার্য্যা শয্যা প্রাণ্ডমুখোবা পাদং মুখঃ ।

উপবেশ্য স্মিয়ং স্পৃশ্যান হস্ত মাদায় মন্তকে ।

বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মনুং অপেং ॥

মন্ত্র পড়িয়া ভার্য্যার সহিত পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে উপ-
বিষ্ট হইবে, উপবেশনানন্তর পতি স্ত্রীর হস্ত লইয়া আপ-
নার মন্তকে রাখিয়া, পরে বাম হস্তে স্ত্রীকে আলিঙ্গন
করতঃ দক্ষিণ হস্ত স্পর্শন দ্বারা তাহার অঙ্গে স্থানে স্থানে
মন্ত্র জপ করিবে ।

শীর্ষেকাম শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্ভবং শতং ।

কণ্ঠেরমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বৈ শতং শতং ।

হৃদয়ে দশধামায়াং নাভীভাং পঞ্চবিংশতিং ।

জপ্ত্বা বোনৌ করংদ্বা কামেণ সহ বাগ্ভবং ।

শত মফৌস্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেপোবং সমাচরন্ ॥

পতি, ভার্য্যা মন্তকে একশতবার কামবীজ, চিবুকে একশত
বার সরস্বতীবীজ, কণ্ঠে বিংশতি বার লক্ষ্মীবীজ, উত্তর স্তনে
শত শতবার লক্ষ্মীবীজ, হৃদয়ে মাস্তাবীজ দশবার, নাভি-
দেশেও মাস্তাবীজ পঞ্চবিংশতি বার জপ করতঃ পরে বোনি
দ্বারে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কামবীজের সহিত সরস্বতীবীজ

অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে, অনন্তর স্বলিঙ্গেও অষ্টো-
ত্তর শতবার জপ করিতে হইবে ।

বিকাশা মায়য়াযোনিং স্ত্রিয়ং গচ্ছৎ সূতাপ্তয়ে ।

রেতঃ সম্পাত সময়ে ধ্যান্তা বিশ্বকৃতং পতিঃ ।

নাভেরস্তাং চিৎকুণ্ডে বস্তিকায়ান্ প্রপাতয়েৎ ॥

অনন্তর, মায়্যাবীজ উচ্চারণপূর্বক যোনিদ্বার, বিকাশকরতঃ
পুঞ্জ প্রাপ্তির নিমিত্তে পতি স্ত্রীতে উপগত হইবে, বীৰ্য্যানিঃসা-
রণ সময়ে বিশ্বকর্তা অগচ্ছাতা প্রজাপতিকেকে মনে স্মরণ করিয়া
মাভির অধঃবস্তিদেবে জ্ঞানকুণ্ডে রেত সম্পাতন করিবে ।

শুক্ৰ সেকান্তরং বিধানু ইমং মন্ত্র মুদীরয়েৎ ।

বীৰ্য্যাদানানন্তর বিধান পতি স্ত্রী মস্তকে এই মন্ত্র পাঠ
করিবে । যথা ।

যথাগিণী সগত্ৰাভূর্দো যথা বজ্রধারিণী ।

বায়ুনাদিগ্ গত্ৰ বতী তথা গত্ৰ বতী ভব ।।

যেমন অগ্নি কর্তৃক পৃথিবী গত্ৰধারণ করেন, যেমন ইন্দ্র
কর্তৃক দ্যৌ স্বর্গভূমি গত্ৰবতী হন, দিক্ সূক্ষ্মরীগণ যেমন
বায়ু কর্তৃক গত্ৰবতী হয়েন, সেই রূপ ভূমিও আমা কর্তৃক
গত্ৰবতী হও ।

এই পুংসবন কর্মে বাল্ল স্থাপন সকলেরই আছে, কেবল
সামবেদীয় ব্রাহ্মণের ছতিকার্য্য নাই, কিন্তু তান্ত্রিকী ক্রিয়া
সকলি করিতে হইবে, নতুবা সংস্কার ভ্রষ্ট হয়, ঋতু রক্ষা
বিষয়ে যে অনুর্ত্তান উক্ত হইল, ইহা অবশ্য কর্তব্য, নচেৎ
যোনি শুদ্ধ হয় না, অশুদ্ধ যোনিতে পবিত্র সন্তান কখনই

জন্মেনা, সুতরাং প্রকৃত সংস্কারাভাবেই একালে অপবিত্র
পুত্র সকল জন্মিয়া যথেষ্টাচারে রত হইতেছে, এবং সন্তা-
নোৎপত্তি বিষয়ে বীৰ্য্যও মোঘ হইতেছে, বিচক্ষণ দিগের
সংস্কার ধৰ্ম্ম রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। ঐ সকল বিষয়ে উপ-
হাস করিলে, আপন আপন বংশকেই উপহাসের স্থল করা
হয়। সংস্কার হীনে উৎপন্ন সন্তান ক্রিয়া হীন, ধৰ্ম্ম হীন,
আচার হীন, উদ্ধত উন্মত্তবৎস্র প্রায় পর্য্যটন মাত্রকরে,
তাহাদিগের ধৰ্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়েই আস্থা থাকেনা,
রাক্ষসানুর বৎ দেব ব্রাহ্মণ শাস্ত্র ছেদ নিরন্তরই করে, এবং
পিতা মাতারাও সেই সন্তান হইতে কলঙ্কাক্ত হইয়েন,
কেবল তাহাও নহে, বরং তাহাদিগের দ্বারা অনবরত য-
জ্ঞণা জালে আবৃত হইয়া পরিতাপিত হইতে থাকেন। যত
অসৎ কর্ম্ম সংসারে আছে, অসংস্কৃত প্রজা হইতে তাহা
প্রায়ই সুসংপাদিত হয়, তবে যে সকল ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদেব বশতঃ অক্ষের লক্ষ ভেদন
ন্যায় সহস্রের মধ্যে এক জন হয়, তাহাও সম্যকরূপ সংস্কার
কৃত কল নহে, কেবল বৈধ দিবসে বৈধ লগ্নে বৈধ তিথি
নক্ষত্রাশ্রিতে এবং তদ্বিনে পিতা মাতার মানসে অচিন্তিত
দৈব প্রভাবে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারাই একালে
আর্য্য ধৰ্ম্মে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহা পক্ষপাত
শূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তির সন্দেহ
কি অসঙ্গত বোধ করিতে পারিবেন? এতদ্বোধ জন্মিলেই, আ-
মার এতৎ পরিশ্রমের চরিতার্থতা হয়। নচেৎ পক্ষপাতাধীন

হেতুবাদ প্রদর্শন করিলে কেহই কিছু নিশ্চয় করিতে পারি-
বেন না । আমি আশ্রুত] কণ্ঠে কহিতে পারি, যে একালে
এমত লোক বিরল হইয়াছে, এ সকল বাক্যের প্রতি বিশ্বাস
কদাচিৎ কোন ব্যক্তির জন্মিবে, এ সমস্ত বিশ্বাস করা থা-
কুক এতৎপত্রিকা পাঠ করিতে কেহই প্রায় সম্মত হইবে না,
পাঠ করা ও রসাতলে যাউক একবার দেখিতেও কেহ
উৎসুক হইবে না, বরং এতদুপলক্ষে আমাদিগকেও যথো-
চিত ইঙ্গিত করিতে পারেন? যাহারা অপবিত্র যোনিতে
উৎপন্ন হয়, তাহারা কখনই পবিত্র কারণ কর্ম্মের প্রতি
প্রবৃত্ত হয় না, কদাচিৎ মনের প্রবৃত্তি জন্মিলেও কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইতে পারে না, আকরের বিশেষ আকৃষ্টি আছে ।

ইতি গর্ত্তাধান সংস্কার সমাপ্তঃ ।



জাতে গর্ত্তে ঋতৌতন্মিষ্য ন্যামিন্ বা মহেশ্বরি ।

তৃতীয়ে গর্ত্তে মাসেভু চরেৎ পুংসবনং গৃহী ॥

হে মহেশ্বরি । স্ত্রী ঋতুতে গর্ত্ত জন্মিলে পর গৃহিব্যক্তি
গর্ত্তের তিন মাসে পুংসবন সংস্কার করিবেন ।

কৃত নিত্য ক্রিয়োভর্ত্তা পঞ্চদেবান সমর্চয়েৎ ।

গৌর্যাঙ্গি মাতৃকা ষ্টৈশবংসোদ্ধার প্রপাতনং ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃৎ পুর্বেকৃত বিধিনামুদীঃ ॥

সুবুদ্ধি ভর্ত্তা কৃত নিত্য ক্রিয় ও স্মৃতি হইয়া, ঘট স্থাপন
পূর্বক গণেশাদি পঞ্চ দেবতা ও গৌর্যাঙ্গি ষোড়শ মাতৃকা

পুজা করণানন্তর পূর্বোক্ত বিধান ক্রমে বন্ধুধারা সম্পত্তন।
যুষা জপ করিবেন এবং যথা বিधानে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও করিবেন।

ধারাহোমাস্ত মাপাদ্য কুর্থাৎ পুংসবন ক্রিয়াং।

প্রাজাপত্যচরু স্তত্র চক্ষনামা হুতাশনঃ ॥

ধারা হোমাস্তে অর্থাৎ যথা বেদোক্ত বিধি দ্বারা বহি
স্থাপন পূর্বক চন্দ্র নাম হুতাশন প্রতিষ্ঠা করিয়া পুংসবন
চরু পাক করিবেন, অর্থাৎ প্রাজাপত্য চরু হোম করিবেন।

গব্যো দধি যবৈকৈকং দ্বোমাষাবপি নিঃক্ষিপেৎ।

পতিঃ পৃচ্ছেৎ জিয়ং ভদ্রে কিং ত্বংপিবসি জিঃ কৃতং।

দধি মধ্যে এক যব দুই মাষ নিঃক্ষেপ করতঃ পতি পত্নী
হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, ভদ্রে ! তুমি কি পান ক-
রিবে ? এই রূপ তিনবার জিজ্ঞাসিবে।

ভতঃ সীমন্তিনী ক্রয়াৎ মাষং পুংসবনং জিধা।

অশ্বতীং জীন পিবেমারী যব মাষ যুতং দিধি ॥

অনন্তর ঐ তিনবারই পতিকে সীমন্তিনী উত্তর দিবে, যে
মাষ পুংসবন পান করিতেছি, ইহা কহিয়া পতি দত্ত যব
মাষ সংযুক্ত তিন গণ্ডুষ দধি পান করিবে।

জীবৎ সূতাভি বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ।

সংস্থাপ্য বাম ভাগেতাং চরু হোমং সমাচরেৎ ॥

অনন্তর যে জীব কখনই সন্তান মরেনাই এমন কতক গুলি
জীলোকের সহিত আপন পত্নীকে যাগ স্থানে আনয়ন .
করতঃ বাম ভাগে বণাইয়া চরু হোম করিবেন।

পূর্ব বচর মাদায় মায়াং কুর্চং সমুচ্চরন্।

যে গত্র বিয়কর্তারে। যেচ গত্র বিনাশকাঃ।

ভূতঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতলা বাল ঘাতকাঃ ।

তান্ সর্কামাশয় স্বন্দং গত্র' রক্ষাং কুরুদিষ্ঠ ॥

পূর্ব্ববৎ চক্ৰ লইয়া মায়া বীজ ও কুর্চ্চ বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক
যাহারা গত্র' বিঘ্ন কর্ত্তা, ও যাহারা গত্র' বিনাশক, ভূত
প্রেত পিশাচ বেতাল এবং বাল ঘাতকগণ, তাহাদিগকে
নাশ কর নাশ কর, এই গত্র' রক্ষা কর, রক্ষাকর বল্লভজামাস্ত
এই মন্ত্রে অধিতে চক্ৰ আছতি দিবেন, অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা
রক্ষস্ব ভতানশনকে স্মরণ করিয়া, এবং রুদ্র ও প্রজাপতিকে
ধ্যান করতঃ ঐ চক্ৰ ছাদশবার আছতি দিবেন ।

ততো মায়া চন্দ্রমসে স্বাহেত্যাহুতি পঞ্চকং ।

দত্বা ভার্গ্যাং হৃদি স্পৃষ্টী মায়াং লক্ষ্মীং শতং জপেৎ ॥

অনন্তর মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বল্লভজামাস্ত “চন্দ্রমসে,,
মন্ত্র দ্বারা পঞ্চাছতি প্রদান করিবেন । পরে পত্নীর রুদয়
স্পর্শ করতঃ মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ এক শত বার জপ
করিবেন ।

ততঃ স্থিষ্টি কৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ॥

তাহার পর স্থিষ্টি কৃত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোমাস্ত
পূর্ণাছতি দিয়া বল্লি বিসর্জ্জন করিবেন, এতাবৎ পুংসবন
স্বংস্কার সমাপন জানিবে ।

ততস্ত পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং ত্রিৈ ।

শকরা মধুহুঙ্কথ হুতং দধি সমাংশকং ।

পঞ্চামৃত মিদং প্রোক্তং দেহ শুকৈ বিধিয়তে ॥

অনন্তর পঞ্চ মাস গত্র' কালে জ্রীকে পঞ্চামৃত দিবে,
তাহার ক্রম চিনি, মধু, হুত, চুখ, দধি এই পঞ্চামৃত উক্ত

সমান ভাগে লইয়া মন্ত্র পুত করতঃ দেহ শুদ্ধার্থে প্রাশন করাইবেন । এবং দধি দুগ্ধ যুত গোমুত্র গোময় এই পঞ্চগব্য তাহার সঙ্গে মিশ্রিত করিবেন । যথা ।

বাগ্ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং কুর্চং পুরন্দরং ।

পঞ্চ গব্যো পরিশিবে শ্রজপা পঞ্চ পঞ্চধা ॥

পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্যোপরি সরস্বতী বীজ, কামবীজ, লক্ষী-বীজ মায়াবীজ, কুর্চবীজ, এবং ইন্দ্রবীজ, পাঁচ পাঁচ বার জপ করিবেন, অথবা বেদোক্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া লইবেন ।

একী কৃত্য মৃতান্যত্র প্রাশয়েদয়িতাং পতিঃ ॥

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত একত্র মিলিত করিয়া পতি ভার্যাকে পান করাইবেন । ইহা পান করিলে গর্ভস্থ সন্তানের শরীর পবিত্র হয়, যদিও ইহা দশ সংস্কারের মধ্যে পুত না হউক, তথাপি ইহাকেও এক প্রধান সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করা যায় ।

ইতি পঞ্চামৃত প্রাশন বিধি ॥



পুষ্প মাহাত্ম্য ।

করবীরং জবাদেবি স্বয়ং কালী নচানাথ ।

ভার্যচ অপরাটৈব স্বয়ং ত্রিপুরাসুন্দরী । ইতি ।

পুরস্চরণ রসোজ্জ্বল ।

হে দেবি । করবীর পুষ্প, আর জবা পুষ্প, সাক্ষাৎ কালী, ভার্য, অপরা, এবং ত্রিপুরাসুন্দরী রূপ হইয়া ইহার অন্যথা নাই ।

করবীর জবামূলে তুলস্যা নগনন্দিনি।

যদি প্রাণাং স্ত্যজেদেবি মাহাত্ম্যং তস্য সুন্দরি ॥

হে দেবি! পর্বত রাজ পুঞ্জি! হে সুন্দরি! করবীর
ও জবা এবং তুলসী মূলে যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে
তাহার যে কি মাহাত্ম্য সে কথা বলা যায় না।

বক্তৃকোট শতেনাপি জিহ্বাকোট শতেনচ।

বর্ণিতং তস্য মাহাত্ম্যং নশকৌমি কদাচন ॥

যদি শত কোটি বদনে শত কোটি জিহ্বা হয়, তথাপি
আমি জবা তুলসী করবীর মূলে প্রাণ ত্যাগের মহিমা
কহিতে কদাচ শক্তি হই না।

শুক্লং কৃষ্ণং তথাপীতং হরিতং লোহিতং তথা।

করবীরং মহেশানি জবাপুষ্পং তথৈবচ।

স্বয়ং কালী মহামায়া স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী।

অনাদরং নকর্তব্যং কৃচ্ছাচ নরকং ব্রজেৎ ॥

শুক্ল, কৃষ্ণ, পীতবর্ণাদি এবং শ্যাম, বা লোহিত বর্ণ,
করবীর, ও জবা পুষ্প, স্বয়ং কালী ও মহামায়া ত্রিপুরা-
সুন্দরীর স্বরূপ হয়। অতএব ইহাকে অনাদর করা উচিত
নহে, বিশেষতঃ অনাদর করিলে মহা নরকে গমন হয়।

কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাৎ ভদ্রকালী নসংশয়ঃ।

করবীরঞ্চ ভুবনোদ্রোণং ভুবন সুন্দরী।

জবা সাক্ষাৎভগবতা সৰ্ব্ব বিদ্যা স্বরূপিনী ॥

কৃষ্ণা অপরাজিতাপুষ্প সাক্ষাৎ ভদ্রকালী কপ, মহামায়া
ভুবনেশ্বরী সাক্ষাৎ করবীর কপা, ত্রিপুরাসুন্দরী দ্রোণপুষ্প
কপা এবং সৰ্ব্ব বিদ্যা স্বরূপা ভগবতী তার। সাক্ষাৎ জবা
পুষ্প রূপে আবিভূতা, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

নিত্যধর্ম্মনুরঞ্জিকা ।

২৬৩

যে সাধক। জগন্মাত রচয়ন্তি শিবপ্রিয়াং ।

এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডি সশিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥

হে জগন্মাত! চণ্ডিকে দেবি! যে সকল সাধক এই সব পুষ্প দ্বারা সদাশিব প্রিয়া ভগবতীকে নিম্নত অচ্চনা করেন, সেই সকল সাধক সাক্ষাৎ শিবরূপ হন, তাহাতে সংশয় নাই ।

কিংজপেঃ কিং তপোভির্কা কিংদাতৈর্কা কিমধরৈঃ ।

যেনার্চিত! জগদ্ধাত্রী দ্রোণ কৃষ্ণাজবা দিতিঃ ।

রাজসুয়াশ্ব মেধাদৈৱ কীজপেয়াগ্নিহোত্রকৈঃ ।

কলং যজ্জায়তে চণ্ডি তৎসর্বং কুসুমার্চনাং ॥

যে ব্যক্তি কর্তৃক এই সকল পুষ্প দ্বারা জগন্মাতা ভগবতী অর্চিতাহন, তাহার আর জপ, তপ, দান, ও যজ্ঞাদিতে কার্য্য কি? এবং দ্রোণপুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণ অপরাঞ্জিতাপুষ্প, ও জবাদি পুষ্পদান করিলে, রাজসুয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় ও অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞের যে কল, তাহা ঐ সকল পুষ্পে পরমেশ্বরীর অর্চনাতে লাভ হইয়া থাকে ।

জবাং দ্রোণং তথা কৃষ্ণা মাল্লুরং করবীরকং ।

সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ মহাদেবো নিবেদয়েৎ ।

জবাপুষ্প, ও কৃষ্ণা অপরাঞ্জিতা, ও বিল্বপত্র এবং করবীর পুষ্প সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ, অতএব ব্রহ্মরূপা মহাদেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক নিবেদন করিবে ।

শ্বেতচন্দন সংযুক্তং রক্তচন্দন লিপিতং ।

বাঁদদ্যাদিস্তুতি ভাবেন সবিশেষো নসংশয়ঃ ॥

ঐ সকল পুষ্প শ্বেত চন্দনে যুক্ত এবং রক্তচন্দনে লিখিত
করিয়া যে ব্যক্তি জগদ্ধাত্রী মহামার্যাকে ভক্তি পূৰ্ব্বক প্রদান
ররে, সে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হয়, তাহাতে সংশয় নাই ।

অথ কাম্যপুষ্প দান ফল ।

করবীরসা মাঘাস্ত্র সহস্রাণি দদাতি যঃ ।

সকামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ দেবীলোকে মহীয়তে ॥

যে ব্যক্তি সহস্র করবীর পুষ্প, সহস্র কুম্ভপুষ্প সঙ্কলন
করিয়া ভগবতীকে প্রদান করে, সে ব্যক্তি সঙ্কলিত অভীষ্ট
ফল সকল লাভ করিয়া পরকালে দেবী লোকে বাস করে ।

তত্রৈব করবীরেণ পদ্মানাং হেমসহস্রকে ।

সেইরূপ, পদ্মকরবীর সহস্র বয় আর পদ্মপুষ্প সহস্র-
বয়ে, সৰ্ব্বাভীষ্ট লাভ করতঃ অসংখ্য কাল দেবীলোকে
অবস্থিত করে ।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা ।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন । সম্পাদক ।

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাসী হইতে বক্টন হয় ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ২৫৬ নং ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুন দ্বিতীয়ঃ স্বপাঃ

২ কণ্ঠ ১৮ খণ্ড।



সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞাননন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যা হ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।

গোলকেশং সজ্জলজলদশ্যামলং স্মেরবস্ত্রং।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দমুখং পরেশং।

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭২ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ চৈত্র।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান।

বাছক রাজার পত্নীদ্বয় ওর্সাজ্জমে অবস্থান করেন, কনিষ্ঠা মহিষী অন্তর্কর্ত্ত্বী হইরাছেন ইহা জানিয়া ঈর্ষা প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী অমের সহিত তাহাকে গরভোজন করাইলেন, কনিষ্ঠা পত্নী তৎকালে তাহা বিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, পরে রত্নধনদারুণ বিষ আলায় তাহাকে ক্রমে অবশ করিতে

লাগিল, তখন বিষম বিষয়ালার দন্দহমানা হইয়া ঔর্ধ্বমুখ-
 ধানে গিয়া রোদন করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ !
 আমার শরীর কেন অবসন্ন হইতে লাগিল, আর সর্কাজ
 আমার বিষম আলা বিশিষ্ট হইতেছে, আমার বোধ হই-
 তেছে, যেন উদর মধ্যে প্রজ্জ্বলিত উল্কার ন্যায় সর্ব
 শরীরকে দগ্ধ করিতেছে, হে প্রভো ! একি হইল ? আমার
 অঙ্গ বড় বিকল হইতেছে, আর প্রাণ রক্ষা হয় না, ঔর্ধ্বমুখি
 তদ্বিকলতাদর্শনে উদ্বিগ্নমনা হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত
 পূর্বক বিষপানে নর শরীরের যেকুণ অবস্থা হইয়া
 থাকে, তল্লক্ষণানুসারে আনুমানিক নিশ্চয় করিলেন,
 যে ঋষী পূর্বক জ্যোতী রাজমহিষী ইহাকে বিষপান করাই-
 রাছেন, উপায় কি ? বাভ্রক কি একেবারে হতবংশ হইবে ?
 ইতি চিন্তাকুল মহর্ষি, মহোষধী প্রাশন করাইয়া সুবর্চলাকে
 কহিলেন, মাতঃ ! ভয় নাই-এ বিষে তোমার কোন বিপত্তি
 হইবে না, দেবগুরু প্রসাদে তুমি জীবিতা থাকিয়া পুত্র প্রসব
 করিবে ? কোন চিন্তা করিহ না, এতদ্রূপ শাস্ত্র বাক্যে
 সাস্তুনা করিয়া, স্বাত্মমে সংস্থাপনা করিলেন । মুনিবর
 প্রসাদে তাহার কোন গর্তের বৈলক্ষণ্য জন্মিল না, সংপূর্ণ
 কালে গরের সহিত সুলক্ষণাক্রান্ত একপুত্র প্রসব করিলেন,
 গর সহিত জন্মিলেন, ইহা জানিয়া ঔর্ধ্ব মুখি তাঁহার নাম
 “সগর” রাখিলেন । সুলক্ষণে লক্ষিত পুত্রমুখ দর্শনে রাজী
 অত্যন্ত সন্তোষিতা হইয়া পতিও রাজ্যবিয়োগজনিত, শোককে
 একবারে বিস্মৃত হইলেন, সগর ঔর্ধ্বাঙ্গমে শুক্লপাকীর শশ-

ধর সদৃশ দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন । মহামুনি ঔর্ষ তাঁহার জাত কর্ম্মাদি সংস্কার আপনি করিলেন ।

রাজপুত্র সগর মুনি বালকদিগের সহিত সর্বদা ক্রীড়া পরাগ্রণ থাকেন । কখন কখন বন প্রদেশ হইতে বাহুবলে সিংহ ভল্লুক বৃক শাব্দুল শরভ মহিষ গণ্ডারাদি ধৃত করিয়া লতাপাশে বন্ধন করতঃ মুনির আশ্রমে লইয়া আইসেন । এবং সেই সকল বন্য হিংস্রক পশুগণ সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন । তদ্রূপে ভার্গব ঔর্ষ মুনি পরম প্রীতমনা হইয়া প্রযত্ন সহকারে সগরের প্রতি পালন করিতে লাগিলেন । অনন্তর পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক সময়ে বিদ্যারম্ভ করাইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন, তদনন্তর ধর্ম্মর্কেদ, আয়ুর্কেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, জ্যোতির্কেদ, এবং শিক্ষা, শিল্পবিদ্যাদিতে নিপুণ করিয়া মহামুনি সগরকে কৃতবিদ্য করিলেন, রাজপুত্র সগর মহা সাহসী হইয়া উঠিলেন, মহাবল পরাক্রম, বাহুবলে পর্কতাতিরও পরিচালন করিতে শক্ত হইলেন । একদা আপন মাতাকে পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করাত্তে, তন্মাতা তাঁহাকে তাঁহার পিতার বধাদি বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্তার করিয়া কহাত্তে সগর জাতামর্ষী হইয়া মাতার অগ্রে ঔর্ষ মুনির নিকট পিতৃ শত্রু বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন । যথা

পিছুঃশাসন কর্ত্তারং পিতুর্কধ বিধায়কং ।

যো নহন্তি মহামুঢ়ো রৌরবঞ্চ ব্রজেদ্ধুবং ॥

হে মাতঃ ! অরণ করহ, পিতার শাসন কর্ত্তাকে, ও পিতার বধ বিধান কর্ত্তাকে, যে ব্যক্তি বিনাশ না করে, সে মহামুঢ়, সে ব্যক্তি রৌরবাখ্য নরকে গমন করে ।

. অতএব, আমি অদ্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার পিতার শত্রু হৈ হই দেশীয় ক্ষত্রিয়াদম, এবং পৃথ্বী বংশীয় প্রাপ্ত যবনহু ক্ষত্রিয় সকলকে আমি এককালে সম্মুখে বিনাশ করিব, অর্থাৎ সেই সকল যবন বংশ যে যে স্থানে বাস করিয়াছে, সেই সকল স্থানকে আমি নির্মালুজ অরণ্য প্রায় করিব।—সগরের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে তন্মাতা ভীতা হইয়া উর্ক নিকটে কহিতে লাগিলেন। হে পিতঃ! বাল বুদ্ধিতে সগর নিদারুণ বলৎ যবন বধে প্রতিজ্ঞা করিলেন, অতএব আপনি তদুপযোগি সাংগ্রামিকোপকরণ উপদেশ করুন।

উর্ক মুনি ক্ষত্রিয় বীর্য্যের সাহসকে ধন্যবাদ করিয়া নানা প্রকার অস্ত্রগ্রাম শিক্ষা করাইয়া পরে নূতন এক বহ্নাস্ত্র সৃষ্টি করিলেন, তাহা অজেয়, তাহাকে পরাভূত করিতে কোন অস্ত্রেই পারে না, এবং দুর্গভেদন দেহভেদনাদি কৌশল, বারুণাস্ত্র, নাগাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, বৈক্যব পাশুপতাদি নামা অস্ত্রশিক্ষা করাইলেন, পরিণামে আত্ম বুদ্ধি কৃত শতগ্রী, তবকাদি আগ্নেয় যন্ত্র এক্ষণে যাহাকে, (কামান ও কন্দুক) বলিয়া বিখ্যাত করা যায়। তদুপকরণ গুড়ক অর্থাৎ গুলি এবং উর্ক সৃষ্ট আগ্নেয় দ্রব্য, বারুদ ইহার যুদ্ধক্রম শিক্ষা করাইয়া নিপুণ করিলেন।—এতদ্ভিন্ন জলযানাদি বুদ্ধোপযোগী উপকরণ সকল বিশিষ্ট রূপ পরি গ্রহণ করাইলেন। মহারাজা সগর কৃত বিদ্য হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ সৈন্য সহিত অযোধ্যা সম্মিহিত আগমন করতঃ শত্রু সৈন্য সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃরাজধানীকে জয় করিয়া পুনর্গ্রহণ

করেন। পরে প্রকৃত রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় সকল আসিয়া তাহার সৈন্য শ্রেণীতে ভুক্ত হইলে, অল্প দিবস মধ্যেই সগর মহাপ্রতাপযুক্ত রাজচক্রবর্তী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর স্ব প্রতিজ্ঞা প্রতি পালন জন্য যবন কুল বিনাশে মনোযোগী হইয়া প্রথমতঃ হৈহয় দেশজাত ক্ষত্রিয়াদম সকলকে স্বেচ্ছ সংসর্গাপরাধে অপরাধী করিয়া এককালীন বিনাশ করেন। পরে মিত্র দেশীয় তালজঙ্ঘাখ্য যবন কুলের বিনাশে উদ্যত হইলে তাহারা অনেকেই পলায়ন পর হইয়া নিবিড়ারণ্য মধ্যে লুকায়িত হয়। তদনন্তর পৃষধুকুলাধম তুরষ্ক-দেশীয়, এবং হিম প্রধান শ্ববীকদেশীয় যবন সকলকে এক কালেই বিনাশ করেন, পরে সেই সকল স্থান অরণ্য প্রাপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ শুদ্ধ শরত্বয়েই পরিপূর্ণ হইল, তৎপরে পারসীকদেশীয় যবন সকলকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করাতে তাহারা কতক গুলিন পলাইয়া হৈ হয় দেশে আসিয়া প্রচ্ছন্ন-রূপে থাকিল, এক্ষণে হৈ হয় দেশের নাম বোম্বাই, সেই যবন কুলের নাম পারসীক, প্রকৃত পারসীক দেশ অরণ্য প্রাপ্ত আধুনিক নাম “ইরান”, তুরষ্কের পূর্ব নাম “শকদেশ”, হিরাটের পূর্ব নাম “কেকয়”, দেশ।—কাস্মিয়ারের পূর্ব নাম, গান্ধারদেশ, তাতার দেশের পূর্বনাম মর্দ্দদেশ।—পারদদেশ চীন, এতন্মধ্যে যে সকল পৃষধুবংশীয় যবন ছিল, তাহারদিগের প্রায় বিনাশ করেন, কেবল যাহারা যাহারা পলাইয়াছিল তৎকালে তাহারা তাহারাই প্রাণে রক্ষা পাইল।

অনন্তর, কিছুকাল পরে যখন পুনর্বার তাহাদিগের সকলকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন তাহারা অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্রাণ রক্ষার্থে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়, ওজ্জনা বশিষ্ঠ যবন বধে রাজাকে নিবৃত্ত করিলেন, রাজা তাঁহাকে কহেন, তবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় কি? বশিষ্ঠ কহিলেন, কেবল প্রাণনষ্ট করাই বধ নহে, অনেক প্রকার ক্রিয়াকে শাস্ত্রে বধ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্ম বর্জিত করাকেও বধ বলে, অতএব তুমি ইহাদিগকে বেদ ব্রাহ্মণ বর্জিত কর। যথা

সগরস্তু প্রতিজ্ঞাস্তু ঔরোক্ষাকাং নিশমাচ।

ধর্ম্মং জ্ঞানতেষাং বৈ বৈষম্যদ্বং চকারহ॥ ইতি

ব্রহ্মাণ্ডং ॥

মহারাজা সগর স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে তাহাদিগের ধর্ম্ম হানি করিলেন, এবং আর্ব্যাক্কাতি বৈদিক-দিগের সহিত বৈষম্যদ্ব সম্পাদন করিলেন, অর্থাৎ পূর্বে তাহারা বেদ ব্রাহ্মণমতে যে কর্ম্ম করিত, তাহার অন্যথা করিলেন, ইহাই ধর্ম্ম হানি, নচেৎ তাহাদিগের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ছিল তাহা নষ্ট করিলেন, একপ অভিশ্রাম নহে। অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্মনষ্ট করিয়া বিষম ধর্ম্মে সংস্থাপন করিলেন।

এবং তাহারা যে যবন বলিয়া পরিচিত হইবে, তন্নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ চিহ্ন করিয়া দিলেন। অর্থাৎ বেশ বিন্যাসাদি ব্যতিক্রমে দেশে প্রেরণ করিলেন, কারে বা গিরিকূটে, কাহাকে উপদ্বীপে, কাহাকে নিবিড়গহন বিপিনে, কাহারে বা দ্বীপান্তরে, কাহাকে মরুভূমি প্রদেশে, প্রেরণ

করেন । তৎকালে বেশ বৈপরীত্যে তাহারা চারিজাতি হইল, পরে তাহা হইতে অনেক জাতি উৎপন্ন হয় । আদৌচারি দেশে চারিজাতি রহিল । যবন, শক, পারদ, পল্লব, অৰ্থাৎ অপগণ, ইহাদিগেরই বেশপরিচ্ছদ ভিন্ন করিলেন । তালজঙ্ঘ যবন, শক তুরস্ক, হৈ হয় খশ, অৰ্থাৎ বর্কর, আরব, আফগান হইল, পারদ, অৰ্থাৎ চীনজাতি ।

যবনান্ মুণ্ডিতশিরসো যুগান্ শকান ।

প্রলম্বকেশান পারদান্ পল্লবান্ধৃশ্চ ধারিণঃ ॥

বৈকবে ।

যবন যাহারা শূদ্রদেশীয় অৰ্থাৎ মিশ্র দেশীয় তাহাদিগকে মুণ্ডিত শিরা করিলেন । অমুণ্ড অর্দ্ধ মুণ্ডিত শক অৰ্থাৎ তুরস্ক, যাহাদিগের কর্ণোপরি কিঞ্চিৎ কেশ রাখিয়া মধ্য-হীন করিলেন । পারদচীন, তাহারা মুক্তকেশ হটল, পল্লব কাষোজী অৰ্থাৎ আরবদেশীয়, তাহারা গোঁপদাতি বিশিষ্ট হইল ।

অনন্তর্যাসসঃ কাংশ্চিদবচ্চি বাসসোহ পরান্ ।

চক্রেচ বিবিধান বৈশৈর্বৈজ্ঞানানি বিধৈরপি ॥

এবং বিবিধ বেশভূষাদি ও নানাবিধ বস্ত্র করিয়া দিলেন, চেল খণ্ড বহু সংযোগে সূচী বিদ্ধরূপে মুক্তকচ্ছ হইল, কেহ বা অবহির্কাস অৰ্থাৎ কঞ্চুকবাতীত বাহিরে উত্তরীয়াদি বস্ত্র রহিত হইল ।—ক্রমে এই চারিজাতি যবনের পুঞ্জ পৌত্রাদি ক্রমে অনেক জাতি হইয়া অরণ্য প্রদেশ প্রায় পরিপূর্ণ হইল ।—ইহারা দারা পত্য সহিত দ্বীপদ্বীপান্তরে ধৰ্ম্ম বর্জিত রূপে পশুবৎ আআদর পুরণ মাত্র কর্ণে নির্ভর

করিয়া বাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৈদিকদিগের ন্যায় কেবল সূর্য্যাদি গ্রহ ও অগ্নিকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা, কেহবা গন্ধাকেও পূজা করিতে, কেহ বা গো বৃষকে ধৰ্ম্মরূপ বলিয়া পূজা করিতে লাগিল, এইরূপে বহুকাল গত হইলে মরুভূ রাজবংশে দম নামের কোন রাজা সমূলে তুচ্ছ, ও ঋষীক জাতীয় প্রভৃতি অনেক যবনকে বিনাশ করেন। তাহাদিগের বাসস্থান অরণ্য প্রায় হইয়া যায়, কেবল খশ দেশে কতক গুলিনকে রাখিলেন, অর্থাৎ যাহাকে পারসীক দেশ বলে, আর মিশ্রদেশে হুতাল জজের বংশকে, আর পারদদেশীয় কতকগুলি যবনকে রাখিয়াছিলেন এইমাত্র।

অনন্তর সগর এক সম্রাট হইয়া অনেক প্রকার কৌশলে যত্নযুক্ত পতাকামালী বহুবিধ অৰ্ণব পোত সমুদ্র করিয়া সমস্ত সমুদ্র জল সমুদ্র দ্বারা ছীপছীপান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কেবল ভ্রমণও নহে, সম্যক ছীপোপছীপ ছীপান্তরকে জয় করিয়া আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং কত কত প্রকার আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রকাশ করেন, সমুদ্রও সগরের বশীভূত হইয়াছিলেন, একারণ সমুদ্রের নাম সাগর হয়।—সমুদ্রীয় ছীপবাসী লোক সকল সগরকে সামুদ্রিক দেবতা বলিয়া অর্চনা করিত। সগর হইতে নাবিক বিদ্যা অতিশয় রূপে উৎকল্য হয়, পূর্বসমুদ্র উপছীপে সগরের এখনও অনেক কীর্ত্তি আছে, তৎকালে পশ্চিম সমুদ্রের উপছীপে সামান্য লোকের বাস ছিল, একারণ পূর্বসমুদ্রে তাহার অধিকরূপ সমাগম হেতু তৎ সমুদ্র ভীরে চীন রাজ্যে “সাগরধাং” নামে এক নগ

র অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে, অনুমান হয় তাহার নাম “সাগরধাম” এবং চীনদেশকে সগর রাজাই অনেক প্রকারে শোভিত করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর সংক্রম স্থান ও চীন কি ব্রহ্মদেশে তাহার অনেক অর্গব যান অবস্থিত থাকিত।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাজ ও ব্রহ্মানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন! যদি অধ্যাত্ম ভক্তে কাশী ক্ষেত্রে যথার্থ শারীরিক ভাব সম্ভব হইল, তথাপি বিশ্বেশ্বর নামে লিঙ্গ রূপী শিবের অবিমুক্তেশ্বরত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! বিশ্বেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গবিশ্বপদে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যতা বিধানের নর দেহকে ব্রহ্মাণ্ড বলে, সেই মনুষ্য দেহের ঈশ্বর আত্মা, সুতরাং আত্মাই সকলের নিয়ন্তা হইবেন। সৰ্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রযুক্ত আত্মারূপে বিশ্বেশ্বর অবিমুক্তে অধিষ্ঠান করিতেছেন, ইহাতে যে সন্দেহ করা সে অজ্ঞের কার্য্য, যেখানে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে প্রজ্ঞা চক্ষু চীন মূৰ্খ ব্যতীত প্রাজ্ঞের সংশয় কোন ক্রমেই হইতে পারে না। হায়? কি-কাল মাহাত্ম্য? মারামোহা-কুর্কজন সকলের চিত্ত দিন দিন কি ঘোরান্ধকারে নিবিষ্ট হইতেছে? শত শত শাস্ত্র স্বত্বেও আপন আপন কুযুক্তি দ্বারা ধৰ্ম্ম নষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না। যদিও হিতো-

পদেশক অনেক শাস্ত্র আছে বটে, কিন্তু অন্ধবৎ অজ্ঞের তাহাতে কোন উপকার দর্শিতে পারে না। যেহেতু “যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্যাকরোতি কিং। লোচনাভ্যাং বিহীনান্যং দর্পণে কিং প্রয়োজনং”, যাহার স্বয়ংপ্রজ্ঞা অর্থাৎ ধর্মোৎপাদিনী শোভনা বুদ্ধি না থাকে তাহার শুদ্ধ শাস্ত্রে কি করিতে পারে? যেহেতু চক্ষু হীন ব্যক্তির দর্পণেতে কি প্রয়োজন? এবং লোক চক্ষু বন্দিয়া সূর্য্যের যে নাম, সেই নাম শুনে তিনি জগৎকে প্রকাশ করেন, কিন্তু গাঢ় তিমিরাক্ষয় অন্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে সেই জগৎ প্রকাশক সূর্য্যের গৌরব কি? অতএব মূঢ় ব্যক্তির শাস্ত্রে কি উপকার? সুবুদ্ধি স্বত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি শাস্ত্রানুগামিনী, শাস্ত্রও তাহার বুদ্ধির অনুগত হয়। যাহাদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, কেবল লৌকিক যুক্তির প্রতি নিত্যস্ত নির্ভর, তাহাদিগের দ্বারা পরিশুদ্ধ শাস্ত্রের মর্ম্ম কদাপি উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। যাহারা শাস্ত্র সিদ্ধ পরমেশ্বরের পরমতত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ্য না করে, শুদ্ধ যথেষ্টাচার ও কদর্য্য ব্যবহারাদির ধর্ম্মতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়, আর চিরপ্রণয়ধর্ম্মমোহের সংসর্গী হইতে বাসনা করে, সেই সকল বাচালপুরুষেরাই ধর্ম্ম সঙ্করতা প্রাপ্তে পরম ধর্ম্মের উন্মূলনে বহুবিধ শুষ্ঠ তর্কানুকূল ব্যর্থ বাচালতা দ্বারা পূর্ব্বতন শাস্ত্র বক্তা মহর্ষিগণের বাক্যের প্রতি উহ করিয়া থাকে। যদি ঐ সুবোধেরা আপন আপন বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন দ্বারা বিশিষ্ট রূপ শাস্ত্রার্থ স্বরূপতার আলো-

চনা করে, তবে কদাপি বৈদিক ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে অশিষ্ঠ বলিয়া আপনাদিগের শিষ্ঠতা সম্পাদনে সক্ষম হইতে পারে না। মোঢ়াস্বভাব প্রযুক্ত বল পূর্কক কেবল বাক্যে পারদর্শী হইতে এ সংসারে কে না সক্ষম হয়? তাহার নিয়ন্তা এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে হইতে পারে না।



গৃহস্থ ধর্ম্ম ।

সীমস্তোম্ময়ন সংস্কার ।

সীমস্তোম্ময়নং কুর্ধ্যাৎ মাসি ষষ্ঠেইষ্টমেপিবা ।

যাবন্ জায়তে ইপতাৎ তাবৎ সীমস্তন ক্রিয়া ॥

গত্রবর্তী নারীর ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমস্তোম্ময়ন করিবে অর্থাৎ যাবৎ সন্তান না জন্মে তাবৎ সীমস্তোম্ময়ন ক্রিয়া করিতে পারে ।

পূর্কোক্ত ধারা হোমালং কর্ম্মকৃত্তা ত্রিয়া সহ ।

উপবিশ্যাসনে প্রাস্ত্র প্রদদ্যাদাহুতি ত্রয়ং ॥

পূর্কোক্ত বিধির অনুসারে গোর্ঘাদি মাতৃকা পূজা বন্ধু-ধারা, আন্নুযাজপ ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া বহ্নি স্থাপন পূর্কক স্ত্রীর সহিত উপবিস্ট হইবেন, এবং ধারা হোম সমাপনান্তে বুদ্ধিমান পুতি আসনে উপবেশন করতঃ, আহুতিত্রয় প্রদান করিবেন ।

বিকবে ভাস্করে ধাত্রে বহ্নি জায়ান্ত মুচ্চরন্ ।

ভতচ্চক্ষমসং ধ্যাষ্টা শিব নাম্নি হুতাশনে ।

সপ্তধা হবনং কুর্ধ্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ ॥

বিষ্ণু, ভাস্কর, ধাতা এই নামত্রয় চতুর্থান্ত অনল প্রিয়া-
বৃত্ত উচ্চারণ করতঃ দেবত্রয়ের উদ্দেশে আভূতিত্রয় প্রদান
করণানন্তর শিব নামে অগ্নির আবাঁহনার্চন পূৰ্ণক চন্দ্রকে
ধ্যান করিয়া চন্দ্রোদ্দেশে সপ্তাভূতি দিবেন ।

অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং তুর্গাং প্রজাপতিং ।

ধ্যাত্বা প্রত্যেকভো দদ্যাদাহুতীঃ পঞ্চধাপতিঃ ।

অনন্তর পতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, তুর্গা,
এবং ব্রহ্মাকে মানসে ধ্যান করতঃ প্রত্যেক দেবোদ্দেশে
প্রণবান্নি জায়াস্ত মন্ত্রে পঞ্চং আভূতি প্রদান করিবেন ।

স্বর্ণকক্কাতিকান্ তর্জী গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ।

সীমস্তাবন্ধ কেশান্তঃ কেশ পাশে নিবেশয়েৎ ॥

আভূতি প্রদানানন্তর তর্জী সুবর্ণ কক্কতী দক্ষিণ হস্তে
গ্রহণ করতঃ ভার্গ্যার সীমস্তাবন্ধি কবরী পর্য্যন্ত কেশ পাশে
প্রণিবেশ করাইবেন, অর্থাৎ কনকময়ী চিরণী দ্বারা পতি
স্বহস্তে পত্নীর কেশ সংশোধন করিবেন । তৎকালে এই মন্ত্র
পাঠ করিতে হইবে । যথা

শিবং বিষ্ণুং বিধিৎ ধায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্ ।

ভার্ঘ্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সূত্রভে ।

সুপ্রসূতা ভবপ্রীতা প্রসাদাদিষ্ম কৰ্ম্মণঃ ।

মায়াবীজ উচ্চারণ পূৰ্ণক শিব, বিষ্ণু, ও বিধাতাকে ধ্যান
করতঃ ভার্গ্যার মন্ত্ৰকে হস্ত প্রদানপূৰ্ণক করিবেন, হে ভার্ঘ্যে !
হে কল্যাণি ! হে সুভগে ! হে সুভ্রভে ! তুমি সুপ্রীতা হইয়া
জগৎ স্রষ্টা প্রজাপতির প্রসাদে দশম মাসে সুপ্রসূতা হও,
অর্থাৎ সুখে সন্তান প্রসব কর ।

আয়ুস্মতি কক্ষতিকা বৰ্চস্বী তে শুভং কুরু।

ততঃ সমাপয়েৎ কৰ্ম স্বষ্টিকৃৎকনাদিভিঃ ॥

হে আয়ুস্মতি ! এই বৰ্চস্বী শুভ কক্ষতিকা তোমার শুভ
সম্পাদন করুন, এতদ্বচনানন্তর স্বষ্টিকৃৎ সাট্যায়ন হোমাদি
দ্বারা পূর্ণাছতি দিয়া সংস্কার কৰ্ম সমাপন করিবেন।

ইতি সৌমন্তোন্নয়ন সংস্কার সমাপ্তঃ।

অপুষ্পমাহাত্ম্য।

মোহাঘোরে মহোৎপাতেমহাপদিচ সঙ্কটে।

মহা দুঃখে মহারোগে মহাশোক মহাভয়ে।

পুজয়েৎ কালিকাং তারাং ভুবনাং বোড়শীং শিবাং।

বালাং ছিন্নাঞ্চ বগলাং ধূমাং ভীমাং করালিনীং।

কমলা মমপূর্ণাঞ্চ দুর্গাং দুঃখবিনাশিনীং ॥

মহাঘোরতর উৎপাতে, মহা আপদে, মহাসঙ্কটে,
মহাদুঃখ সময়ে, মহারোগোপাশ্বিতে, মহাশোককালে, এবং
মহাভয়োৎপন্ন সময়ে, কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, বোড়শী,
রাজরাজেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, ভীমা, মাতঙ্গী,
করালিনী, ভৈরবী, কমলা, অমপূর্ণা, এবং সৰ্ব্ব দুঃখ বিনা-
শিনী জয় দুর্গাকে সঙ্কল্প করিয়া পূর্বোক্ত করবীরাদি
পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবে।

সৰ্ব্ব বিদ্যাং জবা জ্যোণ করবীরে মনোহরৈঃ।

মালুরপত্রৈঃ কৃকাভিঃ কৃষ্ণাং সংপূজ্য ভূতলে।

সাধকেচ্ছো মহেশানি ভবেশ্মুজ্ঞো নলং শয়ঃ ॥

হে মহেশ্বর! সংকল্পশূন্য মানসে অষ্টাদশ মহাবিদ্যা ও দশমহাবিদ্যাকে জবা, দ্রোণপুষ্প ও বিলুপত্র ও মনোহর করবীরপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিলে এবং কৃষ্ণাপরাজিতা দ্বারা কৃষ্ণবর্ণা কালীকে অর্চনা করিলে, সাধকশ্রেষ্ঠ অনা-
রাসে মুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

জবাপুষ্পে দ্রোণপুষ্পঃ করবীরে মনোহরৈঃ ।

কৃষ্ণাপরাজিতা পুষ্পে রক্তৈশ্চ মণি পুষ্পকৈঃ ।

পূজয়েৎ পরম্য ভক্ত্য চণ্ডিকাং পরমেশ্বরীং ॥ ইতি ।

মুণ্ডমালায়াং ।

জবাপুষ্প, দ্রোণপুষ্প, মনোহর করবীরপুষ্প, কৃষ্ণ-অপ-
রাজিতাপুষ্প, আর পদ্ম ও বকপুষ্পাদি দ্বারা পরমাত্তি-
সহযোগে পরমেশ্বরী চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিবে ।

যেহর্ষয়ন্তি ধনাধ্যক্ষং করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ ।

চতুর্যুগানি দেবিনি প্রীতো ভবতি মাধবঃ ॥ ইতি ।

মৎস্ত সূক্তং ।

হে দেবেশি! যে সকল ব্যক্তি শ্বেত, রক্ত করবীরপুষ্প
দ্বারা ধনপতি কুবেরের অর্চনা করে, চতুর্যুগাবচ্ছিন্ন তাঁহা-
দিগের প্রতি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ প্রীতিযুক্ত থাকেন ।

বকপুষ্পং স্বজাতিস্ত তথা রক্তজটাম্বচ ।

বাজপেয়স্য যজ্ঞস্যফলং প্রাপ্নোতি নান্যথা ॥ ইতি ।

যোগিনী হৃদয়ং ।

শুদ্ধ শ্বেত বকপুষ্প, এবং বিলুপত্র দ্বারা উমা-মহেশ্বরের
অর্চনাতে প্রতি পুষ্পে ও প্রতি পত্রে বাজপেয় যজ্ঞের ফল
প্রাপ্ত হয় তাহাতে অন্যথা নাই ।

সৰ্ব্বেষাং পুষ্পাণাং প্রবরঃ নীলমূলপলং ।

নীলোৎপল সহস্রৈশ্চ যন্ত মালাঃ প্রযচ্ছতি ।

চুৰ্গায়ৈ বিধিবদ্দেবি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥

হে দেবি ! যত পুষ্প আছে তন্মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ নীল-
পদ্ম, সেই নীলোৎপল সহস্রে গ্রথিত মালা যথাবিধি ভক্তি
পূৰ্ব্বক চুৰ্গাদেবীকে প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য
ফল কহিতেছি তুমি শ্রবণ করহ ।

বর্ষকোটি সহস্রাণি বর্ষকোটি শতানি চ ।

দেব্যা নুচরো ভূয়া রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥

নীলপদ্মপ্রদসাধক, দেবীদাসরূপে শতসহস্র কোটি কোটি
বৎসর পরিমাণে রুদ্রলোকে বাস করে, অশেষ মোক্ষ হয় ।

লক্ষাণাং মহিষৈর্মৈষ রজৈর্দানৈর্মৈথৈঃ শুভৈঃ ।

পূজিতাসা জগদ্ধাত্রী যদেবাকুসুমোচ্চিতা ॥

ছাগ, মেঘ, মহিষাদি বলিপ্রদানে এবং শুভযজ্ঞানুষ্ঠান-
দ্বারা জগদ্ধাত্রী চুৰ্গা পূজিতা হইলে যে ফল হয়, এই নীলপদ্ম
দ্বারা দেবী অর্চিতা হইলে সাধক সেই ফল লাভ করে ।

মাহাত্ম্যৈধৈব কৃকায়াঃ কৃষ্ণা জানাতি কুৎসনঃ ।

তদর্দ্ধকোপায়াং দেবি তদর্দ্ধং শ্রীপতিঃ সদা ।

তদর্দ্ধং ব্রহ্ম জন্মাতৈব তদর্দ্ধং বেদ সাধকঃ ॥

হে দেবি ! অপর কৃষ্ণাঅপরাজিতাপুষ্পে কালিকাপুজার
যে কি ফল? তাহা সেই কৃষ্ণাই জানেন, অর্থাৎ তাহার মম্যক
ফল ঐ কালিকাই জানেন, তাহার অর্ধেক ফলজাতা আমি,
তদর্দ্ধজাতা বিষ্ণু, তাহার অর্ধেকজাতা বেদসাধক পদ্মজন্মা ব্রহ্মা,
আর অন্যে কেহই জানেন না ।

অন্য পুষ্পস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাচ্ছিন্নমকরিত্ব ।

পৃথিব্যামণ্ডলে স্বর্গে বৈকুণ্ঠে কালিকাপুরে ।

হে কল্যাণদায়িনি দুর্গে ! অনন্তর অন্যান্য পুষ্পমাহাত্ম্য
আমি সংক্ষেপে কহি শ্রবণ কর । পৃথিবী মণ্ডলে, ও স্বর্গ-
লোকে, কি বৈকুণ্ঠে, এবং কালিকাপুরে অর্থাৎ শিবলোকে
নিম্নোক্ত পুষ্প সমস্তদ্বারা দেব্যাতির পূজার যে কি কল,
তাহাই বা কে জানে ।

অবাদি করবীরৈশ্চ দলৈঃ কিং কিং কলং লভেৎ ।

ন জানাতি জগদ্ধাত্রি কোবেদ পার্শ্বতীং বিনা ॥

উপরি উক্ত স্থানে পূর্বোক্ত অবাদি পুষ্প এবং করবীর
পুষ্প, আর বিল্ব, তুলসী, আমলকীপ্রভৃতি দলে দেব দেবীর
পূজায় যে কি কি ফললাভ হয়, হে জগন্মাতা ! তাহা
পার্শ্বতী বিনা আর কেহই জানেন না ।

করবীরৈঃ শ্বেতরক্তৈঃ রক্তচন্দন মিশ্রিতৈঃ ।

পূজয়েৎ স্নাতলে বস্ত্র সবিশেষো ভবেদ্ধ্রুবং ॥

শ্বেত, রক্ত করবীর পুষ্প রক্তচন্দনে মিশ্রিত করিয়া পৃথিবী
তলে যে ব্যক্তি ভগবতীর পূজা করে, সে ব্যক্তি দেহাবসানে
নিশ্চিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হয় ।

কৃষ্ণাপরাজিতা পুষ্পে বস্ত্র দেবীং প্রপূজয়েৎ ।

সোহশ্বমেধ সহস্রাণাং কলং প্রাপ্য শিবাং ব্রজেৎ ॥

যে ব্যক্তি এই কৃষ্ণাপরাজিতাপুষ্পদ্বারা পৃথিবীতে দেবী-
পূজা করে, সে ব্যক্তি সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের কল প্রাপ্ত হইয়া
অন্তে শিবশক্তিতে তন্ময় হইয়া যায় ।

মহাবিপত্তৌ যোদধ্যাৎ জবাং কৃষ্ণাপরাজিতাং ।

দ্রোণংবা করবীরংবা সগচ্ছেৎ কালিকা পুরং ॥

মহাবিপৎকালে বিপৎ নিবারণার্থে যদি জবা, কি কৃষ্ণা-
পরাজিতা, অথবা দ্রোণপুষ্প, কিম্বা করবীরপুষ্প সংকল্প
করিলে কালিকাকে প্রদান করে, তবে তাহার সর্ব বিপৎ
বিনাশ হয়, বিনা সংকল্পে দিলে কালীগুরে গতি হয় ।

কিঞ্চ পাদৈর্দ্যোঃ কিঞ্চ বাদৈর্দ্যো নৈবেদ্যোঃ কিঞ্চ ধূজনৈঃ ।

মধুদানৈ মধুপর্কৈ কুন্তকৈ কিঞ্চরেচকৈঃ ॥

পাদ্যাদিতে কি? বাদ্যোই বা কি? নৈবেদ্য পুজাদিতে
কি? মধুদান ও মধুপর্কদানেই বা কি হয়? এবং কুন্তক,
পুরক, রেচকরূপ প্রাণায়াম ও ধ্যানছাড়াই বা কি কল?

কিং জপৈঃ কিং তপোভির্জ্ঞানং সৎসোম্যাসংসম্ভ পঞ্চমৈঃ ।

কিং মন্ত্রৈঃ কিমনাষতন্ত্রৈঃ কিং তন্ত্রৈঃ কিঞ্চসাধনৈঃ ।

কিং বেদে রাসনৈঃ কিং বা শ্মশানৈ মন্ত্রসাধনৈঃ ।

কিং ধর্ম্মৈ মন্ত্রপুতৈ মন্ত্রাথে মন্ত্রজীবনৈঃ ।

কিং যোনিমুদ্রয়া কিং বা তীর্থৈঃ কিং ব্রহ্মসাধনৈঃ ॥

জপ, তপ, মৎস্যসাধন, মাংসসাধনপ্রভৃতি পঞ্চমকার,
মন্ত্রোচ্চারণ, অর্থাৎ উপনিষৎ পাঠ, অন্য যন্ত্র সাধন, ও তন্ত্র-
প্রয়োগ, বেদপ্রয়োগ, মদ্যসাধন অশানসাধন, যন্ত্রাদি কর্ম্ম,
মন্ত্রার্থ বিচার, মন্ত্রজীবিকা, অর্থাৎ মন্ত্রটোতনা, এবং যোনি
মুদ্রাবন্ধন, তীর্থপর্যটন, আর ব্রহ্মসাধন, ইত্যাদিতেই বা কি
কল?

কিং মাতৃকা ন্যাসগণৈঃ কিং কটৈঃ কিংঘটৈঃ পটৈঃ ।

কিং কাকচক্ষুভিঃ ষোড়শাটৈঃ কিং ধৰ্ম্ম সাধনৈঃ ।

ঘেনার্জিতা মহাদেবী করবীরে জ্বাদিভিঃ ॥

মাতৃকান্যাস, প্রতিমার্জন, ঘটাকর্ন, পটাকর্ন, অগবাবলম্বন, ষোড়শান্যাস, নানামত ধর্ম্মযাজনাদি দ্বারা তাহার কি কল লাভ হয়? করবীর পুষ্প বা জবাপুষ্প দ্বারা যাহার দ্বারা মহাদেবী সমর্চিতা নহেন। অর্থাৎ করবীর জবাদি পুষ্পে দেবীর অর্চনা না করিলে উপরি উক্ত কর্ম্মের কিছুমাত্র ফল নাই।

শ্রীমদ্রামকুমারেণ কবিরচেন ধীমত।

কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত। হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

নিত্যধৰ্মানুৰঞ্জিকা।

২৮৩.

নিৰ্ঘণ্টপত্ৰ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
৬১ সংখ্যা।		
নববর্ষাগম	১	১
পুরাবৃত্তাস্তমকান	৩	১৫
দেবাস্তুরাদি সৃষ্টি বিষয়	৪	৪
ব্রহ্মপুত্রাদির সৃষ্টি	৭	১২
স্বায়ত্ত্ব বমনুবংশ	৮	১৭
দেব দৈত্যকুল বিস্তার	১০	১৪
বৃদ্ধ বধ প্রস্তাব	১১	২০
সন্দেহ নিরসন		
বিদ্যোৎপত্তি	১৪	৭
কালীমাহাত্ম্য	১৫	৩
গৃহস্থ ধর্ম কথন	১৯	৪
ভুলসীমাহাত্ম্য	২১	১০
পুরাবৃত্তাস্তমকান৬২ সংখ্যা।		
অসুর কুল বৃত্তাস্ত	২৫	১
হিরণ্যকশিপু বংশ বিস্তার	৩০	৩
ব্রহ্মর্ষি বংশ বিস্তার	৩৪	৬২
সন্দেহ নিরসন		
ভারামাহাত্ম্য	৩৬	১০
গৃহস্থধর্ম		
সদাচার কথন	৪০	৪

নিঘণ্টপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
--------	--------	--------

৬৩ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান

প্রজোৎপত্তি ৪৯ ১
-------------	----------	---------

প্রিয়ব্রত বংশ কথন জাতিধর্ম ও যুগ ধর্ম কথন

..... ৫১ ১২
----------	----------

অম্বরী মাহাত্ম্য ৫৪ ১১
------------------	----------	----------

গৃহস্থধর্ম কথন

সদাচার বর্ণন ৫৯ ১৪
--------------	----------	----------

ভুলসী মাহাত্ম্য ৬৭ ১৪
-----------------	----------	----------

৬৪ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান

মনুবংশ বিস্তার

উত্তানপাদী ও পৈয়ব্রত প্রজা সর্জন

..... ৭৩ ১
----------	---------

বেণরাজ্য শাসন ৮০ ৩
---------------	----------	---------

সন্দেহ নিরসন

পুরুষোত্তম মহিমা

ও তাৎপর্য কথন ৮১ ১
---------------	----------	---------

ভুলসী মাহাত্ম্য ৯৪ ৫
-----------------	----------	---------

ভুলসী স্তোত্র ৯৫ ৭
---------------	----------	---------

নিব্বটপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
	৬৫ সংখ্যা ।	

পুরাবৃত্তানুসন্ধান				
বেণরাজ্য শাসন	৯৭ ১
সন্দেহ নিরসন				
অগম্মাথ মহিমা	২০৯ ৬
গৃহস্থধর্ম্ম সদাচার	১১৮ ৭

৬৬ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান				
মনুবংশ কথন	১২১ ১
সকরজাতি মালা	১২২ ১৮
সন্দেহ নিরসন				
সুন্দরী কল্প	১৩০ ১২
গৃহস্থধর্ম্ম কথন				
সদাচার লক্ষণ	১৩৩ ১
তুলসী মাহাত্ম্য				
মালাধারণ বিধি	১৩৭ ১৭

৬৭ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান				
মনুবংশ বিস্তার	১৪৪ ১

নির্ঘণ্টপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গৃহস্থধর্মাস্তর্গত		
আশ্রমধর্ম কথন ১৫১ ১৯
সন্দেহ নিরসন		
জুদুরী কল্প ১৫৬ ৫
হিম্মতীর মাহাত্ম্য ১৬১ ৭
পুণ্ডসী মাহাত্ম্য		
মালীমহিমা ১৬৬ ১
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ১৬৭ ৪

৬৮ সংখ্যা।

পুরাণভাস্করসঙ্কান			
মহাবংশ বিস্তার ১৬৯	১
আশ্রমধর্ম কথন ১৮৩	১
বিষ্ণু মাহাত্ম্য ১৮৬	১১

৬৯ সংখ্যা।

পুরাণভাস্করসঙ্কান			
মহাবংশ বিস্তার ১৯৩	১
গৃহস্থধর্ম ২০০	৪
বিষ্ণু মাহাত্ম্য ২০৯	১৮

৭০ সংখ্যা।

পুরাণভাস্করসঙ্কান			
ত্রৈলোক্য বর্ণন			
ইকাকু বংশ বিস্তার ২১৮	১৯

নিত্যধর্মাস্মরণিকা ।

২৮৭

নির্ঘণ্টপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সন্দেহ নিরঞ্জন		
কাশীমাহাত্ম্য	২২৭	১৩
গৃহস্থ ধর্ম কথন		
গর্ভাধান বিধি	২৩০	১৬
বিজ্ঞমাহাত্ম্য	২৩৫	১

৭১ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান	২৪১	১
সন্দেহ নিরসন		
কাশীমাহাত্ম্য	২৪৯	৮
গৃহস্থধর্ম কথন	২৫৩	৮
পুংসবন	২৫৮	১৩
পঞ্চাশত	২৬০	২০
পুষ্পমাহাত্ম্য	২৬১	১৭

৭২ সংখ্যা ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান	২৬৫	১
সন্দেহ নিরসন		
কাশীমাহাত্ম্য	২৭৩	৫
গৃহস্থ ধর্ম কথন	২৭৫	৬
সৌমন্তোন্নয়ন সংস্কার		০
পুষ্প মাহাত্ম্য	২৯৭	৭



